

কৃষ্ণকর্ণামৃতম্ ।

—১৪—

পূজ্যপাদ-শ্রীল কবিবর-বিশ্বমঙ্গল-
বিবরচিতং ।

শ্রীলব্ধমঙ্গলম কবিরাজকৃত “রসিকরসদা”-
নামটীকয়া তথা শ্রীযজ্ঞ-লক্ষ্মণবিবরচিত-
—বর্ণনাপ্রদায়ঃ ১৮ সহিতং ।

৩ রামনারায়ণবিচারভূষণ
বদভাষয়ানুদিতং ।

শ্রীব্রজনাথমিশ্রেনাশ্রিত—
ভূগোমঙ্গলকরণঃ
একাদিতঃ ।

মুর্শিদাবাদ,—

বহুবলপুর রাধাকৃষ্ণচন্দ্র

শ্রীউপেন্দ্রনাথায়ণ মণ্ডল প্রিন্টার

বাঙ্গা মুদ্রিঃ

সন ১৩৩০ মাল । শুভ বৈশাখ ।

কৃষ্ণকর্ণামৃতম্ ।

— ১৩ —

পূজ্যপাদ-শ্রীল কবিবর-বিন্ধ্যমঙ্গল-
বিরচিতং ।

— — —

শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজকৃত “রসিকরঙ্গনা”-
নামটীকয়া তথা শ্রীযদুনন্দনঠাকুরবিরচিত-
বঙ্গীয়পদাবল্যা চ লিখিতং ।

— — —

৩রামনারায়ণবিদ্যারত্নেন
বঙ্গভাষয়ানুদিতং ।

— — —

শ্রীব্রজনাথমিশ্রেনাম্
তৃতীয়সংস্করণং
প্রকাশিতং ।



— — —

মুদ্রিদ্দাবাদ ।

শ্রীহরিচক্ৰিপ্রদায়িনীগভাতঃ, বহরমপুর, “রাদারমণবজ্রে”
শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল-প্রিণ্টারেণ
মুদ্রিতং ।

— — —

সন ১৩৩৫ সালে । আন্তনে ।

বিজ্ঞাপন ।

কৃষ্ণকর্ণামৃত অতি প্রাচীনগ্রন্থ, ইহা এতদ্দেশে ছিল না, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু সম্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ কেন্দ্র হইতে যখন দক্ষিণদেশে তীর্থপর্যটনে গমন করেন, সেই সময়ে এই গ্রন্থখানি আনয়ন করিয়া ছিলেন । ইহার রচনার পরিপাটী অতীব উৎকৃষ্ট ; শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপ ও রামা-নন্দের সহিত নির্জনে এই গ্রন্থখানির নিরন্তর আশ্বাদন করিতেন । এই গ্রন্থের যেরূপ নাম বর্ণনাও তদ্রূপ, ইহা শ্রবণে কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়, ভক্তগণ ইহার আশ্বাদনে আনন্দানুভব করিয়া থাকেন ।

কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন—

“কর্ণামৃতসম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে ।

যাহা হইতে হয় কৃষ্ণ-প্রেমরস জানে ॥

মৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি ।

সে জানে, যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি ॥”

(চরিতামৃত)

বহুকালাবধি এই গ্রন্থপ্রকাশে আমার অভিলাষ ছিল, সমুদায় কার্য্য অর্থসাধ্য একাকী শীঘ্র সম্পন্ন করিতে পারি নাই । সম্প্রতি শ্রীহট্ট কানাইবাজার মৈনোগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজীবলোচনদাস মহাশয় অর্থ-সাহায্য বিষয়ে অগ্রসর হইয়া আমাকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত করণে অনুরোধ করেন ।

বোধ করি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া থাকি-
বেন, নতুবা অর্থ ব্যয়-সাদ্য কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন কেন ? ।
ভারতবর্ষে বহু বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন, কাহাকেও ভাগবত-
ধর্মের প্রচার বিষয়ে উন্মুখ দেখিতেছি না । অতএব বৈষ্ণবগণ
সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত রাজীবলোচনদাস
মহাশয়কে আশীর্বাদ করুন, তাঁহার যেন শ্রীশ্রীগোরাঙ্গদেবের
প্রতি স্থিরতর ভক্তির উদয় হয় এবং তিনি যেন পঞ্চমপুরুষার্থ
কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন ইতি ॥

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্ন ।

বহরমপুর, রাধারমণযন্ত্র ।

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন ।

—•••—

৮রামনারায়ণবিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রথমবারের ও ৮রাম-
দেবমিশ্র মহাশয়ের দ্বিতীয়বারের প্রকাশিত গ্রন্থ গুলি
বৈষ্ণবগণের আগ্রহহেতু একেবারে নিঃশেষ হওয়ায় পুনরায়
তৃতীয়বার মুদ্রাক্ষণে আমি প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে এই কৃষ্ণকর্ণা-
মৃতনামক স্মৃধুর গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশ করিলাম, আশা করি
বৈষ্ণবগণের কৃপাদৃষ্টি থাকিলেই আমার পরিশ্রম সফল হইবে ।
নিবেদন উক্তি ॥

শ্রীব্রজনাথ মিশ্র দেবশর্মা ।

উৎসর্গঃ ।

—••*••—

বিষমসমরবিজয়ি—

ত্রীত্রীত্রীত্রীশ্রীমন্নহারাজ-বীরচন্দ্র বর্ম-
মাণিক্য-বাহাদুর-সমীপে—

মহারাজ ! সম্প্রতি কবিবর শ্রীবিজয়মঙ্গলবিরচিত কৃষ্ণ-
কর্ণামৃত গ্রন্থ, মূল শ্লোক, টীকা, অনুবাদ ও যত্ননন্দন ঠাকু-
রের পয়ার সহ মুদ্রাক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার করকমলে
সমর্পণ করিলাম । আপনি স্বয়ং, বৈষ্ণববর শ্রীযুক্ত বাবু রাধা-
রমন ঘোষ বি, এ, সেক্রেটারি মহাশয় দ্বারা ইহার আশ্বাদন
করিলে আমার পরিশ্রম সফল হইবে । নিবেদন ইতি ॥

আশীর্বাদক—

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ।

এককারের পূর্ববৃত্তান্ত ।



দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণবেধা নদীর পশ্চিমতীর নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর কবীন্দ্র শ্রী-
বিদ্যমঙ্গল নামে কোন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি জন্মান্তরীয় দুর্কীসনার
প্রেরিত হইয়া ঐ কৃষ্ণবেধার পূর্বতীরনিবাসিনী, যিনি সঙ্গীতবিদ্যায় অধিকৃত
কিন্নরীগণকে নিন্দা করেন তাদৃশী কোন এক চিন্তামণিনামী বেশ্যায় অণি-
শয় আসক্ত হইলেন। তিনি কোন সময় বর্ষাকালের অন্ধকারময়ী রজনীতে
ঘেঘের মন্দ মন্দ গর্জনে কন্দর্পপৌড়ায় অন্ধের ন্যায় হইয়া পথের বিদ্যমঙ্গল
গণনা না করত গৃহ ভইতে নির্গমনপূর্বক সেই নদীতে শবাবলম্বনে অর্থাৎ
মৃতদেহকে আশ্রয় করিয়া উদ্ধীর্ণ হইলেন, পরে চিন্তামণি বেশ্যার গৃহসমীপে
গিয়া দেখিলেন দ্বারে কপাট বদ্ধ রহিয়াছে, বিদ্যমঙ্গল শত শত চিৎকার করি-
লেও যখন কেহ শুনিল না, তখন তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে
দেখিতে পাইলেন প্রাচীর গর্ভে অর্ধপ্রবিষ্ট একটা কৃষ্ণসর্প রহিয়াছে, তিনি
রজ্জুম্রমে ঐ সর্পের পুচ্ছ অবলম্বনপূর্বক ভিত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহে প্রবেশ
করিলেন, অগনি একটা প্রণালিকা (নর্দমা) মধ্যে পতিত হওত মুচ্ছিত
হইলেন। অনন্তর চিন্তামণি বেশ্যা সখীগণের সহিত বিদ্যাদালোকে তাঁহাকে
দেখিতে পাইয়া, “হা কষ্ট!” এই বলিয়া তাঁহাকে আনয়ন করত বিনোদপ-
চারে সুস্থ অর্থাৎ চেতন করাইলেন। পশ্চাৎ তাঁহার কথিত আগমনের বৃত্তান্ত
শ্রবণ করিয়া চিন্তামণি কম্পিত কলেবরে নির্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্যাক্ত বাক্য
প্রয়োগ করত বলিতে লাগিল, “হা কষ্ট! তুমি সকলশাস্ত্রশিষ্যারদ হইয়াও
মৃত হইলে, তোমা ব্যতিরেকে কোন্ অন্য ব্যক্তি পরিণামে হুৎকারক রস-

লেশের নিমিত্ত আপনাকে বিনষ্ট করে ? হায় ! আমাদের দিক্ থাকুক, আমি
 মহাপাপীয়া, কণ্ট ভাবদ্বারা পুরুষসকলকে প্রভারণা করিয়া তাহাদের মনো
 রূপ ধনসকল হরণ করিয়াছি। অহো ! এতাদৃশী ভক্তি যদি শ্রীকৃষ্ণে উৎপন্ন
 হইত তাহা হইলে কিনা হইত ? আমি কলা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের
 ভজনা করিব” এই বলিয়া চিন্তামণি সেই রাত্রে সখীগণের সহিত বিশ্বমঙ্গলকে
 স্তব্ধা করিতে করিতে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাময় গীত সকল
 গান করিতে লাগিল। তখন সেই বিশ্বমঙ্গলও তাহার বাক্যে নির্বেদবুদ্ধ
 হইয়া আত্মদিক্কার করিতে করিতে কহিলেন, আমিও কলা সমুদায় পরি-
 ত্যাগ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই ভজন করিব” এই চিন্তায় উন্মিত হইলেম
 এবং চিন্তামণির গীত শ্রবণমাত্রে তাঁহার স্বীয় পূর্বসিদ্ধ প্রেমাকুর স্মৃতিপথে
 উদিত হওয়ায়, তখন তিনি শ্রীরাধাকান্তকে আপনার কোটি কোটি প্রাণ
 অপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া মান্য করত প্রাতঃকালে চিন্তামণিকে প্রণাম করিয়া
 যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে ঐ কৃষ্ণবেশানদীতীরস্থ “সোমগিরি” নামক
 বৈষ্ণব প্রেষ্ঠের নিকট গিয়া আপনার বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি তাঁহাকে
 শ্রীমদেগোপাল মন্তরাজ প্রদান করিলেন। বিশ্বমঙ্গল মন্ত্রগ্রহণ মাত্রে প্রোবুদ্ধ
 অমুরাগ, কল্প, অশ্রু ও পুণকাদিতে আকুল হইয়া বৃন্দাবন গমনবিষয়ে উৎ-
 কণ্ঠাসহে ও গুরুসেবার নিমিত্ত কতিপয় দিবস সেই স্থানেই অবস্থিতি করি-
 লেন এবং সেখানে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাদিবর্ণনময় গ্রন্থসকল রচন করিতে
 লাগিলেন। বহুবিধ গ্রন্থে পাণ্ডিত্য দেখিয়া গিরিমহাশয় বিশ্বমঙ্গলকে “লীলা-
 শুক” এই আখ্যা প্রদান করেন। তদনন্তর বিশ্বমঙ্গল অতিশয় উৎকণ্ঠায় শ্রী-
 গুরুদেবকে নিবেদন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। গমন করিতে
 করিতে পথে পথে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুণ্টিসমুচ্ছৃষিত প্রেমপ্রবাহজনিত উৎকণ্ঠাতরঙ্গে
 পতিত হইলেন, তাহাতে আপনাকে শূন্য জ্ঞান করিয়া তত্তল্লীলাবিশিষ্ট
 শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুণ্টি প্রার্থনা করত মথুরামণ্ডল হইতে আপত লীলাবিশেষের ক্ষুণ্টি
 হওয়াতে তদ্বারা উচ্ছলিত অমুরাগসিদ্ধ জনিত উদাত্ত লালসারূপগর্ভে পতিত
 হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রার্থনা করত তথা হইতে মথুরায় আসিয়া
 উপস্থিত হইলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুণ্টিতে তাঁহাকে সাক্ষাৎকার মানিয়া
 মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আগমনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বাক্য
 মনের অগোচররূপে তাঁহাকে বর্ণন করিতে করিতে যাহা যাহা প্রলাপ

করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় তাঁহার সম্ভতিক্রমে তখনি তাঁহার সঙ্গে বৈ-
গণ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন ।

তদনন্তর কিছু দিন বৃন্দাবনে বাস করিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ লীলাভূমকে
আপনার লীলার মধ্যে অবেশ করান ।

গ্রন্থকর্তার এই বিবরণ গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত এবং ইহা সৰ্বলোক প্রসিদ্ধ ।
এই কৃষ্ণকর্ণামৃত থানীকে “কোষকাব্য” বলা যায়, কারণ ইহার শ্লোক গুলি
প্রত্যেকেই বিভিন্ন ভাবের, পূর্বাপর অসম্বন্ধ । কোষঃ শ্লোকসমূহৈস্ত স্যাদ-
ন্যোন্যান্যপেক্ষকঃ । ত্রজ্যাক্রমেণ রচিতঃ স এবাতিমনোরমঃ” ॥ ইতি সাহিত্য-
দর্পণে ॥

অর্থীঃ পরম্পর-নিরপেক্ষ শ্লোকসমূহকে কোষকাব্য বলে । ক্রমপরিপাটীতে
এই শ্লোকসমূহ সজ্জিত হইলে অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে । গ্রন্থকারের
অন্যান্য পরিচয় সংক্লত বৈষ্ণবকীবনীতে দ্রষ্টব্য । এখানে বিস্তৃত অসম্ভব ।
ইত্যাদি বাক্যলোচন ।

১৩৩৫ । শুভ ফাল্গুন ।

“সুকী”

— ০ঃঃঃ —

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

১৩. বভাবিতদিয়ঃ প্রণমোৎখাচাং, মুদ্রাপি দুর্গমতমা মুনিপুংগবানি।
 রাসোৎসুকঃ মদনমোহনমচ্যুতং তং রাধাসমেদিতরসোপলসিতং নতোইস্মি ॥ ১ ॥
 কৃপাক্ষধাসরিদধস্য বিশ্বমাপ্লাবরস্তাপি। নীচগৈব সদা জ্ঞাতি তং শ্রীচৈতন্য-
 যাত্রয়ে ॥ ২ ॥ রমণী কৃষ্ণসাধুর্ধাকেলিসৌন্দর্য্যলম্পবৎ। কৈশিক ভাবজা সমাগ-
 জ্ঞেরা লীলাশুকস্য গৌঃ ॥ ৩ ॥ মন্দোহপি কশিচ্ছুরূপপাদান্তেজমধুনন্দঃ। কৃষ্ণ-
 কর্ণামৃতবাধাং নিবৃণোতি যশামতি ॥ ৪ ॥ স্পষ্টে বাহুদশোক্তার্থে নির্বন্ধঃ পরি-
 মুখতা। নিগূঢ়োহস্তদশোক্তার্থো ব্যাখ্যায়ঃ সাগ্রহং ময়া ॥ ৫ ॥ মদাস্যমরুসকার-
 ধিগাং গাং গোকুলোজুখীং। সন্তঃ পুষ্পস্থিমাং স্নিগ্ধাঃ কর্ণকাসারসম্মিদৌ ॥ ৬ ॥
 সন্তুক্তভাগগন্ধর্বগান্ধর্বরসলম্পটৈঃ। সারজৈঃ শোধ্যতামেষা টীকা স্বরস-
 রসদা ॥ ৭ ॥

অথ দাক্ষিণাত্যঃ কৃষ্ণবেণুপশ্চিমতীরনিবাসী পণ্ডিতঃ কবীজঃ শ্রী বিশ্ব-
 মঙ্গলনামা কশিদ্ভাস্করঃ কিলাসীৎ। স চ পূর্বদুর্গাসনাগ্নোরিতস্তৎপূর্বতীর-
 বাসিন্যাং সঙ্গীতবিদ্যানিকৃতকিয়রীনিকরায়াং কস্যাঞ্চিচ্ছিত্তামণিনামাং বেষা-
 যামতীবাসক্জো বভূব। স চ কদাচিৎ প্রাবৃট্‌তমিশ্রায়াং জীমূতমন্দগজ্জ্বলজাত-
 লঙ্ঘনোহন্ধ ইবাগণিতগমনপ্রত্যাহরঃ স্বগৃহারিগত্য তাং নদীং হস্তাভ্যাং শবাব-
 লম্বনেনোত্তীৰ্ণ্য কীলিতকবাটং তদাবাসদ্বারমাসাদ। তত্রাপি তত্রৈতানশ্রুত-
 জুংকারশত ইতস্ততো ভ্রমন্ ভিত্তিগর্ভেহন্ধপ্রবিষ্টকৃষ্ণভুজপুচ্ছমালধা ভিত্তি-
 মুল্লম্ব্য প্রণালিকামধো নিপতন্ মূচ্ছিতো বভূব। ততঃ সা সংখীভিঃ সহ বিদ্যা-
 দ্রোচিবা তং দৃষ্ট্বা হা কষ্টমিতি বদন্তী তমানীয়োপচারৈঃ শ্রুতং চক্রে তত-
 স্তেন কথিতং স্বাগমনবৃত্তান্তং শ্রুত্বা জাতবেপথুঃ সা সনির্বেদং তমাহ। অহো
 সকলশাস্ত্রবিগারদমপি ভবন্তং মূঢ়ং বিনা কোহন্য। পশ্য শব্দসরসলেশাৎ
 যাস্থানং বাতয়েৎ। হা ধিক্ ধিগন্ত মাং, যাহঃ পাণীয়না কপটভাটং পুষ্পান্
 প্রস্তার্য্য তেষাং মনোধানি চাহবৎ। অহোএতাদৃশ্যাসক্তিবাদ ভগবতি শ্রী-

... জামস্তে তদা কিং ন ... "সঃ সৰ্বং পার ...
 কাৰ্য্যং" ইতি নিশ্চিত্য তাং রাগীঃ তং শুশ্রবমাণা সখীভিঃ সহ শ্রীরাধয়া সহ
 রাসকুঞ্জাদিলীলাময়গীতান্যগাসীং । স চাপি তদ্বাক্যমাকৰ্ষ্য জাতনির্বেদঃ স্বঃ
 ভবং যন্ যয়াপি স্বঃ সৰ্বং তাত্ত্বা ভগবন্তজনমেব কাৰ্য্যমিতি চিস্তয়ন্মুদ্র এষ
 তদ্যোতশ্রবণমাত্রেন প্রোবুদ্ধপূৰ্ব্বসিদ্ধপ্রেমাকুরন্তঃ শ্রীরাধাকান্তমেব প্রাণ-
 কোটিনয়িতং মন্যমানঃ প্রাতস্তাং নমস্কৃত্য তেনৈব পথা তং নদীতীরস্থং সোম-
 গিরিনামানং বৈষ্ণবোত্তমমাসাদ্য নিবেদিতস্ববৃত্তান্তস্তস্মাৎ শ্রীমদোপাল মন্ত্র-
 রাজমগ্রহীৎ । গৃহীতমন্ত্র এব প্রোক্ষুচ্ছানুরাগঃ কম্পাশ্রুপুলকাদিব্যাকুলঃ শ্রী-
 বৃন্দাবনগগনোৎকষ্টিগোহপি গুরুসেবার্থং কতিচিদ্দিনানি তদৈবামাংসীং ।
 তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণলীলাদিবর্ণনময়গ্রন্থঃ চকার । তদৃষ্ট্বা সোমগিরিগুরুণা লীলাশুক
 ইতি প্রখ্যাপিতোহভূৎ । অত্র স্বীয়রূপজ্ঞতন্ত্ৰএব সম্যাসং চক্রে ততঃ পরোৎ-
 কৰ্ঠয়া শ্রীগুরুং বিজ্ঞাপ্য শ্রীবৃন্দাবনায় প্রতস্থে পচ্ছংচ পথি পথি প্রথমং তৎ-
 ক্ষুণ্টিসমুচ্ছলিতপ্রেমপ্রবাহজোৎকৰ্ঠাকলৌলপতিতঃ শূন্যমিবাগ্নানং মত্বা তন্ত-
 লীলাবিগিষ্টস্য তস্য ক্ষুণ্টিঃ প্রার্থয়ন্ ততো মথুরামণ্ডলগতো লীলাবিশেষক্ষু-
 ণ্টিচ্ছলিতানুরাগসিদ্ধকাতলালসাবৰ্ত্তণাসতন্তুদৰ্শনং প্রার্থয়ন্ ততো মথুরাগত-
 শ্ৰীক্ষুণ্টি সাক্ষাৎকারং মন্থানস্ততো বৃন্দাবনাগতন্তং সাক্ষাদৃষ্ট্বা বাঙ্মনসাগো-
 চরত্বেন তং বর্ণয়ংচ যদ্যং প্রললাপ তন্তং সৰ্বং তংসিদ্ধিভৈবৈষ্ণবৈস্তদা তদৈব
 লিখিত্ব স্থাপিতমাসীং । ততো বৃন্দাবনে কতিচিদ্দিনান্যবাংসীং পশ্চাৎ শ্রী-
 কৃষ্ণেন স্বলীলাং প্রবেশিতঃ । ইতি হি গুরুপরম্পরাগত সাক্ষাৎলৌকিকী
 আসিক্রিয়তি ॥

শ্রীল যজ্ঞন্দনঠাকুরের গদ্য ।

কৃপাসুধাসরিদ্যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি ।

নীচগৈব সদা ভাতি, তং শ্রীচৈতন্যমাত্রয়ে ॥

বন্দ গুরুপাদপদ্ম-নখাগ্র-অঞ্চলে । যাতে হৈতে বিশ্বনাশ
 ... ভীষ্ট মিলে ॥ কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ অতিমনোহর । যাহা
 ... দিলা প্রভু শচীর কুমাৰ ॥ রায় রামানন্দ সনে শ্রীবিদ্যা-

নগরে । অশ্বাদিলা কর্ণামৃত অর্থ সুদুস্করে ॥ শ্রীলীলাশুকের
বাণী সমুদ্র-গম্ভীর । সমস্ত জানিতে নারে ভাবজা # সুধীর ॥
আদ্য অন্তে কৃষ্ণকেলি সাধুর্যে রসময় । কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য রস
অতি রসময় ॥ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই ভাবে মগ্ন হৈয়া ।
টীকা লিখিয়াছেন অতি সুন্দর করিয়া ॥ অশিক্ষিত আমি তার
অর্থ কিবা জানি । তাহাই লিখিয়ে সাধুযুগে যাহা শুনি ॥
ঠাকুর বৈষ্ণব পায়ে প্রণতি আমার । কলিযুগে উদ্ধারিলা বহু
দুরাচার ॥ তোমার চরণে যেন নহে অপরাধ । নিজগুণে এই
মোরে করিবা প্রমাদ ॥ ভাবমগ্ন লীলাশুক দুই রূপে স্থিতি ।
অন্তর্দীপ্ত বাহ্যদীপ্ত হয় শ্লোক প্রতি ॥ বাহ্যদীপ্ত অর্থ আমি
না লিখিব হেথা । যথামতি লেখ মুঞি অন্তর্দীপ্তার কথা ॥
এই লীলাশুকের বাণী শুন সাবধানে । যাতে ভাব জানা যায়
কৃষ্ণের ভজনে ॥

দাক্ষিণাত্য দেশে আছে কৃষ্ণবেণু নদী । ষাঁহার পশ্চিম
পারে তাহার বসতি ॥ শ্রীবিষ্ণুসঙ্গল নাম ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ।
কবীন্দ্র অবধি সর্ব্ব লোকেতে বিদিত ॥ পূর্ব্ব দুর্দাসনা তারে
কৈল আকর্ষণ । কন্দর্পচেষ্টাতে মগ্ন হৈল তার মন ॥ সেই
নদীর পূর্ব্বদিকে বেশ্যার বসতি । চিন্তামণি তার নাম
সুন্দরী যুবতী ॥ বড়ই আসক্তি তার সেই বেশ্যা সনে । সদা
সেই চেষ্টা বিনে আন নাহি জানে ॥ এক দিন বর্ষাকালে
রাত্রি ঘোর তর । মেঘ গর্জন রুষ্টিধারা পড়ে নিরন্তর ॥ তাতে
কামচেষ্টা অতি হইল অন্তরে । সে চেষ্টাতে অ... হৈলা কিছু

নাহি ক্ষুরে ॥ নদীপারে যাইতে বিঘ্ন শঙ্কা নাহি গণে । নিজ
ঘর তৈতে যান সেই বেশ্যাস্থানে ॥ নৌকা নাহি নদী পার
হইতে না পারে । মুশ্কে পরিয়া গেলা সেই নদী পারে ॥
বেশ্যাদ্বার গেলা কপাট খিল লাগে তায় । প্রবেশিতে নারে
তাতে মহাচেকা পায় ॥ প্রাচীরর চতুর্দিকে ডাকিয়া বেড়ায়া
মেঘের গজ্জনে তারা শুনিতে না পায় ॥ সেই কালে দেখে
ভিত্তিগর্ভের ভিতরে । কাননপ অর্দ্ধ অঙ্গ প্রবেশে কুহরে ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ আছে বাহে তার পুচ্ছ ধরি । প্রাচীর লজিয়া পড়ে
প্রণালী উপরি ॥ পড়িতে হইল মুচ্ছা নাহিক চেতন । শব্দ
শুনি বেশ্যা দেখে লঞা সখীগণ ॥ নিজুরী ছটায় তারে দেখিয়া
তখন । শীঘ্র তারে আনে বেশ্যা লঞা সখীগণ ॥ হাহাকার
করি বেশ্যা বহু চেকা পাইল । শুশ্রূষা করিয়া তারে স্থির
করিল ॥ তবে আগমন কথা বিবরি কহিলা । যেন যেন রূপে
নদী পারাছি হইলা ॥ বৃত্তান্ত শুনিয়া বেশ্যা লাগিলা কাঁপিতে
অতিশয় দুঃখী হৈয়া লাগিল কহিতে ॥ “শাস্ত্র জানি মূর্থ কেহ
নাহি তোমা বিনে । বিরস রসের লাগি বধহ আপনে ॥ হাহা
ধিক্ ধিক্ রহ জীবন আমার । মহাপাপীয়মী আমি জানিনু
নির্দ্ধার ॥ নানান্ কপটভাবে পুরুষ বঞ্চিয়া । মন ধন হরি-
লাউ তাকে প্রতারিয়া ॥ এমন আসক্তি যদি জন্মেক্ষণ লাগি ।
তবে কিবা লাভ নহে কৃষ্ণ অনুরাগী ॥ কালি আমি প্রাতঃ-
কালে সকল ছাড়িয়া । ভজিব কৃষ্ণের পায়ে একান্ত করিয়া ॥”
এইরূপে সে রাত্রি সখীগণ লৈয়া । তাহার শুশ্রূষা করে
নির্দেহ কহিয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা সনে রামকৃষ্ণ

করে মথী মনে হৈয়া এক মেলা ॥ তার বাক্য শুনি
 লীলাশুক মহাশয় । মনে মনে ছুঃখ ভাবি আপনা ভংগন ॥
 মনে কহে কালি প্রাতে এসব ছাড়িয়া । ভজিব কৃষ্ণের
 পায়ে একান্ত হইয়া ॥ নিদ্রা নাহি হয় মদ্য চিন্তন অন্তর ।
 রাধাকৃষ্ণলীলা গীত শুনয়ে বিস্তর ॥ সে লীলা অব্যমাত্র
 গায়াবন্ধ গেল । পূৰ্ব গন্ধ প্রেমাকুর তবহি জন্মিল ॥ সেই
 রাধাকান্ত মোর কোটিপ্রাণ-প্রাণ । তারে ছাড়ি কিবা গুই
 কর অনুষ্ঠান ॥ এত বিচারিতে মনে পোহাইল রাত ।
 প্রাতে উঠি বেশ্যা পায়ে কৈল নুতি স্তুতি ॥ সেই পথে চলি
 গেলা সেই নদী তীরে । বৈষ্ণব আছেন যথা সোমগিরিবরে ॥
 আপন বৃত্তান্ত তারে কহিলা সকল । উপাসনা কৈলা শ্রীগো-
 পাল মস্তক ॥ সে মন্ত্র লইতে মাত্র কি কহিব আর । অতি
 অনুরাগ হৈল উদয় তাহার ॥ স্তম্ভ কম্প পুলকান্ত আদি
 ভাবগণ । ব্যাকুল হইলা অঙ্গ না যায় ধারণ ॥ যদ্যপিহ বৃন্দা-
 বন যাইতে উৎকণ্ঠিত । গুরুসেবা লাগি কত দিন কৈলা
 স্থিত ॥ কৃষ্ণলীলা বর্ণনাদি গ্রন্থ গ্রন্থ কৈলা । তাহা দেখি গুরু
 “লীলাশুক” নাম ধুইলা ॥ কুটুম্বের উপদ্রব বারণ লাগিয়া ।
 সন্ন্যাস করিলা সূত্র ত্যাগিত হইয়া ॥ তবে অতি উৎকণ্ঠিত
 বাড়ি গেল মনে । বিনয় করিয়া আজ্ঞা নিল গুরুস্থানে ॥
 বৃন্দাবন যাইতে যাত্রা প্রভাতে করিলা । পথে পথে যাইতে
 আগে কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা ॥ তাতে হৈতে উছলিল অরি প্রেম-
 পূর । উৎকণ্ঠ কল্লোলে তেজি পড়িলা প্রচুর ॥ তাতে পড়ি
 লেন পায় কল্লোলক গান ॥ বিশেষ লীলার —

প্রার্থনে ॥ একপে আইলা তেহৌ মথুরামণ্ডলে । বিশেষ
কৃষ্ণের লীলা স্মৃতি সেই স্থলে ॥ অনুরাগ সিন্ধু তাতে হইতে
উচলিল । লালসা আনর্তে সর্ব চিত্ত আস কৈলা ॥ কৃষ্ণের
দর্শন লাগি করয়ে প্রার্থনা । মথুরাভিতরে গেলা লৈয়া কত
জনা ॥ সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্মৃতি মানিলেন তথা । তবে বৃন্দাবনে
গেলা চিত্ত উৎকণ্ঠিতা সাক্ষাতে দেখিল তথা ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
মনো বাক্য অগোচরে করিয়া বর্ণন ॥ প্রলাপ করিয়া যথা সে
সব বর্ণিল । অসঙ্গী বৈষ্ণব তাহা লিখিয়া রাখিল ॥ তবৈ কত
দিন তেহৌ রহে বৃন্দাবনে । পাছে কৃষ্ণ নিত্যলীলায় কৈল
প্রবেশনে ॥ গুরু পরম্পরায় এই লীলাশুকবাণী । প্রসিদ্ধ
লোকের স্থানে এই কথা শুনি ॥

এই ত কহিল লীলাশুকের চরিত । যাহার প্রাণে কৃষ্ণ
মিলয়ে ত্বরিত । লীলাশুক পায়ে মোর প্রণতি বিস্তর ।
সাক্ষাতে কৃষ্ণের সনে যার প্রত্যাভার ॥

কৃষ্ণକର୍ଣାମୃତମ୍ ।

—•••—

শ্রীশ্রীବାধାକୃଷ୍ଣାভ୍ୟାଂ ନମଃ ॥

ଚିନ୍ତାମণିର୍ଜୟତି ମୋଗଗିରିଂ ଶୃଙ୍ଗମେ

ଶିଖାଂ ଶୃଙ୍ଗଂ ଶୃଙ୍ଗବାନ୍ ଶିଖିପିଞ୍ଜ୍ରମୌଳିଃ ।

ସଂପାଦକଞ୍ଜଂ ଶୃଙ୍ଗ-ପଲ୍ଲବଶେଖରେଷୁ

ଲୀଳାସ୍ୟାଂ ସରସଂ ଲଭତେ ଜୟଶ୍ରୀଃ ॥ ୧ ॥

ଏଥା ପ୍ରେମୋନ୍ମତ୍ତଃ ସ୍ବାମୀଂ ଶାଳୟାଂ ଶ୍ରୀବାବନାଂ ପ୍ରହୀନଂ କୁର୍ଲ୍ଲମେବ ଶ୍ରୀଳୀଳା-
ଶୁକଃ ସଂପାଦକଃ ସଂପାଦକେନିବ ସେଷଦେବତାୟାଂ ଚ ମନ୍ତ୍ରୀର୍ତ୍ତନରୂପଂ ମଞ୍ଜୁଳାଚରଣି ।
ହିମଃ ମଞ୍ଜୁଳାଚରଣମନ୍ୟୋସାଂ ଶ୍ରୀକାରାଣାମିବ ଜ୍ୱଳିତପୁଷ୍ପିବିସ୍ମନିରସନପ୍ରୟୋଜନଂ ନ
ଭବତି । ପ୍ରେମୋନ୍ମାଦପ୍ରଳାପେହିମିନ୍ ଶ୍ରୀକରଣପ୍ରସାଦାତ୍ତାବାଂ । ତତ୍ରାପି ନାଦିଶା-
ନ୍ତାମାଂ ସାମାନ୍ୟାମାମେବ ସଂସ୍କୃତୋକ୍ତିରିତ୍ୟାଂ ତୁ କବିଜ୍ଞସ୍ୟାଂ ପଦ୍ୟୋକ୍ତିଃ । କିନ୍ତୁ

ଶ୍ରୀକାର ଲୀଳାଶୁକ ପ୍ରେମୋନ୍ମତ୍ତ ହଠାତ୍ ନିଜାଳୟା ହୈତେ
ଲୀଳାସ୍ୟାଚାଚତେ ବନ୍ଦାବନଦର୍ଶନେ ବହିର୍ଗତ ହୈୟାହି ପଥମଧ୍ୟେ କୃଷ୍ଣ-
ଶୃଙ୍ଗକୀର୍ତ୍ତନରୂପ ଶ୍ରୀକାରସ୍ତ୍ର କରଣା ନିଜାତ୍ମୀୟଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେଽଂ ଏବଂ
ଶ୍ରୀଶୃଙ୍ଗ ଚିନ୍ତାମଣିର ନାମକୀର୍ତ୍ତନରୂପ ମଞ୍ଜୁଳାଚରଣ କରାନ୍ତେହେନ ॥

ଚିନ୍ତାମଣି ଅର୍ଥାଂ ଆଶ୍ରୟମାତ୍ରେହି ସିନି ଅତୀତପୁରକ ମେହି
ମୋଗଗିରିନାମା ଆମାର ଶୃଙ୍ଗଦେବ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୈନ, କିନ୍ତୁ ତାହାର

ସହନନ୍ଦନଶାବୁରେର ପଦ୍ୟା ।

ଏହି ସବ ଶ୍ଳୋକେର ଅର୍ଥ ଟୀକାତେ ଲିଖିଲା । ମାରଜ୍ଜରମଦା
ନାମ ଟୀକା ସେ ହୈଲା ॥ ତାର ଅନୁସାରେ ଲିଖିଲି ଏହି କଥନେ ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜେର ବନ୍ଦିୟା ଚରଣେ ॥

গুরুদেবঃ ... স্বভাবোহয়ং যচ্ছরন ভোজন গমনাদিবু গুরুদেবঃ ...
 তদ্যথা চিন্তামনিক্রিতি । সোমগিরিশুভ্রামা মে মম গুরুজয়তি সর্বোৎকর্ষণ
 বর্ততে । কৌতুক । চিন্তামনিঃ । আশ্রয়মাত্রেণাভীষ্টপূরকদ্বাং চিহ্নগণিত্বং সর্বোৎ
 কর্ষণ চাস্য । কিংবা । জয়তি তং প্রতি প্রণতোহস্মীত্যর্থঃ । তথাহি কাবা-
 ঐক্যাণে । জয়ত্যাৰ্থেন নমস্কার অঙ্গিগতে । অতস্তং প্রতি প্রণতোহস্মীত্যর্থ
 ইতি । তথা মে মমেষ্টদেবো ভগবাংচ জয়তি । কোহরং ভগবান্ ইত্যত আহ

প্রতি আমি প্রণত হই এবং আমার অভীষ্টদেব যাঁহার মন্তকে
 ময়ূরপুচ্ছের চূড়া বিদ্যমান তথা যিনি বৃন্দাবনবিহারী সেই
 ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন । কারণ যাঁহার সর্বাভীষ্ট-
 প্রদ কল্পতরুরূপি চরণবয়ের অঙ্গুলি সকলের নখাগ্রে জয়শ্রী
 লীলাবশতঃ স্বয়ংবর সুখলাভ করেন অর্থাৎ বহু বহু জয়মন্স্পর্শে
 যাঁহার চরণবয়ের নখাগ্রে পতিত হইয় রহিয়াছেন, তাঁহার
 জয় আর আমি কি বর্ণন করিব ? ॥

পক্ষান্তরে । চিন্তামণিনামী সেই বৈশ্য জয়যুক্ত হউন, যে
 হেতু তাঁহার বাক্যমাত্রেই আমার মায়িক কার্য্যে বিরাগ উৎ-
 পন্ন হইয়াছে, সুচরাং তিনিও আমার গুরু (বজ্রোদ্দেশক
 গুরু) অতএব তাঁহার সর্বপ্রকারে উৎকর্ষ হউক ॥ ১ ॥

যদ্বন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃপাসুখা নদী যার বিশ্ব ভাসাইলা । সদা নীচস্থানে পূর্ণ
 হইয়া রহিলা ॥ সে প্রভু চৈতন্য পায়ে করেন । পরণাম । তাঁর
 পায়ে রহ মম হৈয়া একতান ॥ এবে কহি শুন লীলা শূকের
 চরিত । নাতে কৃষ্ণ ভাগ্যোদ্যম আত বিপরীত ॥

প্রোঃ উন্মত্ত লীলাশুক মহাশয় । বৃন্দাবন যাত্রা কৈল
 হৈতে ঐ জালয় ॥

১০। শিখিলিঙ্কিতানোব বা নোনিঃ শিরোভূষণং বদ্যং সঃ । ইতি শ্রীমদ্ভগবৎ
বিহারী শ্রীকৃষ্ণ এব । জয়তি ইতি বর্তমানপ্রয়োগেন নিত্যগীতা সূচিতা ।
চাৰ্য্যচৈতন্যপূৰ্ণা স্বপ্নাং বানজীতি । দনামি বুদ্ধিযোগং তমিত্যাदि । আচা-
-মাং বিজ্ঞানোদিতাদিত্যাदि दिशा । तथा । কৰ্মাকৰ্মি সখীজনেन বিজনে দূতী-
তিপ্রক্রিয়া, পত্ন্যর্সকনচাতুরী গুণনিকা কুঞ্জপন্নানে নিশি । বাদিৰ্য্যং গুরু-
।চি বেণুধিকৃতাবুংকর্ণভেতিত্ৰগান্, কৈশোরেন তবাদ্য কৃষ্ণ গুরুণ গৌরীগণঃ
।ঠাতে । ইত্যাদি दिशाच । तस्य तत्तमाधुर्गीकृत्युत्वादो स एव मे गुरुरित्याह

বহনকনঠাকুরের পদ্য ।

প্রথমেত শ্রী গুরুচরণ স্মৃতি কৈলা । নিজ ইষ্টদেব নিজ গুরুকে
মামিলা ॥ দৌহা সঙ্কীর্তন রূপ মঙ্গলচরণ । করিয়া করিলা
যাত্রা শ্রীমদ্ভগবান ॥ এই মঙ্গলচরণ অন্য গ্রন্থ টীকা হেন ।
বিদ্যনাথ লাগি নহে শুদ্ধ কাণ ॥ প্রেমে উন্মত্তচিত্ত মদ্য
মহাশয় । গ্রন্থ কণ্ঠের কথা ভাতে ন হইয় ॥ তবে যদি বল
কেন শ্লোকবন্ধ বাণী । দাক্ষিণ্যমবে কহে সংস্কৃত বাণী ॥
ভাতে নীল শুক মহাকীন্দ্র পাণ্ডব । ইহঁর মুখে শ্লোক
বাণী এ কোন বিস্মিত ॥ কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের ভাব এক হয় ।
শয়ন গমন আদ্য গুরু কৃষ্ণ স্মরণ ॥ তেঁঞ কহে মোদগিরি
নাম গুরু মোর । জয়যুক্ত হউ মন হৃদয় মল গুর ॥ চিন্তামণি
হেন যঁার বৈভব বিস্তার । আশ্রয় মাথ্রেই দেন সঙ্গাভীষ্ট
সার ॥ প্রণাম করও সেই গুরুর চরণে । বিশ্বপ্রকাশে জয়-
নন্দে প্রণাম বাগানে ॥

তৈছে মোর ইষ্টদেব জয় ভগবান্ । ময়ুরের পিছ শিরে
যঁার অ বরাহ ॥ বৃন্দাবনাবহারী কৃষ্ণ পূর্ণ রসময় । জয়নন্দে
নিত্যগীতা বৃন্দাধনে কয় ॥ তেহঁ মোর শিক্ষা রু বন্দো
তঁার পায় । যঁহার শিক্ষয় প্রেমভাব উপজয় ॥

কৃষ্ণের মাধুর্য্যগুণ অনুভাব হৈতে । শিক্ষাগুরু

ন কীদৃক্ মে শিক্ষাগুরুঃ । বক্ষ্যতে চৈতৎ প্রেমদক্ষেত্যাদৌ শিখিপিজ্জমোলি-
 রিতি তচ্ছ্রীবিগ্রহস্ফূর্ত্তা সাক্ষান্নমুখান্নমুখ ইত্যাদিনা । যথ্যতালীলোপয়িকামিত্যা-
 দিনা গোপাস্তপঃ কিমচরন্নিত্যাদিনা চ বর্ণিতং তদ্ব্যাসধূর্য্যাসমুভূয় তদপ্রোপ-
 মানযোগ্যপদার্থান্ মনসি বিচিন্ত্য তেষামতীবাযোগাশামালোচ্য তৎপদনথ-
 শোভয়ৈব তে নির্জ্জগ ইতি স্ফূর্ত্তা তথা শ্রীরাধায়াস্তন্যাসধূর্য্যাকুটচিন্ত্য-
 স্ফূর্ত্তা চ শব্দশ্লেষণ সমাধদদাহ যৎপাদেতি । যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাবেব কোমল-
 য়ারুণ্যাসৰ্ব্বাভীষ্টপূরকত্বাদিনা কল্পতরুপল্লবো ভয়োঃ শেখরেষু তদঙ্গুণীনথাগ্রেসু
 লীলয়া যঃ স্বয়ংবরস্বয়ং তজ্জন্যস্বয়ং জয়শ্রীলভতে । তদেব বক্ষ্যতি । কমল-
 বিপিনবীথীগৰ্ভসৰ্ব্বকৃষাভ্যং । রজনন্দন-নির্জ্জহঃ শশীত্যাদৌ বহুতঃ শ্লেষণ
 দ্যুতনর্জ্জলকেলিসুখাদিষু চ জয়েনোৎকর্ষণেণ শ্রীঃ শোভা যস্যঃ । কিংবা ।

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বোলে কৃষ্ণ এই রাঁতে ॥ শিখিপিজ্জ মোলি নামে বিগ্রহ
 স্ফুরিল । মদন মদনরাজ বেকত হইল । ভূষণভূষণ অঙ্গ
 ললিত ত্রিভঙ্গ । কৈশোর বয়স্বেশ রসময় অঙ্গ ॥ যাঁর উর্দ্ধ
 অন্য নাহি অখিলর মাঝে । ব্যাস শুক ভাগবতে যাঁরে বর্ণি-
 যাচ্ছে ॥

এরূপ মাধুর্য্য কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হৈল যবে ! অঙ্গের উপমা
 যোগ্য বিচারয়ে তবে ॥ যতেক পদার্থ আছে সব বিচারিল ।
 কেহ অঙ্গতুল্য নহে অতিতুচ্ছ হৈল ॥ কৃষ্ণপদ-নথশোভা
 সবার জিনিল । এত বিচারিতে মনে আর উপজল ॥ শ্রী-
 রাধিকা চিত্ত করে পদনথ-শোভা । শব্দশ্লেষে সমাধান করে
 হৈয়া লোভা ॥ যেই কৃষ্ণ পদ-কল্পতরু শোভা বরে । কোমল্য
 আরুণ্য , বাঁধীষ্ট পূর্ণ করে ॥ তাহর পল্লব হয় অঙ্গুণীর
 গণ । তাহর শেখর নথরাশ মনোম ॥ যত শোভা যত লীলা
 যত রসন । পদ নথ স্বয়ংবর হেন অঙ্গগণ ॥

আলঙ্গন পাশাখেলা নর্জ্জ জলকেলি । সুরতাদিলীলা

সৌন্দর্যাদিপাতিব্রত্যা দিমৌভাগ্যবৈদক্ষ্যাদিভির্গৌরীদারুণত্যাদিব্রজকিশোরি-
কাফুলাদয়োহপি নর্জিতা যয়া সা । জয়যোগাং কয়া সা চাসৌ শ্রিয়োহপাং-
শিনী হাংশীশ্চ জয়শীরাধৈব । নারায়ণস্বামিত্যাদৌ নারায়ণোহঙ্গমিতাদি-
নিশাচ । বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং
ভজামি ইতি নিশাচ কৃষ্ণস্য মূলনারায়ণত্বেন ত প্রেরসাস্তম্য অপি মূললক্ষ্মী
হাং । কীদৃশী । সা'প স্বসা লজ্জাশীল হাং সৈবনামোমুখী তিহা প্রথমঃ তচ্ছ্রী-
চরণনখদর্শনাং তচ্ছোভাদিগম্যনত্রা মোহিতা সতী লীলয়া গাঢ়ানুরাগেণ
যে ভাবোদগারবশেষাভৈস্তদ্বর্ষ্মমর্যাদালজ্জাদিভাগপূর্বকো যঃ স্বয়ংরতদ্রসং
লভতে । তন্মাধুগাণাঃ স্বানুরাগসঃ চ প্রতিক্রমং নবনবভোনাভুভবাং বর্ত-
মানপ্রয়োগঃ কেদাঞ্চিগতে সোমগি ররপি বিশেষণং । যংপাদেত্যাদি । অত্র

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

যাঁর জয় শোভা মেলি ॥ কিম্বা সৌন্দর্যাদি পাতিব্রত্যা আদি
গুণে । সৌভাগ্য বৈদক্ষী গাদি অতি মনোরমে ॥ গৌরী অরু-
ক্ষনী আদ হৈতে শ্রেষ্ঠ অতি ব্রজকিশোরিকা হৈতে
যেহৌ কলাবশী ॥ সর্ব-জয় যাগ্যা য়েহা লক্ষ্মীর অংশিনী ।
সর্বত্রে উৎকর্ষা হয় রাধা ঠাকুরাণী ॥ কৃষ্ণ যেন মূল নারায়ণ
অবতরী । রাধা তেন মূল লক্ষ্মী অংশিনীত্রে বলি ॥

যদ্যপিহ রাধা সর্বশ্রেষ্ঠা সর্বাবধিকা । অতিলজ্জাশীলা
সর্বগুণেতে অধিকা । সেট লজ্জা হৈতে সদা অধোমুখে রহে ।
প্রথমেই কৃষ্ণপদ নথ নিরীকয়ে ॥ কৃষ্ণপদ নথ দেখি শোভা-
সিকু মাঝে । মগ্ন হৈয়া নেত্র হর্ষে মোহ হৈলা পাছে ॥
লীলা গাঢ় অনুরাগে যে ভাবাবশেষ । উদগার হইল তার
কি কাহিব শেষ ॥ তাতে ধর্ম্ম স্মর্যাদা লজ্জাদি ছাড়িয়া ।
কৃষ্ণপদে স্বয়ংবর রস লভে যাঞা ॥ কৃষ্ণের র্য্য নিজ
অনুরাগময় । প্রতিক্রমে নব নব অনুভব হয় ॥ নব নব বর্ত-
মান প্রয়োগেই রহে । ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে তুহুঁ কেন উব নাং ॥

কামাদ্যিষদ্বর্গচক্ষুরাদীর্জিহ্বাশ্রুতেনোখ্যবিষয়াদিত্যরাশাং জয়সম্প্রতিষে-
পাদনধরাবলম্বনিত্যর্থঃ । কিম্বা । বস্ত্রোদ্দেশগুরুমন্ত্রগুরুঃ শিফাগুরুরিত্তি

বহনন্দনঠাকুরের গদ্য ।

এবে শুন গুরুপাদাশ্রয় বিশেষণ । সে গুরুর পাদপদ্ম
কৈলে আশ্রয়ণ ॥ কাম ক্রোধ মোহ মোহ মদ অভিমান ।
চক্ষু আদি পঞ্চ রূপ অতি বলান্ ॥ ৬ বস্তুটি প্রকার গতি-
অন্তরায়গণ ॥ গুরুপদ-নখালম্বে জিনে সর্বগণ ॥ কিংবা

* কাম ক্রোধাদি সমস্তই মনের ঘরী । চক্ষুরাদি দশ ইন্দ্রিয়ের ও মনের
ভেদে অবিদ্যা, অস্মিতা, বাণ, দ্বেষ ও অভিযোজ্য এই পাঁচ প্রকার রূপ ।
ইহারই অবাস্তর ভেদ লটরা পয়টি প্রকার মনের অস্তরায় (বিজ) সাজানো-
কৌমুদী ৩৮ কারকারক বা খায় গ্রীষ্মবাচস্পা-মিশ্র নিরূপণ করিয়াছেন
যথা—তমঃ ৮ । মোহ ৮ । মহমোহ ১০ । তামিস্র ১৮ । এত সমষ্টিতে ৬২ হয় ।
ক্রম যথা—তমঃ—অবজ্ঞ (প্রাণ), মহতত্ত্ব ও অহঙ্কারনিয়মক ৩ । এবং
পঞ্চতন্ত্রা অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ আত্মনিয়মক ৫ । এই উভয়ে
৮ । অষ্ট প্রকার মোহ যথা—অগ্নিমান অগ্নি-অগ্নি, লম্বমা, প্রাণ, প্রাকাম্য
লম্বমা, জিহ্বা, বশিষ্ঠ ও কান্যবস যিহ্ব এই অট বিষয় ভেদে মোহ আট
মহামোহ দশ প্রকার যথা—দেবগণের ভোগ্য শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ এই
পাঁচ এবং মনুষ্য ভোগ্য ঐ শব্দাদি পাঁচ এই উভয়ে দশ । দেব ও মনুষ্য
উভয়কেই অগ্নিমান অট ঐশ্বর্য তথা দিব্যান্দিয় ভেদে দশ প্রকার শব্দাদি
নিজ গুণে অধুরক্ত করে, সুতরাং আট ঐশ্বর্য ও দশ শব্দাদিতে নামিত্র
আঠার প্রকার । আঠারপ্রকার অষ্ট নামিত্র যথা—অষ্টনামিত্র শব্দে অভি-
নিবেশ অর্থাৎ ত্রাস (আমাদের ভোগ্য শব্দাদি দিব্য ও অদিব্য ভেদে দশ,
ভোগ্য বিষয় ক্ষমতার কারণ বলিয়া অগ্নিমান আট ঐশ্বর্য অর্থাৎ এই অষ্টা-
দশ বিষয়ে অধুরাদিগণ নষ্ট না করুক) এইরূপে দেবগণেরও ত্রাসের কারণ
বলিয়া অষ্ট নামিত্র আঠার প্রকার হয় । সমষ্টিসংখ্যা বধা—তমঃ ৮ । মোহ ৮ ।
মহামোহ ১০ । তামিস্র ১৮ । অষ্টনামিত্র ১৮ । সাকল্যে ৬২ হইল ॥

† অস্তরায় যথা—মতি অর্থাৎ মনকে আত্মজ্ঞেয়বিষয়ে বাইতে না দিয়া

শুক্লব্রহ্মৈঃ দিব্যস্বরূপমিতি কেচিদাহঃ । অত্র চিহ্নানঘিঃ সা বৈশ্যা জরতি ।
তদ্বাদ্ব্যাজেণ স্বস্য জাতানুরাগত্বানুসারঃ সর্কোৎকর্ষতা ॥ ১ ॥

অন্য পথি পথ্যাগচ্ছতোহস্ম বাহুদশায়াং সাধকরীত্যোৎকর্ষতা ভক্তি-
সিদ্ধান্তোদ্যোগারিণী তৎকালেনেবাস্তুরাবেশাৎ সিদ্ধবল্লালসয়া কেবলরসোদ্যোগ্যি-

বহনন্দনঠাকুরের গদ্য ।

বজ্রোদ্দেশী শ্রীমৎ গুরু এক হয় । মন্ত্রগুরু শিক্ষাগুরু এই
গুরুত্রয় ॥ হেথা লীলাশুকুর গুরু বৈশ্যা চিত্তানন । বজ্রো-
দ্দেশী গুরু তেঁহ এই মতে জ্ঞান । তাঁর বাক্যমাতে হৈল
কৃষ্ণ অনুরাগ । তাঁহার উৎকর্ষ কেঞে কহে মহাভাগ ॥ এই
ত প্রথম শ্লোকের কহিলাম অর্থ । শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ টীকা
প্রমাণার্থ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ । প্রথমে কহিয়ে
শ্লোকের অর্থের আভাস ॥ পথে পথে চল যায় বাহুদশায়
স্থিতি । সাধকের হেন শক্তি উৎকর্ষিত মত । ভক্তসিদ্ধান্তের
কথা কহিতে কহিতে । অতিশয় অন্তর আশা হৈল তাতে ॥
সিদ্ধপ্রায় লালসাতে তাঁর গেল মন । রসোদ্যোগ উক্তি হেন
কেবলা-লক্ষণ ॥ অতএব ফলদ্বয়ে বাসিত হইয়া । এক শব্দে
ছুই অর্থ কহে বিবরিয়া ॥ অন্তর্দর্শার তার অর্থ বিবরিয়া ।
লিখি বুঝাইব মুই আপনার হিয়া ॥ বাহুদশার অর্থগণ সংক্ষেপ

পূর্বোক্ত পার্থিব ও স্বর্গীয় বিষয়সমূহে মুগ্ধ করিয়া ফেলে, সুতরাং বাসটি
তার মনের বিষয়তে অন্তরায় (বিঘ্ন) বলা যায় । মনুষ্য ও দেবগণ ক্রমশঃ
বিষয় ভোগ করত পুনঃ পুনঃ সমসারে ভ্রমণ করেন, সুতরাং এ গমষ্টির মূলী
ভূত অবিদ্যাপি দাঁচটী ক্লেশ অতীব বলবান্ শক্তি । ইহা কে আদর্শপন্থায়
এক সঙ্গ কর কৃপাতেই নিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা ॥

যুক্তিঃ । অন্তস্তদশাদয়বাসিতাদৈক্যেব সার্থক্যমুদ্বিগত । তদন্তদশোথাথো
 দিব্য বাহ্যদশোথাথস্ত সাক্ষ্যপা ময়া দর্শয়তবাঃ । যজ্ঞাদ্যাদিশ্রুতাপি তস্য
 তদন্তদশাদয়বাসিতাদৈক্যং নাস্তি তথাপি শুদ্ধপ্রেমেব ভক্তিসিদ্ধান্তং রসকাবিরুদ্ধমেব
 ক্ষোরযাত । শুদ্ধে য় স্বভাবোহয়ং যং সিদ্ধান্তবিরুদ্ধং রসভাসংবা মোহো-
 দ্যাদাদ্যাবপন স্পৃশ্যত । তত্র পঞ্চমঃ গচ্ছন্তঃ তমুগচ্ছতাং বৈক্যবান্যং স্বামিন্
 কিমর্থং ত্রয়া গম্যতে "কিস্ত্বাস্তি" ততি প্রশ্নান্ প্রতি প্রাভববৈভবাংশাবতার-
 শক্ত 'লীলাবতার' দম্ব বলাসবাল পৌগণ্ডাদিস্ব প্রকাশরূপস্বরূপাণাং তথা চিচ্চ-
 ক্তেস্তুদ্বিলাসানহৃদৈকুণ্ঠানাং মায়াশক্তেস্তুদ্বৈক্যবানন্তরঙ্গাণ্ডানাং জীবশক্তেস্তু
 পরমাশ্রয়ভূতানাং তং শ্রীভাগবতাদাবাশ্রয়ত্বনোক্তং সর্বোত্তমং সর্বভজনারং

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

করিয়া দিগ্ দেখাইব মাত্র বাহ্য ছাছিয়া ॥ যদ্যপি
 উন্মাদ ময় প্রলাপ বচন । সদ্ধান্ত-সদ্ধান কিছু নাহি তাঁর মন ॥
 তথাপিহ শুদ্ধপ্রেম প্রায় যৎ যত । অবিরোধ সৈব ভক্তি সিদ্ধান্ত
 কহেকর বিজ্ঞপ্ত প্রোমর এই স্বভাব আচার । সিদ্ধান্ত
 বিরোধ উন্মাদ মোহে নাহি তার রসভাস আদি কিছু নাহি
 তাঁর মুখে । শুদ্ধপ্রেম শুদ্ধরস এই সেরে মুখে এই ক্রোকে
 বাহ্য অর্থ কহি ছিছু তথা । লীলাশ্রুত মতে যান যে বৈক্যব
 তথা ॥ তারা কহে মহাশয় যাবে কোন স্থানে । কি নিমিত্ত
 কিবা বস্তু আছে সে স্থানে সেই সব সঙ্গ্য প্রতি কহে
 মহাশয় অন্তর-আবেশে কৃষ্ণ মহিমা কহয় ॥ প্রাভব বৈভব
 অংশ অবতার গণ । শক্ত্যান্বেষণ অবতার লীলাবতার গণ ॥
 স্ববিলাস বাল্য আর পৌগণ্ডাদি যত । স্বপ্রকাশ রূপ নিজ
 স্বরূপাদি কত ॥ চিৎশক্তি মহামগন কহে বিবরণ । অনন্ত
 বৈকুণ্ঠ শ্রীবিলাস গণিয়া ॥ তবে বিবরিয়া মায়াশক্তির
 লক্ষণ । হার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ জীবশক্তি আদি
 করি যত্নে যত গণ । পরম আশ্রয় যৈহ পুরুষ উত্তম ॥ শ্রীভাগ

অস্তি স্বত্বরূপীকরাগ্রবিগলং কল্পপ্রসূনাম্মুতং
বস্তু প্রস্তুতবেণুনা দলহণনির্ব্বাণনির্ব্বাণকুলং ।

পরতত্ত্বরূপং বস্তু নিরূপয়ন্ তৎকালমেবাস্তুরাবেশাতাদৃশং ত্রীকৃষ্ণং পুরঃ স্মুরন্তং
বিলোক্য প্রলপমাহ অস্মীতি । অস্য বাহ্যার্থঃ । কিমপি বস্তু অস্তি সদা বির-
জতে । শ্রীবৃন্দাবন ইতি শেবঃ । বসন্তাশ্বিন্ প্রাগুক্তানি তথা বসতি । কাল-
ক্রমেহপ্যেকরূপতয়া দীবাভীতার্থবয়োরপৌণাদিতুন্ প্রত্যয়াদ্বস্ত । সামান্য
নির্দেশাৎ ন পুংসকত্বং । নমু, কিং নিরাকারং ব্রহ্ম যেতাহ কিশোরাকৃতি ।
কিশোরা প্রাঃহং নবযৌবনা আকৃতিঃ স্বরূপং যস্যোতি জীববদেহেহিভেদো
নিরন্তঃ । তথা ই শ্রীভাগবতে । বেদং বাস্তবময়ং বস্তুতি । বনচূড়াভ্যং বস্তু-
তরাং ন বাচ্যমিতি । নাতঃপরং পরম যদ্ব্যবতঃ স্বকর্ণমিতি চ । নমু, ভগবদ্রূ-
পাণ সন্দাণোঃ কিশোরাকৃতাভীত্য কতরদিদমিত্যাহ প্রস্তুতবেণুতি ।
রাসে ব্রজসুন্দরীণামাকর্ষণাৎ প্রস্তুত্যা যে বেণানা দাস্তেষাং যা লহর্যঃ স্বর-
গ্রামাজয়ঃ সূচ্ছানাং স্বকর্ণাশতিক্রপাস্তরঙ্গাস্তজ্ঞান্য বগ্নিকারঃ পরমানন্দস্তাস্ত
মন আদীনাং লয়ো ব তেন নির্ব্বাকুলং । নির্ব্বাকুল্যমভাবার্থঃ । অব্যাকুল-

অতঃপর পথে যাইতে যাইতে উৎকর্ষাবশতঃ সাধক-
রীত্যনুসারে অন্তর্দর্শনসমুদ্ভূত হৃদবস্তুর উদ্দেশপূর্ব্বক কহি-
তেছেন ॥

বৃন্দাবনে এমন কোন এক বস্তু আছে, যাঁহা স্বর্গীয় তরুণী-

বহুমননঠাকুরের গদ্য ।

বাত যাঁহা মহিমা বিস্তার । সর্পি-জর্গীয় সর্বোত্তম সর্পিসার ॥
পরতত্ত্ব বস্তুরূপ যৌৎ নিরূপণ ; কহিতে আবেশ কৃষ্ণ ওইলা
স্মুরণ ॥ এইরূপে কৃষ্ণ যেন আগে দেখা পাইলা দেখিয়া
প্রণাপ করি কহিতে লাগিলা ॥ এই ত দ্বিতীয় শ্লোকের
কহিল আভাস । বিচারিয়া অর্থ এবে করিয়ে প্রকা ॥

অন্তঃসন্তানিকরুণ নীতি-বিলসদোপীমহাস্রবতঃ

হস্তনাস্তনতাঃ বর্গমণিলোদারঃ নিশোরাকৃতি ॥ ২ ॥

মিথার্থঃ । নির্মাককবঃ ব্যাকুলেভ্যোঃ নির্গণিঃ চ । তত্র মধ্যচিহ্নাদিভারি-
শ্চলমিথার্থঃ । নির্করণং স্বধর্মোক্ষারিত নিখ্যাতঃ । তথা সায়াঃ পুষ্পাগাবচি
ষ্যত্যন্তরাদাকৃষ্টা য়াঃ সন্তকণ্ডাসাং তন্মাদুর্গদর্শনবিবধানাং কম্পমানকরা-
গ্রেভো বিলসন্তি যানি কল্পপ্রসূনানি কল্পকল্পপুষ্পানি চৈতরাপ্লুতং প্রেমবৈব-
ল্যং কল্পতরুহানেককল্প ইত্যাখ্যঃ । কিংবা, সাহচর্য্যবলাদেকদেশেনাপি পদার্থো
বোধ্যতে । তথা অন্তঃসন্তানিকরুণাং শুকভূতপুংসু এব অন্তঃ লজ্জাভয়তঃ
সহ্যানে বদ্ধা অপি পুনঃ স্রজা অঃ করণ কঙ্কাঃ । কাসাক্ষিত্বকনকাল-
বিলসাসহিষ্ণুত্বং করাভ্যাং নিকরুণা নীবো যাসাং তাস্চ বঃসৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যা-
রাগাদৌর্বিলসন্ত্যন্ত য়া গোপাস্তাসাং সহস্রৈস্রবতঃ পরিভোজেষ্টিতং । অঃ
শ্রীভাগবতোক্তরসনিগাসারম্ভ শ্রীকমলপং ৩৩স্ত নবগমধানোক্তং । অনোবা
মাবরণানামজাগ্রেংপাদুকৃত্যং । তথা হস্তেন নাভো নতানং স্বভঙ্গনোমুখা

গণের হস্তাগ্র হৃদেতে নিগলিত কল্পকর পুষ্পারা সমাবৃত
তথা আরক্কেবেগুনান প্রবণে অনন্দবশতঃ ব্যাকুলতা-শূন্য,
যাঁহার চতুঃপার্শ্বে সহস্র গোপাস্তন গণ চিহ্নিত হইতে বার-
ম্বাব বিগলিত নীবেকে অরুন্ধ করতে করতে অতিশয়
শোভা দাবণ করিতেছেন, অর্থাৎ (মোক্ষ) যাহার করতলে
বিন্যস্ত থা কয়া অবনতভবে বর্তমান এবং যিনি নিখিল উদার
হইতেও উদার এবং যাহার আকৃতি কিশোরা অর্থাৎ সমুদত
নবযৌবন সমন্বিত ॥ ২ ॥

যজ্ঞমন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বৃন্দা ন আছে কোন বস্তু অতিশয় । কালক্রমে একরূপে
সদাই র ॥ সামান্য নির্দেশ নহে বস্তুনিরূপণ । নিরা-
কর ভরা তার দেখায় লক্ষণ ॥ সেহো নহে কিশোর

নাগবর্গঃ স্বপার্ষদকৃপানন্দদেহদানেন লিঙ্গদেহভজো যেন । শুভ্রকঃ । মন্তো-
যদা ত্যক্তমমস্তকশ্চোন্মাদৌ যদা । অপবর্গঃ প্রেমভক্তিব্যোগো যেন । তথা-

যখনন্দনঠাকুরের পদা ।

আকৃতি মনোহর । নবযুবা কৈশোর মিলন স্থিরতর ॥ এই
লাগি জীব প্রায় দেহ দেহি ভেদ । নিরস্ত হইল, শুণে নাহি
পরিচ্ছেদ ॥

ভগবানের রূপ হয় অগণ্য অনন্ত । কিশোর আকার সব
হয় মূর্তিনন্ত ॥ তার মধ্যে বৃন্দাবনে কাঁহার বিলাস । এত
চিন্তি পুনঃ কহে করিয়া প্রকাশ ॥ রামে ব্রজকিশোরিকা
আকর্ষণ কাজে । প্রস্তুত বেণু নাদ বৃন্দাবনমাঝে ॥ সে নাদ-
লহরী স্বর গ্রাম মূচ্ছাগণ । সে জন্য নিব্বাণ শব্দে আনন্দ
পরম ॥ মন আদি করি তা ত সর্বৈন্দ্রিয়গণ । অবাকুল ময়
প্রায় নিশ্চল লক্ষণ ॥ সাংকালে দেবনারী পুষ্প তোলে যথা ।
আচম্বিতে বেণুনাদ প্রবেশিল তথা ॥ মাধুর্য্য দেখিয়া তারা
বিবশ হইল । ধৈর্য্য না ধরে নেত্র ঝুরিতে লাগিল ॥ কল্প-
বৃক্ষ পুষ্প তার হাতেতে হইতে । গিয়া পড়য়ে হস্ত কাঁপিতে
কাঁপিতে ॥ সেই সব পুষ্প পড়ে যে কৃষ্ণ উপরে । তাতে
পরিপ্লুত রহে কামমোহ করে ॥ বেণুধ্বনি শুনিতেই গোপ-
নারীগণ । গুরু ভর্তা আগে স্তম্ভনীবিবন্ধ হন ॥ লজ্জা ভয়ে
তারা নীবি পুনঃ বন্ধ করে । পুনঃ স্তম্ভ করে নীবি মহী বাসি
পড়ে ॥ কেহ কেহ করে রুদ্ধ করি নীবিবন্ধ । সহিতে না
পারে কেহ বন্ধন বিলম্ব ॥ নবীন কিশোর অতি সু-
গামকন । বৈদমধ্য অনুরাগ পরম প্রবল ॥ হেন ব্রজাঙ্গন প-
গহস্ত্রে অকৃত । শ্রীভাগবতের নামে যাইতে বেকত ॥ দই

পঞ্চমস্কন্ধে গদ্যঃ যথা । বর্ণবিধানমপর্ণাৎ অন্তীত্বাৎ অস্ত্রিযোগলক্ষণ ইতি ।
তদৈব বাখ্যাতং শ্রীকামোবনেঃ । তথা সখেনৈঃ কল্পবৃক্ষাদিতা উদারং
বাহ্যতিরিক্তদাতৃত্বং । তথাহি । স্বয়ং বিদগ্ধে ব্রজসামনজ্জ্যোতিষাদি ।
কিঞ্চ । অখিলেনায়কমদগুণৈরুদারঃ মহদভ্যাসনিভার্থঃ । অন্তর্দিশোখস্বেবঃ ।
ইদং কিমপি বস্ত্রান্ত পুরো বিরজঃ । বসনায়নু মোক্ষমুখ্যৈন্দ্রিয়ার্থাদি
সদগুণাদীনীতি বস্ত্র । যদা, বস্ত্রে বসমাধুর্য্যেণুগীতাদিনিভমোহমুচ্ছাদিতভাবৈ-
রাশ্রয়ারামাদিত্যঃ প্রাপণ্যস্তানঃ বিশেষতঃ জ্ঞাণা ততোহপ্যতিতরং ব্রহ্মন্দ-

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বৃন্দাবনে সদা বিরাজয় । আগমাদ্যে দ্যান-উক্ত যোগে তেহো
নয় ॥ অন্য আবরণ আদি আগে না কাহিল । এই ত কারণে
ইহা তারে না বলিল ॥ প্রণত জনেরে হস্তাংলখন দিয়া ।
নিজ পারিষদ করে আনন্দিত হৈয়া ॥ পরম পানন্দে দেহ দান
দেয় তার । মায়াদেহ দূর করে কি বলিব আর ॥ তাহাতে
প্রমাণ তার শ্রীমুখবচন । ভক্তস্থানে কৃপা করি কহিল কখন ॥
কিবা অপবর্ণ শব্দে প্রেমভক্তি বল । পঞ্চমস্কন্ধের গদ্য
প্রমাণ তাহারি ॥

কিঞ্চা সেই কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় দাতা । কল্পবৃক্ষ আদ্যে
জিনে অন্যে কিবা কথা ॥

কিঞ্চা সর্বনাশক হৈতে গুণেতে প্রবীণা । পরম উত্তম
রূপ সর্ববরম-দীপা ॥ এই ত কহিল শ্লোকের বাহ্যদশা অর্থ ।
অন্তর্দশার অর্থ শুন পরম মনর্থ ॥ এইরূপ কোন বস্তু আগে
বিরাজয় । সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য মল্ল নৈদঙ্কাদি চয় ॥ আপনা
মাধুর্য্য বৈশিষ্ট্য আদি হৈতে । আত্ম প্রাপণ্যস্ত মে করয়ে
জ্ঞান হৈতে ॥ বিশেষতঃ নারীগণের মোহয়ে অন্তরে । যাতে

শ্রীনাং চিত্তমাচ্ছাদয়তি ইতি বস্তু । কৌশলঃ । শিশোরাকৃতি । নহু গোপাঃ
 সাধবাঃ পরঃস্বঃ কণ্ঠমেয্য স্ত কথংবা রাসো ভবেদিতি ব্যাকুলোহপি তথা বেণু-
 নাদলহরীর্ভবসিমাণং তদা কৃষ্ণবল্লভীনং কঙ্কানুপূর্ণা দধনিশ্রবণজানন্দন্তেন
 নিব্যাকুলং । তথাচ তন্তে নাস্ত দৃচ্ছয়া বেণুনাদেনৈব সম্পাদিতঃ নতানাং স্বচ-
 র্ণশ্রবণেশুখীনাং শাসাঃ শুপাদিবারণদর্শনজ্জাদিশৃঙ্খলাভ্যাং হপবর্গো মোক্ষো
 যেন । তচ্চকং য়াভজন দুর্জগেগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃণোত্যাদৌ । তথা । অধি-
 লাভ বলাব উদারঃ শুভদভীষ্টাশাসপূর্ত্যা সর্পমনে'রথদাতৃ । তদুক্তং । শ্রী-
 জয়দেবচরিতৈঃ । বিধেয়ামমুরজ্জনেনেতাদৌ । কিম্বা অখিলৈর্ভজনীয়সদগুণৈক-
 দারং মহদ্যন্ত্যর্থমিতি । অনং সমং আকৃষ্য রাধাং ব্রজসুভ্রবাং গণাত্তন্যা
 তয়া গুণবিগাশলাভঃ । কুঞ্জ বসাব্যব বণেশলক্রে প্রামা'স্ত রাসো রসকেন্দ্র-

যহনন্দনঠ কুরের গদা ।

হৈতে ব্রজনাণী মদা গোহ কবে ধ কিশোর আকৃতি বস্তু
 গুণের সাগর । মদ মোহন বেশ শ্যাম কলেবর ॥ মনে চিন্তে
 কৃষ্ণ গোপন বী পরঃস্ব । সহজেই নারীগণ না হয় স্বতন্ত্র ॥
 কেমন গামিবে গোপা স্বতন্ত্র হইয়া । ব্যাকুল হইলা মনে এ
 সব চিন্তিতা ॥ বেণুগান আরম্ভনা শুনি গোগীগণ । পরম
 আনন্দবন্দে অর্কবিল মন ॥ নির্ঝাণ শব্দেতে কহি আনন্দ-
 বিশেষ । শিশুপ্রকাশে কহে এই অর্থ শেষ ॥

হস্ত লৈলা বেণু গান করিয়া গোবিন্দ । প্রণতগণের মনে
 বাঢ়ায় গানন্দ ॥ গুরু জজ্ঞা ধর্ম আদি শৃঙ্খলা হইতে । মুক্ত
 করি আনে কৃষ্ণ আপন সচ্ছাত ॥

ব্রজনাণী বেণু শুনি উন্মত্ত হইয়া ॥ আইসে কৃষ্ণের স্থানে
 না চায় কিরিয়া ॥ নুপুর শিকণী বাজে কঙ্কণ বাজারে । সে
 ধনি শুনিয়া কৃষ্ণ নির্ঝাকুল ধরে ॥ বহু কল্পবৃক্ষ হৈতে উদয়
 গোবিন্দ । সর্বগোপী অভিষ্ট পূরণ নিরুদয় ॥

মৌলিনা । পশ্চান্নায়া বাহুদশোথমর্থঃ সংগৃহ্যতাদাবপি বক্তুমহং । অন্তর্দশোথঃ
 সবিশেষমর্থঃ পূর্বং নিজেষ্টং কিল কথ্যতেহসৌ । তথাস্য তদবশ্যাবজ্ঞাং
 শ্রীরাগান্নাঃ শ্রীকৃষ্ণেহুবাগাদিশ্রবণজাতলোভত্বাং রাগানুগানার্গে অনুৎপন্নরতি-
 সাধকতত্ত্বৈরপি যোগ্যতাসিদ্ধদেহং মনসি পরিকল্প্য ভগবৎসেবাদিকং ক্রিয়তে ।
 জাতরতীনাং স্বয়মেব হৃদেহক্ষুর্ভিঃ । অস্যাভূ উৎপন্ন মধুরজাতীয়া রতিঃ
 ক্রমেণানুরাগদশাং প্রাপ্তান্ত হৃদেহক্ষুর্ভিঃ সदैব । বণা রসামৃতসিকৌ । ইষ্টে
 স্বারসিকী রাগঃ পরমা পরতা ভবেৎ । তন্ময়ী বা ভবেদ্ব্যক্তঃ সাত্ৰ রাগাত্মিকো-
 চ্যতে । বিরাজন্তীমতিব ক্তঃ ব্রজবাসিজনাদিষু : রাগান্মিকামনুশ্রুতা যা সা
 রাগানুগোচ্যতে । রাগান্মিককনিষ্ঠা য়ে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ । তেষাং ভাবাপ্তমে

যদনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

রসিকেন্দ্রমৌলী কৃষ্ণ আরন্তিল। রাস । বহু ব্রজাঙ্গনা
 সঙ্কে হাস পরিহাস ॥ ভঙ্গি করি ব্রজাঙ্গনা মাঝে হৈতে রাধা ।
 আকর্ষয়ে নিগূঢ় বিলাস লোভে সাধা ॥ নিকুঞ্জ বিশেষ রস
 আশ্বাদ লাগিয়া । আরন্তিল। রাসলীলা আনন্দত হৈয়া ॥
 দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ কহিল বিস্তার । তৃতীয় শ্লোকের মনে
 শুন অর্থ সার ॥ পাছে বাহুদশার অর্থ সংক্ষেপে কহিল
 অন্তর্দশার অর্থ কিছু বিস্তারি বর্ণব ॥ নিজ ইচ্ছা অন্তর্দশার
 অর্থ সবিশেষ । সেই অর্থ বিস্তারব জানিতে উদ্দেশ ॥ অতঃ
 পর লীলাশুক মহাভাগবত । বেশ্যামুখে রাধাকৃষ্ণলীলা শুনে
 যত ॥ রাধাকৃষ্ণ অনুরাগ প্রবন্ধ শুনিয়া । অতিলোভ উপ-
 জিল আপনার হিয়া ॥ রাগ নুগা মার্গে কৃষ্ণভজন করিতে ।
 পরম লালসা তার বাড়ি গেল চিতে ॥ এই রাগানুগা পথে
 অন্য ভক্ত ॥ অনুৎপন্নরতি কৃষ্ণ সাধকলক্ষণ ॥ তাহারাহ
 ব্যঞ্জিত ৩ মনেতে করিয়া । কৃষ্ণসেবা আদি করে একান্ত
 হইয়া ॥ জাতরতিগণে তাহা সদা ক্ষুর্ভি হয় । নিজ মুখ

চাতুৰ্য্যো কনিদানসীম-চপলাপাপচুটামহুং

লাবণ্যামৃতগোচরোল্লসদৃশং লক্ষ্মণকটাক্ষদৃশং ।

লুক্কো ভবেদজ্ঞানদকারগান্ । তত্ত্বত্বাদিমাধুর্য্যো প্রভেদে ধীর্ঘদপেক্ষতে । নাতি
শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ । স্নোভোঃপল্লিনক্ষণমিত । অপোঃজ্বলনীগমণো । সাদ্ভূতেন
রতিঃ প্রেমা প্রোদান্ স্নেহঃ ক্রমাদয় । স্যামানঃ পায়সো রাগোহমুরাগো
ভাব ইত্যপি । বীজমিচ্ছুঃ সচ রস স পূড়ঃ খণ্ড এব সঃ । সা শর্করা সিতা সা
স্যাং সা যথা স্যাং সিতোপলোভ । তানুরাগলক্ষণং । সদাভূতমপি যঃ
কুর্ষগবনবঃ পিরঃ । রাগো ভবগবনবঃ সোহমুরাগ ইতীয়াতে ॥ ইতি । অথৈ-
বাঞ্চে বাক্যভাবিবাচি ॥ ২ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে সৰ্বমুখায়াঃ পূর্ণপ্রভামুরাগমৌভাগায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে পূর্ণি যাহার অনুরাগ ও
মৌভাগ্য প্রভূত হইয়াছে, সেই শ্রী রাধার পার্শ্বস্থা এবং উপা-
সনাকারীগণী সখীগণের মধ্যাপনাকৃতাদৃশী একটি জানিয়া
কোন এক সখী নিবেদনপূর্বক কহিলেন ॥

হে সখীগণ ! যনি চাতুৰ্য্যের একমাত্র নিদানের সীমা-
স্বরূপ অপাপ অর্থাৎ নেত্রপ্রান্তভাগের ছটায় মহুর, লাবণ্য-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ছুঞ্জে তাহা কভু না বাধয় ॥ লালশুকে উপজিল মধুর জাতি
রতি । ক্রম অনুরাগ দশা গাতে প্রাপ্ত ৩তি ॥ সদা সেই দেহ
স্মৃতি হয় তার মনে । বসামৃত সঙ্কুগ্রহে যে সব লক্ষণে ॥ ২ ॥

এই সব কথা শ্রীগঙ্গ সব ব্যক্ত হইবে । তৃতীয় শ্লোকের
অর্থ কহি কিছু হইবে ॥ কৃষ্ণপার্শ্বে সৰ্বমুখ্য রাধা গবতী ।
অনুরাগমৌভাগ্যপূর্ণী পূর্ণসবরথ্যোভাঃ তরপা ই আছে
সখী তার উপাসকা । আপনাকে তারমারোজানে সে এক

কালিন্দীপুলিনাঙ্গণপ্রণয়িনঃ কামাবতারাকুরং

বালাং নীলমণী বয়ং মধুরিমম্বারাজ্যমারামুমঃ ॥ ৩ ॥

পার্শ্বস্থসখীনাং তত্পাসিকানাং মধ্যে আস্থানাং তাদৃশীমেকাং জ্ঞাপয়মাহ ।
আমী বয়ং তৎপারিতরূপা বালাং কিশোরং আরামুমঃ । চামরান্দোলনতাম্বুল-
কনদিনা বাং সেবামহে পূর্ণং কিশোরাকৃতিত্বেন নিক্রুপিতত্বাৎ অগ্রেহপি
দীপ্যমা এতৎপিত্তং, স্মৃৎ লক্ষ্যাদিষু ত্রিবিধবয়োবিবেচনে বালাষোড়শাদ-
ল্লাভ্যুতি প্রসিদ্ধাচ্চ বালশব্দেণ কিশোর এবোচ্যতে । অন্যথা বাখ্যারঃ
তামাবতারাকুর-জ্ঞাপয়মাঃ । এবমগ্রহপি জেয়ঃ । কীদৃশং । নীলং ইন্দ্রনীল-
মণিশাঃ মূর্ত্তং শৃঙ্গাবরসমিত্যর্থঃ যতুক্তঃ । শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিতি ।

মুরং ২২শ্চে চকললোচন, লক্ষ্মীদেবীর কটাক্ষে সমাদৃত,
যদনার পুনির জগের প্রণয়ী কামরূপ অবতারের অকুর এবং
নিখিল মাধুর্যের নিজা স্ত রাজ্যস্বরূপ, সেই নীলবর্ণ বালক
অর্থাৎ কিশোর কে আমি তারামণী করি ॥ ৩ ॥

বহনন্দনঠ কুরের পদ্য ।

রাধিকার পুনির আমি সর্বথায় । আরামি কিশোর-
শেখর শ্য মণায় ॥ চামর দোলাব আর যোগব তাম্বুল ।
পাদসম্ভাবন আদি সেবা অকুর ॥ বালশব্দে কিশোর বয়স
শাস্ত্রে কহে । স্মৃতি অকুর আদ্যে ইহা বাক্ত হয়ে ॥ ত্রিবিধ
বয়স ক্রমের বিবনা পার্যে । ষোড়শাদ অন্তবাল্য তাতে
কহিয়াছে ॥ এই লাগি বালশব্দে কিশোর কহিয়ে । এইমত
এই গ্রন্থ সম্পন্ন বুঝিয়ে ॥ আর কহি বালশব্দে কাম অব-
তার । কট অকুর গেন বিনোদ আকাব ॥ কিশোর আকার
কুমার ২ বহনন্দন । ইন্দ্রনীল মণ শ্যামবর্ণ মণোরম ॥ কেবল
পার রমায়ন মূর্ত্তিমান্ । ত্রীগীতগোবিন্দ যার লীলারস গান ॥

রাগরঙ্গকানিন্দীপুলিনমেব মাধবীচতুঃশালিকায়া অঙ্গনং তত্র প্রথমিনং সদা
তত্র বিলসন্তমিত্যর্থঃ । তথা প্রবলগজ্জবাম্যক্সাং পরমাংকষ্ঠায়ামপ্যধো-
মুখস্থিতায়াঃ লক্ষ্যঃ শ্রীরাধায়াঃ কটাক্ষে তৎপ্রাপ্যবাদৃতং সাদরং তথা পরিতঃ
স্থিতাবপান্যাসু শ্রীরাধায়া এব লাবণ্যমুৎবাচিভগ্নোপলিতে সতৃষ্ণকৃতে দৃশৌ
যস্য তং । অতোহন্যাস্ত্যক্সা তস্মাসহ রঙোলোলোৎকণ্ঠয়া সর্বসামানপূৰ্ব্বকমনা
লক্ষিতপ্রেরণয়া তন্নিজসমগধনিজ্জামনাদিষু তস্য তত্র চ চাতুরীক্ষুণ্ণতাহ । চাতু-
র্গোতি । চাতুর্যাগাং নেত্রাণ্ডাদদ্বাটৈরব ত্তজ্জ্ঞাপনরূপাণাং যানি মুখানি

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

মাধবীর চতুঃশালা কালিন্দীপুলিনে । রাগরঙ্গ লীলা করে
তাহার অঙ্গণে ॥ কানিন্দীপুলিন তার অতিপ্রদস্থান । প্রিয়া
নৈয়া লীলা তাহা করে অবিরাম ॥ অতি গজ্জা বাম্য আর
অতি উৎকণ্ঠিতা । অধোগুণা সদা রহে সেই যে রাধিকা ॥
তাহার কটাক্ষ যার আদর অপার । আদরে ভাজিব আমি চরণ
তাহার ॥ রাসমধ্যে শতকোটি গোপীসঙ্গে লীলা । রাধার
লাবণ্যে যেহ আকৃষ্ট হইলা ॥ রাধার লাবণ্য স্নহা তরঙ্গে
ভরল । সদাই তৃষিও নেত্র যাহার প্রবল ॥ সেই কৃষ্ণ ভাজিব
আমি এই মনে দৃঢ় । হৃদয়ে লাগসা মোর বাচ গেল বড় ॥
রাসমধ্যে অন্য গোপীগণ ছেড়া গিয়া । রাধা সঙ্গে কুঞ্জলীলায়
ভুলে যায় দিয়া ॥ নেত্র-অন্ত দ্বারে তথা ব্যক্ত জানাইতে ।
চপল অপাঙ্গ-ছটা সামারূপ যাতে ॥ এই যে নয় ভঙ্গা বুঝেন
রাধিকা । অন্য কেহ নাহি বুঝে তাহাতে অধিকা ॥ কিম্বা
রাধা কটাক্ষেতে আদর যোগার । সঙ্কেত জানিয়া বেঁহ করে
অঙ্গীকার ॥ ব'হাতে চকল যার অপাঙ্গের ছটা । তাহারে
ভাজিব আমি মন হর্ষ ঘটা ॥

লক্ষ্মীগণ কহিতে কাহে ব্রজদবাগণ । কটাক্ষেহ ব্যাপি হ

মধুরিমাংস্বারাজাঃ তৎ সর্গজৈব স্নগভমিত্যর্থঃ । উভয়াং তস্যাঃ সথ্যোনাভু-
 গতঃ । রাধাপয়োপরেতাদৌ । যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধাবরোদোন্মুখা
 ইত্যাদৌ চ স্নব্যজৈব । বাহুদম্যাপ্তস্বৈবং । স্বসঙ্গিনঃ প্রত্যেব ন কেবলং তাৎদৃশং
 বস্তুস্ত্যাবমাত্রঃ বধমপি ভূপাস্থই ইত্যাহ । অগী বয়ং । জানন্ত এব জানন্ত
 ইত্যাদিনা । নায়ং স্নখাগো ভগবানিত্যাাদিনা বিদিশুকাদিভিঃ স্তবতং বাণং
 আরাধুম ইতি । স্বরবৈকৃত্যেনাশ্চর্যাদ্যোতনং । স্বস্য তহহিমুখপূর্কশাস্বত্যা
 অদসঃ প্রয়োগঃ । তান্ ক্রোড়ীকৃত্য বহুত্বেপ্রয়োগশ্চ । তমেবাশ্রয়ণীয়নাংকং
 সদগুণৈবিশিনষ্টি । তত্র কালিন্দীতি সদা বিলাসিহমুক্তং । মধুরিসোত রুচির
 ঋং তাসামাকর্ষণে উপেক্ষাপ্রত্যায়কবাগ্ভজিপ্রার্থনাদিচাতুরীক্ষুর্ভূত্যাছ চাতু-
 র্যোতি । অনেন বৈদধ্যং । চপলেতি মোহনত্বং । চপলানাং তানামপাঙ্গচ্ছটাভি
 ম্ভরং স্তকমিতি প্রেমবৈবশ্যত্বং । তস্যা মুখেন্দুদর্শনাচ্ছলিতো যো লাবণ্যা-
 মূর্ত্যাবস্তমমৃতবীচিভিলোলিতাঃ সহস্রীকৃতাস্তদ্যাঃ পশ্যতাক্ষ দৃশো যেনেতি
 সৌন্দর্য্যং । বেণুনাদাকৃষ্টয়া নভঃস্থিতয়া লক্ষ্মাঃ কটাক্ষরাদৃতং সাদরং সঙ্গালস-

গহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

অতিশয় স্নমাধুরী যাহাতে প্রকাশে ॥ কহিতেই যেন রাণে
 গোপাঙ্গনা আনি । উপেক্ষা করয়ে হেন কহে ভঙ্গী বাণী ॥
 প্রার্থনা জানায় তাতে বচন কোশলে । এই ক্ষুর্ভে লীলাশুক
 কহায় সত্বরে ॥ বৈদধ্য জাপপ্য নিজ প্রকাশ করিলা । মোহ-
 নত্ব আপনার তাতে জানাইলা ॥ তারা যে চপলাগণ অপাঙ্গ-
 চ্ছটাতে । মন্ত্র হইল এই প্রেমবশ্য রীতে ॥ রাধিকাদি মুখ-
 চন্দ্র দর্শন হইতে । উছলিল লাবণ্য অমৃতসিঞ্চ য়াতে ॥
 তাহার তরঙ্গে ভারে তৃষিত করিয়া । তা সবারে দেখে য়েঁহো
 স্নখাবিষ্ট হৈয়া ॥ এই ত সৌন্দর্য্য পূর্ণ ইহাশে প্রকাশ ।
 অন্যান্য চঞ্চল নেত্র মুখে য়ছ হাস ॥ বেণুধ্বনি রি আক-
 ষিলা লক্ষ্মীগণ । কটাক্ষে পূজিলা তারা লোভি য়া নি ॥

মীক্ষ্যমাণমিতি । নারীগণমনোহারিত্বং কামাদীনাং চতুবু'হান্তার্গতপ্রদ্বান্নাখ্য-
 স্বস্বরূপাণাং শাখাস্থানীয়ানাং তদংশলেশাভাসরূপাণামনন্তব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতপ্রাকৃত-
 কামানাং পত্রস্থানীয়ানামবতারস্য প্রাকট্যস্য অঙ্কুরং প্রথমোদ্ভিন্নকোমলস্কন্ধাঃ
 শং । প্রাকৃতপ্রাকৃতকন্দর্পনিদানবৃন্দাবনাভিনবকন্দর্পমিত্যর্থঃ । আগমাদৌ
 কামগায়ত্র্যা কামবীজেন চ তস্য তদ্রূপেণোপাস্যত্বাৎ । কোটিনন্দনবিমোহনা-
 শেষচিত্তাকর্ষকসহজমধুরতরলাবণ্যামৃতাপারার্ণবেন মহানুভাবচয়োহনুভূয়মান-
 তত্ত্বম্বাভাবনিবহেন শ্রীমদনগোপালরূপেণাধুনাপি বৃন্দাবনে বিরাজমানত্বাচ্চ ।
 অনেন সর্বাবতারবীজত্বসর্বমাধুর্য্যে উক্তে । রাগলীলা জয়তোযা যয়া সংযুজ্য-
 তেহনিশং । হরেবিদম্ভক্তাতের্য্যা রাধাসৌভাগ্যহৃদ্বিভিঃ ॥ ৩ ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

নারীগণ মনোহারি লীলার প্রকাশ । না পাইলা সঙ্গী লক্ষ্মী
 গেলা দুঃখে বাস ॥ চতুবু'হ অন্তরেতে যত কামগণ । প্রদ্ব্য-
 ন্নাখ্য আদিস্বস্বরূপ মনোরম ॥ শাখাস্থানীগণ আর আছে কত
 কত । তার অংশ লেশাভাস রূপ যত যত ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-
 মধ্যে যত কামগণ । পত্রস্থানী আছে তার না হয় গণন ॥ তার
 অবতারী কৃষ্ণ প্রাকট্য অঙ্কুর । বৃন্দাবনে নব কামদেব সর্ব-
 মূল ॥ প্রাকৃতপ্রাকৃত যত কন্দর্পের গণ । প্রথম কমলস্কন্ধ
 অংশ মনোরম ॥ আগমাদি শাস্ত্রে গায়ত্রী কামবীজে । তার
 উপাসনা করে সর্বভাবে ভজে ॥ কোটি মনোগথ এই রূপের
 প্রকাশ । সর্ব চিত্ত আকর্ষক সহজ বিলাস ॥ লাবণ্য মধুরো-
 ভ্রম অমৃতের সিকু । মহা অনুভাব চয়ে অনুভবে বিন্দু ॥
 সেই সেই মহা মহা প্রভাবের গণ । মহা মহাশয় সবে করে
 আশ্বাদন অদ্যাবধি মদনগোপাল রূপ ধরি । বৃন্দাবনে বিরা-
 জয়ে সঙ্গে গাপনারী ॥ সর্ব অবতার বীজ মাধুর্য্য আলয় ।
 বৈষ্ণব চা'র্য্য সর্ব রসের আশ্রয় ॥ এই কৃষ্ণ আরাধিমু মোর

অথাস্য বাহে তিশো দশা দৃশ্যন্তে । প্রথমক্ষুর্ভৌ ক্ষুর্ভিজ্ঞানং । ততঃ
ক্ষুর্ভিসাক্ষাংকারয়োদ্রমঃ । ততঃ সাক্ষাংকার ইতি । অত্রাস্য মধুরজাতীয়-
ভাবাশ্রয়ত্বাৎ পূর্বরাগবিপ্রলস্তোৎপন্নলালসাদশোৎপন্নাস্তি তয়া অন্তঃক্ষুর্ভৌ-
বপি বাহুদয়োথদৈন্যটৈকল্যাদিবাসিতমনস্তয়া রাসবিলাসিনস্তয়া ক্ষুর্ভিপ্রার্থন-
মেবাষ্টাদশভিঃ । তানি স্পর্শস্থখাদীনি তেচ তরলা ইত্যাদৌ । সা বিষাধর
মাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেহপি চেম্মানসং, তস্যাং লব্ধসমাধি হস্ত বিরহব্যাধিঃ কথং
বর্জিতে । ইতিবং ॥

তত একেন স্বনিশ্চয়কথনং । ততো গোপীনাং রাসান্তর্হিতকৃষ্ণদর্শনোৎ-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

মনে লয় । যাতে লোভি হয় মন সেই সে মিলয় ॥ জয় জয়
রাসলীলা জয় রাসলীলা । অহনিশি এই লীলা যেহ ঘোষা-
ইলা । কৃষ্ণবিদম্বতা ভেরী মম্বন বাজায় । রাধার সৌভাগ্য-
ময় দুন্দুভি ঘোষণ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতে । আসাস লিখিয়ে
তার টীকা অভিমতে । এই লীলাশ্লোকের বাহু তিন দশা হয় ।
প্রথমে কৃষ্ণের ক্ষুর্ভৌ ক্ষুর্ভি জ্ঞান হয় ॥ দ্বিতীয়েতে হয় ক্ষুর্ভি
সাক্ষাংকার ভ্রম । তৃতীয়ে সাক্ষাংকার এইত লক্ষণ ॥ মধুর
জাতীয় ভাব আশ্রয় হইতে । পূর্বরাগ বিপ্রলস্ত উৎপন্ন
তাহাতে ॥ প্রথমে লালসা দশা উৎপন্ন হইলা যদ্যপি । চিত্তেতে
তার লালসা ক্ষুরিলা ॥ বাহুদশা উত্থাপিত দৈন্য বিকলতা ।
তাহাতে বাসিত মন হইল সর্বথা ॥ শ্রীরামশিামী কৃষ্ণ
ক্ষুর্ভির লাগিয়া । অষ্টাদশ শ্লোক করে প্রার্থনা ২ চয়া ॥

একশ্লোকে আপনার নিশ্চয় কহিলা । তবে ২ সে ২য়

কণ্ঠা প্রলাপস্বূর্ত্তা তদর্শনপ্রার্থনং ত্রয়স্ত্রিংশতা । ততঃ স্বূর্ত্তিসাক্ষাৎকারয়ো-
 ভ্রমঃ পঞ্চভিঃ, পুনর্দর্শনোৎকণ্ঠা সপ্তভিঃ । ততঃ সাক্ষাত্তদর্শনাদ্বায়মনসাগোচ-
 যেন তদ্বর্ণমষ্টাবিংশত্যা । ততস্তেন সহোক্তিঃ প্রভৃতিঃ সপ্তদশভিরিতি ক্রমঃ ।
 তত্রাদৌ তয়া সহ নিভৃতলৌলোৎকণ্ঠয়া সর্বসমাধানার্থং । বাহুপ্রসায়েত্যাদিবৎ ।
 তথা তস্যাস্তাসাঃ শুদ্ধকণ্ঠাঃ বর্কয়িতুমুত্তময়ন্ রতিপতিমিত্যাদিবচ । তাভিঃ
 সহ বিলসতস্তস্য স্বূর্ত্ত্যা স্বসমানসখীঃ প্রত্যাহ । প্রথমং হতুঘণাধরং গোপী-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

অন্তর্দ্বান স্বূর্ত্তি হৈলা ॥ তাতে গোপীগণ কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া ।
 উৎকণ্ঠাতে ফিরে তারা প্রলাপ করিয়া ॥ তাহা দেখিবার
 স্বূর্ত্তি প্রার্থনা করয় । তেত্রিশ শ্লোকেতে লীলাশুক নির্ব-
 চয় । তবে স্বূর্ত্তি সাক্ষাৎকার ভ্রম অতিশয় । পঞ্চশ্লোকে
 বিশেষিয়া করিল নিশ্চয় ॥ পুনর্দার দরশন লাগি উৎকণ্ঠিত ।
 সপ্তশ্লোকে সেই সব করিল নিশ্চিত ॥ সাক্ষাৎ দর্শন তবে
 হইল তাহার । বাক্য মন অগোচর বর্ণনা প্রচার ॥ অষ্ট বিং-
 শতি তার শ্লোক মনোহর । উক্তি প্রভৃতি কৃষ্ণ সঙ্গে তার
 পর ॥ সপ্তদশ শ্লোকে তাহা করিল দস্তার । এইরূপে ক্রমে
 অর্থ করিয়ে প্রচার ॥ তাহার প্রথম লীলা রাধিকার সনে ।
 নিভৃতে করিতে সাধ বাঢ়ে কৃষ্ণ মনে ॥ সর্ব সমাধান লাগি
 সর্ব গোপী সনে । বাহুপ্রসাদি লীলা করে হর্ষমনে ॥ রাধা
 আর গোপীগণের উৎকণ্ঠা বাড়াইতে । রাসে নানা লীলা
 করে কৃষ্ণ নানামতে ॥

রাধা 'যদি গোপাঙ্গনা মনে কৃষ্ণচন্দ্র । রাসলীলা করে
 মনে পাইয় আনন্দ ॥ সেই রাসলীলা স্বূর্ত্তি হৈল লীলাশুকে,
 নিজ সম স , প্রতি কহে নিজযুখে ॥

প্রথম ১০ কৃষ্ণের লাভ্য ছটা মনে । ভূষণ অম্বর কাঙ্ক্ষি

বহোঁতংসবিলাস কুন্তলভরং মাধুর্যমগ্রাননং

লাবণ্যভূষাদিজ্যোতিঃপূজং নির্বিশেষতরালুভুয়েব জাতাহ্লাদো লোভাং সমস্তম্-
মাহ ॥

ইদং জ্যোতিঃ স্বপরপ্রকাশকং মনোনেত্ররসায়নং বস্ত্র নশ্চতসি চকাজ্জ ।
ঈগদ্বিশেষক্ষুর্ত্যাহ । কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডাধরস্নিতাদীনাং মাধুর্যে তৎপ্রবাহে মগ্নঃ
কুভমঞ্জনমাননং যস্য তৎ । সমগ্রবিশেষক্ষুর্ত্যাহ । প্রকর্ষণে উগীলনবযৌবনঃ
চরমকৈশোরং যস্য তৎ । তথা বহোঁতংসস্য যো বিলাসঃ নৃত্যগত্যা মন্দা-

অনন্তর সখীগণ সহ বিলাসকারি শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তি বোধ
করতু আপনার সমান সখীগণের প্রতি কহিতে লাগিল—
হে সখীগণ ! যিনি ময়ূরপিচ্ছ চূড়ার সহিত সংযুক্ত কুন্তলে

যছন্দনঠাকুরের পদ ।

ঘটা উছলনে ॥ হৈছে গোপাঙ্গনা-অঙ্গ লাবণ্যের ছটা । তার
বিভূষণ বাস জ্যোতিঃপূজ ঘটা ॥ নির্বিশেষ জ্যোতিঃপূজ
দেখি লোভ হৈল । সমস্তম হৈয়ে কিছু কহিতে লাগিল ॥
নিজ পর প্রকাশক এই জ্যোতিঃপূজ । মন নেত্র রসায়ন সর্ব-
জনরঞ্জ ॥ আমার মনে ত সদা রহুক লাগিয়া । তিল এক কভু
যেন না ছাড়য়ে হিয়া ॥ এতেক কহিতে অল্পবিশেষ স্ফুরিলা ।
তাহার কারণে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডা
অধরমাধুরী । মন্দ মন্দ হাস্য তাহে বচন চাতুরী ॥ মাধুর্য-
প্রবাহে মগ্ন কৃষ্ণের আনন । দেখ দেখ অমাধুর্য করয়ে মজ্জন
কহিতেই সামগ্রীবিশেষ স্ফূর্তি হৈলা । বিবরিয়া সেই কথা
কহিতে লাগিলা ॥ নবীনযৌবন বয়ঃ উদয় হইল চরম
কৈশোর স্থির হইয়া রহিল ॥ চাঁচরকেশের চূড়া তা । মনো-
হর । তাহাতে বহিঁয়া শোভে পরম সুন্দর ॥ নটন গানে মন্দ

প্রোগীল্লবযৌবনং প্রবিলসদ্বেনুপ্রণাদামৃতং ।

আপীনন্তনকুটুলাভিরভিতো গোপীভিরারাধিতং

নিলেন চান্দোলনং তদযুক্তকুন্তলভরতংকলাপো যস্য । তথা স্বরালাপাদিভঙ্গি
ভির্বি্লসন্তো যে বেগোঃ প্রকৃষ্টা নাদান্তএবাতিমধুরহাং শুক্লাবরাদিজীবদত্বা
চ্চামৃতানি যস্মিন্ । তথা গোপীভিরভিতশ্চুশ্বনালিঙ্গনাদিভিরারাধিতং সেবিতুং
আপীনানি ন্তনকুটুলানি যাসাং তাভিঃ । তথা জগতাং তৎস্পর্শতৃষ্ণাভিতঃ
কুটিলঃ ভ্রমন্তীনাং তালাং মধ্যে একস্যাং শ্রীরাধায়াং অতি সর্বতোভাবে
যো রামঃ রমণঃ তেন পশ্যতাং স্বরতাং চাভুতং চমৎকারকারকং । তয়া সহ
মিথঃ কক্ষন্যাস্তহস্ততয়া কৃতনৃত্যহাং । বাহে তান্ প্রত্যোবাহ । অর্থঃ সএব

শোভিত, যাঁহার বদন মাধুর্য্যে নিমগ্ন, যিনি সমুদিত নব-
যৌবনশোভিত, বেগুনিদারূপ অমৃতযুক্ত, সুলভতর স্তন কুটুল-
শালিনী গোপাঙ্গনাগণকর্তৃক সর্বতোভাবে আরাধিত এবং
যিনি জগতের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধায় সর্বতোভাবে অনুরক্ত
এবং যিনি দর্শন ও স্মরণকারিদিগের সম্বন্ধে চমৎকারকারী

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বাতাসে দোলায় । তাহার বিলাসে সদা ভুবন ভুলায় ॥ বিশ্বা-
ধরে বিলাস মুরলী মনোহর । স্বরভঙ্গি আলাপনে মাধুরী
বিস্তর ॥ কেবল অমৃত ধ্বনি সদা বরিষয় । শুক কাষ্ঠ আদি-
গণে জীবন রচয় ॥ তাতে মুগ্ধ হৈয়া রহ গোপাঙ্গনাগণ । চুম্ব-
নালিঙ্গনে সদা করয়ে সেবন ॥ তথা জগজ্জনমনে স্পর্শ তৃষ্ণা
হয় । হেনরূপ শোভা সখী বর্ণন না হয় ॥ গোপ-কিশোরীর
মধ্যে রা গুণবতী । রাসমধ্যে দেখ কৃষ্ণের যাতে অতি
আর্তি । হু স্বন্ধে ছুঁছ বাহু আরোপণ করি । অন্যোনেয়
নুচে ॥ খে সর্ব মনোহারি ॥ রাধাতেই কৃষ্ণ মন নয়ন

জ্যোতিশ্চেতসি নশ্চকাস্ত জগতামেকাভিরামাদ্রুতং ॥ ৪ ॥

মধুরতরস্মিতামৃতবিমুক্তমুখান্মুরহং

কিংবা ত্রিজগতাং একং প্রধানমভিরামং চাদ্রুতঞ্চ বস্তুং ॥ ৪ ॥

পুনরতিমাধুর্য্যক্ষুৰ্ত্তা তাঃ প্রতি সলীলসমাহ মধুরতরেতি । পূৰ্ব্বরীত্যা
ইদং কিমপ্যনিৰ্বচনীয়ং ধাম ময়্য চেতসি চিরং চকাস্ত । নমু, চিত্তসম্ভাপকস্যাস্য
স্বতীলালসমাহলমিত্যত্র চিত্তং তচ্চ দৃষয়মাহ । কীদৃশে । বিশেষণ মিনোতি
স্বমাধুর্য্যামধূন মনোভূষ বধাতীতি বিষয়ঃ । তচ্চ বিষবদাহকত্বাদ্বিষঞ্চ তথাপ্য
মৃতবদামিষং লোভ্যং যদেতদ্ধাম তস্য যং এসনং ঋটিত্যাশ্রমাংকরণং তত্র
গন্ধু লম্পটং বভূবিন্ । তদ্বক্তব্যং । পীড়াভিনবকালকটকটুতাগর্ভস্য নিৰ্ব্বাসনো

সেই জ্যোতি অর্থাৎ স্বপরপ্রকাশক মনোনেত্র রসায়ন কোন
অনিৰ্ব্বচনীয় বস্তু আমার চিত্তমধ্যে প্রকাশ প্রাপ্ত হইল ॥ ৪ ॥

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অত্যন্ত ক্ষুৰ্ত্তি পাওয়ায় সেই সমস্ত
সখীগণের প্রতি লালসা সহকারে কহিতে লাগিলেন—

অহে সখীগণ ! যাঁহার মধুরতর হাস্যামৃতে বদনপদ্ম

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বিলাসে । দরশন কার মনে স্তম্ভ যে নাটুআইসে ॥

এই ত কহিল শৌক্যের অন্তর্দর্শার অর্থ । বাহ্য অর্থ স্পষ্ট
আছে সঙ্গী প্রতি সর্ব ॥ ত্রিজগতের প্রধান এক অভিরাম
রূপ । বৃন্দাবনে আছে সর্ব মাধুর্য্যের ভূপ ॥ কহিতেই পুনঃ
অতি মাধুর্য্য ক্ষুরিল । সম সখীপ্রতি কহে লালসা বাড়িল ॥ ৪

সখি হে এই কৃষ্ণের অপ্সের মাধুরী । সদা স্মৃতি হউ
মোরে, জ্যোতিঃপুঞ্জ যেই ধরে, অভিরাম নয়ন চাও ॥ ৫ ॥

যদি বল এই কৃষ্ণ, না পাইলে সদা তৃষ্ণ, মন হই তাপিত

মদশিথিপিজ্জলাঙ্ঘিতমনোজ্ঞকচপ্রচয়ঃ ।

নিষয়বিষামিষগ্রসনগৃধুনি চেতসি মে

নিসান্দন মুদাঃ স্পৃগামধুরিমাহকারসকোচনঃ । প্রেমা স্তন্দরি নন্দনন্দনপরো
জাগৃতি যস্যান্তরে, জায়ন্তে স্মৃটমস্য বক্রমদুরাশ্চেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ ইত্যাদৌ ।
তত্র হেতুমাহ । মধু তরং যং স্মিতামৃতং তেন বিমুক্তং মনোহরং মুখাষু কহং যস্য ।
তথা । বিপুলে বিলোচনে যস্য । তথা অম্মৎপিজ্জানোবায়বতঃসমতীতি সৌভাগ্য-
দদযুক্তান্তথা নবযশনিদিতং কাস্তিদর্শনোদিতানঙ্গমদযুক্তাশ্চ যে শিথিনস্ত-
ব্ধাঃ পিজ্জলাঙ্ঘিতঃ স্বভাবমনোজ্ঞাশ্চ কচ প্রচয়ো যস্য । মদাপদলোপী সমাসঃ ।
মদাতিশয়াং তএব মদরূপা ইতি বা । শিথিনাং মত্ততোক্ত্যা পিজ্জানাং
ক্ষীততোক্তা । বাহে তু । বিষয়ো বনিতাদিঃ । অন্যং সমং । অতঃ সএব
রূপয়া চেৎ স্মুরতি তদৈব তৎস্মুরণমনাথা তদপি ছলভমিতি দৈন্যঃ । আমিষং
পললে লোভ্যে ইতি মেদিনী । লোভ্যে বস্তুগীতি তল্লাবগাচ্ছটোচ্ছলিতং

অতিশয় মনোহর, যাঁহার কেশকলাপ মদমত্ত ময়ূরপিঞ্জে
লাঙ্ঘিত হইয়া অতিশয় শোভা প্রকাশ করিতেছে এবং যিনি
বিশাল লোচনযুক্ত, সেই কোন এক অনির্বাচনীয় ধান
(তেজঃ) আগার বিষয় বিষরূপ আমিষগ্রাসে লুপ্তর চিত্ত-

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বিস্তর । ছাড়হ লালসা কাজ, সেহ নহে মূল লাজ, দৌষি
মোর হইল অন্তর ॥ নিজাঙ্গমাধুরী দানে, মনোভঙ্গ বান্ধি
টানে, গ্রাস কৈল তাতে মোর মন । দাহক বিষের সম,
আবিষয়ামৃত যেন, পরম লম্পট অনুক্ষণ ॥ মনোহর মুখপদ্ম
বিদগ্ধ আনন্দ সঙ্গ, তাতে স্মিত মধুরিমাযুতে । বিপুল
লোচনর শ্রবণ পরশে তার, দেখি লোভ নহে কার চিত্তে ॥
মনোজ্ঞ স্তল চূড়ে, মত্তাশিথি-পিচ্ছ উড়ে, কিবা শিথিপিচ্ছের
বন্ধন করিতেই কৃষ্ণমুখে, মন মুগ্ধ হৈল স্মৃথে, পুন শ্লোক

বিপুলবিলোচনং কমপি ধাম চকাস্তি চিরং ॥ ৫ ॥ *

মুকুণায়গাননয়নাম্বুজং বিভা-

কোষঃ ॥ ৫ ॥

অপ শ্রীমদ্বাষ্পদগগনস্তয়া সলালসমাহ । বিভোক্তমাধুর্যাসম্পাৎপূর্ণস্য মুখ-
পঙ্কজং মে মনঃপরাস বিজুস্তাং । কাদৃশং । মুরলীনিবাদ এব মকরন্দস্তেন
নির্ভরঃ পূর্ণং । তথা প্রোক্তেন্দ্রনীলমণিমুকুর ইবাসরতীতি মুকুরায়মাণে যুহনী
গগনগুণে যস্মিন্ । তথা অর-দেন ভারোদগায়েণ চ মুকুলাম্মানে নয়নাম্বুজে
ক্ষুটপদ্মোপরি দরাবকসিতপদ্মযুগলং চেৎ সাৎ তদা তৎসমামিত্যন্তুতোপমেয়ং ।

মধ্যে চিরকাল শোভা প্রাপ্ত হউন ॥ ৫ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মে মন সংলগ্ন হওয়ায় লালগার
সহিত স্বায় সখীর প্রতি কহিতেছেন ॥

হে সখি ! বাহাতে মুকুলসদৃশ নয়নপদ্ম বিরাজমান,

যতনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৈল উচ্চারণ ॥ ৫ ॥

সখি হে, কৃষ্ণ-মুখপদ্ম মনোহর । মাধুর্য চাতুর্য সীম, ক্ষুণ্ণি
হউ রাত্রি দিন, মোর মন নদী মধ্যস্থল ॥ ধ্রু ॥

মুরলী নিবাদ যাতে, মকরন্দ পূর্ণ রাতে, মাতায় তরুণী-
গগন মন । ইন্দ্রনীলমণি যেন, মুকুর হুহুটা হেন, যাতে মুহু
গগুর সোহন ॥ কামমদ ভাবোদয়, নয়ন অম্বুজদয়, মুকুলাম-
মান তাতে সদা । ক্ষুট পদ্মোপরি যেন, অল্প বিকাসিত হেন,
ছুই পদ্ম রয়েছে বিষদা । কিবা গগু দর্পণেতে, সহযোগী

* অস্মিন্ শ্লোকে নর্দটকং ছন্দঃ । যদি ভবতো নজৌঃ জ জ লা গুরু
“নর্দটকং” । “জয় জয় জয়জামজিত দোষগ্ভীতগুণাং” ইতি ভাগবতীয়াশ্রুতা-
ধারিপদ্যো কৃচ্ছন্দোবৎ ॥

মুরলীনিবাদনকরন্দনির্ভয়ং ।

মুকুরায়মাণমুচ্ছগগুমগুলং

মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজুস্ততাং ॥ ৬ ॥*

কমনীয়-কিশোঃ মুগ্ধমূর্তে:

কিংবা শ্রীগুণমুকুরসংক্রমিতানি তেন মুখপঙ্কজেন সহ সখ্যং কর্তৃমিবাগতানি
ভাস্যং ভাবোৎসার-মুকুলায়মাননয়নাম্বুজানি শ্রীরাগায়াস্তাদৃশনয়নাম্বুজে খঞ্জন-
স্থানীরে বা যস্মিন্ । বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট ইব । প্রথমে প্রকাশতাং দ্বিতীয়ে চিরং
তৃতীয়ে বিশেষণতি শ্লোকবদে ক্রমেণোৎকর্ষ্টানিক্যঃ । এবমগ্রেহপি জ্ঞেয়ং ॥ ৬

অর্থ - মাধুর্য্যাক্ষফুটাদিরসেহ্ম্যেতদ্বর্ণনে কৃষ্ণাদর্শননিক্রবাং প্রিয়সখীঃ
প্রীণয়ামীতি তদভাসান্ তনানস্ত্যক্ষুর্ভা শুভ্রিতঃ সমাহ । মুরারেঃ মুরা কুংসা

যাঃ মুরলীর নিবাদরূপ মকরন্দে স্থশোভত, তথা যাহাতে
মুচ্ছ গগুমগুল দর্পণতুলা, বিভূর সেই মুখপদ্ম আমার মনো-
রূপ স রানর মধ্য শোভিত হউক ॥ ৬ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য সমুদ্রে স্ফূর্তি হইয়ায় শ্রীকৃষ্ণের
অদর্শনে বিরক্তা শ্রীরাধাক “প্রীত করিব” এই অভিপ্রায়ে

যত্নবন্দনঠাকুরের পদ ।

মুখাম্বুজ তাতে, আমে সখ্য কারণ আর আশে । রাধার নয়নাম্বুজ
আইল যাতে ভাবপুঞ্জ, সে যেন খঞ্জননদয় বৈসে ॥ মাধুর্য্য-
সমুদ্রে সার, কহিতেই স্ফূর্তি আর, শ্লোক এক পড়ে অদভূত ।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য লীলা, বর্ণিতে বর্ণিতে হইলা, লীলাশুক অত্যন্ত
শুভ্রিত ॥ ৬ ॥

সখি হৈ, সুন্দর মুরারি-মধুরিমা । আমার বচনে আসি,

অর্থ - ভূতাবিনী ছন্দঃ । স জ সা জগৌ চ যদি “মঞ্জুভাবিনী” ।

কলবেণুধ্বজিতাদৃতাননেন্দোঃ ।

মম বাচি বিজৃম্বতাং মুরারে-

মধুনিম্নঃ কণিকাপি কাপি কাপি ॥ ৭ ॥

তদন্তরিত্তদ্রহিতস্য পরমহৃন্দরস্য মধুরিম্নঃ কণিকাপি মম বাচি বিজৃম্বতাং অ-
কণঃ কণী । পশ্চাদভার্যার্থে কণ্ কণিকা সা । অতিসূক্ষ্মার্থঃ । তত্রাপি কাপি
কাপি কৈশোরসৌষ্ঠবসবেণুমুখসম্বন্ধিনীতার্থঃ । তাং তামেব প্রকাশয়তি ।
কীদৃশঃ । কমনীয়া কিশোরী মুক্কা মনোহরা চ মূর্তির্ঘন্যা । তথা কলবেণুধ্বজি-
তৈরাদৃতঃ সেবিত্তৈশ্চবেণুভিঃ প্রশসো বা মুখেন্দুর্ঘন্যা । বাহ্যে দৈন্যোদয়াচ্ছিত্তে
ক্ষুতিস্তাবদাশ্রাং বাচ্যপি তত্রাপ্যাদৈন্যোদয়াঃ । নহু সমধুরিমাকরঃ স এব কিন্তু
তদধুরিমা । তত্রাপ্য তত্রাং দৈন্যোদয়াঃ নহু মধুরিমাসঙ্কুঃ কিন্তু তৎকণিকাপি
যয়াখিলবক্ষ্যাত্তমেবাপ্লাবিতঃ স্যাৎ । ততোহপ্যতিতমাঃ দৈন্যোদয়াঃ কাপি-

তাঁহার নিকটে গমন করত তদীয় আনন্দ্য স্ফূর্তিতে স্তম্ভিত
হইয়া ললাশুচ কহিতেন ॥

যিনি কমনীয় অথচ কিশোরী ও মনোহারিণী মূর্তিগাণী
এবং মধুরাস্ফুট বেণুধ্বনিতে বাঁহার বদনচন্দ্র স্পর্শোভিত,
সেই মুরারির মাধুর্যের কোন এক কণিকামাত্রও আমার

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সদা করউঁ বিলাসি, অত্যন্ত কণার এক কণা ॥ ৫ ॥

কৈশোর সৌষ্ঠব যাতে, বেণুমুখ বিলাসতে, কোন কোন
লীলার সময় । তার ণার কণাগণ, স্ফুর্ত মোর বচন, প্রকাশ
করিয়া অতিশয় ॥ এত কাহ মনে মনে, করে মাধুর্য্য বর্ণনে,
রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র । কুঞ্জমাঝে লীলাকাজে, দর্শন উৎ-

* ইদং উপবৃত্তং ছন্দঃ । “উপবৃত্ত” মিদং তদা পরশ্চন্দ্রকর্ণবর্ণঃ খলু হৃন্দরী-
পবাস্তে । হৃন্দরা চেয়ং । অরুজোর্ধাদি সো জগৌ যুজোঃসর্তরা হৌ যদি “হৃন্দরী”
তদা ॥

মদশিখণ্ডিশিখণ্ডবিভূষণং

মদনমহরমুখমুখাম্বুজং ।

কাপি বা কাপীতাক্তিঃ ॥ ৭ ॥

অথ মনসি তগাধুগ্যং বর্ণয়ন্ তস্য তয়া সহ রহোলীলোৎকর্থাশ্চূর্ত্যা তন্দ্র-
শনোৎকর্থা সহর্ষমাহ । তদ্বর্ণবাসিতমনস্তয়া বাখ্যাত্যোরেকতাস্ফূর্ত্যা ইদং
মম বাখ্যজীবিতং রহস্তলীলার্থং গচ্ছন্নিত্যর্থঃ । যদ্বা । মম বাখ্যয়ঞ্চ তস্য
জীবিতং জীবনহেতুঃ তৎ বিজয়তং কা মম চিস্তেত্যর্থঃ । আয়ুর্ঘটমিতি বং ।
কীদৃশঃ মদেতি পূর্ববং । হৃচ্ছলিতমনেন মহরং মানসং তত্তৎক্রিয়াসু মুখঞ্চ
মুখাম্বুজং বস্য । মদনমপি মহরয়তি শুভয়তি মুখং মুখাম্বুজং বসোতি বা ।
মিথো ব্রজবধুনাং চুষ্মেনোজ্ঞনৈরজিতং । নয়নযুগকপোলং দন্তবাসো মুখাস্ত-

বাক্যমধ্যে শোভা প্রাপ্ত হউক ॥ ৭ ॥

অনন্তর মনোমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণন করিতে করিতে
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিত নির্জনলীলার স্ফূর্তি হওয়াতে অদর্শ
নোৎকর্থা সহর্ষে লীলাশুক কহিতেছেন ॥

মদমত্ত ময়ূরগণের পিঞ্জিট যাঁহার ভূষণ, যাঁহার মুখ-
পদ্ম মদনমহর ও মনোহর, য'হা ব্রজবধুগণের নয়নাজনে

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

দর্শন উৎকর্থা সাজে, হর্ষে পড়ে শ্লোক প্রবন্ধ ॥ ৭ ॥

মোর বাণী প্রাণধন, ব্রজরাজ নন্দন, জয়যুক্ত হউ সর্ব-
ক্ষণ । রাই সঙ্গে কুঞ্জমাঝে, যত রাসগীলা কাজে, মদা চিন্তা
করে যার মন ॥ ধ্রু ॥

যার মুখপদ্ম সদা, মহর-মদন-মদা, কামক্রিয়া অলস
দোহন । কিবা কাম স্তম্ভ করে, মুখাম্বুজ মনোহরে, কোটি
কাম জিনি । দোহন ॥ মদমত্ত শিখিপুচ্ছ, চুড়ায়ো কুঙ্কম-

ব্রজবধূনয়নাঙ্গনরঞ্জিতং

বিজয়তাং মম বাঙ্ঘ্যজীবিতং ॥ ৮ ॥*

পল্লবারুণপাণিপঙ্কজসঙ্গিবৈগুণবাকুলং

স্তনযুগললাট চুশ্বনস্থানসাহরিত্তি । বাঙ্ঘ্যে তদৌলভ্যং কথয়তঃ স্বান্ প্রতি ।
কুহিহিতো ভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশত ইতি ন্যায়াত্ । তন্মাধুর্যমগ্ন স্ববাঙ্ঘ্যঃ তৎ-
স্বরূপত্বেন স্ফূর্ত্য। সর্ষমাহ । ইদং বিজয়তাং । কা মম চিত্তেতাদর্থঃ ॥ ৮ ॥

অথ রাসবিলাসিনস্তস্য তন্মাধুর্যস্ফূর্ত্যা প্রেমবৈবশ্যাদপূর্বমিব তং সত্ত্বা-

রঞ্জিত সেই আমার বাঙ্ঘ্য অর্থাৎ বাক্যের জীবনস্বরূপ কোন
এক অনবর্য্যচরিত্র বস্তু জয়যুক্ত হউন ॥

অনন্তর রাসবিলাসি কৃষ্ণ স্বরূপ মাধুর্য্য স্ফূর্ত্তি বশতঃ প্রেম
বৈবশ্য হওয়ায় তাঁহাকে যেন অভূতপূর্ব জানিয়া বাঙ্ঘ্যস্বরূপ
স্ফূর্ত্তিহেতু পুনরবার লালসার সহিত কহিতেছেন ॥

পল্লবতুল্য অরুণবর্ণ পাণিপঙ্কজে সঙ্গবৈগুণ ধ্বনিতে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ওচ্ছ, তরুণীনয়ন যাতে বাক্সা । রাসমধ্যে ব্রজনরী, চুশ্বনে
হরষ হরি, অধরে অঙ্গন তাতে রঞ্জা ॥ এইরূপে রাসরসে,
নানা লীলা পরকাশে, সে মাধুর্য্য সব তারে স্ফুরে । প্রেমের
বৈবশ্য হৈতে, অপূর্ব মানয়ে চিতে, বাঙ্ঘ্যগন্ধ সুলে পুনঃ
বলে ॥ ৮ ॥

সখি ! হে, এই কৃষ্ণাশ্রয় সাধ মোরে । রাসমধ্যে এক
অঙ্গে, বহু ব্রজাঙ্গনা সঙ্গ, বিনাময়া দর্শন বাঙ্ঘ্যপূরে ॥

* অত্র দ্রুতবিলম্বিতং ছন্দঃ । “দ্রুতবিলম্বিত” মাহ নভো ভরৌ ॥

কুলপাটলপাটলীপরিবাদিপাদসরোরুহং ।

বাহুদশাবাসিনঃ সনস্তয়া কৃতিপ্রার্থনবৎ সলালসমাচ্ছাভায়াং । প্রভুমেকেন বপু-
 ষৈবানন্তকোটীগোপীবজ্জাপুতিসমর্থমহমাশ্রয়ে । কীদৃশং । পল্লবাদপাকরণোঃ
 পাণিপঙ্কজয়োঃ সঙ্গী যো বেণুস্তস্য রত্নস্তাঃ সরোজাসৈরাকুলমতীতি তৎ ।
 তদ্বক্তৃমনস্বৰ্দ্ধনমিতি । নৃতো তাক্জিরনঙ্গদৃষ্টকুণ্ডেষু ন্যস্তহাদপূৰ্ণকাস্তি শ্রীচরণ-
 কুণ্ডল্যাহ । তদুরোজম্পর্শাৎ ফুঙ্কল সজ্জাকরণচাপ স্তনচরণপ্রসেদপঙ্কিলং তৎ
 কপূরমিশ্রিতচন্দনারুণারুণি-ত্বাৎ পাটলক তৎ । শ্বেতরক্তস্ত পাটল ইত্যুক্তেঃ ।
 তত্চ অতঃ পাটলীং পরিবাদিতুং শীলং যস্য তাদৃশং পদসরোরুহং বস্যা তৎ ।
 কুলানি পাটলানি বস্যাং তাং পাটলীমিতি বা । পাটলপাটল্যোরীষম্বদো বা
 ভেদঃ । তথা তন্মেকচুনলয়াগ্ৰনন শ্রিতকাস্ত্যা চোজসস্তী সুধামারাদপি মধুরা
 চ বাধরস্য শিতশ্যামারুণা হ্যতিমঞ্জরী তন্মা সরসমাননং যস্য । তথা বল্লবাণাঃ
 আকুল এবং যাঁহার পাদপদ্ম প্রফুল্ল পাটলপুষ্পকে নিন্দা
 করিতেছে, উল্লসিত ও মাধুর্যময় অধরের কাস্তিমঞ্জরী

যছন্দলাঠাকুরের পদ্য ।

নবীন পল্লব ঐতে, অরুণগাপুঞ্জ যাকৈ, হেন ছুই করা
 যাকৈ যার । তার সঙ্গী যেবী বেণু, তার ধ্যান সুধা জন্ম, চিত্ত
 লাউলায় গোপিকার ॥

কহিতেই দেখ যেন, রাসে কৃষ্ণ নাচে হেন, চরণ ছোঁয়ায়
 গোপীসুনে । উরোজ পরশ পায়, প্রফুল্ল চন্দন তায়, শ্বেত-
 রক্ত বর্ণ ছুচরণে ॥

কঁকুল পাটলী পুঞ্জ, অতিশোভা মনোরঞ্জ, চরণপঙ্কজ হেন
 যার । দেখিতে চরণ শোভা, মন হৈল অতি লোভা, উৰ্দ্ধ-
 নেত্র ধৌব আরণ্যার ॥

সুধামার হৈতে অতি, মধুর অপরহ্যতি, গোপীনেত্র অঞ্জন

উল্লসগাধুরাধরদ্যুতিমঞ্জরীসরসাননং

বল্লবীকুচকুস্তুকুমপঙ্কিলং প্রভুমাশ্রয়ে ॥ ৯ ॥*

অপাঙ্গ রথান্তিরভঙ্গুণ্ডিরনঙ্গরেখারসগঞ্জিতাভিঃ ।

কুচকুস্তুকুমৈঃ পঙ্কলং চর্চিগাঙ্গং । বেণুনাদৈস্তা ব্যাকুলীকৃত্য তাতশ্চুসনা-
লিপ্পনাদিকং কৃতগানিতি ভাবঃ । বাক্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৯ ॥

পুনস্তাভিঃ সলালসমীক্ষ্যমানস্য ক্ষুৰ্ত্তা পূৰ্ণবদেবাহ । পূৰ্ণবদিত্বং আশ্র-

(দীপ্তিশ্রেণী) দ্বারা যাঁহার মুখপদ্ম সরস, এবং যাঁহার অঙ্গ
বল্লবীগণের কুচকুস্তুর কুমুমপঙ্কে পঙ্কল অর্থাৎ পঙ্কযুক্ত,
সেই প্রভুকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৯ ॥

পুনর্বার গোপীগণ লালসার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করি-
তেছেন এই স্ফুৰ্ত্তি ও লীলাশুক কহিতে লাগিলেন ॥

গোপাপ্সনাগণ অনঙ্গরথার রসগঞ্জিৎ, ভঙ্গু অঙ্গরেখা

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তাগাত । শ্যাম অরুনিমা-দ্যুতি, মঞ্জরী কি অমুরতি, যার
মুখ সরস ইহাতে ॥

এত কহি প্রতি অঙ্গে, দেখি বাড়ে বহু রঙ্গে, ব্রজাঙ্গনা
কুচকুস্ত পঙ্কে । চার্চিত হইল গাত্রে, বেণুনাদে মোহে তাতে,
আলিপ্পন চুসনের বক্ষে ॥

এতেক কহিতে পুন, দেখে গোপাপ্সনাগণ, রাসলীলায়
বড়ই লালসা । সেই স্ফুৰ্ত্তে পুনর্বার, পড়ে শ্লোক মনোহর,
লীলাশুক তার আশ্রো আশা ॥ ৯ ॥

মাথি ! হে, সর্ব ত্যজি ভজিব ইহাঁরে । রাসমধো ব্রজ-

* অত্র হরনর্তনং ছন্দঃ । সৌ জজৌ ভরসংযুতো কারবাণথৈ “হরনর্তনং”
ইতি বৃত্তরত্নাকরপরিশিষ্টে । এতচ্ছন্দসা গ্রথিতং পদ্যং যথা স্তবধারিতং বুকুন্ম-

অনুক্ষণং বল্লবসুন্দরীভিরভ্যাস্যমানং নিভুমাশ্রয়ামঃ ॥ ১০ ॥

রামঃ । কীদৃশং বল্লবসুন্দরীভিরনুক্ষণং নিরন্তরং অপাঙ্গরেখাভিরবিচ্ছিন্নেন্ত্রাস্ত
দৃষ্টিধারাভিরভ্যাস্যমানং তৃষিতেন্ত্রাস্ত নল নালিকাভিঃ স্তম্ভস্থীবাযুতাদিমিব । কিম-
দুরাদাদাস্যমানং । কিম্বা । বিয়োগভী-ন্যাঃ দিব্যসংস্পর্শে নেত্রাগ্রে তৎক্ষুর্ভূয়ে
অভ্যাস্যমানং । অভঙ্গুরাভিরবক্রাভিঃ । নেত্রক্রবারবক্রতা দৃষ্টিধারা স্বজী-
তার্থঃ । অপ্রসিহতাভিরাহ বা । তথা অনঙ্গরেখায়াস্তৎপরস্পরায়া যো রস-
স্তেন রঞ্জিতাভির্ভাবিতাভিঃ । কেটিকন্দর্পরসোদগারিকাক্ষিরিখ্যঃ । ভঙ্গ্যা
আম্রশ্রেণীভিলক্ষমিব কটাক্ষধারাভিরভ্যাস্যমানং কামরসংস্পৃশাদিরঞ্জিতাভিঃ ।

স্বারা নিরন্তর যাহাকে অভ্যাস করিতেছে, সেই প্রভুকে
আমি আশ্রয় করি ॥ ১০ ॥

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

নারী, অপাঙ্গরেখার সারি, নিরন্তর অভ্যাসয়ে যাঁরে ॥ ৩৮ ॥

নয়নের অন্ত যত, অনঙ্গনালিকামত, কিছু দূরে রহি
সুধামিহু । পান করে অবরহ, তৃষিত অঙ্গনা কত, যেন
নাহি পায় একবিন্দু ॥

কিম্বা বিচ্ছেদের ভয়ে, নদী যেন নেত্রে বহে, কৃষ্ণাঙ্গ
সামাগ্য মধুরিমা । তাহার অভ্যাস কাজে, অঙ্গনা নেত্রাস্ত
সাজে, নিমিষ পড়িতে নাহি ক্ষমা ॥

অভঙ্গুর অবক্রতা, নেত্রধারা মনোরতা, কখনে বক্রতা
প্রাহিষায় । তথা অনঙ্গরেখা, সে রসে রঞ্জিত দেখা, যারে
রঞ্জে এই নেত্রধারা ॥

নেত্রান্তে ভঙ্গিবাণ, মোহে যাতে কোটি কাম, স্বেতা-
রঞ্জন অঙ্গনরেখায় । রস হিঙ্গুনা দি যেন, বাণ সাজে সুমো-

হৃদয়ে যম হৃদ্যবিভ্রমাণঃ

যম। কীদৃশীভিস্তাভিঃ অপাঙ্গান্তরকণা রেখা যাসাং বাহুে বজ্রমরেখা যাসাং
তাভিঃ । অভঙ্গুরাভিঃ পরাজয়মপ্রাপ্তাভিরিতার্থঃ । কামাশ্রণীরসতাবিতাভিঃ
বাহ্যার্থঃ স্পষ্টএব ॥ ১০ ॥

অথ রসিকশেখরত্বাৎ বৈদগ্ধ্যাত্মাসামুৎকর্থাঃ সখ্যকী ভা হিমা তয়া সহ রহো-
লীলোৎকর্থা সর্বসমাদানার্থং শ্লিষ্যতি কামপীতাদিবৎ । তাভিঃ সহ বিল-

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিজের রসিকশেখরত্ব মিথিলকলার গুণে
গোপীদিগের উৎকর্থা বর্দ্ধন করত, “তঁহাদিগকে ছাড়িয়া
শ্রীরাধার সঙ্গে বিলাস করিবেন” এই আশায় ভাবি দোষ
সমাদান জন্য সকলকে আলিঙ্গন করিতেছেন, লীলাশুক এই
ভাবে কহিতে লাগিলেন ॥

যিনি মনোজ্ঞ বিভ্রমশালিনী ব্রজসুন্দরীদিগের হর্ষবিলাস

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

হন, তেন বাণ পড়ে যার গায় ॥

এতক কহিতে পুনঃ, দেখে অতি বিলক্ষণ, গোবিন্দের
রসিকতা হৈতে । গোপাঙ্গনার বিদগ্ধতা, বাড়ে অতিশয় তথা,
বাঢ়াইয়া উৎকর্ষিতা তাতে ॥

তা সব ছাড়িয়া রাশে, কুঞ্জলীলায় মন বাসে, রাই সঙ্গে
বিলাসের কাজে । সর্ব-সমাদান করে, চুষনে আশেষ ধরে,
এইরূপে কৃষ্ণের অঙ্গ সাজে ॥

সে রূপ কৃষ্ণের দেখি, লীলাশুক হৈল স্থখী, রাই সঙ্গে
বিলাস দেখিতে । উৎসুক বাঢ়িয়া গেল, শ্লোকবন্ধে প্রকাশিল
কেবা পারে সে শ্লোক বর্ণিতে ॥ ১০ ॥

সখি! হে, এই কাণ্ডিপুঞ্জ মনোরম । আমার হৃদয় যায়ে,

হৃদয়ং হর্বিশাললোলনেত্রং ।

তরুণং ব্রজবালসুন্দরীণাং

সন্তঃ তমালোক্য তদ্ভিদ্ক্ষমা সোঃসুক্যমাহ । পূর্বরীত্য ইদং কিঞ্চন জ্যোতিঃ
পুঞ্জমপি চংক্রমতীতানির্কচনীয়ঃ ধাম মম হৃদয়ে । মধ্যঃ ক্রোশন্তীতি ন্যায়াৎ
কুংস্থিতলীলাবিশেষে সন্নিধতাং । তদর্থমেতা হিত্বা অনয়া সহ শীঘ্রং তত্র গচ্ছ-
তীত্যর্থঃ । হৃদয়ে তন্তুলান্তরীয়ে শ্রীরাধাযুগ এবতি বা । কীদৃশঃ । তরুণং
নবকিশোরং তথা ব্রজবালসুন্দরীণাং নবকিশোরীণাং কুং অয়তি জানাতি
হৃদয়ং । গত্যাণাং জ্ঞানার্থতাং । ববা । তাসাং হৃদঃ অয়ঃ শুভাবহো বিধিঃ
সৌভাগ্যমিত্যর্থঃ । কীদৃশাং । হৃদি বিভ্রমা বাসাং । তথাতরলং নৃত্যগত্যা
সর্বসমাধানার্থং চঞ্চলং । তাসামেব তরলঃ স্নায়ক-নীলমণিঃ তল্লিকটস্থিতস্তা ।

দর্শনে লোলনেত্র ও তরল অথচ তরুণ সেই কোন অনি-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

চিহ্নস্থিত লীলাসাজে স্ফূর্তিরূপে দিছে দরশন ॥ ৩৮ ॥

রাসে গোপাঙ্গনা ছাড়ি, যাঞা কুঞ্জ-লীলাবাড়ি, সঙ্গে লৈয়া
রাই সখীবৃন্দ । করু অথা রসকেলি, আনন্দমোহন মেলি,
তবে মোর নেত্র হয় ধন্য ॥

নবকিশোর নট শ্যাম, নবকিশোরীর কাম, জানে সব
মনের বিচার । কিম্বা তা সবার হিয়ে, সদাই সৌভাগ্যময়ে,
নানা স্মৃথ করেন প্রচার ॥

চঞ্চল নৃত্যের গতি, সর্ব সমাধান নতি, সর্বনায়ী জানে
মোর কাছে । ব্রজাঙ্গনা হৃদি হার, মাঝে যে নায়কসার,
নীলমণি প্রায় শোভিয়াছে ॥

তথা অতিহর্বতরে, ফুলনেত্রাসুজবরে, যার শোভা অতি
অদ্বত । গোপাঙ্গনা হৃদি ভাব, জানি ভ্রম অনুভাব, জানা-

তরলং কিঞ্চন ধাম সন্নিধতাং ॥ ১১ ॥*

নিখিলভুবনলক্ষ্মী নিত্যলীলাস্পদাভ্যাং

তথা হর্ষণে বিশালে প্রোংফুল্ল লোলে নেত্রে চ যস্য । তাসাং হৃদ্যা হৃদিভবা
ষে বিভ্রমাস্তেযাং হৃদয়ং তদ্রহস্যজ্ঞমিতি বা । বাহেতু প্রকাশতামনাং সমং ॥১২

অথান্যা তদজি কমলং সন্তপ্তাঃ স্তনয়োরধাদিতিবং । কয়পি হৃদি ন্যস্তং
তৎপদকমলং দৃষ্ট্বা সহর্ষলালসমাহ চেতঃ শ্রীরাধায়া ইতি শেষঃ । মদীয়হৃদয়ে
অরুণপাদসরোরুহাভ্যামাক্রীড়তামিত্যাগ্রেতুক্তোক্তেঃ । শ্রীকৃষ্ণপাদাভুজাভ্যাংকিমপি

বর্ষচনীয় ধাম (তেজঃ) আমার হৃদয়ে সন্নিহিত হউন ॥ ১১ ॥

অনন্তর “অন্য কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম হৃদয়ে
স্থাপন করিয়াছেন” দেখিয়া লীলাশুক ইচ্ছা হইয়া এই ভাব
লালাসায় কহিতে লাগিলেন ॥

যাহা নিখিল ভুবনলক্ষ্মীর নিত্য লীলার আস্পদ (স্থান)
যাহা কমলকাননের বীথী (শ্রেণী) স্থিত গর্বিকে অপহরণ

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

জানাইতে যার নেত্রে দূত ॥

এত বিচারিতে মনে, স্ফূর্তি হৈল সেই ক্ষণে, রাস মধ্যে
কৃষ্ণের চরণ । যেন অন্য গোপাঙ্গনা, লৈয়া কৈল স্বেযোজনা,
তাহে বাঢ়ে লালসা গণ ॥ ১১ ॥

অরুণ সরোজ জিনি, পদবন্দ্য স্ফুলাবগি, সদা স্ফুরু আমার
হৃদয়ে । নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, রাধা সঙ্গে লীলাকাজে, অতি-
শীঘ্র করাহ উদয়ে ॥ প্র ॥

প্রফুল্ল কমলবন, শ্রেণী বিলক্ষণ, গন্ধ শৈত্য যুহু মধু

কমলবিপিনবীথীগর্ভদর্শক্ৰিয়াভ্যাং ।

প্রণমদভয়দানপ্রৌঢ়িগাঢ়াতাভ্যাং

তৎস্পর্শজং সুখং কুঞ্জে বহতু । কীদৃগ্ভ্যাং কমলবিপিনবীথীনাং তচ্ছ্রেণীনাং
পঞ্জেজ্জিয়াহ্লাদকানাং শৈত্য-সৌগন্ধা-কৌমল-সৌন্দর্যামকরন্দালিধ্বনিমত্বাদি-
ভূষণার্থো গর্ভস্তস্য সর্বকরে ছেদকে যে তাভ্যাং । তথা নিখিলভুবনে বা লক্ষ্যঃ
শোভাসম্পত্তয়স্তাসাং নিতানীলাম্পদে কেলিগ্রহরূপে যে তাভ্যাং । তথা প্রক-
র্ষণে নমস্তীনাং হৃদি তদর্পণার্থমুপবিশস্তীনাং তাসাং কন্দর্পতাপাদিত্যো যদভয়-
দামং তত্র বা প্রৌঢ়িত্বা গাঢ়াত্তে যে তাভ্যাং । গাঢ়োক্ততাভ্যামিতি পাঠে ।
তন্মাত্রেন গাঢ়োক্তে যে তাভ্যাং । কিংবা তয়া সহ রহোণীলাস্তে তৎস্বাহনং
কুর্কৃত্য মম চেত ইতি । বাহেতু । তাভ্যাং তাভ্যাং কিমপি তৎপ্রাপ্তিসুখং
বহতু । বৈকুণ্ঠাদীনামখিলভুবনানাং বা লক্ষ্যঃ সম্পত্তয়স্তাসাং তাদৃগ্ভ্যাং ।
কিংবা নারায়ণাদিতদংশানাং তৎপ্রয়সো বা লক্ষ্যস্তাসাং তৎপ্রাপ্ত্যুক্তর্যাদো-
ষেন স্নানম আশ্রয়াভ্যাং । বদাঙ্করা শ্রীললনাচরুতপ ইত্যুক্তেঃ । তক্তানীমতর-

করেন এবং যাহা প্রণত-জনগণের প্রতি অভয়দান-বিষয়ে
প্রগাঢ় প্রৌঢ়ি (সান্নিধ্য) শালী ও আদৃত সেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শোভা । ইহার যতেক গর্ভ, পদশোভা নাশে সর্ব, পঞ্জে-
ন্দ্রিয় করে অতিলোভা ॥

বৈকুণ্ঠাদি লক্ষ্মী যাতে, বাঞ্ছে ব্রজলীলাযুতে, না পাইয়া
বাকুল সদায় । অনন্ত ভুবনে যত, শোভা আছে কত কত,
কৃষ্ণপদ তাহার আশ্রয় ॥ তথা ব্রজকিশোরিকা, অনঙ্গতাপিতা-
ধিকা, উন্নত উরজে সদা ধরে । সে তাপ নাশিতে অতি, যার
হয় প্রৌঢ়মতি, সেই পাদ সম্বাহিব করে ॥

এক কহি দেখে পুনঃ, গোবিন্দের নেত্র যেন, রাই

কিমপি বহুতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাস্থজাভ্যাং ॥ ১২ ॥

প্রণয়পরিণতাভ্যাং শ্রীভরালক্ষনভ্যাং

দানে যা প্রৌঢ়িঃ সকৃদেব প্রণমো যন্তবা স্মৃতি চ বাচতে । অন্তরং সঙ্গদে
তস্মৈ দদামোতদু তং মম ইত্যাদিকান্তজোক্তভাভামন্যং সমং ॥ ১২ ॥

অথান্যালক্ষিতদৃগ্ভঙ্গ্য নিকুঞ্জায় তাং প্রেরয়ন্তু তমালোক্য সন্নিবাহর্ষে
কঠমাহ । অয়ং প্রাণনাথঃ কিশোরঃ নঃ সর্কাসাং সখীনাং হৃদয়ে প্রকুরলৌচ
নাভ্যাং শ্রীরাধিকাবিষকপ্রণয়রসপ্রবাহরূপেণ প্রবহতু সর্কী আশ্রয়বিভূষণঃ ।
হৃদয়ে ততুল্যায় শ্রীরাধায়ামিতি বা । লোচনাভ্যাং সুরমিতি বা । অথ

যুগলদ্বারা শ্রীরাধার চিত্ত কোন এক অনির্বচনীয় স্পর্শস্থল
লাভ করুক ॥ ১২ ॥

অনন্তর “শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীর অলক্ষ্যভাবে নেত্রকটাক্ষে
শ্রীরাধাকে নিকুঞ্জে প্রেরণ করিতেছেন” লীলাশুক এই ভাবে
শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময় ও হর্ষ সহকারে কহিতে
লাগিলেন ॥

যাহা শ্রীরাধার প্রণয়পরিব্যাপ্ত ও শোভাসমূহের আশ্রয়

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কেলিকুঞ্জ যাইবারে । সঘন প্রেরণ করে, অন্য তাহা নাহি
হেরে, প্রফুল্ল হইয়া শ্লোক পড়ে ॥ ১২ ॥

সখি হে, প্রাণনাথ কিশোর আকার । প্রফুল্ল লোচনধর,
রাধা প্রতি প্রেমময়, প্লাবি রহু হৃদয়ে আমার ॥ ধ্রু ॥

প্রণয়প্রবাহময়, রাধার বিষয়ে হয়, সে প্রবাহ রহুক
হৃদয়ে । তোমা সবার চিত্তে রহু, রাধার হৃদয়ে বহু, গোপিনী
ন্দের নেত্র সব সময়ে ॥

প্রতিপদললিতাভ্যাং প্রত্যাহং নূতনাভ্যাং ।

প্রতিমুহুরধিকাভ্যাং প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাং

স্বাস্থ্যারোচ্চারণং । কীদৃগভ্যাং । শ্রীরাধাবিষয়কপ্রণয়ৈরেব পরিণতাভ্যাং ঘট-
তাভ্যাং । শ্রীঃ শোভা তন্তরম্যালম্বনাভ্যাং আশ্রয়াভ্যাং । পুনঃ সবিচারমাহ ।
প্রত্যাহং নূতনাভ্যাং । যে যে দৃষ্টে ততোহপ্যতিমুন্দরে ইত্যর্থঃ । পুনঃ সবিমর্ষ-
মাহ । প্রতিমুহুরঃ ক্লেবে ক্লেবেধিকাভ্যাং প্রণয়শোভাদিতিকুল্লিতাভ্যাং ।
অদ্যৈব তদানীঃ যে দৃষ্টে ততোহপ্যতিমধুরে ইত্যর্থঃ । পুনঃ সশঙ্কং । প্রদিপদং
ধূমে পদে নিমিষে নিমিষে ললিতাভ্যাং । ইদানীং নিমিষান্তরে যে দৃষ্টে ততো-
হপ্যতিমনোহরে ইত্যর্থঃ । অমুরাগস্বভাবোহয়ং যং সবিষয়ং নবং নবমিত্যমু-
ভাবয়তি । তথাহি অমুসবাভিনবমিতি তথাপি তস্যাজিহ্মু যুগলং নবং নবমিতি

স্বরূপ, তথা প্রত্যেক পদাবিন্যাসেই যাহা ললিত এবং প্রত্য-
হই নূতন নূতন, অপিচ যাহা প্রতিমুহূর্ত্তেই অধিক অধিক,
সেই প্রফুল্লিত লোচনযুগলদ্বারা এই প্রাণনাথ কিশোর (শ্রী-
কৃষ্ণ) আমাদের (সমস্ত সখীগণের) প্রণয়রসপ্রবাহে বহমান

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পুনঃ বিচারয়ে মনে, কৈছে সেহ ছনয়নে, প্রত্যাহ নূতন
হেন লয় । পূর্ব্ব দিনে যে দেখিল, তাহা হৈতে এ লখিল,
কভু নাহি দেখি তেঁহ লয় ॥

কহিতে সশঙ্ক হৈলা, নিরখিয়া বিচারিলা, স্থললিত নিমিষে
নিমিষে । এখনি দেখিল যাহা, নিমিষ অন্তরে তাহা, অতিশয়
মাধুরী বরিষে ॥

অতিশয় অনুরাগে, সদা নব নব লাগে, গোবিন্দের প্রতি
অঙ্গগণ । কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা, ভাগ্য-
বান্ করে আবাদন ॥

প্রবহতু হৃদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ ॥ ১৩ ॥

মাধুর্য্যবারিধি-মদাস্নু-তরঙ্গভঙ্গী-

বা । বাহ্যে তু শ্রীঃ সর্গসম্পত্তিঃ তৎকটাক্ষেনৈব তৎপ্রাপ্তেরন্যং সমং ॥ ১৩ ॥

তথা সন্মিতমুখোদগতভাবাদিনা তাং প্রেরয়ন্তং তং তদানন্দোচ্ছলিতং বীক্ষ্য
সহর্ষমাহ । ইদমানন্দসংপ্লবং সর্বাপ্লাবকোচ্ছলিতানন্দপ্রবাহং মে মনঃ অমু-
প্লবতাং উন্নজ্জননিমজ্জনাতিভিরত্রৈবাক্রীড়তাঃ । কৌদৃশং । আনন্দোহতিমল-
ন্তম্ভৈব গম্যো যো হাসন্তেন ললিতমাননচন্দ্রবিম্বং যস্য । তথা চন্দ্রাংশুচ্ছলিতো

হইতে থাকুন ॥ ১৩ ॥

অপিচ, “শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখ হইতে নির্গত মধুর হাস্যময়
ভাবহাবাদিবারা ও শ্রীরাধাকে নিকুঞ্জে প্রেরিত করিতেছেন”
লীলাশুক তাহা দেখিয়া হর্ষভরে কহিতে লাগিলেন ॥

যাঁহাতে মাধুর্য্যাস্নুধির আনন্দরূপ তরঙ্গমালা বিদ্যমান,

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পুনঃ দেখে কৃষ্ণমুখ, মন্দ হাসি রসকূপ, অন্তরে আনন্দ
অন্য ভাবে । সে হাসিতে রাধিকারে, কহে কুঞ্জে যাই বারে,
দেখি হৃদে স্তম্ভ অনুভাবে ॥ ১৩ ॥

সখি হে, এই যে আনন্দসিন্ধু মাঝে । মোর মন নিমজ্জন,
উন্মজ্জন অনুক্ষণ, বিহরহু রসলীলা কাজে ॥ ক্র ॥

রসকেলি রসমাঝে, শ্যাম নটবর সাজে, চন্দ্রবিশ্ব বদনস্তম্ভমা ।
তাতে অতি মন্দস্নিত, রাইর অগম্য রীত, যার সেই হাস্য
মধুরিমা ॥

সেই মুখচন্দ্র ছটা, বহু চন্দ্রকান্তি-ঘটা উছলে মাধুর্য্য-
সিন্ধু ভায় । তাহাতে উদ্যত কত, কন্দর্পের মদ যত, সমু-

শৃঙ্গারশঙ্কুলিতশীতকিশোরবেশং ।

আনন্দহাসললিতাননচন্দ্রবিশ্ব-

যে মাধুর্য্যবিরহিতজ্যোতিতাতা যে কন্দর্পমদাস্তএবানুতরঙ্গা যস্মিন্ । তাদৃশশচ
 জঙ্গা যঃ শৃঙ্গারো বেশরচনঃ তেন সংকুলিতো যুক্তশচ শীতঃ সর্ব্বতাপহরশচ
 কিশোরবেশস্তবপূর্ণিয়া । বেশো বপুষি চেতি কোবাৎ । তত্তরঙ্গভঙ্গৈব শৃঙ্গারো

শৃঙ্গাররসে সঙ্কুলিত ও শীতল, অথচ কিশোর বেশ যাঁহাতে
 বর্তমান এবং ঈষৎ হাস্যে যাঁহার বদনচন্দ্রে মনোহর সেই
 আনন্দসংগ্ধব অর্থাৎ মহানন্দরূপ জলযান আমার মনোরূপ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

দ্রেতে জল সেই হয় ॥

মানা ভঙ্গীগণ তাতে, সেই তরঙ্গের মাতে, মদন অনঙ্গ
 তার নাম । তাহাতে রচনা বেশ, যাঁহাতে ভুলায় দেশ, সেই
 মুক্তা অতি অমুপাম ॥

কিশোর বয়স বেশ, সর্ব্ব তাপহরশেষ, অতি সুশীতল
 কৃষ্ণ অঙ্গ । শৃঙ্গারতরঙ্গভঙ্গী তরঙ্গশৃঙ্গার সঙ্গী, সংগলিত-
 মাধুর্য্য-তরঙ্গ ॥

এতেক কহিতে পুনঃ, আর দেখে মনোরম, সঙ্কত মধুর
 বেণুধ্বনি । রাইর অগম্য যাহা, প্রকাশে গোবিন্দ তাহা,
 রাসমধ্যে শুনি সর্ব্ব জনি ॥

যমুনা-নির্ম্মল জলে, প্রফুল্ল কমল ভরে, তাহার নিকট
 তাঁরোপরে । প্রফুল্ল অশোক কুঞ্জে, বাঙ্কারে ভ্রমরাপুঞ্জে,
 তথা যাইতে কহেন রাইরে ॥

দেখিয়া গোবিন্দ রীত, লীলাশুক হরষিত, কহে নিজ
 গন মঙ্গীগণে । অতিশয় প্লাঘ্য মানি, কহে কৃষ্ণ মগ্ন বাণী,

মানন্দসংপ্লবমনু প্লবতাং মনো মে ॥ ১৪ ॥

অব্যাজমঞ্জুগমুগামুজমুগ্ধভাবৈ-

বা । তত্তদঙ্গভঙ্গীশ্চারাভ্যাং সঙ্কলিত ইতি বা । বাহ্যে সম এবার্থঃ ॥ ১৪ ॥

অথ তৈরগম্যৈঃ সঙ্কেতবেণুনাদাদৈর্যনৌরজরাজিরাঞ্জিতযমুনানীরনিকট-
তীর বানীরকুঞ্জায় তাং প্রেরয়ন্তঃ তং বিলোকা সপ্লাবমাহ । পূর্বরীত্যা ইদ-
মোজঃ মদীয়মাং সখীজনানং হৃদয়ে ততুলো রাধায়াং তদগণ এব বা অরুণ-
পাদসরোরুহাভ্যাং আ সম্যক্ ক্রীড়তাং । কীদৃশে । আর্জ তৎপ্রেমম্নিহ্নে ।
ভাভ্যামার্জে বা । বিচ্ছেদপ্রতপ্তহৃদস্তৎস্পর্শেনৈব স্নিগ্ধতোৎপত্তেঃ । তদুজ্জ্বলং ।

সরোবরে ভাসমান হউন ॥ ১৪ ॥

অনন্তর “শ্রীকৃষ্ণ অন্যের অবোধ্য বেণুনাদ-প্রভৃতি সঙ্কেত
দ্বারা পদ্মশোভিত যমুনাঙ্গলের নিকটস্থ তীরভূমিতে অশোক
কুঞ্জে শ্রীরাধাকে প্রেরণ করিতেছেন” লীলাশুক এই ভাবে
শ্রীকৃষ্ণদর্শন প্রাপ্ত হইয়া কহিতেছেন—

স্বভাবসুন্দর মুখপদ্মদ্বারা যিনি নিজ বেণুনাদি আশ্বাদিন

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এক শ্লোক করি উচ্চারণে ॥ ১৪ ॥

সখি হে, গোবিন্দের জ্যোতি মনোরম । আমা সর্বাঙ্গ
মনে, রাধিকার সখী সনে, সর্বভাবে করউ ক্রীড়ন ॥ ধ্রু ॥

পদবন্দ্য মনোরম, অরুণ অম্বুজ সম, অতিনিহ্ন অতিহুকো-
মল । বিরহে প্রতপ্ত কত, গোপাঙ্গনা কুচোন্নত, ধরি তাপ
নাশে যার তল ॥

বেণুনাদে যা সবারে, বিদ্ধ করে মুহূর্ত্তে, তা সবা উরোজ
তাপ নাশে । ভুবন আর্দ্রতা তায়, এই হেতু মনে ভয়, ব্যাজ

রাশ্যাদ্যমান নিজবেণুবিনোদনাদং ।

আক্ৰীড়িতামরুণপাদসরোরুহাভ্যা-

স্তে পদাশুজঃ কণ্ঠ ক্ৰুচেষু নঃ কৃষ্ণি হৃচ্ছয়মিতি । তত্র হেতুঃ । ভুবনেতি ভুবন-
মেবাদ্র্যঃ স্মৃত্যঃ । বেণুনা দ্যৈত্যস্তদার্দ্রয়তীতি বা তথা অব্যাজমঞ্জু লং যং কৃষ্ণ-
মুখাশুজঃ তস্য সঙ্কেতরূপজনেত্রান্ত্রাচালনানরক্ষরকথনাদিক্রুপৈর্মুক্তভাবৈঃ সহ
শ্রীরাগদৈব আশ্বাদ্যমানো নিজঃ স্বপ্রেরণনিমিত্তকঃ বেণোবিনোদনাদঃ কাঞ্চন-
বল্লীসঙ্গিনীস্বমজ্জয়নীঃ বিহার তা ভ্রমরীঃ মধুপাঃ মধুসূদনস্তাং রমায়তুমেব্যত্যসে
নিভৃতমিত্যাदिनिगूढप्रेरणरूपो नादो यस्या । किंवा । तस्यास्तप्रेरणा ज्ञान-
ज्ञापकतादृशमुखाशुजभावैः सहाश्वदामनौ निजवेणोश्चादृशनादौ येन ।

করেন এবং অরুণবর্ণ পাদপদ্ম যুগলদ্বারা উদ্যানশোভা প্রাপ্ত
হয়েন, সেই ভুবন র্ত্তকারী কোন এক অনিবার্চনীয় তেজঃ

যজ্ঞন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তাজি হৃদি করু বাসে ॥

অব্যাজ মঞ্জু সার, গোবিন্দ মুখাজ তার, ভুরু আর
নেত্রান্ত্র চালনে । নিরক্ষর কথা রূপ, সঙ্কেত-কথন-ভূপ,
রাই যাহা করে আশ্বাদনে ॥

তাহাতে বেণুর গান, রাধিকা প্রেরণ সান *, রাই বাহি-
নীর সে সন্ধান । তাতে মুক্ত হৈয়া ধনী, সুখী হয় যাহা শুনি,
কিবা বেণু পানের বন্ধান ॥

বেণু কহে শুন ভৃঙ্গী, কাঞ্চন লতার সঙ্গী, শীঘ্র তুমি করহ
ধমন । অজবন ত্যাগ করি, গুপ্তলীলা মনে ধরি, মধুসূদন
গেলা সেই স্থান ॥

ইত্যাদি নিগূঢ় কথা, কহ যে সঙ্কেত মতা, আকর্ষণ রূপ
যার ধ্বনি । কিবা সেই ভাব সনে, রাই-মুখ-আশ্বাদনে,

* সান—সানবস্ত্র, যাহাতে স্কুরাদি অস্ত্র ধারণ করান হয় ।

মাদ্রে' মদীয়হৃদয়ে ভুবনাদ্রিমোজঃ ॥ ১৫ ॥

মণিনুপুরবাচালং বন্দে তচ্চরণং বিভোঃ ।

বাহেতু মম হৃদয়ে প্রকাশতাং হৃদয়স্য প্রাকৃতত্বমাপ্য সমাদধাতি । তৎপদা-
ভাভ্যামাদ্রে' তৎপ্রকাশযোগ্যতাং নীতে । অন্যৎ সমং ॥ ১৫ ॥

অথ তজ্জ্ঞানী কুঞ্জগতাং তামন্যালক্ষিতমল্লগচ্ছত্বং তং পশ্চাদ্ভূতৌহমু-
গচ্ছত ইব স্বস্যা তন্নুপুরধনিশ্রবণক্ষুর্ত্যা সহর্বমাহ । বিভোক্তাদৃশালক্ষিত-

আমায় হৃদয়ে শোভিত হউন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর “শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতাদি জানিতে পারিয়া শ্রীরাধা
কুঞ্জমধ্যে আসিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ গমন করিতেছেন” লীলাশুক যেন ঐ গমনে নুপু-
রের শব্দ শুনিতে পাইয়াই হর্ষে কহিতেছেন--

যাঁহার লালিত্য বৃন্দাবনের পথে পথে প্রসৃত হইতেছে,

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাদৃশ মুরলী স্মমোহনী ॥

জানি সে সঙ্কেত গণে, না দেখিতে অন্য জনে, রাই
গেলা সেই কুঞ্জে মাঝে । তাহা দেখি অলক্ষিতে, কৃষ্ণ যান
সে পশ্চাতে, লীলাশুক চলে পাছে পাছে ॥

কৃষ্ণের মঞ্জীর ধ্বনি, শ্রবণেও স্ফূর্তি মানি, হর্ষে শ্লোক
কৈল উচ্চারণ । সেই শ্লোক অর্থ যাহা, পদবন্ধে লিখি তাহা,
যাতে স্থখী ভক্তগণ-মন ॥ ১৫ ॥

সেইরূপ অলক্ষিত, গতির যে প্রভুমত, রাধিকার পাছে
পাছে যাইতে । বান্দি সে চরণবন্দু সকলআনন্দ বন্দ, মাধুর্য্য
সকল বৈসে যাতে ॥

যাহাতে বাচাল মণি, মঞ্জীরের রণরণি, শ্রবণে আনন্দময়

ললিতানি যদীয়ানি লক্ষ্মানি ব্রজবীথিষু ॥ ১৬ ॥

মম চেতসি স্মরতু বল্লণীবিভো-

গতিসমর্থন্য তত্তাদৃশং তামাহুগচ্ছচরণং বন্দে কীদৃশং । মগিনুপুরাভ্যাং বাচালাং
মার্গেতচ্চিহ্নানি দৃষ্ট্বাহ । হৃদি যানি লক্ষ্মাণি ন কেবলমত্রৈব সৰ্ব্বান্ ব্রজবীথি-
ষুপি বিরাজন্ত ইতি শেষঃ । কীদৃশানি । ধ্বজবজ্রাদিভিললিতানি । বাহ্যার্থঃ
স্পষ্ট এব ॥ ১৬ ॥

অথ পদ্মখণ্ডমণ্ডিতযমুনা নীর-তীর-বানীর-কুঞ্জে তয়া সহ রমমাগস্য তস্য

সেই মগিময় নুপুরদ্বারা যেন বাচাল প্রায়, স্মৃতির্যং শোভিত
শ্রীকৃষ্ণের পাদযুগলকে আমি বন্দনা করি ॥ ১৬ ॥

অনন্তর “পদ্মরাজি বিরাজিত যমুনার তীরস্থ অশোক-

বৃহন্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

রসে । এতেক কহিতে পথে, পদচিহ্ন শোভা চিত্তে, দেখিয়া
বিচারে স-হরিসে ॥

এই পদচিহ্নগন, এই পথে নাহি হন, কিন্তু সৰ্ব্ব ব্রজপথ
ময় । ধ্বজবজ্রকুশ মীন, স্বাস্তিক গোপ্পদ চিহ্ন, অর্ধচন্দ্রাম্বুজ
যাতে হয় ॥ ১৬ ॥

যমুনার তীরকুঞ্জে, কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে, আসি করে
নানান বিলাস । দৌহার নুপুর ধ্বনি, কুঞ্জ-মাঝে তাহা শুনি,
লীলাশুক লালসা প্রকাশ ॥

নিজসম-সখী-সনে, রহি কুঞ্জ-বাহু স্থানে, সেই স্মৃতি
মানিয়া অন্তরে । ভাবাবেশে নিজ স্মৃতে, শ্লোকবন্ধে পরকাশে
যাহার অবগে মন হরে ॥

এই গোপাস্তনাত্রেণী, তাহার যে শিরোমণি, রাধা স্খামুখী

মণিনূপুরপ্রণয়িমঞ্জু শিজিতং ।

কমলাবনেচরকলিন্দকন্যাকা-

নূপুরধ্বনিং সখীভিঃ সহাগত্য বহিঃ হিত্বা শৃংগির্ব সলালসমাহ । বল্লবী তচ্ছ্রেষ্ঠা
স্বাধা তস্য বিভেরমণস্য শিজিতং ভূষণধ্বনিমর্ম চেতসি স্পুরতু । কস্য ভূষণ-
স্যোতাহ । মণিনূপুরপ্রণয়কেলিবিশেষেণোঙ্ক হৃৎ শ্রীচরণমোনূপুরোত্তবমিত্যর্থঃ ।
অতো মঞ্জু মনোহরং । কিম্বা তস্যাঃ প্রণয়স্থচাৎনে বিন্যতে যস্যাস্তংপ্রণয়ি
তচ্চ মঞ্জু মদোজ্জ্বল তং তাদৃশং মণিনূপুরয়োঃ শিজিতং তৎ । তথা কমলা
লক্ষ্মীস্তয়া বনেচরা যে পদ্যবনেচরা কলিন্দকন্যাকায়ঃ কলহংসাত্তঃ কলকণ্ঠকু-
জিততৈবাদৃতং তংসাম্যশিক্ষার্থমাদরেণাত্যাসিতং । তেবাং কলকণ্ঠকুজিততৈঃ

কুঞ্জে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করিতেছেন” লীলা-
শুক যেন বাহিরে থাকিয়া সখীদিগের সহিত ঐ বিলাসের
নূপুরধ্বনি শুনিয়াই লালসাবৃত চিত্তে কহিতেছেন—

যাহা কমলবনে কলিন্দকন্যা যমুনার কলহংসের কণ্ঠকূজনে
সম্যক্ প্রকারে আদৃত, সেই বল্লবীপতি শ্রীকৃষ্ণের মণিময়

যহ্নন্দনঠাকুরের পদ ।

অতিধন্যা । তার প্রভু শ্যামচন্দ্র, সর্বানন্দ রসিকেন্দ্র, সদা
মোর চিত্তে স্ফুরক রম্যা ॥

যে মঞ্জু মঞ্জীরমণি, রাদিকাপ্রণয় ভণি, যার ধ্বনি শ্রুতি-
মনোহর । রাইর মঞ্জীরধ্বনি, গুণে যেই প্রণয়িনী, সে স্ফুরক
আমার অন্তর ॥

কলিন্দী কমলবন, চরে যেই হংসগণ, তার কণ্ঠধ্বনি জিনি
ধ্বনি । তাহাচ আদর করে, যে মঞ্জীর ধ্বনি বরে, সে ধ্বনি
শিক্ষার্থ অভ্যাসিনী ॥

কিম্বা সেই হংসগণ, স্বকণ্ঠ-কুজিতগণ, শ্রাব্য করে সেই

কলহংসকণ্ঠকলকুজিতাদৃতং ॥ ১৭ ॥*

তরুণারুণ-করুণাময়-পিপুলায়ত-নয়নং

স্লাম্বিতং বা । বাহে তৎকৃত্তোক্তরর্থঃ স এব ॥ ১৭ ॥

অথ সুরতাত্তং জাহ্নবী সখীতিঃ সহ কুঞ্জরক্লে মুখং দত্তা তং পুষ্পতল্লোপধী-
শ্ববিশ্য তস্য্যাঃ প্রমাণনোদনং পুনর্মদনোদীপনঞ্চ কুরুন্তুং পশ্যাম্বিবানন্দোদগন্ত-

নূপুর শিঞ্জিত অর্থাৎ নূপুরধ্বনি আমার চিত্তমধ্যে শোভিত
হউক ॥ ১৭ ॥

অনন্তর “শ্রীকৃষ্ণের সুরত-বিহার শেষ হইয়াছে” জানিয়া
লীলাশুক সখীদিগের সহিত কুঞ্জদ্বারের ছিদ্রে মুখ দিয়া

কুরুন্তুঃ

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সর্বক্ষণে ! সেই কৃষ্ণ-নূপুর ধ্বনি, মোর হিয়ে অনুক্ষণি,
ক্ষুতি হব স্বভাব লক্ষণে ॥ ১৭ ॥

অতঃপর লীলাশুক, অন্তরে বাটিল স্বখ, জানি ক্রীড়া
অবসান কাজ । সখী গ-সঙ্গে করি, কুঞ্জরক্লে মুখ ধরি, দেখে
দৌহা রতিশ্রম সাজি ॥

মুখ-পুষ্পশয্যা মাঝে, রাইরে বসিঞা কাছে, করে কৃষ্ণ
শ্রম-নিবারণ । রতিশ্রম জলাবন্দু, ভাসিয়াছে মুখইন্দু, করু-
ণায়ৈ করেন বীজন ॥

মদনোদীপনা পুনঃ, করে কৃষ্ণচন্দ্র যেন, এই মত আনন্দ
মানিয়া । সুধাময় সুবিলাস, মানি মত্ত শুকোল্লাস, প্রকাশয়ে
শ্লোক পঢ়িয়া ॥

মুখি হে, এই লীলা অমৃতের সার । মোর সখী রাধিকার,
মৌভাগ্য আনন্দ সার, মোদে খেলু অন্তরে আমার ॥ ক্র ॥

কমলাকুচকলসীভরবিপুলীকৃতপুলকং ।

সুমনস্কৃতং মদ্বাহ । ইদমমৃতং মম স্বসখীপৌভাগানন্দমদযুক্তে চেতসি খেলতু
ঈদৃগেব বিলসতু । অমৃতস্বাদাদপি মধুরসরসঃ স্বাদুঃ প্রিয়ো মনোহরশ্চাধরৌ
যস্য । মধুরং রসবৎস্বাদুঃ প্রিয়েষপি মনোহরে ইতি বিশ্বাৎ । তথা তরুণে মদন-
মদোদগারিণী স্বতো মধুপানেন চারুণেচ জীজ্ঞাদিনা তচ্ছূ মাপনোদনার্থং হৃদা-
দগতা বা করুণা তন্ময়ে তদুদগারিণীচ স্বতো বিপুলে আগতেচ নয়ণে যস্য ।
অকর্ণিক্ণায়াঃ কমলায়াঃ পূর্করীত্য। শ্রীবাধ্যায়াঃ কুচকলমোৰ্ত্তরেণ স্পর্শাতি-

“পুষ্পশর্য্যার উপরি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার শ্রমাপনোদন এবং
মদন উদ্যোপন কারিতেছেন” হহা দর্শন করিয়াই যেন আনন্দা-
মৃত অনুভব করত কহিতেছেন—

যাহা অরুণের ন্যায় অরুণ (রক্ত) বর্ণ ও করুণাময় তথা
আয়ত (বিশাল) লোচন শোভিত এবং কমলা (রমা)
দেবার কুচকলসের ভারে বাহার পুলক বিপুল হইয়াছে এবং

যত্নমদনঠাকুরের পদ্য ।

অমৃত হৈতে স্নমধুর, কৃষ্ণের অধরপর, অতি রস স্নমাধুর্য্য-
ময় : রাধার অধম্পানে, প্রফুল্ল যে অনুক্ৰণে, চিত্তে স্ফুর-
সেই রসময় ॥

তথা সে নয়ন যোগ, তারুণ্য মদন মোদ, উদগারিণী
সহজে অরুণে । তাতে হেন মধুপান, দ্বিগুণ অরুণ ঠান, এই
শোভা খেল মোর মনে ॥

তাতে রাই-শ্রম দেখি, করুণাতে ভরে আঁখি, সে করু-
ণায় বীজন করিলা । সহজে করুণাময়, নেত্র অতিদীর্ঘ হয়,
তাতে রাই-মাধুর্য্য দেখিলা ॥

দ্বিগুণ প্রফুল্ল দৃষ্ট, অখিল ন্যান ইষ্ট, এইরূপ স্ফুর

মুরলীরব-তরলীকৃত-মুনিমামনলিনং

শযেন বিপুলীকৃতঃ পুজকো যস্য । তথা তচ্ছ্রুতাপনোদনং কৃষ্ণা পুনঃ কেলিলাল
সোৎপাদনায় মুরলীং যুত্ব বাদয়ন্তং তং বীণা কৈমুতোনাহ । মুরলীরবেণ তরলী
কৃতানি মুনীনাঃ পাদপতিতৈঃ পি পদ্মিনী মৌনশীলানাং গ্রহিলমানীজনানাং
মানসনলিনানি যেন কিমুত তাদৃশাস্তস্য ইত্যর্থঃ । বাহেহু মুনীনাং জ্ঞানিনাং
মেক্ষবৎস্থিরকঠিনানাপি মানসানি নালিনবৎ কোমলানি চঞ্চলানি কৃতানি

যে মুরলীর রবে মুনিগণের মানসপদ্মকেও চঞ্চল করিতেছে

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

মোর চিত্তে । আর এক অপূর্ব দেখি, কহে অতি হৈয়া
সুখী, দেখি কৃষ্ণ চাপলা চরিতে ॥

রাহকে লইয়া ক্রোড়ে, কুচ কলসের ভরে, নিপুল পুলক
কৈল যার । রাতশ্রম কার দূরে, পুনঃ কেলি করিবারে কেলি
লোভ বাঢ়ায় প্রিয়ার ॥

করেন মুংলা গান, অতি স্তম্ভধূর্য তান, তাহা দেখি কহে
পুনঃ আর । যেই মৌনশীলা নারী, কৃষ্ণ তার পায়ে ধরি,
নারে মান দূর করিবার ॥

সে সব মান্নী-মন, স্নিগ্ধ করে বংশীধ্বন, কি তানে
রাধিকা এ সময়ে । কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অতি সুললিত গাথা
শুন ভাব যাতে প্রকাশয়ে ॥

সে গানে রাধিকা মন, পুনঃ হৈল দ্রবমাণ, পুনঃ তার
কেলি লোভ হৈল । তাহা হেরি শ্যামরাঘ, বামপার্শ্বে রাধা
তায়, দোখি অতি আনন্দ রাঢ়িল ॥

কেলিলোভ বাঢ়ে যাতে, কৃষ্ণচন্দ্র সেই রীতে, নেত্র
অস্ত্রে নিরঞ্জে রাধিকা । তার শোভা দেখি লীলা—, শুক

মম খেলতু মদচেতসি মধুরাধরমমুতং ॥ ১৮ ॥ †

আমুর্ধ্বমর্দনয়নাস্থিজচূষ্যমান-

ধেনেতার্থঃ । অন্যং সমং ॥ ১৮ ॥

অথ পুনর্জাতকেলিলালসাং তামুখায় বামপার্শ্বে দিবল্লাং তদর্ককনেজাতেন্দ্র-
পশ্যন্তঃ তং বীক্ষ্যাহ । অস্যা কেছপানির্কীচ্যা ইমে ভাবা মম চেতসি আবি-
র্ভবন্ত । কৌদৃশঃ । পূর্বতোহতিমধুরহেনারকবেগুরবং যথা সাত্ত্বা আত্মা গৃহীতা-

সেই মুরারির মধুর অধরামৃত আমার মদমত্ত মনোমধ্যে
খেলা করুক ॥ ১৮ ॥

অতঃপর “কেনি শেষ হইলেও পুনশ্চ শ্রীরাধার চিত্তে
কেনি বাজ্জা উপাস্থত হইয়াছে” শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিয়া এবং
তঁাহাকে উঠাইয়া বাম পার্শ্বে স্থাপন করত অর্কমুদ্রিত লোচন
দ্বারা চূষন করিতেছেন” লীলাশুক এই ভাবেই যেন শ্রীকৃষ্ণের
দর্শন পাইয়া কহিতেছেন ॥

যছন্দনটাকুরের পদ্য ।

হৈল চঞ্চলা, শ্লোক পড়ে যাতে রসাধিকা ॥ ১৮ ॥

সখি হে, এই ভাবে মোর চিত্তমাঝে । আবির্ভাব কর
সদা, নির্ঝাট্য না হয় কথা, কোন রসময় মনোরাঞ্জে ॥ ১৮ ॥

পূর্ব হইতে অতিশয়, বেণুগান স্বধাময়, যাহা প্রকটিল
শ্যামরায় ॥ মন্থখ-মন্থখ কোটি, রূপে গুণে নাহি ক্রটি,
কিশোরশেখর ব্যক্তি যায় ॥

মঞ্জু অর্ক নেত্রাস্রুজে, বধূশ্রেষ্ঠা ঘেহো ব্রজে, তার নাম
রাধা স্বধামুখী । তার মুখচন্দ্র চুষে, পরমলালসা-রূপে, সে

† অষ্টাদশাকরো গীতিবিশেষঃ । স্তবমালায়াং মুকুন্দমুক্তাবল্যাং এতদ্বিধং
সংস্কৃতসঙ্গীতোপযোগি, নতু কাব্যাদ্যপযোগি ॥

হর্ষাকুল-ব্রজবধূ-মধুরাননেন্দোঃ ।

আরক্বেণুরবমাতকিশোরমূর্ত্তে-

রাবিভবন্তু মম চেতসি কেহপি ভাবাঃ ॥ ১৯ ॥

কোটিমন্মথত্বেন প্রকাশিতা কিশোরমূর্ত্তির্ধেন । তথা আ সমাক্ মুগ্ধং যথা
স্নাত্তথার্কিনয়নানুজেন চুষ্যমানো হর্ষাকুলাগ্না ব্রজবধ্বাস্তচ্ছেষ্ঠানাস্তস্যা মধুরা-
ননেন্দুর্ধেন । বাহে স্পষ্ট এবার্থঃ ॥ ১৯ ॥

যিনি কোটি কোটি মন্মথ মোহন ও অর্দ্ধ মুকুলিত লোচন-
প্রাস্তধারা হর্ষাকুলা ব্রজবধূ অর্থাৎ শ্রীরাধার স্মধুর মুখচন্দ্রে
চুষন করিতেছেন এবং আরক্বেণুরবে যাঁহার কিশোর-মূর্ত্তি
প্রকাশিত হইতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের কতিপয় অনির্বচনীয়
ভাবসমূহ আমার মনোমধ্যে আবির্ভূত হউক ॥ ১৯ ॥

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ভার স্কুরক চিত্তে থাকি ॥

এ রূপে রাইর মনে, বাড়ে কেলিলোভগণে, তাহা দেখি
ব্রজযুবরাজ । রসিকশেখর গুণে, পুনঃ রাধিকার মনে, বাড়া-
ইছে সে লোভ অব্যাজ ॥

রাস স্থানে গন্ত মনে, উঠে কৃষ্ণ সেইক্ষণে, কোন ছদ্ম
করিয়া গোবিন্দ । রাইর উৎকণ্ঠা চেক্টা, দেখিতে মনের ইচ্ছা
তাহা লাগি এই পরবন্ধ ॥

গোবিন্দ রোধন রাই, দেখি অতি সুখ পাই, লীলাশুক
কহে সখীগণে । কৃষ্ণকর্ণামৃত এই, লীলাশুক কহে সেই, শুন
সব করি এক মনে ॥ ১৯ ॥

কলকণিতকঙ্কণং করনিরুদ্ধপীতাম্বরং

ক্রমপ্রসৃতকুস্তলং গলিতবহ্‌ভূষণং বিভোঃ ।

অথ তস্যাঃ কেলিলালসাং বীক্ষ্য রসিকশেখরত্বাং পুনস্তামত্যাঙ্গীপরিতুং তত্ৎকণ্ঠাচেষ্টিতং তং দ্রষ্টুঞ্চ রাসস্থানগমনচ্ছন্ননা তত্থানং তয়া তন্নিরোধনঞ্চ দৃষ্টাহ। বিভোস্তত্ত্বংকেলিসমর্থস্য মদনকেলিশযোখিতমুখানং মম মানসে স্ফুরতু। ভাবেক্তঃ। কীদৃশং পূর্বকৃতলীলাবিশেষপরিবর্তনেন তয়া পরিহিত-পীতাম্বরস্য তেনাকর্ষণাতয়া রোধনাচ্চ দ্বয়োঃ কঠৈর্নিরুদ্ধং পীতাম্বরং যস্মিন। অতঃ কলকণিতানি দ্বয়োঃ কঙ্কণানি যস্মিন্। পূর্বং স্মৃতাপি ক্রমেন প্রাকর্ষণ-স্মৃতা বিলুলিতান্তস্যাস্চূড়াভেন তস্যা বেণীভেন বদ্ধাঃ কুস্তলাঃ যস্মিন্। অতো

অনন্তর “রসিকশেখর! শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কেলিলালসা দেখিয়া তাহার উদ্দীপনার্থ উৎকণ্ঠিত এবং রাসস্থানে যাইবার ছলে শ্রীরাধাকে উঠাইতেছেন, কিন্তু শ্রীরাধা তাহাতে বারম্বার যাইতে নিষেধ করিতেছেন” লীলাশুক এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইয়াই যেন কহিতেছেন ॥

যাহাতে কঙ্কণ মধুর কণ শব্দ করিতেছে, পীত বসন করে অবরুদ্ধ হইতেছে, ক্লান্তিজন্য কুস্তল ইত্যন্ততঃ প্রসৃত

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মদনকেলি শয্যোথান, মোর চিত্তে অবিরাম, স্ফূর্তি হউ অতি দীপ্তি রূপে। সেই সেই লীলার প্রভু, শ্যামচক্রে অঙ্গ বিভূ, মন রহু এই স্খলকূপে ॥

কিশোর কিশোরী রসে, নিমগন নিশি দিশে, কোন রসে বেশ ফিরাইয়া। নীলবাস পরে শ্যাম, পীতবাস হেম ধাম, রাই কেলি কৈল তাহা লৈয়া ॥

সেই পীতবাস লৈতে, কৃষ্ণ অতি হর্ষ চিত্তে, করে ধরি

পুনঃ প্রকৃতিচাপলং প্রণয়িনীভূজাযন্ত্রিতং

মম স্মরতু মানসে মদনকেশিশোথিতং ॥ ২০ ॥ *

গলিতে অংসিতে তয়োবহঁভূষে তত্র তস্যান্চূড়ায়ঃ বহঁং তস্য বেণীমূলে বতং
সং রত্নসকলং জেয়ং । তথা প্রকৃত্যা স্বভাবেন দমোচাপলং যস্মিন্ । অতঃ
পুনঃ প্রণয়িনীভূজাভ্যাং কাস্তকৰ্ণস্য যন্ত্রিতং যন্ত্রণং যস্মিন্ । তয়া বস্ত্রং তাস্মাৎ
কণ্ঠে গৃহীত্বা তস্মৈ উপবেশিতঃ স ইত্যর্থঃ । যদ্বা । প্রকৃষ্টাকৃতিঃ স্তন্যধরাদিগ্রহ-
ণং তত্র চাপলং কৃষ্ণসা যত্র । অতঃ প্রোদ্যৎকুট্টমিতাখ্যাহুভাবেন প্রণয়িনী-
ভূজাভ্যাং অনিরোদিবাঙ্গং যথা তথা কৃষ্ণকরয়োঃ যন্ত্রিতং বহঁ । তল্লক্ষণং । স্তনা-
ধরাদিগ্রহণে স্বপ্রীতাবপি সন্তুমাং বহিঃ । ক্রোধবাণিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং

হইতেছে, পুনঃ পুনঃ স্বভাববশে চপল এবং যাহা প্রণয়িনীর
ভূজরয়ে আবদ্ধ, সেই প্রাতঃকালীন মদনাবেশ বশতঃ শ্যো-
থান-লীলা আমার মানসে নিয়ত স্মৃতি হউক ॥ ২০ ॥

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

করে আকর্ষণ । ধনি তাহা নাহি ছাড়ে, পীত বাস ছুঁছ
করে, আকর্ষিতে বন্ধারে বন্ধন ॥

কেলিক্রমে গলিয়াছে, ছুঁহার দুকূল পাছে, গোবিন্দের
বেণী রাই চুড়ে । চুড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, বেণীতে রত্নের গুচ্ছ,
খসিয়াছে নেত্র মন জুড়ে ॥

প্রকৃতি চঞ্চল ছুঁছ, মুখে হাস্য লছ লছ *, পুনঃ রাধি-
কার ভূজ লৈয়া । নিজ কণ্ঠে ধরে শ্যাম, শোভা হৈল অনু-
পাম, তেহৌ কণ্ঠ ধরে বস্ত্র ধু'য়া ॥

* অত্র পৃথ্বী ছন্দঃ । “জমৌ জসজলা বসুগ্রহযতিশ্চ “পৃথ্বী” গুরুঃ ।
যথা—অনর্পিতচরীং চিরাৎ কুরুণমাবতীর্ণঃ কলৌ ॥

লছ লছ—গয়ু লয় ॥

স্তো কস্তো কনিরুধ্যমানমুতুলপ্রসাদিমন্দস্মিতং

বুদৈয়িত্তি । মহঃ ক্ষুরতু ইতি পাঠে কেলিশযোথিতং মহঃ ক্ষুরতু ইতি । বাঞ্ছ
তু ক্ষুর্তা তথৈবোক্তং । নিশাস্তে কৃষ্ণসা শযোথানমিতি কেচিৎ ॥ ২০ ॥

পুনর্বিলাসারম্ভঃ দৃষ্ট্বা সখীভিঃ সহ দূরং গতা লীলাবসানং জ্ঞাত্বা পুনঃ
কুঞ্জমাগতা বহিঃ সখীনাং নুপুরাদিধ্বনিং শ্রুত্বা তাভিঃ সহ তস্যা নশ্বশ্রবণা

অনন্তর “শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিত পুনশ্চ বিলাসারম্ভ
হইয়াছে” জানিয়া লীলাশুক সখীদের সহিত দূরে গিয়া এবং
লীলার শেষ জানিয়া পুনশ্চ কুঞ্জে আসিয়া বাহির হইতেই
গোপীদের নুপুরাদির শব্দ শ্রবণ করত দেখিলেন যে, “শ্রীকৃষ্ণ
গোপীদের সহিত শ্রীরাধার পরিহাস শুনিতে কপট ভাবে
সুপ্ত আছেন” লীলাশুক যেন এই ভাবে দর্শন পাইয়াই বর্ণন
করিতেছেন ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের শ্রবণ-মধুর পরস্পর
বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া কপট নিদ্রা ধারণ করিয়া
রহিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে সেই সমস্ত কথা শ্রবণে কিছু
কিছু হাস্য প্রকাশ পাইলেও তাহাকে অল্পে অল্পে নিরুদ্ধ করি

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বসিলেন পুষ্পশেষে, শোভাতে ভুবন মজে, কান্ত্যের
প্রবাহ বহি যায় । এই কেলি শয্যাথান, শোভা ক্ষুর হৃদি
স্থান, এ যত্ননন্দন দাস গায় ॥ ২০ ॥

এই মতে দুই জন রতিকেলিরসে । আরস্তিলা দেখি
লীলাশুক মনোম্লানসে ॥ সখী সনে অন্য স্থানে গেলা শীত্ৰ-
গতি । পূর্ব রঙ্গ দুই মঙ্গ আলপয়ে অতি ॥ কেলিকাম অব-
সান জানি পুনর্বারে । শীত্ৰগতি হর্ষমতি আইলা কুঞ্জদ্বারে ॥

প্রেনোভুদনিরগলপ্রস্মরপ্রব্যক্তরোমোদামং ।

কপটপুং কৃষ্ণমালোকা সবিতর্কমাহ । ভগবতঃ সর্বসৌন্দর্যাদিশ্রীযুক্তস্যাস্য
ব্রজবধূনাং লীলয়া যন্নিপোজ্জিতং তৎ শ্রোতুং মিথ্যান্যাপং কপটশয়ানং উপা-
স্মহে পশ্যামঃ । কৌদৃশং জন্মিতং । তস্য শ্রোত্রং মনশ্চ হরতি তৎ । অস্মি কিম
আন্ হিদ্ভা পুনাগস্মনোহরণায় একাকিনী বনে প্রবিষ্টাসি দিষ্ট্যা বনে বকা-
শ্চেন পরাভবো ন জাতঃ । অস্মি ক্রুতং সুহৃদ্রশিখণ্ডিত্যামভাগতং তয়োবিদ্যা

তেছেন এবং কখনও বা প্রেমবশতঃ অপের লোমাক্ষসকল

বহনন্দনঠাকুরের পদা ।

রাই অতি সূক্ষ্মনতি নূপুর শুনিয়া । কুঞ্জবাহে সখী সহ
মিলিলা আদিয়া ॥ সখীসনে নশ্ব ভণে রাই তা শুনিতে ।
নিজাছলে কুঞ্জতলে কৃষ্ণচন্দ্র শতে ॥ তাহা দেখি হৈয়া সখী
লীলাশুক রঙ্গে । তর্ক করি হর্ব ভরি কহে সেই রঙ্গে ॥

নবব্রজবধূগণে, যজ্ঞবাক্য অনুপমে, কহে লীলা পরিহাস
কথা । শুনিতে কপট করি, যে রহে শয়ন করি, সেই কৃষ্ণ
ক্বেথিব সর্বথা ॥ সেই ব্রজবধূবাণী, কর্ণ-মন-রসায়নী, যাতে
কর্ণ মন হরি লয় । এমতি মধুরবাণী, কৃষ্ণ যাহে সুখ মানি,
শুনিতে কপটে শ্রুতি রয় ॥

রাই প্রতি কহে সখী, শুন অহে সুধামুখি !, কেনে তুমি
আমা সব ছাড়ি । একা বনে প্রবেশিতে, পুনাগ স্মনো-
নীতে *, লীলা গেলা সেই পুষ্পবাড়ী ॥

ভাগ্যে বনরন্ধি-হাতে, না ঠেকিলা বনপথে, পরাভব না
হইল তায় । শুনিল সুদামা আর, শিখণ্ডির সমাচার, এথা
তার আগমন হয় ॥

কিশোর কিশোরী দুই, এথা সদা বিহরই, সুদামা

শ্রোতুং শ্রোত্রমনোহরং ব্রজবধূলীলাগিথোজল্লিতং

চ ভবভ্যাং শিক্ষিতেতি কিং সত্যং । ইত্যাদি সখীনাং নন্দ্য শ্রুত্বা শ্রোতাক্রোধান্ন
ব্রজবধূনাং তেন কথামানং মুহূৰ্ণং প্রসাদি প্রকর্ষণে বিকসল মন্দমিতঃ স্মিন্ ।
আ ভোঃ শিখণ্ডিশিক্ষিতবিদ্যাচার্য্যাঃ সত্যং আশ্রয়ং কলঙ্কিনীঃ কর্তুং কৃপ-
তপিনাস্য হস্তেন মাং বিক্রয় প্রচ্ছন্নাসু ভবতীষু মদ্যরক্ষিণ্যা প্রিয়সখ্যা
লিঙ্গমালিঙ্গিতেহস্মিন্ যুগ্মগারে একাকিনী শিখণ্ডিনাগতোক্তং । হঃ স কৃষ্ণ-
জংসখীগণাধিষ্ঠিতং কুঞ্জে সখ্যা সূচ্যমেন সহাহমাগমং ততস্তাভিঃ প্রার্থ্য যতো

আবৃত করিলেও অবাধে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে, এতাদৃশ

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শিখণ্ডি সঙ্গ পাঞা । দৌহা স্থানে বিদ্যা শিখি, হইয়া পরম-
সুখী, বিদ্যাভ্যাসে কৈল কুঞ্জে যাঞা ॥

করিল বিহার দৌহে, আপনি দেখিলে অহে, তা সবার
স্থান যত্ন করি । এই মত পরিহাস, শুনি কৃষ্ণ মন্দহাস, অল্পে
অল্পে রোধে সুখ ভরি ॥ তা সবার বাণী শুনি, রাধিকা কহেন
পুনি, শুন অহে চঞ্চলার গণ । তোমরা নিগিলা বিদ্যা,
শিখণ্ডী সূচ্যম পদ্যা, তাতে গুরু হৈলা সর্বজন ॥

করিতে কলঙ্কি মোরে, নয়নের ভঙ্গীদ্বারে, তুমি সবে কৃষ্ণ
ধুষ্ট করে । আমাকে বিক্রয় করি, লুকাইলে অন্যস্থলি, ছদ্ম
বাক্য কহ পুনঃ মোরে ॥

মদ্য রক্ষিণী মোর, প্রিয়সখী নিদ্রাঘোর, কৃষ্ণচন্দ্রে আমি
কৈল কোলে । তবে-মাত্র একাকিনী, এথা আইলা শিখ-
ণ্ডিনী, পূর্বাহ্নিক কহিল আমারে ॥

কালি কৃষ্ণ তুয়া সখী, গগনসঙ্গে হৈয়া সুখী, সর্ব বিদ্যা
শিখে ছুঁছ স্থানে । আজি মোরে বহু করি, পাঠাইলা সহ-

মিথ্যা স্বাপ্নুপাস্ত্বে ভগবতঃ ক্রীড়ানিমীলদৃশঃ ॥ ২১ ॥

অদ্বিত্যা গৃহীতা তেন তেন চ মৎসখ্যঃ সংপ্রতি তদ্বিত্যানৈপুণ্যপরীক্ষার্থমাগতো-
হুঃ । তাভিস্তদীক্ষাং প্রার্থ্য প্রেরিতোহস্মি তথা কুর্কিতি শ্রদ্ধা যুস্মাসু সৰুবা
মমাতংসতোহগৌ গুরুর্গতস্তন্মদনপেক্ষকাভির্দুঃখীভিষুঃশ্রাভিঃ সহ সংলাপো-
হপি ময়া ন কার্য্য ইতি । তন্নগ্ন শ্রদ্ধা প্রেমোত্তেদেন নিরর্গলাঃ যত্নৈরপি
নিরোদ্ধুমশক্যাঃ প্রস্রমবাস্তস্য রোমোদ্ধুমা যস্মিন্ । বাহে তু তস্য শ্রোত্রস্য

মুরারির মিথ্যা স্বপ্ন অর্থাৎ কপট নিদ্রাকে আমি নিয়তকাল
সামন্দচিত্তে স্মরণ করি ॥ ২১ ॥

বহ্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

চরী বিদ্যার নৈপুণ্য সঙ্গোপনে ॥

তেত্রি আমি আইনু তথা, তুয়া সখীগণবধা, তারা গোরে
বহ্নবহ্ন করি । পাঠাইলা তুয়া স্থানে, বিদ্যা শিখিবার ভানে,
দেহ বিদ্যা উপদেশ বলি ॥

এই বাক্য শুনি তার, ষোষচিত্ত যে আমার, অনক ভৎ-
সনা কৈল তারে । বহ্ন দুঃখী হৈয়া পাছে, খেলা আপমার
ধাসে, তোমরা বলহ গুরু বারে ॥

তস্মাৎ ক অপেক্ষা মোর, না করিব মঙ্গ তোর, দুঃখী
তোমরা সব সখী । সত্য তোমাদিক সঙ্গে, আলাপন পরবন্ধে,
আমাকে ত জানিহ বিমুখী ॥

এই পরিহাস বাণী, শুনিতেই ব্রজমণি, প্রেমোত্তেদ হৈল
নিরগলা । যত্নেহ রাখিতে নারে, একট বাহিরে ধরে, প্রতি
অঙ্গে ফুল রোমমালা ॥ * ॥

§ তস্মাৎ—সেই জন্য । প্রাচীনকালে বাঙ্গালাপদ্যে অবিকল সংস্কৃত পদ
কোন কোন স্থলে ব্যবহৃত হইত ॥ * ফুল রোমমালা—লোমাঞ্চসমূহ ॥

বিচিত্রপত্রাক্ষুরশালিবাল্য-

মনো হরতি । তথাহি অঙ্গানি ধন্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তীত্যাदि ব্রহ্মসংহিতায়াং
অন্যং সমং ॥ ২১ ॥

অথ রাসেত্যক্তগোপীনাং তত্রাগমনশঙ্কয়া তাঃ কুত্রেতি জ্ঞান্য তত্রৈব চম্প-

অতঃপর “শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় অন্য গোপীগণকে ত্যাগ
করিয়া আসিয়াছিলেন, সম্প্রতি “তাহারা কি আসিয়াছে”
এই আশঙ্কায় “তাহারা কোথায় ?” এইরূপ করিয়া চম্পক-
পুষ্প আশ্রয় করত “তাহারা শীঘ্র আসুক” সখীদিগের প্রতি
এই আদেশ করিলে, বহির্ভাগে থাকিয়া লীলাশুকের সখী-
ভাবে ঐ নিজাভীষ্ট সেবারূপ আনন্দাদি কার্য্য করিতে অধিক

যতনশ্রমঠাকুরের পদ্য ।

রাসে ত্যক্ত নারীগণ, শঙ্কা হৈল আগমন, তার লাগি সব
সখীগণ । লীলাশুকে কহে বাণী, শীঘ্র যাহ বাছে তুমি, তারা
কোথা জান বিবরণ ॥

যাঞা পথে চম্পকাদি, পুষ্প লৈয়া কার্য্য সাধি, শীঘ্র এথা
কর আগমন । এইমত সখীবানী, লীলাশুক কর্ণে শুনি, আন-
ন্দিত হৈল নিজ মন ॥

সখীর বচন ধরি, বাহু গস্ত্র মনে করি, দুই তিন সখী লইয়া
সঙ্গে । কুঞ্জের বাহিরে আসি, সেই সখী-সঙ্গে রসি, কহে
কিছু নশ্বের তরঙ্গে ।

সে কালে অভীষ্ট সেবা, না পাইয়া দেখ যেন, কহে
সব সখীগণ মাঝে । সখী স্নেহামৃত পাঞা, কহে আনন্দিত
হৈয়া, উচ্চারিয়া এক শ্লোকরাজে ॥ ২১ ॥

বিচিত্রা বলিত যুগ, শোভা অতি অদভূত, রাধিকার

স্তনান্তরং যাম বনান্তরং বা ।

কাদিপুষ্পাণ্যাদায় শীত্ৰগাগম্যতামিতি সখীনাং প্রেরণয়া দ্বিত্রিসখীভিঃ সহ
বহিরাগত্য স্বাভীষ্টতৎকালীনস্বসখীসেবানবাগ্নাঃ। যস্য সখীস্নেহাদিকসখীস্বাৎ
সবিচারমাহ । তেনৈব কুঞ্জে ভূষিত্ত্বাদিচিরপত্রাকুরগালিনৌ যৌ বালায়াঃ
কিশোর্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ স্তনাবেবান্তরে হৃদি যস্য তৎ । তরা সহ রমমাণং কৃষ্ণঃ
বা যাম তন্নিকটে তিষ্ঠাম । পুষ্পাদ্যর্গঃ বনান্তরং বা যাম । বৃন্দাবনরূপং কৃষ্ণঃ

প্রেম হইয়াছে” গ্রন্থকার যেন এই ভাবেই কহিতেছেন ॥

সুন্দর স্তনশালিনী গোপাঙ্গনাদিগের স্তনব্যবহিত ও বিচিত্র
পত্র এবং অঙ্কুরাদি পরিশোভিত বনান্তরে (বৃন্দাবনেই)
গমন করি, কারণ বৃন্দাবনের ভূমিপ্রদেশে গোপাঙ্গনাদিগের

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কুচমধ্যস্থলে । রমে সেই কৃষ্ণচন্দ্র, সকল আনন্দকন্দ, যাব
কি তাহার রম্য স্থানে ॥

কিন্মা যাব বৃন্দাবনে, পুষ্প আদি অ'হরণে, উপাসনা
করিব রাধার । বৃন্দাবন মাঝে বার, পদচিহ্ন নৃত্যদার, তাহা
বিনু না দেখিব আর ॥

অন্য উপাসকগণে, না দেখিব এই মনে, উপাসনা কি
করিব আর । এতেক কহিতে মনে, আর অর্থ প্রকাশনে,
কহে অর্থ অতিশয় সার ॥

বন যাই লীলাশুক, দেখি সব সখীমুখ, কহে নিষ্ঠা জানি-
বার তবে । হে সখি ! দুঃখিতাগণ, রাসে ত্যাগী যতজন, সখী
করি সঁপি কৃষ্ণ করে ॥

এইমত কহি বাণী, লীলাশুক মনে গণি, পুনঃ কহে

অপাস্য বৃন্দাবনপাদলাস্য-

আদত্তে বশীকরোতি ভৃন্দাবনং । পাদং দারাদবং তাদৃশাং যস্য তং শ্রী-
বৃন্দাবনেশ্বরীকৃপং স্বস্য উপাস্যং অপাস্যং অন্যং উপাস্যং ন বিলোকয়াম-
কিমুতোপাগ্রহ ইত্যর্থঃ । যেষাং প্রথমমাগতহাং । তন্নিষ্ঠাজ্ঞানায় হ সখি হঃ-
খিতাঃ এতাঃ গোপীঃ কৃষ্ণেন সহ সঙ্গময়া সুখয়াম । ইত্যন্যসখীনাং বচঃ শ্রুত্বা
সমস্নেহসখীগুণমাশ্রিত্বা সনিশ্চয়মাহ । কৃষ্ণেন সহাপ্রাপ্তরহঃকলিহাদ্বিচিত্রা-
কুরশালিনো যা এতা ব্রজবালা আসাং বিয়োগনীরস-পাণ্ডুচ্ছবীনাং স্তনমেব
স্তন্যরসস্তু স্তনিতমিহ বিলগনধর্মিস্তং বা যাম তনামো বা পতাম । কিম্বা ।
পুষ্পাগ্রহন্তুং বনান্তরং বা যাম । তন্নবীনযুগলদমিতং বক্তুমদ্যতঃ । পথি তয়োঃ
পাদচিহ্নান্যালোক্যাহ । বৃন্দাবনে পাদলাস্যং যয়োস্তং সুবদন্তরতুং তাত্ত্বা অন্য-
মুপাস্যং সেব্যং ন বিলোকয়াম । কিমুতোপাগ্রহে । তয়োর্লক্ষণং । কৃষ্ণা-
দল্লমাধিকং যাসাং তাসাং সখীনাং স্নেহঃ তাঃ সখীস্নেহাদিক্কা ইতি । কৃষ্ণে
সখ্যাক্ষ সমস্নেহাং সমস্নেহা ইতি বাহ্যে তু । মূচ্ছিতং পথি পতিতং দৃষ্ট্বা অয়ে
স তে দয়িতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্দাস্তগমিতয়া সর্দাত্রাস্তে তথা বিষ্ঠিল শ্রীরঙ্গাদিরূপশ্চ
তয়া দৃষ্টেব তমেব স্মর পশা বা । ইন্ত্যাস্থানপরান্ স্বান্ প্রতি সনিশ্চয়মাহ ।
তাদৃশবালাস্তন্যধ্যং বা যামঃ । মহাবিষয়মগ্নাভবাম ইত্যর্থঃ । বনান্তরং বৃন্দাবন-
ন্যধ্যং । কিম্বা । স্বস্য বৃন্দাবনাযোগ্যত্বাদনাস্তরং বা যাম । তাদৃশং তমপাস্যোতি

নৃত্যকালীন পাদচিহ্ন পরিত্যাগ করত অন্য কোন কোন

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সমস্নেহ মত । রাগে কৃষ্ণত্যাক্ত নারী, চিত্রপত্রাকুর শালী
বিলাপ বৈবর্ণ্যগণ যত ॥

তার মধ্যে বাব কিম্বা, পুষ্প আহরিব কিবা, বনমধ্যে
করিব প্রবেশে । যুবদল্লরত্ন বিনা, অন্য নাহি উপাসনা, এই
নিষ্ঠা মোর যদি দেশে ॥

এতেন কহিতে পথে, দেখে পদচিহ্ন তাতে, রাধাকৃষ্ণ
একত্র ঘটনা । এই পাদলাস্য যার, পথে দেখি মনোহর,

মৃপাদ্যমনাং ন বিলোকয়াম ॥ ২২ ॥

সার্কিং সমৃদ্ধৈরমৃতাযমানৈ-

পূর্ববং । অত্র বিচিত্রপদাকুরণাঙ্গীতিস্তনবনয়োনিশেষণঃ । বৃন্দাবনেতি বিশেষ
এব তাত্পর্যাদিনিশেষোক্তিঃ ॥ ২২ ॥

অথ পুষ্পাদ্যাদায় তাভিঃ সহ পুনস্তংকুঞ্জমাগচ্ছমাঙ্গানং জানন্ পথি অতাস্ত

উপাস্য বস্তু কিন্তু আমার নয়নগোচর হয় না ॥ ২২ ॥

অতঃপর “পুষ্পাদি আহরণপূর্বক পুনশ্চ কুঞ্জে অসি-
তেছে এবং পথমধ্যে স্বাধীন ভর্তৃকার ন্যায় গর্ব, মান, ঈর্ষা
প্রভৃতির উদয়হেতু, রসোৎকণ্ঠা আচ্ছন্ন হইল, এবং পরস্পার
চুল্লভ বোধ করিয়া কৃষ্ণই লুকায়িত হইলেন” তৎকাণে
ক্লীরাধা কৃষ্ণদর্শন না পাইয়া যে বিলাপ করিয়াছেন, এই ভাব
আত্মাতে আরোপ করত লীলাশুক বেন তাঁহাদের সহিত
মিলিত হইয়াই কহিতেছেন ॥

যাঁহার মুরলীনিবাদ ব্রজাভ্যুভেদপূর্বক ক্রমশঃ উদ্ভগত

যহনন্দনঠাকুরের গদ্য ।

তাহা ছাড়ি নাহি উপাসনা ॥

এত কহি আর এক শ্লোক কৈল পাঠ । ক্লীলীলাশুকের
বাণী সুধাময় ঠাট ॥ ২২ ॥

ত্রিবিধ ইহায় অর্থ অন্তর্দর্শনা এক । বিহীয়ে স্বান্তর্দর্শনা
বাহে তিন রেখ ॥ এইরূপে লীলাশুক সখীগণ-সঙ্গে । দিব্য
পুষ্প মালা আদি গাঁথিলেন রঙ্গে ॥ তাহা লৈয়া সখী-সঙ্গে
ফিরি কুঞ্জে আইসে । এইমত জানে তেহেঁ মনের বিলাসে ॥
এথা রাই কৃষ্ণমনে কৈলা নানা লীলা । স্বাধীনভর্তৃকা আদি
বহু সুখ পাইলা ॥ তাহা গর্ব আর মান উপজিল । রমের

রাণ্যমায়ানৈমুরলীনিদৈঃ ।

স্বাদীনভুক্তকথা মোভাগগর্ভমানাভাঃ রনাসাদকোংকণারহিতাং রনপোষ-
কানোন্যাদোলভারাহিত্যেন পর্য্যবতরসামিব তাং স্বকদুঃখা কিঞ্চিদাবধানেন
তদ্বর্দ্ধনায় তদ্বৎকণ্ঠপ্রলাপশুশ্রবণা চ কুঞ্জাবিরেহিতে রনকশেখরে তমস্বেষ্টুং
বহিনির্গংগা সসখীবৃন্দয়া বিকলয়া ঈরাদায় 'মহিত্য' সমধিষ্যা ভ্রমস্তীনাং
তাসাং তদর্শনোংকণা প্রলাপশ্রবণোদগতাঃ স্বদ্য বহ্যাদ্দর্শনাদয়েওপি তদর্শ-
নোংকণ্ঠয়া তাসাং প্রলাপমেবানুবদন্তাঃ তয়ত্রিশতা শ্লোকৈঃ । অত্রার্থোহয়-
মমুসদ্ধেরঃ । উক্তঞ্চ । সম্ভোগো বিপ্রলম্ব্য চ শৃঙ্গারো দ্বিবিধো মতঃ তত্র চ । ন
বিনা বিপ্রলম্ব্যন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে । কথায়িতে হি বস্তুদো ভূয়ান্ রাগো
বিবর্দ্ধতে । বিপ্রলম্ব্যওপি চতুর্ধা । পূর্বরাগো মানঃ প্রেমমবৈচিত্র্যং প্রবাস-

হইয়া বৃতি পাইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে শ্রবণ কালে যহা

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

উৎকণ্ঠা-গণ রহিত হইল ॥ অন্যান্য দুর্লভ বিনে রস পুষ্ট
নহে । পর্য্যুষিত রস হৈল কৃষ্ণ মনে লয়ে ॥ অন্য গোপীগণ
পায় বিচ্ছেদ-যাতনা । তাহা জানি লুকাইতে হইল বাসনা ॥
রাধিকার অতিশয় উৎকণ্ঠা বাঢ়াঞা । উৎকণ্ঠা প্রলাপ শুনি
ইহা হৈল হিয়া ॥ তেঁঞি লাগি কুঞ্জান্তবে কৃষ্ণ লুলাইলা ।
তারে না দেখিয়া রাই ব্যাকুল হইলা ॥ কৃষ্ণ অশ্রেষিতে রাই
সখীগণ লৈয়া । গমন করেন কুঞ্জ বাহির হইয়া ॥ সেই সঙ্গে
লীলাশুক নিজ সখা লৈয়া । রাই সঙ্গে ভ্রমে সবে কৃষ্ণ অশ্রে-
ষিয়া ॥ কৃষ্ণদরশন লাগি প্রলাপয়ে রাই । তাহা শুনি লীলা-
শুক দুঃখ বহু পাই ॥ বাহ আর অন্তর্দশায় গন বসাইয়া ।
প্রলাপানুসারে তাহা প্রলাপয়ে ইহা ॥ তেত্রিশ শ্লোকের অর্থ
এমতে জানিঞে । রাধিকা প্রলাপ কথা কৃষ্ণোদ্দেশ্য সবে ॥

মূৰ্দ্ধাভিষিক্তং মধুরাকুতীনং

শ্বেতি । প্রবাসঃ বুদ্ধিপূৰ্ণাবুদ্ধিপূৰ্ণভেদেন বিধা । বুদ্ধিপূৰ্ণোপি কিকিদ্দুরত্ব-
দূরগমনাদ্ধা । তত্র কিকিদ্দুরপ্রবাসাথাবিপ্রলস্তংস্মিন্ তাসাং বিরহোৎপন্ন-
দশ দশাঃ স্যাঃ । চিন্তা জাগরোদবেগৌ তানবং মলিনাশ্রুতা । প্রলাপো ব্যাধি-
কন্মান্দো মোহো মূৰ্ছাদিশা দশেতি । এতাস্তত্ত্বংশ্লোকেষু ব্যাখ্যাসান্তে । তত্র ।
সাক্ষিসিত্যাদিভিশ্চিহ্না । অদীরমিত্যাদিভিঃ প্রলাপঃ । ত্বচ্ছবমিত্যাদিভি-
রবেগঃ । বাবর মে ইত্যত্র মোহো ব্যাধিশ্চ । যাবর মে ইত্যত্র মূৰ্ছাঃ । হে
দেবেত্যাদিভিশ্চোক্তাদঃ । আভাসিত্যাদিভিশ্চানিলক্ষণং তানবমিতি । তত্র
প্রথমং নিজাধাসনপরমখীঃ প্রতি তাসাং তদ্বর্শনচিন্তোৎকর্ষণা প্রলপিতমমু-

তমুত্তবং প্রাণীয়মান হইতেছে । আর যিনি নিখিল অমৃত-

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এইরূপে শৃঙ্গার এক সম্ভোগ প্রকার । বিপ্রলস্ত মত আর
খাত্ত পরকাষ ॥ বিপ্রলস্ত চারিমত পূৰ্ণরাগ মান । প্রেম-
বৈচিত্র্য আর প্রবাস অখ্যান ॥ সে প্রবাস দুই মত উজ্জ্বল
প্রচার । বুদ্ধিপূৰ্ণাবুদ্ধিপূৰ্ণ অখ্যান যাহার ॥ বুদ্ধিপূৰ্ণ দুই
রূপ খ্যাত শাস্ত্রমত । কিকিদ্দুর সূদূর গমনখ্যাত যত ॥ এইত
প্রবাস হয় কিকিদ্দুর নাম । এই বিপ্রলস্ত হয় বিরহ বিধান ॥
তাহাতে রাসিকা আদি সব সখীগণে । দশদশা উপস্থিত হৈল
সেই ক্ষণে ॥ চিন্তা জাগরণ আর উদবেগ জানব । মলিন প্রলাপ
ব্যাধি উন্মান্দ দ সব ॥ মোহ মূৰ্ছা আদি করি এই দশ দশা ।
রাসিকাতে উপজিল কহি সেই ভাষা ॥ তাহার প্রথম দশা
চিন্তা উপজিগা । কৃষ্ণ দরশন কাণে চিন্তোৎকর্ষণ হৈলা ॥
আস পাশ সব সখী ললিতাদি করি । তাহা প্রতি কহে রাই
এই শ্লোকোচ্চারি ॥ সেই ভাষে মন হৈয়া লীলাশুক এথা ।
সেই মনভাব মত কহে সেই কথা ॥ এইত শ্লোকের এই

বালং কদা নাম বিলোকয়িষ্যে ॥ ২৩ ॥

বদমাং তন্নাদমুরগীনাংদৈরিত্তি সার্বিকঃ । তং বালং কদা নাম বিলোকয়িষ্যে ।
তন্নাদমুরগীনাং তমিত্যর্থঃ । কৌতুশঃ । সমৃদ্ধিঃ । তানবমূচ্ছাদিতমাধুর্ঘ্যৈঃ
পুটৈঃ । অমৃতবদাচরতীতি তথা তৈঃ । আভাসদানৈঃ সমাধুর্ঘ্যেণ ব্রজাণ্ড
নির্ভিত্য বৈকুণ্ঠপর্যন্তপ্রসঙ্গশীলৈঃ । লক্ষ্মী অপাকর্ষণাৎ । তদুক্তঃ । কঙ্কনমু-
ভূত ইত্যাদৌ, ভিন্দনশব্দকটাহভিত্তিমতিতো বদ্রাম বংশীধ্বনিরিত্তি । কৌতুশঃ
তং । মধুরাকৃতীনাং মূর্দ্ধাভিবক্তং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ । স্মান্তর্দিশায়াং ভৎপ্রেরক-

ময়ী আকৃতির মূর্দ্ধাভিবিক্ত অর্থাৎ মহারাজ স্বরূপ নেই
মাধুর্ঘ্যরাজ বালক অর্থাৎ কিশোরকে কবে আমি অবলোকন
করিব ? ॥ ২৩ ॥

বহুনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কহিল আভাস । এবে কহি শুন ইহাও অর্থ পরকাশ ॥ মুর-
লীর নাদ সঙ্কে কিশোর শেখর । কবে নিরখিব আমি শ্যামল
সুন্দর ॥ তানব মূচ্ছাদিত গান সমৃদ্ধ গাহিতে । মাধুর্ঘ্য
পুন্টতা বার অনূত চরিতে ॥ অতি দীর্ঘধ্বনি বাতে ব্রজাণ্ড
ভেদয় । যে ধ্বনি বৈকুণ্ঠ বা'ঞা লক্ষ্মী আকর্ষণ ॥ মধুর
আকার যত আছে ত্রিভুবনে । তার শিরোমার্ঘ্য রূপ সর্ষগনো
রমে ॥ অন্তর্দিশার এই কৈল প্রকটনে । স্মান্তর্দিশার অর্থ এবে
শুন করি মনে ॥ সখীভাবে লীলাশুক কহে সখীগণে । কবে
সে দেখিব শ্যামকিশোর মোহনে ॥ মুরলীর নাদ বাতে মাধু-
র্ঘ্যের সঁমা । রাই আকর্ষণ করে অতি মনোরমা ॥ সে শব্দে
সঙ্কেত বাণী কহেন রাইরে । কবে তাহা শুনি সুখী হইব
অন্তরে ॥ স্মান্তর্দিশার এই অর্থ বাহ্য দশা আর । সঙ্গী প্রতি

শিশিরীকুরুতে কদা নু নঃ

সঙ্কেতমুরলীনিদামুদিতং তমিতি । অনাং সমং । বাহে তু । আশ্বাসন-
পরান্ স্থান্ প্রত্যাশ্রিত্য । স এব ॥ ২৩ ॥

অথ পুনর্মুহুন্তীনাং করুণাদ্রোহসাবধুনৈব দর্শনং দাস্যতি, মা খেদং গচ্ছ-
তেতি । সখীভিরাশ্বাসিতানাং তদর্শনবহিঃপ্রাণবলীঢ়নেজাণাং তাঃ প্রতি তথো-
ক্তিমনুবদনমাহ । হু ভো সখাঃ স শিশুঃ কিশোরঃ শ্রীকৃষ্ণো নোহস্মাকং দৃশো-
যুর্গলং মুখেন্দ্রনা কদা শিশিরীকুরুতে তথা করিষ্যতি । কীদৃক্ । শিখিপিত্তঙ্গরা

অতঃপর “সকল সখীই কৃষ্ণদর্শনাভাবে মূর্ছিত হইয়াছে,
সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই দর্শন দিবেন, খেদ করিও না” এই-
রূপ সখীর আশ্বাসনবাক্যে অন্য সখীগণ তাহার বাক্যে শ্রীকৃ-
ষ্ণের বহুবল্লভত্ব বোধ করিয়া ক্রোধযুক্ত নেত্রে আগ্রাসকারিণী
সখীদিগকে কহিতেছেন” লীলাশুক ঐ ভাব আত্মায় আরোপ
পূর্বক কহিতেছেন ।

হে সখি ! নহরপিচ্ছহারী বলক অর্থাৎ কিশোর শ্রীকৃষ্ণ

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কহে সেই ভক্তি অর্থ মার ॥ কবে সে কিশোর কৃষ্ণ দেখিব
নয়নে । শিরোধার্য্য হয় যেহ মাধুর্য্যের গণে ॥ অমৃত মুরলী-
ধ্বনি সমুৎসের সনে । কবে সে দেখিব শ্যাম ॥ মদনমোহনে ॥
এই তিন মত অর্থ কৈল প্রকটন । এইমত জানিহ তেত্রিশ
শ্লোকে ক্রম ॥ অন্তর্দশার অর্থ এথা কহিব বিবরি । সংক্ষেপে
জানিহ ছই অর্থের চাতুরী ॥ ২৩ ॥

এক কহিতে রাষ্ট্র, পুণঃ রহে মোহ পাই, গোবিন্দের
কিহু বেদনে । তাহা দোখ সখীগণ, কহে কৃষ্ণ এই জন,
তোমাঙ্কে তোষিবে দরশনে ॥ খেদ না বাড়াহ সখি !

কৃষ্ণকর্ণামৃতম্ ।

পূজ্যপাদ-শ্রীল কবিবর-বিষ্ণুমঙ্গল-
বিরচিতং ।

শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজকৃত “রসিকরঙ্গদা”-
নামটীকয়া তথা শ্রীযদুনন্দনঠাকুরবিরচিত-
বঙ্গীয়পদাবল্যা চ সহিতং ।

৩রামনারায়ণবিচারত্নেন
বঙ্গভাষ্যানুদিতং ।

শ্রীব্রজনাথমিশ্রণাম্য—

তৃতীয়সংস্করণঃ

প্রকাশিতঃ ।

মুর্শিদাবাদ,—

মহরমপুর রাধারমণযন্ত্রে

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল প্রিন্টার

দ্বারা মুদ্রিত

সন ১৩৩৬ সাল । শুভ বৈশাখ ।

শিখিপিজ্জাতরংগঃ শিশুদৃশোঃ

যুগলং বিগলনমধুদ্রব-

ভরণং মোলির্ষণ্য । কীদৃশেন তেন বিগলন্তো মধুদ্রবা যস্মিন্ তাদৃশং যৎ স্মিতং
তস্য মুদ্রয়া ভঙ্গ্যা মুহুয়া । স্বান্তর্দর্শনাং প্রেরণপ্রেরণহর্ষজতাদৃশস্মিতস্যাস্যতো

কবে আমার লোচনযুগলকে বিগলিত মধুদ্রবারা সম্বলিত-

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

দেখি তোমা সবে ছুঃখি, ক্রনেক ধৈর্য্যতা কর মনে । এই
আশ্বাসয়ে তারা, অন্তরে বিরহজ্বালা, নেত্রজ্বালা কৃষ্ণ অদর্শনে ॥

তা সবাকৈ ধনী কহে, বিরহবেদনাচরে, সেই কথা লীলা-
শুক কহে । কহিল আভাস এই, এবৈ শুন শ্লোক যেই, অর্থ-
গণ সুধা সব হয়ে ॥

সখি হে ! শ্যামধাম কিশোর শেখর । দেখইয়া মুখচন্দ্র,
দিবে মোরে স্থানন্দ, নেত্র কবে করিব শীতল ॥ ৫ ॥

শিখিপিচ্ছ ভূষা যার, স্মেরমুদ্রা মনোহর, যাতে গলে মধু-
দ্রবাধার । স্মিতভঙ্গী মুছ অতি, মাতায়ে যুবতিমতি, হেন মুখ-
চন্দ্রশোভা যার ॥

এই অন্তর্দর্শা অর্থ, শুন স্বান্তর্দর্শা অর্থ, লীলাশুক মনে
যাহা লয় । রাধিকা প্রেরণ মার, এই স্মিতমনোহর, কবে সে
জুড়াবৈ নেত্রদ্বয় ॥

বাহে সঙ্গী প্রতি কহে, কৃষ্ণ মুখচন্দ্রময়ে, তাতে মুছস্মিত
মধুদ্রবে । শিখিপিচ্ছভূষাকেশ, মোর নেত্রযুগ দেশ, স্থশীতল
করিবেন কবে ॥

ওখা অতি উৎকণ্ঠাতে, পৃথক্ পৃথক্ রীতে, গোবিন্দ
প্রার্থনা করে দবে । তাহাতে রাইর মন, হৈল অতি উচাটন,

স্মিতমুদ্রামুদ্রনা মুখেন্দুনা ॥ ২৪ ॥

কারুণ্যকৰ্ম্মরকটাক্ষনিরীক্ষণেন,
তারুণ্যসম্মলতশৈশববৈভবেন ।

যমুদ্রগং গোপনং তেন মুদ্রনা । অন্যং সমং বাহেতু পূৰ্ণবৎ ॥ ২৪ ॥

অথাভ্যংকঠয়া শ্রীকৃষ্ণমেব পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থয়মানানাং বচোহম্বদদ্রাহ ।
হে কৃষ্ণচন্দ্র কারুণ্যেন কুৰ্ণরং চিত্রং যং কটাক্ষনিরীক্ষণং তেন মে লোচনং
শিশিরীকুর করুণরসস্য চিত্রবর্ণদ্বাং কৰ্ম্মরত্বং । কীদৃশেন তারুণ্যসম্মলিতং
শৈশবকৈশোরং তস্য বৈভবেন সম্প্রাপ্তং তথা ভুবনমপ্যাপুষ্টতা সম্যক্ স্থলী-
কুৰ্ণতা । তথা অমৃতবিন্ধমো বিলাসো যস্য তেন । শ্রীকৃষ্ণস্য চন্দ্ররূপকত্বেন

স্বীয় মুখচন্দ্রদ্বারা শীতল করিবেন ॥ ২৪ ॥

অতঃপর “অতিশয় উৎকণ্ঠাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকেই পুনঃ পুনঃ
প্রার্থনা করিতেছেন” এই বাক্যের অনুবাদ করিয়াই যেন
গ্রন্থকর্তা বলিতেছেন ॥

হে কৃষ্ণচন্দ্র ! আপনি কারুণ্যপূর্ণ কটাক্ষদৃষ্টি ও ভুবন

যজ্ঞনন্দনঠাকুরের পদ্য :-

সেই বাক্যে পড়ে শ্লোক লোভে ॥ ২৪ ॥

সখি হে ! কৃষ্ণের করুণাময় আঁখি । বিচিত্র কটাক্ষ তার,
যাতে নানা ভাবোদ্গার, নিরখিয়া নেত্র করু স্থখী ॥ ধ্রু ॥

কৈশোর বিলাস যাতে, বিভ্রম বিলাস তাতে, অমৃত
বৈভব মধুরিমা ! অখিল ভুবনজন, স্থখ পুষ্টি অনুক্ষণ, করে
যার কটাক্ষের কণা ॥

কৃষ্ণচন্দ্র রূপরাশি, মাধুর্য্য তরঙ্গ হাসি, তাহে আর তারু-
ণ্যের ঘটা । বিলাস বিভ্রম তাতে, অপান্ন মাধুরী যাতে, স্নিগ্ধ
করু মোর নেত্র ছটা ॥

আপুষ্কতা ভুবনমদ্রুতবিভ্রমেণ

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শিশিরীকুরুলোচনং মে ॥ ২৫ ॥

কদা বা কালিন্দীকুবলয়দলশ্যামলতরাঃ

স্বলোচনয়োর্বিরহার্কেপ্রতপ্তকুমুদত্বং ধ্বনিতং । যবা, নিরীক্ষণেন বৈভবেন বিজ্ঞ
মেণ চ মে লোচনং তথা কুরু । আপুষ্কতেতি ত্রয়াগাং বিশেষণং । চন্দ্রোহপি
তথা কলোতি ইতি রূপকং । স্বাস্তদশায়াং তু প্রেয়সীশেষণরূপং তন্নিরীক্ষণং ।
অন্যং সমং । বাহে তু স্পটং ॥ ২৫ ॥

পুনামুহন্তীনাং মা খেদং গচ্ছতামুনৈব মুরলীং বাদয়ন্ শ্রীকৃষ্ণঃ কটাক্ষাব-
পোষণকারী তথা আশ্চর্য্য শোভাশালী তারুণ্যযুক্ত শৈশব
বৈভববারা আমার লোচনদ্বয়কে শীতল করুন ॥ ২৫ ॥

অতঃপর “সখিগণ মুচ্ছিত প্রায় হইলে, “খিন্ন হইওনা”
এই বলিয়া আশ্বাসকারিণী সখীদের বাক্যই অনুবাদ করিয়া
বেন গ্রন্থকর্তা বলিতেছেন ॥

হে সখিগণ ! কালিন্দীর কুবলয়দলতুল্য শ্যামবর্ণ করুণা-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এতেক কহিতে রাই, পুনঃ রহে মোহ পাই, তাহা দেখি
সব সখিগণ । আশ্বাস ক রয়া কহে, ধৈর্য্য ধর সখী ওহে, কৃষ্ণ-
চন্দ্র আসিবে এখন ॥

মুরলীবাদন করি, কটাক্ষে তোমায়ে হেরি, অতিসুখী
করিবে তোমায়ে । এরূপ আশ্বাস শুনি, চেতন পাইণা ধনি,
প্রলাপ করিয়া পুছে তারে ॥ ২৫ ॥

সখি হে ! সত্য মোরে কহ স্নানিশ্চয় । কৃষ্ণের কটাক্ষ
ধারা, স্বধারস সত্য পারা, কবে জুড়াইবে নেত্রদ্বয় ॥

কবে বা আসিবে হরি, সে কটাক্ষভঙ্গী করি, আজি

কটাক্ষা লক্ষ্যন্তে কিমপি করুণাবীচিনিচিতাঃ ।

লোকনেন বঃ প্রণয়িব্যতীত্যাশ্বাসয়ন্তীঃ সখীঃ প্রতি সোৎকণ্ঠপ্রশ্রুতাপানমুখা
দগ্নাহ । তে কটাক্ষাঃ কদা বা লক্ষ্যন্তে লক্ষ্যন্তে তং কথয়েতি শেষঃ । ইতুৎ-
কণ্ঠোক্তিঃ । কিম্বা । নালীকিনীং নিশি বনোৎকলিকামশঙ্কঃ ক্ষিপ্ত্বা বৃতীর-
রন্যগজঃ ক্ষুণ্ণতি । অত্রানুরাগিণী চিরাচ্ছদতেহপি ভানৌ হা হস্ত 'কং সখী
মুখং ভবিতা বারাক্য ইতিবৎ । ইদানীং ত্রিয়ামহে কদা বা তে লক্ষ্যন্তে তে
বা কদা তোষং ধাস্যন্তীতি নৈরাশ্যোক্তিঃ । কীদৃশাঃ কালিন্দীকুবলয়নাং নদা-

পূর্ণ কটাক্ষবিক্ষেপ এবং কোন এক অনির্বচনীয় করুণা-

বহনন্দমঠাকুরের গদ্য ।

মোর প্রাণ অন্ত হয় । কবে বা দেখিব তারে, শুন প্রিয়া সখি
আরে, না দেখিলে প্রাণ নাহি রয়

কালিন্দীর কুবলয়, দল করে পরাজয়, অতি শ্যাম তরল
কটাক্ষ । করুণাতরঙ্গ তাতে, সংযোগ উত্তম রীতে, তা দেখিতে
কোথা মোর ভাগ্য ॥

কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি, ত্রিভুবনবিমোহিনী, অতিস্নানীতল
স্নকোমলা । কামবৈরি রুদ্রজটা চন্দ্র হৈতে শৈত্য ষটা, কবে
সে শুনিব গানকলা ॥

জটাস্থিতা জাহ্নবীর, সদা স্থিতি শৈত্য তার, তাতে ঢাকা
যেই চন্দ্র আছে । তাহার শৈত্যতা জিনি, মুরলীর কল ধ্বনি,
তা শুনিতে ভাগ্য কোথা আছে ॥

এতেক কহিতে রাই, দিব্যোন্মাদ দশা পাই, মোহিতা
হইলা সেই ক্ষণে । ললিতাদি সখীগণ, করাইলা মচেতন, কৃষ্ণ-
কণ্ঠমাল্য-গন্ধার্পণে ॥

চেতন করাঞা কহে, শুনহ সরলা ওহে, শঠ কৃষ্ণ অতি

কদা বা কন্দর্পপ্রতিভটজটাচন্দ্রশিশিরাঃ

তোহপি শ্যামলতরা অতিশ্যামলাঃ । শ্যামতরলা ইতি পাঠে ততোহপি শ্যামা-
স্তরলাশ্চ যে । অত্র কুবলয়শব্দেন শ্যামলশব্দস'হচর্যাৎ নীলোৎপলমেবোচ্যতে ।
কিমপ্যনির্জনীয়া যাঃ করুণাবীচয়ঃ তাভিনির্জিতাঃ খচিতাঃ তথা ভাগ্যং নাস্তি-
চেতুর্দা দূরতোহপি তে মুরল্যা কেলিনির্জিতাঃ কমপ্যন্তুহোষঃ কদা বা দধতি
ধাসাস্তি তেষাং বিয়োগজকামাগ্নিহন্যহনাশকাভিশৈত্যমাহ । কন্দর্পপ্রতিভটস্য
রুদ্রস্য জটাহিতচন্দ্রতোহপ তশিশিরাঃ । জটাহিত্যচ্ছায়াশীতলগঙ্গাজলপ্লাবিত-
ত্বাৎ চন্দ্রস্যাতিশৈত্যমুক্তং । তথা কন্দর্পপ্রতিভটজটাস্বদেন কামাপঘানং চ

তরঙ্গ নিচিত ও কন্দর্প প্রতিবিন্দ রুদ্রজটাস্ব চন্দ্র অপেক্ষা

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

দুঃখদায়ী । তার চিন্তা ত্যাগ করি, সুখী হও চিত্ত, ভরি কেনে
দুঃখী চিন্তা করি স্থায়ী ॥

এমত সখীর বাণী, শুনি রাই সুনয়নী, যত্ন করে চিন্তা
ছাড়িবারে । এই কালে রাসে ত্যক্ত, বিরহিণীগণ যত, কৃষ্ণ
গুণ গান উচ্চেষরে ॥

তাহা শুনি সুধামুখী, ব্যাকুল হইয়া দুঃখী, সখী প্রতি
কহেন বচন । ইহা সশকারে সখি, মান্য কর এবে দেখি,
কাহিতে হৈল দিব্যোন্মাদগণ ॥

তাহাতে সাক্ষাৎ হেন, কৃষ্ণ চন্দ্র দেগে যেন, অন্য নারী-
ভোগ করি আইলা । নিজ কুচকুসুমত, মানে অন্য নারী ভুক্ত,
এইরূপ কৃষ্ণকে দেখিলা ॥

যেন কৃষ্ণ আসি কহে, শুন প্রাণপ্রিয়া ওহে, আইলাও
আমি শুনি তুয়া গান । সুপ্রসন্না হও মোরে, বেরূপ বিনয়
করে, রাইর সাক্ষাৎ হেন জ্ঞান ॥

কমপ্যন্তস্তোষং দধতি মুরলীকেলিনিদাঃ ॥ ২৫ ॥

অধীরমালৌকিকমাদ্রজল্লিতং

সূচিতং । স্বাস্তদর্শনাং প্রেমসীপ্রেরণকটাক্ষবেণুনাং স্বেয়াঃ । বাহ্যার্থঃ
স্পষ্টঃ ॥ ২৬ ॥

ইতঃ পরং শ্রীরাধায়া উন্মাদাবস্থোৎপ্রলাপানুবদনং যাবৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং ।
তত্র প্রথমং তস্যাশ্চিত্তজরাধা প্রলপতমমুবদনমাহ পঞ্চাভিঃ শ্লোকৈঃ । অথান্যা
ব্রজদেব্যো জয়তি তেহধিকং জন্মেনত্যাদিবৎ তৎসঙ্গগানাবলম্বনা বভূবুঃ । শ্রী-
রাধাতু মূচ্ছন্তী সখীভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠমালাং নাসায়াং ন্যাস্য প্রবেদিতা ।
তথা অগ্নি সরলে শঠস্য তস্যাতিহিংস্রাং চিন্তাং বিহার কণং সুখিনী ভবেতি
সখীবচনাং । তথা প্রযত্নং কুর্কন্তী তাভির্বিগ্নিততৎসঙ্গশ্রবণবিকলা এতা বারম-
তেতি সখীঃ প্রতি কথয়ন্ত্যেব দিব্যোন্মাদোন্মত্তা পুরস্থিতং স্বকুচযুগ্মাঙ্কিত
মপ্যন্যাসংভুক্তং প্রিয়ে তব সঙ্গগানশ্রবণাদাগতোহস্মি প্রসীদেতান্ননয়ন্তমিব
তং মত্বা সের্ষ্যোদাসীন্যং স্বাভিজ্ঞত্বপ্রকাশং যৎ প্রলাপ তদমুবদনমাহ । হে
নাথৈতৌদাসীন্যেন গোপিকা এব । নিম্মার্থে ক প্রত্যয়ঃ । এতা অবিদগ্ধা এব

অতীব স্নানীতল মুরলীর কেলিনিদা কবে আমার অন্তকরণে
সন্তোষ বিধান করিবে ॥ ২৬ ॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনাতে শ্রীরাধার উন্মাদ ও প্রলা-
পাদি অনুবাদ করত গ্রন্থকর্তা বর্ণন করিতেছেন ॥

হে নাথ ! গোপিকাগণ তোমার চঞ্চল দৃষ্টি, প্রজল,

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ঈর্ষা করি কহে কথা যেন উদাসীন মতা, প্রলাপে স্বাভিজ্ঞ
প্রকাশয় । লীলাশুক তাহা শুনি, কহেন রাইর বাণী, এক
শ্লোক অতি অর্থময় ॥ ২৬ ॥

দিব্যোন্মাদ উপজিল, রাই সর্ব্ব পাসরিল, কৃষ্ণচন্দ্র সাক্ষাৎ
মানিয়া । ঈর্ষা করি কহে বাণী, নাথ প্রতি উদাসিনী, নিন্দা

গতঞ্চ গম্ভীরবিলাসমহুরং ।

তে অবীরং সৰ্ব্বত্যাগেণাশ্রিতায়ামপি কস্যাক্ষিং হৈর্হ্যারহিতঃ । আ জীবৎ
লোকিতমধীরং মদৌরনর্তনমিব মনোজ্ঞঃ শরভুদাশয় ইত্যাদিনা বদন্তী গায়ন্তী ।
বিদন্তীতি পাঠে জানন্তী । তথা ধূর্তস্য তে জন্মিতং আ জীবদাদ্রং ব্যাধানামিব
মুখএবদ্রং যজ্জন্মিতং গম্ভীরবিলাসেন পুতনাবধবাসনৈধিতস্ত্রীবধেচ্ছাস্বরূপেণ ।
মহুরং স্বগিতমপি স্নিক্ণগম্ভীরনর্মসূচকং স্বার্থধ্বনিরূপবিলাসেন মহুরং বদন্তি ।
মথুরয়া গিরেত্যাদিনা গায়ন্তি । উক্তঞ্চ, মুখং পদ্মদলাকারং বাচঃ পীযুষশীতলাঃ ।
হৃদয়ং কর্তরীতুলাং ত্রিবিধং ধূর্তলক্ষণামতি । তথাগতং গমনং রাসাং কুঞ্জতচ্চা-
লক্ষিতাস্তরঙ্গানাং জাতুমশক্যো যো বিলাসন্তেন মহুরমপি মত্তগজস্যেব গম্ভীর
বিলাসমহুরং । বস্মধূর্ধাগতিরিত্যাদিনা গায়ন্তি । তথালিঙ্গিতং । অমন্দং ন
বিদ্যতে মন্দং পরদাহকং যস্মাং তাদৃশমপি অমন্দং গাঢ়ং পীনস্তনীগণসুখদং

গম্ভীর-বিলাস-শোভিত মহুর গমন, প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গন

মহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

অর্থ প্রকট করিয়া ॥

শুন নাথ কহি যে নিশ্চয় । অজ্ঞ গোপাঙ্গনাগণ, না জানে
তোমার মন, দোষ গুণে গুণ বিস্তারয় ॥ ধ্রু ॥

সর্বত্যাগী যেই জন, করে তারা আশ্রয়ণ, তাতে তুয়া
ধৈর্য্য আলোকন । অজ্ঞ গোপাঙ্গনাগণ, কহে নৃত্য খঞ্জন, হেন
তোমার কমললোচন ॥

বচন কোমলতেন, ওহে আদ্র গুণ হেন, মুখে মাত্র কোমল
বচন । বধিয়া পুতনানারী, বধিতে বাসনা ভারি, নারীবধ
ইচ্ছা প্রপূরণ ॥

অজ্ঞ গোপাঙ্গনা কহে, তোমার বচন ওহে, স্নিক্ণ স্বগ-
ম্ভীর নর্মগয় । শব্দ অর্থ ধ্বনি রূপ, বিলাসের স্বরূপ, প্রত্য-
ক্ষরে মাধুরী অবয় ॥

অমন্দমালিঙ্গী ওমাকুলোন্মদ-

বদন্তি । আলিঙ্গনস্থগিতমিত্যাदिना गीर्यन्ति तथा प्रेक्षकानाकुलवृत्तीत्याकुलं
तच्च तानेवोन्मदयति प्रपन्नतीक्ष्णमदकं तादृशं वं स्मितं । कीदृशं । अमन्दं न
विद्यते मन्दं परदाहकं यस्यां तादृशमपि अमन्दं सर्वसुखदं । निजजनस्यस्व-
सनं श्रितेत्यादिना गीर्यन्ति मदधातेर्प्रेषिणार्थे घटादिभ्यां वृक्षाभावः । किंवा
সৌমুঠমাহ । এতা এ৷ তবালোকিতাদিকমধীরমধৈর্যাং বদন্তি অহন্ত মনোজ্ঞঃ
কদামীতি বিপর্যয়েণ বাখ্যেয়ং তত্র দিব্যোন্মাদলক্ষণং । যথোজ্জলনীলমণৌ ।
পূৰ্ব্বোক্তা যঃ প্রেমঃ পরাবস্থারূপো ভাবঃ । স বিবিধঃ । কটোহধিকরূঢ়শ্চ ।
অধিকরূঢ়োহপি দ্বিধা মোদনো নাননশ্চ । মোদন এব বিশ্লেষদশায়্যং মোহনো

এবং আকুল ও উন্মত্তভাবে দীঘং হাস্য কীর্তন করি-

যহনন্দনঠাকুরের পদ ।

গমন তেমনি তোমা, রাস হৈতে কুঞ্জভূমা, কুঞ্জ হৈতে
পুনঃ অন্যস্থানে । জানিও বিষম যার, বিলাসের স্বেস্তার,
তেমন মন্দের গতি নানে ॥

অজ্ঞ গোপাঙ্গনা বোলে, মদমত্ত গজবরে, জিনিয়া মন্দের
গতি অতি । আলিঙ্গন হয় তেন, এই লয় মোর মন, পর-
পোড়াইতে মন্দ অতি ॥

অজ্ঞ কহে শ্যামধাম, আলিঙ্গন অনুপাম, পীনস্তনীগণ
সুখদায়ী । তেমনি তোমার শ্রিত, উন্মাদয়ে নিরীক্ষিত, জনে
সদা ব্যাকুল করয়ী ॥

পরের দাহক যেই, মন্দ নহে শ্রিত সেই, অজ্ঞ নারী কহে
সুখদায়ী । অমৃত মাধুরী ঘটা, কহে মন্দশ্রিতছটা, যাতে
করে ধ্যানের বিষয়ী ॥

এইমত অর্থ এক, শ্লোক দেখি পরতেক, আর মত অর্থ

স্মিতঞ্চ তে নখি বদন্তি গোপিকাঃ ॥ ২৭ ॥

ভবতি । এতস্য মোহনাথস্য গতিং কামপূ্যপেয়ুযঃ । ভ্রমভা কাপি_২বৈচিহ্নী
দিবোন্মাদঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । উদ্যুর্ণী চিত্রজল্লাদ্যাস্তদ্বদা বহবো মতা ইতি । তত্র
চিত্রজল্লঃ । প্রেষ্ঠস্য সূহৃদালোকে গূঢ়রোষবিজুস্তিতঃ । ভূরিভাবময়ো জল-
শ্চিহ্নজল্ল উদাহৃতঃ । সূহৃদালোক ইতি তস্য তদীয়ানাং চোপলক্ষণং । স চ
দণাঙ্গঃ । প্রজল্ল পরিজল্ল-বিজল্লোজ্জল্ল সংজল্লাভিজল্লাজল্ল-প্রতিজল্লসু-জল্লাঃ । এষ
শ্রীদশমে ভ্রমরগীতার্নাং ব্যক্তএব । তত্র শ্লোক এবাংগঃ প্রজল্লঃ । তল্লক্ষণং ।
অসুয়েৰ্ষ্যামদযুজা যোহববীরণমুদ্রা । প্রিয়সাকোশলোদগারঃ স প্রজল্ল ইতী-
ষাতে । যথা মধুপেত্যাদি গোপিকা এব বদন্তি । তথার্জ্জল্লতমিত্যাदि জল্লো-
হপি । তল্লক্ষণং । ভঙ্গ্যান্যসুধবং প্রোক্তং বৈশ্ণোক্তিরাজল্লঃ । যথা বয়মুতমিবে-
ত্যাদি । এতা এব নাহমিতি স্ববৈচক্ষণাবাক্যাগতক্ষেতিচ পরিজল্লঃ । তল্লক্ষণং ।

তেছেন ॥ ২৭ ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শুন সার । কহেন মোল্লু^৩ বাণী, কৃষ্ণ প্রতি সুনয়নী, যাতে
অতি মাধুর্য্য প্রকার ॥

অধীর আলোক মধু, বাণী তেন স্নিগ্ধ সীধু, ধৈর্য্য গতি
গম্ভীর বিলাস । আলিঙ্গন নহে মন্দ, স্মিত তেন সদানন্দ,
গোপী কহে নারী-দুঃখ-ফাঁস ॥

দিবোন্মাদ লক্ষণ, করায় কৃষ্ণক্ষুরণ, উজ্জ্বলে আছয়ে
ন্যক্ত তাহা । পূৰ্ব্বোক্ত প্রেম যেই, পরাবস্থা ভাব সেই, দুই
রূপে সদা স্থিতি ইহা ॥

রুঢ় অধিরুঢ় নাম, ব্যক্ত হয় আখ্যান, অধিরুঢ় দুই মত
হয় । মোহন মাদন নাম, বিচ্ছেদ দশার স্থান, মদনমোহন
উপজয় ॥

এইযে মোহন নাম, কোন গতি অনুষ্ঠান, ভ্রম-ভাভা

তগ্নির্দয়তা শাঠ্যাদবুদ্ধ্যা স্ববিচক্ষণতাত্ম্যাক্তিঃ পরিজ্ঞঃ । যথা স্তম্ভনস ইবেত্যাদি ।
 অধীরমিতি সংজ্ঞঃ । লক্ষণং । সোল্লুপ্ত্যাক্ষেপমুদ্রয়া তদকৃতজ্ঞতোদগারঃ সং-
 জ্ঞঃ । যথা । স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টেত্যাদি । অমন্দমানিষিতমিত্যবজ্ঞঃ । লক্ষণং ।
 সন্তরেণ্য তৎকাঠিন্যকামিতোদগারোহবজ্ঞঃ । যথা । দ্বিয়মকৃত বিরূপামিত্যাদি
 আকুলোন্মাদম্মিতমিত্যজ্ঞঃ । তল্লক্ষণং । সগর্বেষয়া তৎকুহকতাখ্যানেন তদা-
 ক্ষেপে উজ্ঞঃ । যথা কপটকচিরহাসেত্যাদি । স্বাষ্টর্দিশায়াং । শ্রীবাধাত্যাগজ-
 রোগান্তধোক্তিঃ । বাহে গোপিকা এব মধুরহেন বর্ণমিতুং জানন্তি ॥ ২৭ ॥

অথ ক্ষণান্তংতত্রাপশ্যন্তী অবধীরণয়াগতমিব মহা জাতপশ্যন্তাপা সোং.

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বৈচিত্রিপ্রকাশে । দিব্যোন্মাদ কহি তারে, উন্মূর্ণাদি যাতে
 ধরে, চিত্রজ্ঞ আদি ভেদ ভাষে ॥

চিত্রজ্ঞ দশ অঙ্গ, ভ্রমরগীতা প্রসঙ্গ, ব্যঙ্গ আছে প্রতি
 স্থানে স্থানে । দশমে প্রকট তাহা, উন্মূর্ণ দেখিয়া যাহা, কহি-
 লেন ব্রজদেবীগণে (শ্রীমদ্ভাগবতের । ১০ । ৪৭ । ১০—১৯)

গোবিন্দের প্রিয় দেখি, ভূরিভাব অঙ্গে মাখি, যেই জ্ঞ
 সেই চিত্রজ্ঞ । অসূয়েয়া মদ গর্বে, কুহকতা কহে সর্বে,
 সোল্লুপ্তন কহেন অনল ॥

এই দিব্যোন্মাদে রাই, ক্ষণেকে দেখয়ে তাই, কৃষ্ণ যেন
 অবজ্ঞা বচনে । অন্যত্র চলিয়া গেলা, এই মনে উপজিলা,
 তপোৎকণ্ঠা হৃদি প্রকাশনে ॥

চতুঃশ্লোকে কহে কথা, সদৈন্য গান্ধীর্ঘ্য-মতা, সচাপল্য
 উৎকণ্ঠা সহিতে । সেই ভাবে লীলাশুক, শ্লোক পড়ে অদ-
 ভূত, ভক্তস্থ যাহাকে শুনিত্তে ॥ ২৭ ॥

* অন্তোকস্মি তত্তরমায়িতায়তাক্ষং

কণ্ঠঃ চতুশ্লোকীমাহ সৈব সুজলঃ । তল্লক্ষণং । তত্রাজ্জবাং সগাস্ত্রীর্ঘাং সদৈন্যং
সহচাপলং । সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ পৃষ্ঠঃ স সুজল ইতি শ্রুতঃ । যথা অপি বতেত্যাদি
তত্র যথা চতুষু পাদেষু গাস্ত্রীর্ঘাদ্যাশ্চত্বারো ভাবা বাক্যাস্থথাত্র চতুষু শ্লোকেষু ।
তত্র প্রথমং তদর্শনোৎকণ্ঠয়া অপি বতেতি প্রথমপাদবৎ সগাস্ত্রীর্ঘাং তৎপ্রল-
পনমহুবদনমাহ । তে তব মহঃ কাস্তিপূরমপ্যহং দৃশ্যাসং । যথা তত্র মধুরাস্বিত্যা
কদাচিদাগমনমপি সম্ভবেত্তথাত্রাপি তৎকাস্তিদর্শনে জাতে তদর্শনমপি সম্ভবে-

অতঃপর ক্ষণকালে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া অবজ্ঞা
পূর্বক ঘেন আসিয়াছেন, এই বাক্য গ্রহকর্ত্তা বর্ণন করিতে-
ছেন ॥

হে নাথ ! তোমার অনল হাস্যভরে আয়ত অক্ষিযুগল

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

প্রাণনাথ শুন মোর এই নিবেদন । কুঞ্জেতে প্রেরণ রূপ,
যে কটাক্ষ অপরূপ, পুনঃ আসি দেহ দরশন ॥ ৬ ॥

রাসগগুলীর মাঝে, শঙ্কত বংশর নাদে, সঙ্গে যেই কটাক্ষ
প্রেরণ । অতি সুগাধুণী, আহ্লাদয়ে নেত্র আর, চিত্তে হয়
আনন্দ পরম ॥

যদি বল অন্য নারী, জানিবেন এ চাতুরী, তারা মোরে
করিবেন রোষ । নিজগণ সখীসঙ্গে, রহ অন্য পর সঙ্গে, কটাক্ষ
প্রার্থনা অতিদোষ ॥

তবে শুন কহি আমি, মন দিয়া শুন তুমি তুমি যদি প্রেমম

* অত্র প্রহর্ষিনী বৃত্তং । তদ্বাক্যং ছন্দোমঞ্জরীয়া । ত্র্যাশাভিম'নজরগাঃ প্রহর্ষি
ণীয়াং ॥

নিঃশেষস্তনমুদিতং ব্রজাঙ্গনাভিঃ ।

নিঃসীমস্তবকিতনীলকান্তিধারঃ

দৃশ্যাসং ত্রিভুবনসুন্দরং মহন্তে ॥ ২৮ ॥

দিতি গান্ধীর্ষ্যং । কৌদৃশং নিঃসীম সৌন্দর্যাদিনাবধিশূন্যং মাং ত্যক্ত্বানাজ্জ
গমনান্নিমগ্ন্যাদমপি । অতোহন্যাসঙ্গলগ্গচন্দনকুঙ্কুমযাবকাদিনা স্তবকিতা নীল-
কান্তিধারৈব লতা যস্মিন্ । অন্যাসঙ্গগোপনেন মৎপ্রতারণয়া স্তোকোহল্পঃ
স্মিতভরো যস্মিন্ । তথা তেনৈব হেতুনা আয়তায়তে অত্যায়তে অগ্নিগী যত্র ।
নম্বন্যাসঙ্গনাসত্ত্বকংমাগবধীর্ষ্য পুনঃ কিমিতি দ্বিদৃক্ষসে ইতি মনস্যুট্টক্য সদৈন্য-
মাহ নিঃশেষৈঃ স্তনৈঃ সর্বাভিঃ ব্রজাঙ্গনাভিরপি কিমুতৈকয়া মুদিতং তদপি মম
সুখদমিত্যর্থঃ । সর্বত্র হেতুঃ ত্রিধিতি ত্রিভুবনমেব সুন্দরং যস্মাৎ । স্বাত্ত্বদৃশ্যাসং
প্রেরয়ী প্রেরণায় স্তায়তাকাদিঃ বিশিষ্টং তদিত্যর্থঃ । বাহার্থঃ স্পষ্ট এব ॥ ২৮ ॥

ব্রজাঙ্গনাদিগের অশেষরূপে স্তনমর্দনকারি, অসীমরূপে প্রকা-
শিত লীলার আধার স্বরূপ ও ত্রিভুবনসুন্দর তেজঃ আমি করে

যত্ননন্দনটাকুরের পদ্য ।

হুইয়া । সেইরূপ বেশ ধর, সেইরূপ কটাক্ষ কর, ত্রিই মোর
নিকটে আসিয়া ॥

অপর গোপিকা অন্য, সহস্র যে আছে ধন্য, কিবা কার্য্য
তাতে আছে মোর । কি করিবে রোষ করি, তোমা না
দেখিলে মরি, তুমি যাত্র চাহ নেত্র ওর ॥

তুমি অপ্রসন্ন ববে, দর্শন না দিবা তবে, অন্য গোপী নিজ
সখীগণ । তাহাতে বা কিবা কাজ, দুঃখদায়ী সব সাজ, অত-
এব দেহ দর্শন ॥

এতেক কহিতে রাই, চিত্তে মহোৎকর্ষ্য পাই, গোবি-
ন্দের দর্শন লাগিয়া । সগান্ধীর্ষ্য প্রলাপন, পড়ে শ্লোক মনো-

ময়ি প্রসাদং মধুরৈঃ কটাক্ষৈ-
বংশীনিনাদানুচরৈর্বিধেহি ।

অথ পূর্বকৃতকুঞ্জপ্রেরণস্বত্যা। জ্ঞাতাভিলাষসম্বাৎ ক্রমমপাল্লভ্বা ভুজমগুরু-
জগন্ধমিতিবং সোৎকর্ষঃ প্রলপন্ত্যা বচোহমুদনমাহ । হে প্রাণনাথ কুঞ্জপ্রেরণ
রূপৈঃ কটাক্ষৈঃ ময়ি প্রসাদং বিধেহি । আগত্য তথা তৈঃ পুনঃ প্রেরয়ত্বার্থঃ ।
কীদৃশৈঃ । শঙ্কতরুপং বংশীনিনাদমমুচরন্তীতি তথা তৈঃ । তথা মধুরৈরাহ্লা-
দকৈঃ । নমু । পুনঃ সর্কাসাং মধ্যে তথা কৃতে, তস্যা অমুনি নঃ ভোগমিত্যা-
দিবং । কামিন্যাঃ কামিনেত্যাদিবচ তাভ্যাং মাঞ্চ প্রতিক্রোধোদ্যুস্তংসখীভি-
রেণাত্মানং সুখয়ালঙ্ঘনয়া প্রার্থয়েত্যশঙ্ক্য সগর্কসদৈন্যমাহ ত্রয়ীতি । স্বয়ি

সন্দর্শন করিব ॥ ২৮ ॥

অতঃপর পূর্বের কুঞ্জপ্রেরণ স্মরণ করত, অত্যন্তাভিলাষে
ক্রমোল্লঙ্ঘনপূর্বক উৎকর্ষায় শ্রীরাধা প্রলাপ করিতে লাগি-
লেন, গ্রন্থকর্তা এই বিষয় বর্ণন করিতেছেন ॥

হে নাথ ! আপনি বংশীনিনাদের অনুগামী মধুর কটাক্ষ

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

রম, লীলাশুক তাতে মগ্ন হৈয়া ॥ ২৭ ॥

প্রাণনাথ এই তোমার সৌন্দর্য্যবৈভবে । দর্শন করিব
আমি, মধুপুরী হৈতে তুমি, কভু যদি আপনে আসিবে ॥ ধ্রু ॥

মোরে ছাড়ি অন্য নারী, ভোগে যাহ অন্য বাড়ী, এই
কার্য্য অমর্য্যাদা অতি । অন্যা-অঙ্গসঙ্গ লগ্ন, চন্দন কুঙ্কুম মগ্ন,
মৌলকান্তি বাধা যাতে অতি ॥

করিতে মোরে প্রতারণ, অন্যসঙ্গ সংগোপন, তাতে অল্প
নহে যেই স্মিত । তাতে যে বদন শোভা, কাগিনীর মনে-
লোভা, দর্শন করিব সেই রীতি ॥

ত্বয়ি প্রসন্নে কিমিহাপরৈন-

প্রসন্নে তথা ক্রুতে নিকটাগতে বা ইহ দেশে কালে বা অপটৈররন্যৈর্গোপীসহস্রৈ-
রপি কিমস্মাকং ন কিমপীত্যর্থঃ । তথা ত্বয়্য প্রসন্নে ইহ এতদদশায়াং দর্শনমপ্য-
দন্তবতি । অপটৈর্নির্জজ্ঞনৈরপি সখীকুলৈঃ কাস্তাপি অতিদুঃখদা ইত্যর্থঃ ।
তদুক্তং জয়দেবৈঃ । রিপূরিব সখীসম্বাসোহয়মিতি, প্রিয়সখীগালাপি জালায়ন্ত
ইতি চ । স্বাস্তদর্শায়াং আগত্য পুনস্তং প্রেরণমেব মে প্রসাদঃ । নবন্যা প্রার্থ-
নয়া ক্রোধোযুস্তব্রাহ ত্বয়ি প্রসন্নে অর্চন্যঃ কিং ত্বয়ি অপ্রসন্নে এতন্নিকটমপ্য-
নাগতে নিজৈরপি প্রিয়সখীপ্রভৃতিভিঃ কিং । তেহপি দুঃখদা এব সমস্নেহ-
সখীনাং স্বভাবোহয়ং যং কৃষ্ণরহিতসখীদর্শনে দুঃখং স্যাৎ । যথোজ্জগনীলমণৌ ।
বিনা কৃষ্ণং রাধা ব্যথয়তি দমস্তান্মম মনো বিনা রাধাং কৃষ্ণোহপ্যাহ সখি মাং
বিক্রবয়তি । জনৈঃ সা মে মা ভূং ক্ষণমপি ন বত্র ক্ষণদুহৌ যুগে নাক্কোলিহাং

দ্বারা প্রসাদ (অনুগ্রহ) করুন, আপনি যদি প্রসন্ন হয়েন,

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সেই প্রতারণা হৈতে, চাপল্য যে নেত্ররীতে, অতিদীর্ঘ
শোভা মনোরম । সে শোভা দেখিব আমি, যখন আসিব
তুমি, জুড়াইব এ দুই নয়ন ॥

তবে যদি বল তুমি, অন্য নারী ভুক্ত আমি, গেল যবে
নিকটে তোমার । অবজ্ঞা করিলা মোরে, এবে কেন দেখি-
বারে, চাই তুমি সেইরূপ আর ॥

মনে উটুকিতে ইহা, দৈন্য বাড়ি গেল হিয়া, অতি দৈন্যে
কহেন বচন । সর্ব-ব্রজাঙ্গনাগণ, স্তনে অঙ্গ স্তমার্জন, একা
হৈতে না হয় মার্জন ॥

ত্রিভুবন বিমোহন, অঙ্গ অতি মনোরম, ত্রিভুবন মোহে
স্মের মুখে । ত্রিভুবনের মৌন্দর্য্য, নেত্রসুচাপল্য বর্য্য, দর্শন
করিব আমি স্তখে ॥

স্বপ্নপ্রসঙ্গে কিমিহাপরৈনঃ ॥ ২৯ ॥

নিবন্ধমূর্দ্ধাঞ্জলিরেষ যাচে

নিরন্ধুদৈন্যোন্নতিমুক্তকণ্ঠঃ ।

যুগপদনয়োরবজ্রশশিনাবিত্তি । বাহেতু স্পষ্টএবার্থঃ ॥ ২৯ ॥

অথ প্রগাঢ়লালসয়াতিনৈন্যোদয়াং স্মরতি স পিতৃগেহানিতাদিবৎ দাস্যান্তে
রূপণায়া মে ইত্যাদিবচন সনৈনাং প্রলপন্তা বচোহনুবদন্তাহ । হে দেব বহুবীতি
ক্রীড়ারসিক এষোহহং নিবন্ধো মূর্দ্ধাঞ্জলির্যেন । তাদৃশস্তব দাসীজনঃ নীরন্ধুঃ

হইলে আর অন্যান্য কার্যে প্রয়োজন কি ? ॥ ২৯ ॥

অতঃপর প্রগাঢ় লালসায় অতীব দীনভাবে প্রলাপকারিণী
কীরাদার বাক্য গ্রন্থকর্তা বর্ণন করিতেছেন ॥

হে দেব ! আমি মস্তক অঞ্জলিবন্ধন করিয়া নিরতিশয়
দৈন্যসহকারে মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছি যে, হে দয়ানিধে !

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এইকালে পূর্ববক্ত, কুঞ্জলীলা স্মৃথ যত, তাতে লোভ
বাঢ়ি গেল মন । অতিশয় দৈন্য করি, কহেন প্রলাপ ভারি
এক শ্লোক করিয়া পঠন ॥ ২৯ ॥

ওহে গোপীকীরাদারসরাজে, অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে, নিবন্ধ
দৈন্যের রীতে, তোর দাসী ভিক্ষা তোরে যাচে ॥ ধ্রু ॥

মুক্তকণ্ঠ হৈয়া বলি, শুন মোর পদ্যাবলী, ওহে প্রাণনাথ
দয়ানিধি । কটাক্ষ অর্পিতে মোরে, রসে বিগ্ন যদি করে, রহ
তবে সে কটাক্ষ বিধি ॥

কটাক্ষের যে দাক্ষিণ্য, ঔদার্যের প্রাবীণ্য, তার লেশ
অতি অল্পকণা । তাহা দিয়া সিদ্ধ মোরে, ছুঃখাগ্নি নির্বাণ
ক'রে, শুন বন্ধু অকিঞ্চন জনা ॥

দয়ানিধে দেব ভবৎকটাক্ষং

দাক্ষিণ্যলেশেন সন্মুখিষ্যৎ ॥ ৩০ ॥

নিশ্চিহ্নং যদৈদ্যং তস্য যা উন্নতিঃ তয়া মুক্তকণ্ঠং যথা সাক্ষ্যং যাচে । কিং
উদ্যাচসে । যদি তে রাসক্রোড়াবিষয়ঃ সাক্ষ্যং তাদৃশকটাক্ষপ্রেরণাদিকং দূরে-
ইহ ভবৎকটাক্ষস্য যদাক্ষিণ্যমৌদ্যং তস্য লেশেনাপি সন্মুখিপিত্তানিষিক্ত তল্লৈ-
শেনাপি দ্বঃক্ষাঘ্নির্কোপকে । নিতরাং সেকঃ সাদিতার্থঃ । আগত্য সাক্ষ্যভিঃ
সহ বাসং কুর্ষিত ভাবঃ । যদ্যপায়ং জনোহপরাধী তথাপি তবৈব তদযোগ্য-
মিত্যাহ হে দয়ানিধে ইতি । স্বাক্ষরদর্শনাং । ইমাঃ মৎসখীঃ নিষিক্ত । অন্য-
সমং । বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩০ ॥

হে দেব ! কিঞ্চিন্মাত্র দাক্ষিণ্যলেশে আপনার কৃপাকটাক্ষ
নিষ্ক্ষেপ করুন ॥ ৩০ ॥

তুমি সুধীরা মানিনীগণের অগ্রগণ্য তোমার আর আমাকে
অবজ্ঞা করায় কি হইবে ? এইরূপ শ্রীকৃষ্ণবাক্যে, উত্তর-
কারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকর্তা বর্ণন করিতেছেন ॥

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পুনঃ আইস রাসমাঝে, নটবরবেশ মাজে, ক্রীড়া কর
গোপাঙ্গনা মনে । যদি অপরাধী আমি, তবু দয়ানিধি তুমি,
সেইরূপে দেহ দরশনে ॥

তবে যদি বল তুমি, মানিনীর শিরোমণি, এখনি অবজ্ঞা
কৈলে মোরে । এবে কেন দৈন্য কর, লজ্জা কিবা নাহি ধর,
অন্যঙ্গনা উপহাস করে ॥

এই কৃষ্ণের নন্দভঙ্গী, চিত্তে উট্টকিয়া ব্যঙ্গী, নেত্রের
চাপল্য সঞ্চারিয়া । কহিতে লাগিলা রাই, প্রলপিয়া সেই
ঠাই অদভুত শ্লোক উচ্চারিয়া ॥

পিঞ্জা বতঃ সরচনোচিতকেশপাশে

পীনস্তনী-নয়নপঙ্কজ-পূজনীয়ে ।

নমু ধীরাণাং মানিনীনাং মূর্খান্যাসি ইদানৌঃ মামবধ্যা কিমিতি দৈন্যং কুরুবে
অন্যাস্তামুপহসিয়াস্তীতি তন্নয়নমনস্বাট্টক্য । কচিদপি স কথং ন ইত্তিবৎ । স্ব-
চাপলং নেত্রে সংক্রমবা সচাপলং প্রলপন্ত্য বচোঃসুবদনম্ । নোহি স্বাকং সর্বা-
সাম্যেব নয়নং তব শৈশবে কৈশোরে তৎসম্বন্ধিবেশলীলাদৌ চাপল্যমেতি চাঞ্চলি-
দ্বীপিনং হস্তীতিবৎ । তদ্রষ্টুমিত্যর্থঃ । অস্মাভিঃ কিং কৰ্ত্তব্যমিতি ভাবঃ । অথবা
বরাকাণাং নেত্রাণাং কো বা দোষঃ । যং এতাদৃশমেতৎ । কীদৃশোহপি পিঞ্জা-
বৎসেন তস্মুকুটেন বা রচনা তস্যামুচ্যতঃ কেশপাশো বহ্নন্ তথা চন্দ্রার-

হে নাথ ! আপনার শৈশবকালে পিঞ্জ, কর্ণভূষণ, বসন,
তৎ-শোভিত কেশশালিনী পীনস্তনী গোপাঙ্গনাগণের নয়নপদ্ম

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শুন ওহে ব্রজরাজসুত, তোমার কৈশোরবেশ লীলায়ে
মোহয়ে দেশ, মোর নেত্র চাপলের দূত ॥ ১ ॥

চঞ্চল আমার দিটি, পাইয়া কৈশোর মিটি, সদাই দেখিতে
করে আশ । তথাপি কি দোষ তার, বাহাতে কৈশোর মার
জাতি কুল শীল ধর্ম নাশ ॥

ভৃঙ্গ-কান্তিপুঞ্জ জিন, কেশপাশ স্মোহিনী, তাতে অব-
তংস শিখিপাখা । পিঞ্জের মুকুটশোভা, কামিনীনয়ন লোভা,
উড়িবারে চাহে হৈয়া পাখা ॥

মদন মাধুর্য্য তায়, চন্দ্রপদ্ম জিনি যায়, হেন দর্প তাহার
জ্বমা । এই লাগি পীনস্তনী, নয়নপঙ্কজ গগি, পূজনীয় যোগ্য
মনোরমা ॥

এই লাগি কহি আমি, মোরে দেখা দেহ তুমি, ওহে

চন্দ্রাবিন্দবিজয়োদ্যতবক্তবিশ্বে

চাপল্যমেতি নয়নং তব শৈশবেন ॥ ৩১ ॥

বিন্দরোবিজয়োনোদ্যতমুদ্বৃষ্টঃ বক্তৃনিধং যস্মিন্ অঃ পীনস্তনীনাঃ যুবনীনাঃ
তাভির্কানয়নপঙ্কজঃ পূজনীয়ে তদেষ্যগো । অনোহপি বিজয়ী বক্তৃকুটঃ
সম্রাট্ নগরযুবনিভনেত্রাজঃ পুষ্পরোচ পূজো এবতি অণে দর্শনং
দেহীতি ভাবঃ । স্বাস্তবশাধাং শৈশবে শ্রীরাময়া সহ বিলাসোচ্ছলিতকৈশোরে ।
পীনস্তনী রাখা তল্লত্রপঙ্কজাভাং পূজাহে । বাহার্থঃ স্পষ্ট এব ॥ ৩১ ॥

দ্বারা পূজনীয় এবং চন্দ্র ও অরবিন্দগণের বিজয়ার্থ উদ্যত মুখ-
বিশ্বে আমাদিগের নয়ন সান্তিশয় চঞ্চল হইতেছে ॥ ৩১ ॥

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শ্যামসুন্দর শেখর । এতক কহিতে রাই, সমুদয়ূর্ণাদশা পাই,
ভ্রমে কৃষ্ণ দেখে নেত্রগর ॥

তার যে উদ্দেশ দশা, চারি শ্লোক পরকাশা, মনে মনে
চিন্তে এই রাই । কৃষ্ণ যেন আসি কহে, কেন বা চাপল্য
ওহে, হেন আর কভু দেখি নাই ॥

তুমি সাধবী সুপ্রবরা, ধৈর্য্য হয় সুগভীরা, শুন এই আমার
বচন । দেখ তোমার সখীগণ, প্রবোধয়ে ক্ষণে ক্ষণ, তবে কেন
ব্যস্ত কর মন ॥

কৃষ্ণের এ নর্ম্মবাণী, শুনি ধনি শিরোমণি, নিজ মনে নর্ম্ম
উটুঙ্কিয়া । কহিতে লাগিলা রাই চিন্তিতে উদ্বেগ পাই, অতি-
শয় প্রলাপ করিয়া ॥ ৩১ ॥

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্রুতমিত্যবেহি

অথ উদ্যুর্গাদশা যাবৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং । তত্রৈবোদেগদশা চতুর্ভিঃ । তত্র
প্রথমঃ । নহু ভবতু নাম নেত্রচাপল্যং কার্পণ্যতাদৃক্ বিকলান্ দৃশ্যতে স্বঃ
সাক্ষীগবরাশি তদগন্তীরাভাবে সখ্যোহপোবং স্বাঃ বোধয়ন্তীতি তস্য নন্দো-
পালন্তং মনস্তুট্টকা তং প্রতি সোদেগং প্রলপন্তা বচোহনুবদন্তাহ । ত্বচ্ছৈশবং
তব কৈশোরঃ মাধুর্যাদিভিন্নাদিকাকর্ষকত্বাদিভিঃ ত্রিভুবনে অদ্রুতমবেহি

অতঃপর শ্রীরাধা উদ্যুর্গা দশায় শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাди বর্ণন
করিলে গ্রন্থকর্তা চতুঃশ্লোকে তাহাই উল্লেখ করিতেছেন ॥

হে নাথ ! তোমার শৈশব (কৈশোর) মাধুর্যাদি অর্থাৎ
মদকত্ব ও আকর্ষকত্বাদি দ্বারা ত্রিভুবনে অদ্রুত রূপে অবগত

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

নাগরেন্দ্র শুন মোর সখ্য এই বাণী ! তোমার কৈশোর
সার, মাধুর্য মদেক তার, মোর চিত্ত সদা আকর্ষণী ॥ ১ ॥

এ তিন ভুবনে যে, অদ্রুত না জানে কে, সেট তুমি জান
নিজ মনে । তোমাতে আমার মন, অদ্রুত চাপল্যগণ, ইহা
তুমি করহ স্মরণে ॥

কিশোর মাধুর্য তোমার, মনের চাপল্য মোর, এই দুই
তুমি আমি জান । অনোর বেদনা মনে, অন্য তাহা নাহি
জানে, সগীহ না জানে এই বাণী ॥

যাতে দৈর্ঘ্য করবার, কহে মোরে নিরন্তরে, তেত্রি
না জানে মনোবাথা । কহিতেই অতিশয়, বাড়ল উদেগমর,
সদৈন্য কহয়ে ধনা কথা ॥

তোমা মুখাসুজ লাগি, মোর নেত্র অমুরাগী, দেখিবারে

মচাপলক নম বা তব বাধিগমাং ।

তৎ কিং কৰোমি বিরলং মূলীবিলাসি

জানীছি অরেতার্থঃ । মচাপলক জিভুধনাদ্রুতমবেহি । এতদ্বয়ং তব বাধিগমাং
 জ্ঞেয়ং মম বা । যদ্বা । মচাপলক তদ্বৎপাদিতস্বাক্তব বা স্বীয়হাং মহ বাধিগমাং ।
 অম্যো বেদ নচানাত্তঃখমখিলমিত্যাদিন্যায়াং । সখ্যোহপি সম্যঙ্ জ্ঞানস্তি যত
 এবং বদন্তীতি ভাবঃ পুনঃ প্রোচ্ছলিতোদ্বেগা সদৈন্যমাহ । তদিত্তি তত্তস্মাত্ত-
 মুখাধ্বজমীক্ষণাভ্যাং উচৈরীক্ষিতুং কিং কৰোমি । যংকৃতে তদৃষ্টং সাং ত্বমে-
 বোপদিশেতার্থঃ । নহু ন দৃষ্টং তন্তেন কিং তত্রাহ মুখং মনোহরং তদর্শনাং
 তদ্বিফলত্বাপত্তেঃ । অক্ষতামিত্যাदि । তথা দানকেনিকৌমুদ্যাং । ভবতু মাধব-
 হুউন, আমার চাপল্যও ত্রিভুবনের অদ্ভুত রূপে আমার এবং
 আপনার উভয়ের পরিচ্ছেষ । কিন্তু লোচনদ্বয়দ্বারা আপনার

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

করে বহু আশ । আমি কি করিব তাতে, দেখিতে পাইয়ে
 যাতে, তুমি তার বল উপদেশ ॥

কিন্তু যদি বল না দেখিলা, তবে তাতে কিবা হৈলা, তবে তার
 শুভ বিবরণ । না দেখি সে চাঁদমুখ, না মিটয়ে যার ছুখ,
 বিফলতা হয় সে নয়ন ॥

তোমার গধুরবাণী, শ্রুতি-গম্ভীরসায়নী, না শুনিব সে
 কানে কি কাজ । মনোহর মুখচ্ছটা, চাঁদের লহরী ঘটা, না
 দেখিলে আঁখি মুণ্ডে বাজ ॥

তবে যদি বল এবে, না দেখিলে কিবা হবে, বিলম্ব করিহ
 দরশন । তবে তার কথা শুন, না করিহ হেন পুন, মোরা
 অতি কুলবধূজন ॥

বিরল নাহিলে তোমা, দরশনে নাহি ক্ষমা, ব্রজমাঝে

মুগ্ধং মুখান্বজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাং ॥ ৩২ ॥

জন্মমশ্বতাঃ শ্রবণায়োরলমশ্রবণিমর্ম তমবিলোকয়তোবিলোকনিঃ সখি
বিলোচনয়োস্ত কিলানয়োরিত্যাদেঃ । নহু, নেদানীং দৃষ্টং তেন কিং স্থিত্তা
দ্রক্ষ্যসি তত্রাহ । বিরলং কুলবধূনাং নন্তর্বাপি তস্য গোচারগাদিনা দ্রষ্ট-
দর্শনং । অতোহধুনা লক্কেহবসরেহপি বর দর্শয়সি তন্তর নিষ্ঠুরতেত্যর্থঃ । কিস্বা
নহু, তৎসমং কিমপি পশ্য তত্রাহ । বিরলং সাম্যারহিতং । তত্র হেতুঃ । মুরলী-
বিলাসি । আস্তদর্শনায়াং পূর্ববৎ তৎসদ্বোচ্ছলিতং কৈশোরং জ্ঞেয়ং । তদদৃষ্টে
মচ্চাপলং । চান্যং সমং । বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩২ ॥

বিরল ও মুরলীনাদভূষিত সুন্দর মুখান্বজ দর্শন করিবার
নিমিত্ত কি করিব ॥

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সুভ না হয় । এইত বিরল স্থান, দরশন দেহ শ্যাম, নহে
অতি নিষ্ঠুরতা হয় ॥

পুনঃ যদি বল আন, দেখ মুখ তুল্য ঠাম, মুখ তুল্য আর
কিছু নাই । মুরলীর বিলাস যাচে, আর কেবা সাগা তাতে,
তুল্য দিও না দেখিয়ে ঠাঁই ॥

এতেক কহিতে মনে, পূর্ব বাতা কৃষ্ণ সনে, হইয়াছে
চাতুর্য আলাপন । নিজ সখীগণ সনে, পুষ্প আদ আহরণে,
দানঘাটিপথের বর্জজন ॥

সনর্গ কলহ তাতে, স্ফূর্তি হৈল নিজচিত্তে, সেই ভাব
হইল মনেতে । বাটিল উদ্বেগ অতি, হইল বিষাদ মতি, নানা
ভাব উপজিল তাতে ॥

তাহাতে বিষাদ করি, কহে বাতা সুনগারী, সেই ভাবে
মগ্ন লীলাশুক । তেমতি বিষাদ করি, কহে এক শ্লোক পড়ি,
শুনিতে শ্রবণে লাগে সুখ ॥ ৩২ ॥

পর্য্যচিভামৃতরসানি পদার্থভঙ্গী-

অথ মনসি তস্য তত্ত্বপ্রতিবচনোক্তকথাং । পুষ্পাদ্যাহরণে দানবঅন্যাদৌ
চ মুখেন স্বসখীভিশ্চ সহ কৃষ্ণস্য নগ্নকলহক্ষুর্ভূত । অত্যাধেগেন তৎস্বরণেইপ্য-
সমর্থায়াস্তব কথামৃতমিত্যাদিবৎ সবিবাদং প্রলপন্ত্যা বচোহম্মুবদন্তাহ । মদ-
বল্লভভাবিনীতিঃ সহ তব জল্পিতানি মিথো বাক্যবাকরূপাণি শ্রুত্বতাং ভাবে

তৎপরে শ্রীরাধা মনোমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর সম্ভাবনা
করত পুষ্পাহরণাদিকার্য্যে সখীর সহিত শ্রীকৃষ্ণবিনাসাদি বর্ণন
করিলে গ্রন্থকর্ত্তা তাহার উল্লেখপূর্ব্বক কহিতেছেন ॥

হে নাথ ! যাহার পদার্থভঙ্গী অর্থাৎ বচনকৌশল পরি-

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

প্রাণনাথ তুয়া সঙ্গে পরিহাস বাণী । পদ অর্থ ভঙ্গীগণ,
সুধা করি নিঃস্রব্ধ, সঙ্গে মদবল্লভভাবিনী ॥ ১ ॥

ছুঁছ ছুঁছ বাক্যবাক, অতি মনে'হব ভাক্, ভাবাক্রান্ত
মনে সদা ক্ষুরে । তারা পুণ্যবতীগণ, উদ্বিগ্ন আমার মন, সে
কথা স্মরণ ভেল দুরে ॥

গর্ষ করি বলে তারা, পরের রমণী মোরা, পথরুদ্ধ কর
কেন তুমি । প্রণয় সরোষ কহে, সহাস্য রোদন ময়ে, অসুধা
শতয় ক্রোধবাণী ॥

সুখ তুমি বল আজি আমি, জানিলাম নিতি তুমি, পুষ্প তুল
পল্লব ভাঙ্গিয়া । পুষ্প চৌরী হেমগৌরী, আজি লাগ পাইল
তোরি, প্রবেশাব কুঞ্জগৃহ যাঞা ॥

তারা কহে সদা মোরা, এই বনে পুষ্প তুলা, সুরদেব
ভজন লাগিয়া । কাহার নিষেধ বাণী, কভু ইহা নাহি শুনি,
কেনে বল প্রগল্ভ বলিয়া ॥

বল্লুনি বল্লিতবিশালবিলোচনানি ।

ভাবাক্রান্তচিত্তে লুপ্তস্তি ক্ষুরস্তি মম পুনরুদ্বিগ্ধে চেৎসি তদপি হৃদভ্রমিতি
ভাবঃ । কুস্তাঃ প্রবিশস্তীতি ন্যায়াৎ । তথা । প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্নানাত্তাব-
সরোরুহমিত্যত্র ভাবসরোরুহং হৃদয়কমলমিতিবৎ মাদপি ভামিনীভিঃশেভানেন
বয়ং পরকীয়া রসগাঃ স্বচ্ছন্দঃ বনে বিচরামঃ কণময়গম্মা'রুণক্লান্তি গর্ভোক্ত
প্রণয়রেষবযুক্তায়া স্তাভিরিতি । তাসাং কিলকিকি'ভাবোদগম' কথিতঃ । তচ্চ
ক্ষণঃ । গর্ভাভিলাষরদি'শ্মিতাসুয়া'য়ক্রুধাৎ । সঙ্কর'করণং'র্ষাহুচ্যতে কিল
কিক্লিতমিতি । কৌদূর্ণানি পাদানামর্থানাক ভঙ্গীভির্দূর্নানি মনোজ্ঞানি ।
পাদানানং যথা বিলাসগজ্জগ্যাং । বিজ্ঞাতমদা প্রস্থনানি মে তাং, লুণীষে'বমেব

বাণ্ড অতঃসদ্বারা মনোহর, যাহাতে বিশাল লোচন বক্রী-
কৃত হইয়াছে ও বালোচিত বাণ্ড হইতেও সমধিক তোমার

যছন্দনঠাকুরের পদা ।

তুমি বল তারে বাণী, কৃষ্ণকুণ্ডলিন্ আমি, শুন চণ্ডী না
ডরাহ মোরে । ফুংকতি ক্রীড়ায়ে যার, মোহ হয় সবাকার,
হিতকথা কহিলাম তোরে ॥

সে কহেন কুলনারী, ধরিবারে গর্ব ভারি, ভুজঙ্গে সক্ষম
কি আছয় । দশনে দংশন তার, দূরে মাত্র গর্ব ভার, অতি
স্বমঙ্গল প্রকাশয় ॥

এই মত মনোহর, নর্ম্মবাণী রসধর, প্রফুল্ল বিশাল বিলো-
চনে । কৈশোর বয়স ছুহু, চাপল্য স্বভাব মুহু, অন্যে অন্য
জিনিবার মনে ॥

ইত্যাদি বিলাসগণে, কৃতপুণ্যপুঞ্জ মনে, সদা স্ফুর্তি হয়
মনোহর । আমার উদ্বৈগী মনে, সেহ নাহি বিস্কুরণে, এই
মোর অভাগ্য প্রবল ॥

বাল্যাদিকানি মদবল্লভভাবিনীতি-

ভাবেন লুপ্তস্তি স্কৃত্যন্তব জল্লিতানি ॥ ৩৩ ॥

প্রাণলৈঃ সমেতাং । ধূমসৌময়া কাঞ্চনশ্রুণিগৌরি, প্রবিষ্টাসি গেহং কথং
পুষ্পচৌরিঃ । সদাক্ষ চিত্তমঃ প্রসূনমঞ্জনে বয়ং, হি নিরতাঃ সুরাভিভঞ্জে । ন
কৈহিপি কুরুতে নিষেধবচনং কিমদা তনুযে প্রগল্ভবচনং । অর্থানাং যথা
দানকৈলিকৌমুদ্যাং । কৃষ্ণকুণ্ডলিনশচণ্ডী কৃতং যটনয়ানয়া । ফুংকৃতিক্রীড়য়া
বসা ভবিতা স বয়মতিতা । দর্শনেন কুলদ্রাব্যং ভুঞ্জাঙ্গৈঃ ক্ষমঃ কথং । যদেতা
বশনৈরেব দশরাশ্নোতি শোভনমিতি । অঃ পরি সর্লভঃ আচিতানি অমৃতানি
রসা শৃঙ্গারাদয়-চ যৈঃ । তথা বল্লিতানি তস্য তাসাক বিশালবিলোচনানি বৈ
র্ঘ্যে বা । তথা বালোন কৈশোরস্বাবচাঞ্চল্যোনাদিকানি মিথো জিগীষয়ানব
স্থিমানি । স্বাধুদশায়াঃ কর্ণরারা শব্দশ্রুত্রে প্রবিণ্য তদানন্দয়ন্তী গ্র্যথঃ ।
অন্যং সমং । বাহার্যঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩৩ ॥

জল্লিত (বাধ্য) মদমত্ত ভামিনীগণের সহিত পুণ্যবান্ দিগের
হৃদয়ে বিলুপ্তি হইতেছে ॥ ৩৩ ॥

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াই যেন সজ্জাত মনঃপীড়ায়
পীড়িত শ্রীরাধাকে সখীগণ আশ্বাস করিলে ঐ বাক্য গ্রহণকার
বর্ণন করিতেছেন ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কহিতে কহিতে রাই, গোবিন্দ দর্শন নাই, মন হৈল
উদ্বেগে পীড়িত । সম্ভাস করিতে নারে, উদ্বেগ আসিয়া ধরে,
তাতে ধনী হইলা মুচ্ছিত ॥

তাহা দেখি সখীগণ, কহে দৈর্ঘ্য কর মন, কৃষ্ণচন্দ্র আসিবে
এখন । শুনিয়া তাহার বাণী, সখীগণে পুছে ধনী, লীলাশুক
কহে সেবচন ॥ ৩৩ ॥

পুনঃ প্রসন্নেন্দুমুখেন তেজসা

পুরোহবতীর্ণস্য কৃপনহান্মুদেঃ ।

তদেব লীলামুরলীরবামৃতং

অথ তদদর্শনোদ্ভূতমনঃপীড়োদ্রিগ্নায়া মৃচ্ছান্ত্যাঃ আশ্বাসনপরাঃ সখীঃ প্রতি
সলাগসঃ পৃচ্ছন্ত্যা বচোহুদয়দয়াহ । পুনঃ পুরোহবতীর্ণস্য তস্যা যেন মাং কুঞ্জে
প্রেষিতবান্ । তথা লীলামূচকমুরলীরবামৃতং প্রসন্নেন্দুমুখেন তদ্রূপেন তেজসা
কান্তিপূরণে সহ গম সমাধেঃ সমাজনঃপীড়য়া বিঘ্নায় নাশায় কদা ভবেৎ অহো

হে নাথ ! আমি যৎকালে সমাধি ধারণ করিয়া থাকিব,
সেই সময় মহাকৃপাসিনুদ্বরূপ আপনি আমার অগ্রে দণ্ডায়-
মান হইয়া প্রসন্ন-মুখচন্দ্রে মুরলী ধারণপূর্বক বাদ্য করিতে

যজ্ঞনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সখি হে ! কবে মোর হবে শুভ দিনে । মোর আগে
কৃষ্ণ আসি, দরশন দিবে হাসি, পুনঃ কি দেখিব এই চিহ্নে ॥

প্রসন্ন বদনচন্দ্র, বেণু গানামৃত মন্দ, যাতে মোরে কুঞ্জে
পাঠাইলা । সেই কান্তিপুঞ্জ সঙ্গে, সে মুখ দেখিব রঞ্জে, কবে
হবে সেই শুভ বেলা ॥

উবেগে আমার মন, পীড়া পায় অনুক্ষণ, তাহা নাশ কবে
হবে মোর । পুনঃ তার দরশন, অতিশয় দুর্ঘটন, কৈছে হবে
না পাইয়ে ওর ॥

এত কহি বিমর্ষণ, ক্ষণ এক রহে মৌন, কহে পুনঃ বিচার
রচন । অথবা হইতে পারে, মহাকৃপা-সিন্ধুবরে, অঘটন হয়
স্বঘটন ॥

শুনি সখীগণ কহে, শুন স্নানাগরী ওহে, 'যদ্যপি কৃপালু

সমাধিবিলয়ায় কদা নু মে ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

বালেন যুদ্ধচপলেন বিলোকিতেন

দৃষ্টমেতদিতি কণং বিচিন্ত্য অথবা সম্ভাব্যেত ইত্যাহ কপেতি । স্বাস্তদ'শায়াং
তদেব তৎপ্রেরণরূপং মুরলীরসামৃতমন্যংসমং । বাহুসমাধেধ্যানসোবান্যং
স্পষ্টং ॥ ৩৪ ॥

অয়ে সখি স চেৎ কৃপালুস্তদা স্বয়মায়াসাতি কিমিতি চপলাসীতি বদন্তীঃ

থাকিল, ঐ লীলাময় মুরলীর নাদামৃত কবে আমার সমাধির
বিলম্ব সম্পাদন করিবে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরাধার দুঃখ দেখিয়া কোন সখী বলিলেন, হে সখী
কেন দুঃখিতা হইতেছ, তিনি যদি কৃপালু হয়েন, অবশ্যই
স্বয়ং আসিবেন, সখীর এই কথায় শ্রীরাধা তিরস্কার করিতে-
ছেন । গ্রন্থকর্তা এই বাক্য অনুবাদ করত বর্ণন করিতেছেন ॥

হে নাথ ! আপনার বাল্যোচিত অর্থাৎ কৈশোরের

বহনন্দনঠাকুরের পদা ।

হয় হরি । আপনি আসিবে হেথা, তুমি কেন পাও ব্যথা,
অতিশয় চাপল্য আচরি ॥

রাই কহে শুন সখী, তুমি ত না জান দেখি, তারি অতি
দোষ ইথে হয় । চাপল্য করায় তেঁহ, ইহা নাহি বুঝে কেহ,
শুন তাহা কহি যে নিশ্চয় ॥

এতেক কহিয়া রাই, মনের স্বয়াস্ত নাই, কহিতে লাগিলা
বিবরিয়া । লীলাশুক সেই ভাবে, কহে এক শ্লোক তবে,
শুন সবে এক মন হৈয়া ॥ ৩৪ ॥

সখী হে দর্শনেও ভাগ্যহীন আমি । গোর আকর্ষণ

নন্মানমে কিমপি চাপলমুদ্রহস্তং ।

সখীঃ প্রতি তদোষমেব বদন্ত্যা বচোহমুদ্রহস্তাঃ লীলা মংগ্রেয়লীলা তদ্ব্যক্তঃ
কিশোরঃ তং সাক্ষাত্তাগারাহিত্যাদীক্ষণেনাপ্যাপগ্রহীতুমুৎসুকাঃ শূন কেবল-
মেকৈবাহং ভবত্যোহপীতি বহুত্বং । কীদৃশেন লোচনেন তং দ্রষ্টুম্ভিতিকলেন
লুক্কেন চ । তত্র হেতুঃ । কীদৃশঃ । রোচনং রসায়নং তৎসম্পূর্ণকং । নহু সাক্ষ-
উপযুক্ত মনোহর চাপল্যযুক্ত দৃষ্টিপাত ও চঞ্চললোচন সম্ব-

যদ্বনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

লীলা, যুক্ত যে কৈশোর কলা, আলিঙ্গনে কিবা স্পৃহ জানি ॥
ধ্রু ॥

একা মোরে আকর্ষণ, শূন সখী সেহ নয়, তুষা সবাকোও
আকর্ষণে । লোচনের রসায়ন, রূপ অতি মনোরম, দেখি-
বারে আঁখি লোল হয়ে ॥

লোভের কারণ এই, আর শূন কহি যেই, নয়নের তৃপ্তি
করে সদা । সখী কহে ভাল বল, দ্বিগুণ চাপল্য হৈল, অনু-
ষ্ঠানে জানিল সর্বথা ॥

ইহা শুনি রাই কহে, যাহাতে নির্দেশ হয়ে, শূন সখী
মোর দোষ নাই । আমার মনে সে আসি, বিলোকয়ে মন্দ
হাসি, প্রেরয়ে নয়নপ্রান্তে চাই ॥

তাঁহে যে নেত্রের ভঙ্গী, দেখি চিত্ত হয় রঙ্গী, বর্ণন না
হয় রূপ শোভা । চাপল্য জন্মায় তাতে, নির্বাচ্য না হয়
যাতে, অদর্শনে মনে দৃষ্টলোভা ॥

অতএব তারি দোষ, মোরে কেন কর রোষ, সখীগণ দেখ
বিচারিয়া । অন্য নারীগণ ভয়ে, আমি জানি হেন হয়ে, অল্প
দেখে মানমে পশিয়া ॥

লোলেন লোচনরসায়নমীক্ষণেন

লীলাকিশোরমুপগৃহীতুমুংস্বকাঃ স্ম ॥ ৩৫ ॥

অধীরবিস্মাধরবিভ্রমেণ

স্থিতিং নো বচঃ দ্বিগুণীকৃতং চাপলমুদ্বহন্তমুংপাদয়ন্তং । সাক্ষাদ্দর্শনমদস্তা মন-
স্যাবিভূয় কুর্কন্তমিতি ততৈসাবায়ং দোষ ইতি ভাবঃ । কীদৃশেন বালেন কোম-
লেন কিশা । অনাত্যঃ সঙ্কোচেন দরালোকনাং সূক্ষ্মেণ ময়েব জ্ঞেয়েনেত্য-
র্থঃ । তথা মুগ্ধং তচ্চপলং তেন । যদি কুরিতেন মাং চঞ্চলয়ন্তং তং সাক্ষাৎ
দ্রষ্টুমুংস্বকাঃ স্ম । অনাং সমং । বাহার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ পূর্বস্বপ্নের গাথ্যোন্মাদদশাক্রুড়ায়াঃ কথং ময়া তে মনঃচপলং কৃতমিতি

লিত, তথা মদীর অন্তঃকরণে অত্যন্ত চঞ্চল তোমার কিশোর
মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিতে কবে আমি উৎসুকচিত্ত হইব ॥ ৩৫ ॥

অতঃপর পূর্বের প্রেরণ স্মরণ করত উন্মত্ত ভাবাপন্ন
শ্রীরাধার মন অতি চঞ্চল করিয়াছি, ইত্যাদি উত্তর বাক্যের
অনুবাদপূর্বক গ্রন্থকর্তা বর্ণন করিতেছেন ।

হা কষ্ট ! হা কষ্ট ! এই অগ্রবর্তী চঞ্চল বিস্মাধরের

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কহিতেই পূর্বের যেন, কৃষ্ণ কৈল স্বপ্নের গাথ্যোন্মাদ বাঢ়িল ।
গোবিন্দ কহেন যেন, আমি তুষা মনে কেন,
সুচাপলাগল বাড়াইল ॥

এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র, দর্শনাদর্শন মন্দ, বৈকল্য উদ্বিগ্ন বাঢ়ি-
গেলা ! গোবিন্দের উপলক্ষে, কথা কহে মহারাজে, পুনঃ এক
শ্লোক পাঠ কৈল ! ॥ ৩৫ ॥

হা হা মূর্ত্ত এই তোমার কেমন চরিত । নিরক্ষর শঙ্কিতে

হর্ষাদ্রবেণুস্বর-সম্পদা চ ।

অনেন কেনাপি মনোহরেণ

বদন্তস্য পুরোদর্শনাদর্শনোথৈবকুবোদ্বিঘ্নাস্তমুপাগভমানায়াঃ প্রলাপমমু-
বদয়াহ । তল্লক্ষণং । অত্মিস্তদিত্তি ভ্রান্তিক্রমাদ ইতি কথ্যতে ইতি । নির-
ক্ষরসঙ্কেতব্যথেনেনাদীরো যো বিঘ্নাধরস্তস্য বিভ্রমেণ মনো হ্রনোষি হুঃখয়সি হে-
ধূর্ত ইতি শেষঃ । ১২ খেদে । হস্ত বিষাদে । তৎসংকল্পিতশয়ে বীক্ষ্য মনু ভ্রান্ত্যমি
তত্রাহ । অনেন দৃশ্যমানেন । নম্বেবং চেৎ তদা কুঞ্জং গচ্ছ তত্রাহ । কেনাপি
প্রতীয়মানসাপ্যাসত্যত্বাৎ নিবন্ধুমশক্যেন । অথো মনোহরেণ মনোমাত্রাৎ
হরতি কার্গাং ন সিদ্ধয়তি ইন্দ্রজালবদ্যন্তেন তথা ভাদৃশ্যা হর্ষাদ্রবতীতি হর্ষাৎ

শোভা এবং আনন্দসহিত আদ্রীভূত বেণু নাদসমূহ যুক্ত

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

যে, বিশ্বাধর অধীর সে, তাহার বিভ্রম জানে চিত্ত ॥ ক্র ॥

দেখ সনিষাদ মেলা, উন্মাদ বাঢ়িয়া গেলা, পুনঃ পুনঃ
কহে সেই বাণী । যদি বল ভ্রান্তা তুমি, মন দিয়া শুন বাণী,
সাক্ষাতে দেখিবা মন মানি ॥

যদি এ লালস থাকে, তবে যাহ কুঞ্জমাঝে, সেই খানে
পাবে দরশন । কেবা তোমার এই বাণী, প্রতীত করয়ে
জানি, সব তুষা অসত্য বচন ॥

বলিবার শক্য নহে, হেন তুষা বাণী হয়ে, এই লাগি
মনোহর বলি । মনমাত্র হরি লও, কার্য্যসিদ্ধি না করাও, ইন্দ্র-
জাল প্রায় এ সকলি ॥

শঙ্কেতে বেণুর ধ্বনি, তার যে সম্পদ গনি, হর্বে মাত্রি
আদ্র করে চিত্ত । সকল কুহক হেন, সদা লাগে মোর মন,
নারীবধরঙ্গলাগে ভীত ॥

হা হন্ত হা হন্ত মনো দুনোষি ॥ ৩৬ ॥

যাবন্ম মে নিখিলমশ্মদৃঢ়াভিঘাতং

নিষ্যান্দিবন্ধনমুপৈতি ন কোহপি তাপঃ ।

তাদৃশো যঃ সঙ্কেতবেগুস্বরন্তঃসম্পদা চ । তথা করোষি । অতঃ ক্রীবধরঙ্গিনস্তব
তদ্ব কা ভীতয়িত্তি ভাবঃ । স্বাস্তদ'শারামমুভবেহপি মিথ্যা স্বম্ননো দুনোষিমাত্রঃ
অনাৎ সমঃ । বাহুক্ষু'র্ত্তা তথোক্তিরর্থঃ স্পষ্টএব ॥ ৩৬ ॥

অথ তদ্বিচ্ছেদার্কতাপাবলীঢ়ায়া মোহঃ পচ্ছন্ত্যাঃ প্রগাঢ়মোহোৎপত্তেঃ পূর্ব্ব-
মেব প্রলপন্ত্যা' বচোহনুবদন্তাহ । তল্লক্ষণং মোহো বিচিত্রতা প্রোক্ত ইতি ।
হে বিভো সর্ব্বতাপহরণসমর্থ যাবৎ কোহপ্যনির্ব্বচনীয়াস্তাপঃ । আয়ুর্য'তমিতিবৎ

কোন এক মনোহর মূর্ত্তি আমার মনকে সমদিক সন্তুষ্ট করি-
তেছে ॥ ৩৬ ॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদরবির প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্তা
এবং মূচ্ছিতা শ্রীরাধা প্রগাঢ় মূচ্ছার পূর্ব্বই যে প্রলাপ করি-
য়াছেন ও সেই গ্রন্থকর্ত্তা তাহা বর্ণন করিতেছেন ॥

হে নাথ ! যতক্ষণ কোন (সাংসারিক) সম্ভাপ হৃদয়ের

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কহিতে কহিতে রাই, চিত্তের সোয়াস্থ নাই, বিচ্ছেদার্ক
তাপ বাড়ি গেল । সে তাপে ডুবিল মন, মোহ হৈল উপশম,
পূর্ব্ব প্রায় প্রলাপি বলিল ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বতাপ নাশিবার তুমি প্রভু রূপ । মোর বোল শুন-
মোর করুণার ভূপ ॥ অনির্ব্বাচ্য কোন তাপ হইয়া উদয় ।
যাবৎ সে চিত্তে দুঃখে ঘাত নাহি দেয় ॥ সে প্রগাঢ় অতি
বাঢ় নিঃসন্ধি বন্ধন । যাবৎ না উপজয় তাবৎ এই ক্ষণ ॥

তাবদ্বিভো ভবতু তাবকবক্তৃচন্দ্র-

চন্দ্রাতপদ্বিগুণিতা মম চিত্তধারা ॥ ৩৭ ॥

রক্ষ। ছুপৈতি তিমিরীকৃতসর্বভাবাঃ

মোহহেতুতাপ এব মোহঃ । মম নিখিলমর্শ্যাং চিত্তেন্দ্রিয়াণাং দৃঢ়াভিঘাতং
যথা স্যাত্তথা নিঃসন্ধিবন্ধনং অতিগাঢ়তামিত্যর্থঃ । ন উপৈতি তাবৎ মম চিত্ত-
ধারা তাবকবক্তৃচন্দ্রচন্দ্রাতপোবিতানং তেন দ্বিগুণিতাচ্ছাদিতা ভবতু । মুখচন্দ্রং
দর্শয়িত্ব তাপং বারয়েত্যর্থঃ । চিত্তস্য বৃত্তিকাহলাদ্রাভ্যং । অনেন ব্যাধির-
পূক্তঃ । স্বাস্তদর্শনাঃ তৎপ্রেরণতাব মধুরবক্তৃচন্দ্র ইত্যর্থঃ । সত্যং সমং ।
বাহু পথি ভূয়ো প্রাহ পতিতঃ । অর্থঃ স্পষ্ট এব ॥ ৩৭ ॥

অথ মোহিনাবৃত্তচিত্তেন্দ্রিয়ায়া উপস্থিতাঃ স্মৃতিমাশ্রয়া সদৈন্যং তস্মিন্ময়

নিখিল মর্শ্য স্থানকে স্বদৃঢ়রূপে ভেদ করিয়া উপস্থিত না হয়,
আমার চিত্তধারা ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার মুখচন্দ্ররূপ চন্দ্রা-
তপে দ্বিগুণিত হইয়া অবস্থিত হউক অর্থাৎ কোন বস্তু যদি
সন্তপ্ত হইবার পূর্বেই চন্দ্রকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে
আর তাহাকে তাপ আনিয়া অভিভূত করিতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরাধা মোহবশতঃ আবৃত্তেন্দ্রিয় বৃত্তি হইয়া মৃত্যু যেন
উপস্থিত, এই আশঙ্কা করত দীনভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

মোর চিত্তধারা নিত্য তব মুখচন্দ্র । চন্দ্রাতপ হৈয়া তাপ
বাঢ়য়ে আনন্দ ॥ আচ্ছাদন ছুই গুণ করি রাখ চিত্ত । ভাব এই
দেখা দেই মোর মনোবৃত্ত ॥ কহিতেই মোর হই মনেন্দ্রিয়
ঝাপ । মৃত্যু ভয়ে দৈন্য কহে অতিশয় কাঁপ ॥ ৩৭ ॥

প্রাণনাম নিবেদন এই অবগাও । যাবৎ দশমীদশা, না

যাবন্ন মে নবদশা দশমী কুতোহপি,

লাবণ্যকেলিসদনং তব তাবদেব

প্রলপন্তা বচোহনুবদরাহ । মূতেরমঙ্গল্যাজ্জাতপ্রায়াং তাং বর্ণয়ন্তি তজ্জ্ঞাঃ
অত্র স্বীয়তদ্বর্ণনে স্মৃতরাং পূর্বদশৈব যোগ্যা । যাবন্ন মে দশমী নবদশামৃতিঃ
কুতোহপি রক্ষাং ছিদ্ৰাং ন উদেতি ভবেদেব তব মুখেন্দুবিধং । লক্ষ্ম্যা সংদৃশ্য
সমেত্যাখ্যানমাশাস্তে । কিমিত্যংকর্ণসে স্থিষ্বা দ্রক্ষ্যসি তত্রাহ । তিমিরীকৃত-
গর্ভভাবা দেহোদ্ভ্রয়াদিনাশিনী । নহু, মূতশেচেন দৃষ্টং তত্তেন কিং । তত্র

করিয়া যে বিলাপ করিতেছেন তাহাই গ্রন্থকর্তা বর্ণন করি-
তেছেন ॥

হে নাথ ! যে পর্য্যন্ত আমার নবমীদশা মুচ্ছার পর দশমী-
দশা মৃত্যু কোন ছিদ্ৰ (দোষ) পাইয়া সমস্ত জগৎ অন্ধকার
করত আসিয়া উপস্থিত না হয়, সেই কাল মধ্যে আমি
তোমার নিখিল লাবণ্যের বিলাস ভবন স্বরূপ, লক্ষ্মীদেবীরও

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

উঠয়ে প্রাণনাশা, মুখেন্দু তাবৎ দরশাও ॥ প্রু ॥

তবে যদি তুমি বল, উৎকণ্ঠাতে কেন ভুল, থাকিয়া করহ
দরশন । তবে তার কথা শুন, অন্য জানি বল পুনঃ, অতি-
তাপ বাড়ি যাবে মন ॥

তিমির করিবে ভাব, দেহোদ্ভ্রয় নাশে সব, তাতে কৈছে
হবে দরশন । তবে যদি বল হেন, মৃত্যু যদি হবে জান, না
দেখিলা তাতে কি দূষণ ॥

মনে এই উট্টঙ্কিতে, চিত্ত হৈল উৎপ্তিতে, কহিতে লাগিলা
উৎকণ্ঠায় । লাবণ্যের কেলি যে, তোমার বদন সে, মুরলী
মধুর ধ্বনি তায় ॥

লক্ষ্যস্য সমুৎকণ্ঠিতবেণুমুখেন্দুবিষং ॥ ৩৮ ॥

আলোললোচন-বিলোকিতকৈলিধারা-

সে'ংকণ্ঠনাত । কাটুং ৩৮ । লাবণ্যানাং কেলিসদনং । তথা উৎকণ্ঠিতো বেণু
যস্মিন্ চন্দ্রমুখদর্শনাভাবান্নরঞ্জনপাখন্যমিতি ভাবঃ । তাদৃশপ্রেমাক্রান্তচেতসাং
প্ৰভাবোহয়ং যদ্যন্তব্ধেদভিরা মরণমপি নেচ্ছতি । তথাহি । ন শকু মন্তচ্চর-
ণং সন্তোক্তুং শকুঁতৌ ভরমিত্যাदि । স্বাস্তদ'শায়াঃ তৎপ্রেমরঞ্জনভাবমধুরমুখেন্দুবিষং ।
অন্যং সমং । বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি বদন্তোব সূচ্ছিতাসীং । ততঃ সখীভিঃ কৃষ্ণতাষুলোদগারং তন্মুখে

উৎকণ্ঠাজনক এবং বেণুনাদশোভিত মুখচন্দ্র ত্রকবার দেখিতে
ইচ্ছা করি ॥ ৩৮ ॥

তৎপরে মূর্ছাপন্ন বোধ করিয়া “শ্রীকৃষ্ণ এই আসিয়া-

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সে বদন স্মাধুরী, না দেখিয়া যদি মরি, মরণ অধন্য করি
মানি । প্রেমাক্রান্ত চিত্ত যার, যুহা ইচ্ছা নহি তার, জীবনে
দর্শন হয় জানি ॥

এতেক কহিতে রাই, মূর্ছা উপস্থিত তাই, ললিতা
বিশাখা শীঘ্র যাঞা । কৃষ্ণমুখে'দগীর্ণ পান, তার মুখে কৈল
দান, কহে কৃষ্ণ আইলা দেখ'সয়া ॥

শুনিয়া চে'ন পাঞা, ছুঃখভরে আউলাইয়া, যত্নে নেত্র
মেলিবারে নারে । নয়ন মুদিয়া কহে, সত্য কহ সখি ওহে,
আইলা নাকি কৃষ্ণ মো'র পুরে ॥ ৩৮ ॥

সখি ! হে, সত্য যদি আইলা নেত্রানন্দ । সে মণিনুপুর-

নীরাজিতাগ্রচরণৈঃ করুণাম্মুরাশেঃ ।

নাস্য আগতোহয়ং তে প্রিয়ঃ পশ্যতি প্রবোধিতায়া মানিভাবান্নেত্রেহম্মমীল্যৈব
সত্যং কথয়তেতি প্রলপন্ত্যা বচোহম্মবদমাহ । নৃত্যম্নিবাগচ্ছতস্তয়া মগিনুপূর-
শিজ্জিতানি আকর্ণয়ামি তৎ সত্যমাগতোহয়ং । আকর্ণয়ানীতি পাঠে । আগতা-
শ্চেত্তদা আকর্ণয়ানি তদৈব মে প্রতীতিরিত্যর্থঃ । আগমনহেতুমাহ । করুণা-
ম্মুরাশেঃ কীদৃশানি বেগুনিনাদৈরার্দ্রাণি । কীদৃশৈস্তৈঃ পাদতলবলয় কিক্বিনীনাং

ছেন দর্শন কর, এই বলিয়া সখীগণ প্রবোধ দিতেছেন” নিজের
এইরূপ দশা উৎপ্রেক্ষা করিয়া গ্রহকর্তা কহিতেছেন ।

সখি ! এই দেখ করুণাসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ধ্বনি, নৃত্য প্রায় যদি শুনি, তবে হয় প্রতীতের বন্ধ ॥ ৫ ॥

আগমন হেতু এই, করুণাসমুদ্র সেই, তাহাতেই প্রতীত
জনমে । তথাপিহ কি জানিয়ে, নোর ভাগ্য কি করিয়ে,
করুণা বা না হয় উদ্যমে ॥

নৃত্য গতি পদ তান, বেণু ধ্বনি যুছ তান, বলয় কিক্বিনী-
নাদ সঙ্গে । প্রতিনাদপূর যবে, শ্রবণে শুনিয়ে তবে, প্রতীত
জনমে তবে রঙ্গে ॥

বংশী গানামৃত তাল, রাখিবার লাগি ভাল, চরণাগ্র দর্শন
হইতে । আলোল-লোচনদ্বয়, কেলিধারা বিলোকয়, চরণাগ্র
নির্ম্মঞ্জুয়ে তাতে ॥

অন্য তাহা নাহি জানে, জানে ব্রজ নারীগণে, অদ্ভুত
বিলাস মনোরম । আমি কি দেখিব তাহা, শুনিব কি কহ হা
হা, বল সখী করিয়া নিয়ম ॥

আর্দ্রাণি বেণুনিদৈঃ প্রতিনাদপুত্রৈ-

প্রতিনাদপুরো যেষু তে তৈর্মিশ্রিতৈরিত্যর্থঃ । তথা আলোললোচনয়োবি'লো-
কিতকেলিধারাভিনী'রাজিতৌ তস্যাবাগ্রচরণৌ যৈঃ সঃ বংশীবাদননৃত্তো
তালোল্লয়নার চরণাগ্রদর্শনাৎ । কিস্বা । ব্রজদেবীনাং নেত্রাণি জ্যেয়ানি । স্বাস্ত-

হইয়াছেন, ইহঁার চঞ্চল লোচন যুগল হইতে মধুগয় দৃষ্টিরূপ
কেলিধারা বর্ষণ করত চরণাগ্রভাগকে শোভিত করিতেছেন ।
প্রতিধ্বনিপূর্ণ বেণুনিনাদে অত্যন্ত আর্দ্রীভূত মণিময় নূপুরের

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এত কহি উঠে রাই, মনের সোয়াস্ব নাই, চতুর্দিকে করি
নিরীক্ষণ । কাঁহা নূপুরের ধ্বনি, সবে মাত্র কানে শুনি, হেথা
না আইসে কি কারণ ॥

অতিশঠ ধূর্তরাজ, হেন বুঝি কুঞ্জমাঝ, কারো সঙ্গে করয়ে
রমণ । সুখে বিলাসয়ে তথা, এ লাগি না আইসে এথা,
কৈছে দিবে দরশন ॥

কহিতে কহিতে পুনঃ, উন্মাদ বাঢ়িল মন, আইলা কৃষ্ণ
মনে হেন দেখে । অন্যান্সনা ভোগচিহ্ন, প্রতি অঙ্গে পরবিণ,
আযুর্গ নয়ন হাস্য মুখে ॥

দেখিতেই তার মতি, সেহ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতি, অতিশয় ক্রোধ
উপজিল । তাহা দেখি কৃষ্ণ যেন, তারে ছাড়ি গেলা পুনঃ,
পাছে তাপে ওৎসুক্য হইল ॥

এই দুই ভাবে মেলি, ভাবসন্ধি করি বলি, অমর্ষ বিক্ষেপ
অপমান । ওৎসুক্য দর্শন ইচ্ছা, অন্যান্য না করে ইচ্ছা,
শাবল্যের এইত লক্ষণ ॥

অমর্ষা অনুগা ত্রয়া, অসূযোগাবহিথয়া, ওৎসুক্যে-অনুগা

রাকর্ণ্যামি মণিনূপুরসিঞ্জিতানি ॥ ৩৯ ॥

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো

দর্শায়াং শৃণোমি কিমিতার্থং । বাহে কদা কিসেত্যাধার্য্যং ॥ ৩৯ ॥

অপোখ্যন্ন নিশৌহবলোকা অয়ি সখাঃ নূপুরশব্দঃ শ্রুতে স ন দৃশ্যতে ।
তদত্র কুঞ্জে কয়পি রমমাণঃ শঠাংস্তং তিষ্ঠতীতি বদন্ত্যাঃ পুস্কন্মাদাবেশাদন্য
সন্তোগচিহ্নাঙ্কিতমাগতঃ পুরঃ পশ্যন্ত্যাস্তং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ পুনর্গতমিব মত্যা-

মনোহর ধ্বনি আমি শ্রবণ করিতেছি ॥ ৩৯ ॥

তৎপরে উখিত হইয়া “অহে সখীগণ ! নূপুরের শব্দ

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

আর তিন । অতিদৈন্য সচাপন, মোহোন্মাদ মহাবল, সন্ধি-
শাবল্যের এই চিহ্ন ॥

শুন দেব এথা কেনে তুমি । গোপাঙ্গনা ক্রীড়াবৎ, সেই
তোমার অভিমত, তথা যাঞা বিলস আপনি ॥ ৩৯ ॥

এইমত বক্রিকথা, বাষ্পানেত্রে বক্রমতা, শুনি যেন অবজ্ঞা
বচন । পুনঃ যেন কৃষ্ণ গেলা, তাতে তাপ উপজিলা, দরশনে
উৎসুক্যাগমন ॥

প্রাণের দয়িত তুমি, অদর্শনে গরি আমি, পুনর্ব্বার দেহ
দরশন । ইহা শুনি কৃষ্ণ যেন, পুন দিলা দরশন, অনুন্নয় করে
অনুমান ॥

দেখিয়া অমরীষুগা, অনুমানাদর রাগা, সোল্লুষ্ঠ কহয়ে
বক্রবাণী । দীরমধ্যা সমাশ্রয়, তার মতে কথা কয়, ওহে ভুব-
নের বন্ধু তুমি ॥

হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিকো ।

জাতপশ্চাত্তাপাদৌঃসুকোদয়ঃ । ততস্তয়োঃ সন্ধিঃ । তল্লক্ষণাণি । স্কন্ধপদ্মো-
 ভিন্নয়োৰ্বা সন্ধিঃ স্যাভাবয়োৰ্যুতিঃ । অধিক্ষেপাপমানাদেঃ সাদমৰ্ষাসঙ্ক-
 তেতি । কালাক্ষমহমৌঃসুকামিষ্টেকাপ্তিস্পৃগাদভিরিতি । তানেন ভাবানা-
 শ্রিত্য ভাবশাবল্যক । তল্লক্ষণং । শবলবহু ভাবানাঃ সন্দর্ভঃ স্যাং পরস্পর-
 মিতি । তদামৰ্ষানুগা অহ্মোগ্রাবহিতাঃ । ঔৎসুক্যানুগানি মতিদৈন্যচাপ-
 লানি অত উন্মাদানুগতাভ্যাং ভাবসন্ধিভাবশাবল্যভ্যাং প্রলপন্ত্য বচোহমুদ-
 গ্রাহ । অনাদ্যনাসমুৎকঃ তং মহাগৰ্বোদয়াং সহজনিজদীরধীরমধ্যাত্মশ্রিত্য

শুনিতৈছি কৈ তাঁহাকে ত দেখিতে পাইতৈছি না” এই

মহানন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কেবল আমার নও, সৰ্ব্ব সমাধান চাও, যাঞা কর সৰ্ব্ব-
 সমাধান । ভুগনের নারীগণ, আর যত গোপীজন, বেণুগানে
 কর আকর্ষণ ॥

পুনঃ যেন গেল কৃষ্ণ, মন হৈল সতৃষ্ণ, ঔৎসুক্য অনুগা
 মৃত্যুদয় । সেই মত ভাবাবেশে, কহে ধনী সবিশেষে, তাতে
 এই সম্বোধন ত্রয় ॥

ওহে কৃষ্ণ শ্যামরায়, চিত্ত আকর্ষহ যায়, তাতে মোর মানে
 কিবা কায । তৎকাল আনিয়া যবে, অল্ল দেখা দেহ তবে,
 তাপ নষ্ট হয় ত অব্যাজ ॥

পুনঃ যেন কৃষ্ণচক্ষু, হাসি কহে মহানন্দ, প্রিয়ে ! আমি
 ছিলাম এথাই । আগারে প্রদম্ব হও, হাসি এক বাণী কও,
 তবে আমি মনে স্থখ পাই ॥

মনে ইহা বিচারিতে, তারে করি আচ্ছাদিতে, ঔগ্র্যভাব
 হইল উদয় । অধীরমধ্যা গুণ লৈয়া, কহে অতি ক্রোধী হৈয়া,

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম

সবাপ্পং বক্রোক্তা সন্োধয়তি । হে দেব অন্যাভিঃ সহ দীব্যসীতি দেবস্বগত-
শ্রুত্রেব গচ্ছেত্যর্থঃ । তল্লক্ষণং । ধীরাধীরাহু বক্রোক্তা সবাপ্পং বদতি প্রিয়-
মিতি । তদৈবাবধীরগাদগতমিব তং মহা জাতপশ্চাত্তাপাং তদর্শনোৎসুকো-
নাহ । হে দয়িত অস্তু মে প্রাণদয়িতোহসি কথং ত্যক্ত্যসে তং পুনর্দর্শনং দেহী-
ত্যর্থঃ ॥

পুনরাগ কানুনয়স্তমিব তং মহামর্ষ'ভূগায়োদয়াং ধীরাধীরমধাৎমাশ্রিতা-
বক্রোক্তা সোল্লুপ্তমাহ । হে ভুবনৈকবন্ধো তবাত্র কো দোষস্তং ন কেবলং
মমৈব সর্কগোপীনামপি । কিমুত তাসামেব বেণুনাঁদাকুষ্ঠানাং ভুবনানাং তদগ-
তস্ত্রীণামপি বন্ধুরসি তং সর্কসমাধানার্থং গচ্ছেত্যর্থঃ । তল্লক্ষণং । ধীরাহু বজ্র
বক্রোক্তা সোল্লুপ্তং সাগতং প্রিয়মিতি । পুনর্গতমিব মহোৎসুকানুগমত্যাথ-
ভাবোদয়াদাহ । হে কৃষ্ণ হে শ্যামসুন্দর চিত্তাকর্ষক চিত্রঃ ত্বয়া দ্রুতং কিং মে

বলিয়া পুনশ্চ উন্মাদের ন্যায় কহিতেছেন ॥

হে দেব ! হে দয়িত ! (প্রিয় !) হে ভুবনের একমাত্র

ষহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তার বশে এই সন্োধয় ॥

শুনহ চপলরাজ, বল্লগীভুজঙ্গসাজ, পরনারী চোর ধূর্ত-
রাজ । যাও যাও এথা হৈতে, চিনিলাম সত্তরিতে, বুঝিলাম
যত তুয়া কাজ ॥

অবজ্ঞা জানিয়া যেন, কৃষ্ণ পুনঃ গেলা হেন, মনে মনে
করেন বিচার । কহিতেই সেই কাল, উপজিল দৈন্য জাল,
তাতে কহে সন্োধন সার ॥

ওহে করুণার সিঁধু, দুঃখিত জনার বন্ধু, যদ্যপি হ অপ-
রাধী আমি । নিজ করুণার বল, সদা তুমি স্বকোমল, কৃপা
করি দেখা দেহ তুমি ॥

হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোম্যে ॥ ৪০ ॥

মানেন তৎ সক্রদপি দর্শনং দেহীত্যর্থঃ । পুনরাগত্য প্রিয়ে ময়া বহিরেব স্থিতং
ন কুত্রাপি গতং প্রসীদেতানুনয়ন্তমিব মত্বোগ্রোদয়াদধীরমধ্যাঙ্গমাশ্রিত্য
সরোবমাহ । হে চপল বল্লবীবৃন্দভুজঙ্গ পরস্মীচৌর গচ্ছ গচ্ছেত্যর্থঃ । তল্লঙ্গণং ।
অধীরা পরুষৈর্বাকৈনির্বসোদ্রলভং কুশেতি । পুনর্গতমিব মত্বা হস্তাবধীরণা-
দাতোহয়ং পুননৈবাতি দৈন্যোদয়াং সকাবু প্রাহ । হে করুণৈকসিক্তো যদ্য-
প্যহমপরাধিনী তথাপি ত্বং করুণাকোমলত্বাদর্শনং দেহীতি । তৎপুনরাগত্য
প্রিয়ে কিমিতি মুখা মানেন মাং কদর্থয়সি প্রসীদেতানুনয়ন্তমিব মত্বা মর্ষালুগা-
বহিথোদয়াং ধীরপ্রগল্ভাঙ্গমাশ্রিত্য মৌদাসান্যমাহ । হে নাথ হস্ত ব্রজ-
বাসিনাং নো রক্ষিতাসি কা নাম হতধীত্বাং ন সম্ভাবতে । কিন্তু ব্রাহ্মণীভি-

বন্ধু ! হে চপল ! হে করুণার একমাত্র সিন্ধু ! হে নাথ !

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পুনঃ যেন কৃষ্ণ আসি, দেখা দিয়া কহে হাসি, প্রিয়ে !
কেনে মিছা মান করি । কদর্থ আমারে অতি, কঠিন তোমার
মতি, স্তপ্রসন্ন হও মান ছাড়ি ॥

এই অনুনয় শুনি, অমর্ষা অনুগ ভনি, অবহিতা উপজিল
আসি । ধীরপ্রগল্ভা ঙ্গমাশ্রয়ী, তাতে ঔদাসীান্যময়ী, মৌন
করি ঠারে কহে হাসি ॥

ওহে নাথ ব্রজবাসী, আমরা তোমার দাসী, কত বা বিপদে
না রাখিলা । কেবা হত বাক্য হেন, না সম্ভাষি তুয়া মৌন,
কিন্তু জানি ব্রাহ্মণী কহিলা ॥

তা সবার বাণী মানি, মৌনব্রতে আছি আমি, এই লাগি
কথা না হইল । এই অপরাধ তুনি, না লবে কহিল আমি,
ঠারে ঠোরে ইহা জানাইল ॥

ব্রতার্থং গ্রাহিতাম্ তং সন্তুষ্টব্যেহয়ং মমাপরাধ ইতি ভাবঃ । তল্লক্ষণং ।
 উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিতা চ সাদরেতি । পুনর্গতমিব মত্তা মুহুর্নিরন্তোহসৌ
 নান্বাসাত্যেবেতি চাপল্যোদয়াদ্যদি কৃপয়া পুনর্দর্শনং দদাতি তদা স্বয়মেব তং
 কণ্ঠে গ্রহীষ্যামিতি সন্দেশমাহ । হে রমণ কদা মাং রময়স্যতি রমণস্তমোদানৌ-
 মপ্যাগতা তথা কুর্কিভ্যর্থঃ । পুরাগতমিব মত্তা তিরস্কৃতাগন্তকামর্ষভাবেন প্রবল-
 সহজৌঃসুক্যোনাস্তমনস্তয়া তদাল্পেষায় প্রসারিতবাহুযুগলা তমলবাজাতবাস্কুর্ভিঃ
 নবিক্লবমাহ । হে নয়নাভিরাম নয়নানন্দ কদা হু মে দৃশ্যোঃ পদং গোচরো

হে রমণ ! হে নয়নের আনন্দদায়ক ! হা কন্ট ! হা কন্ট !

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পুনর্ব্বার ব্রজমণি, গেলা তেন মানি ধনৌ, মনে মনে করয়ে
 নিচারণ । বারে বারে আইলা হরি, তবে গেলা ক্রোধ করি,
 বুঝি এথা না আসিবা আর ॥

এতেক চিন্তিতে মনে, চাপলা উদঃ ক্ষণে, তাতে কহে
 যদি পুনর্ব্বার । কৃপা করি আইসে হরি, তবে সব মান ছাড়ি,
 যাঞা কণ্ঠ ধরিব তাহার ॥

এত কহি দৈন্য সঙ্গে, কহে চাপল্যের সঙ্গে, হে রমণ
 এই কুঞ্জে আসি । রমহ আমার সঙ্গে, তুমি কৃপানিধি সঙ্গে,
 পূর্ব্বৈ যৈছে বিহারিলা হাসি ॥

পুনর্ব্বার আইলা হরি, মনে মনে সুনাগরী, আগন্তুকামর্ষে
 তিরস্করি । সহজ উৎসুক্য ভাব, মহানগী পরতাপ, তাতে
 চিত্ত আকর্ষয়ে ধরি ॥

ছুই বাহু পসারিয়া, আলিঙ্গনে যায় পাঞা, যবে কৃষ্ণ
 লাগ না পাইলা । বাহু স্পৃহি পাঞা রাই, কহেন বিক্লব পাই,
 এই ক্ষণে তুমি কেথা গেলা ॥

অমুন্যধন্যানি দিনান্তরাণি

ভবিতাসি। হা হা ইত্যতিথেদে । স্বাস্তদ'শায়াং তু শ্রীরাধাসঙ্গমার্থগান্ধানমহু-
নয়ন্তমিব তং প্রভামর্গোদয়ঃ । গতমিব মত্মাত্মা সঙ্গমনায়োৎসুক্যঃ অন্যদযথা-
যোগ্যাং জ্ঞেয়ং । আকৃঢ়ানুরাগদশায়াং ভক্তস্য সাধকশরীরেহপি তত্তদ্ব্যবো-
দয়াং । বাহ্যে যথাযথং সম্বোধনেষু দৈন্যোৎসুকাদিভাবো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪০ ॥

অথ পুনর্বিবরহবহ্নিছালোচ্ছলিতোদেগায়াঃ ক্ষণমপাহর্গণান্মত্বা সর্বৈক্ৰব্যং
প্রলপন্ত্যা বচোহনুবদন্নাহ । হে হরে অমুনি দিনস্যাহোরাত্রস্যান্তরাণি মধা-

কবে তুমি আমার লোচনদ্বয়ের গোচর হইবে ? ॥ ৪০ ॥

পুনশ্চ শ্রীরাধা বিরহাগ্নি ছালায় উদ্ভিন্ন হইয়া ক্ষণকালকেও

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ওহে নয়নাভিরাম, নয়ন আনন্দধাম, কহে হবে নয়ন-
গোচরে । হা হা কৃষ্ণ দীনবন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু দরশন দেহ
কৃপাভরে ॥

কহিতে কহিতে পুনঃ, বিচ্ছেদাগ্নি ছালা হেন, হইতে
উদ্বিগ্ন উছলিলা । যাতে সব ক্ষণগণ, মানে যুগশত সম,
বৈকল্য প্রলাপ উপজিলা ॥

তাহাতে যে কহে রাই, চিন্তে আসোয়াস্ব নাই, সেই ভাব
লীলাশুক কহে । কৃষ্ণকর্ণামৃতকথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা,
এ যছনন্দনদাস কহে ॥ ৪০ ॥

ওহে কৃষ্ণ তোমা না দেখিয়া । এই রাত্রি দিবা মাঝে,
যত ক্ষণ সন্ধি আছে, কৈছে আমি রহিব কাটিয়া ॥ ক্র ॥

কোটিকল্প তুল্য মনে, হৈল মোর একক্ষণে, তোমা বিনা
নারি গোড়াইতে । হাহা তোমা দরশন, বিনা আমি ক্ষণগণ,

হরে ত্বদালোকনমন্তুরেণ ।

অনাথবন্ধো করুণৈকসিদ্ধো

গতানি ক্ষণবৃন্দানীতি শেষঃ । অমূনি কোটিকল্পতুল্যত্বেনাতিবাহিতুমশক্যানীতি বা । হা খেদে । হস্ত বিধাদে । তয়োৱতিশয়েন বীপ্সা । ত্বদালোকনং বিনা কথং নস্মামতিবাহরামি তত্ত্বমেবোপদিশেত্যর্থঃ । তদ্বৈতোৱেবাধন্যানি নহু যদানঙ্গতপ্তাসি তদা পতয়শ্চ বো বিচিহ্নস্তু তমেব গচ্ছেত্যাটুত্বা পতিস্তুতাদিভি-
 রার্হিভৈঃ কিমিতিবদমাহ । হে অনাথবন্ধো অনাথানাং ত্যক্তপতীনাং বল্লবীনাং নস্বমেব বন্ধুরসি । তেহু হুঃখদাস্ত্যক্তা এবৈত্যর্থঃ । নহু ভর্তুঃ শুশ্রূষণং বো ধর্ম ইদমযোগ্যমিত্যত্র চিত্তং স্মৃথেন ভবতাপহৃতমিতিবদাহ । হে হরে চিত্তেন্দ্রিয়-

বহু দিন বোধে অতীব হুঃখভাবে যে প্রলাপ করিয়াছেন গ্রন্থ
 কর্ত্তা তাহাই বর্ণনপূর্ব্বক করিতেছেন ॥

হে অনাথের বন্ধু ! হে করুণার একমাত্র সিদ্ধু ! হা

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তুমি বল গোড়াই সে রীতে ॥

অধন্য সকল ক্ষণ, বিনা তোমা বিলোকন, এই কাল
 কাটা নাহি যায় । কেমনে কাটাবে কাল, তুমি कह সে বিচার,
 বিচারিয়া कह সে উপায় ॥

যদি বল কামতাপে, তাপিত হইলা যবে, তবে যাহ নিজ-
 পতি ঠাঁই । সেহ অন্বেষয়ে তোমা, আমা প্রতি দিয়া ক্ষমা,
 পতিসঙ্গে বিলাসহ যাই ॥

তার শুন তারি বাণী, পতি ছাড়াইলা তুমি, সে লাগি
 অনাথাগণ মোরা । তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিদ্ধু,
 দরশন দেহ আসি ত্বরা ॥

হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ৪১ ॥

হারিন্ সোহয়ং তবৈব দোষ ইত্যর্থঃ । ননু কামিন্যোযুঃ চপলা এব ময়া
কথং ধর্মস্ত্যাজ্যন্তত্র তন্নঃ প্রসীদেতিবৎ সন্দেশ্যে মাহ । হে করুণৈকসিক্তো কৃপা-
সিক্তুয়াং ধর্মমপ্যুল্লভ্যা দীনাগ্নোহনুগৃহাণেত্যর্থঃ । স্বাস্তদর্শারামনয়া তথা ক্রীড়-
তন্তব দর্শনং বিনা ন । অন্যং সমং । বাহার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪১ ॥

কষ্ট । হা কষ্ট । হে হরে । এ অবস্থায় কি করি ? কাহা-
কেই বা বলি, কারণ সখীগণও আমার ন্যায় দুঃখিনী !
তোমার দর্শন ব্যতিরেকে এই অধন্য দিন সকল আমি কি
রূপে যাপন করিব ? অথবা আর আশার প্রয়োজন নাই,
আশার বাহা কর্তব্য তাহা করিয়াছে ॥ ৪১ ॥

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

যদি বল পতিসেবা, ধর্ম কেনে উপেক্ষিবা, যোগ্য নহে
সে সেবা ছাড়িতে । তাতে দোষ নাহি মোর, সে দোষ হইবে
তোর, মনেন্দ্রিয় হরিয়াছ যাতে ॥

তবে যদি বল হেন, আসিয়া তোমার কেন, ধর্ম ছাড়া-
ইব মন হরি । চপলা কামিনী তোরা, আপনি হইয়া ঘোরা,
ধর্ম ছাড়ি কিরে মোহে হরি ॥

তবে শুন তার বাণী, ধর্মত্যাগী যদি আমি, তবে উদ্ধারিবে
কেবা আর । করুণাসমুদ্রে তুমি, দেখ ধর্মছাড়া আমি, কৃপা
করি করহ উদ্ধার ॥

উদ্বেগেতে প্রাবল্য, হৈল ভাবশাবল্য, তাতে ধনী করয়ে
প্রলাপ । সেই ভাব বিভাবিত, লীলাশুক কহে রীত, এ চছ-
নন্দন হিয়ে তাপ ॥ ৪১ ॥

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ক্রমঃ কৃতং কৃতমাশয়া

অথোদ্বেগেন পুনর্ভাবশাবল্যোদয়াৎ প্রলপন্ত্যা বচোহমুদয়াহ । প্রথমমা-
বেগোদয়াদাহ । হে সখাঃ । ইহ বৈশেষ্যে তৎ কিং কৃণুমঃ । যেন তবদর্শনং স্যাৎ
ততস্তা অপি বাগ্না দৃষ্ট্বা চিস্তোদয়াদাহ কস্য ক্রমঃ । যুমমপি তুল্যাবস্থাএব
তদনাঃ কঃ যেন ভাবং স্যাত্তং পৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ । তদেব তামাচ্ছাদ্য মত্যাখ্য-
ভাবোদয়াৎ আশা হি পরমঃ দুঃখমিত্যাদিবদাহ । আশয়া তদাশয়া যৎ কৃতং তৎ
কৃতমেবান্ন কৰ্তব্যং । কিম্বা । তয়া যৎ কৃতং তৎ কৃতং বর্ণ্যং তৎ তাং

অনন্তর উদ্বেগদ্বারা পুনর্বার ভাবশাবল্যের উদয় হেতু
প্রলাপকারিণী শ্রীরাধার বাক্যের অনুবাদ করত কহিতে
লাগিলেন । প্রথমতঃ আবেগের উদয় হেতু কহিতেছেন ॥

হে নাথ ! আমি কোথায় কাহাকে স্তব করিব ? কাহা-

যছন্দনটাকুরের পদ্য ।

প্রথমে আবেশ ভাব, মনে ভেল আবির্ভাব, সেই ভাবে
কহে সখী প্রতি । কহ সখী এ বিপদে, কি করি উপায় যাতে
কৃষ্ণ দরশন পাই সতি ॥

কহিতেছি সখীগণে, ব্যগ্র দেখি মনে গুণে, তারে বাঁপি
চিন্তা ভাব হৈলা । কহয়ে পুছিব কারে, তুমি সব সখী আরে,
মোর প্রায় দুঃখিনী ভৈগেলা ॥

মোর কেবা আছে আর, কারে বা পুছিব সার, কে
কহিবে মঙ্গল উপায় । এতেক চিন্তিতে মনে, চিন্তা করি
আচ্ছাদনে, মতিভাব জন্মিল হিয়ায় ॥

তাতে কহে কৃষ্ণ আশা, সর্বেন্দ্রিয়-প্রাণ-নাশা, যে কৈল
সে কৈল আর না । কিম্বা যত আশা কৈল, বৃথামাত্র দুঃখ
পাইল, আশা ছাড়ি রাখহ আপনা ॥

কথয়তঃ কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ ।

মধুর-মধুর-স্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে

তাজতেতার্থঃ । তদৈবামর্ষোদঘাদাহ । অতন্তস্যাকৃতস্তস্য বার্তাঃ তাজ্জানান্
কামপি ধন্যাং পুণ্যাং কথয়ত । কথয়ত্বিত্তি পাঠে একাং সখাং প্রত্যাঙ্কিঃ ।
ভবতীত্যাভ্যন্তদেব হৃদি ক্ষুরন্তং কৃষ্ণং শরৈর্বিধ্যন্তং কামং মত্বা তমাচ্ছদা
ত্রাসোদঘাৎ সবেক্লব্যমাহ । অহো কষ্টং হৃদয়েশয়ঃ কামঃ শত্রুরয়ং মারয়তি কিং
কুর্শ্ব ইত্যর্থঃ । ততস্তামাসাদ্য সহজোৎসুক্যোদঘাতজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে

কেই বা বলিব ? অথবা আর আমার প্রয়োজন নাই, অথবা
অন্য কোন ধন্য কথা বল ? কারণ তুমি আমার হৃদয়নাথ ।
অপিচ মধুর অপেক্ষাও মধুর হাস্যযুক্ত, তথা মন ও নয়নের

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কহিতে সে ভাব বাঁপি, অমর্যা জন্মিলা কাঁপি, তাতে-
কহে শুন সখীগণ । অকৃতজ্ঞ কৃষ্ণকথা, ছাড়িয়া অধন্য মতা,
কহ ধন্য অন্য স্ককথন ॥

এই কালে হৃদি মাঝে, ক্ষুণ্ণরূপে কৃষ্ণসাজে, কামশর-
বিদ্ধ হৈতে মনে । সে ভাবাচ্ছাদন করি, ত্রাস হৈল হিয়াভরি,
বিক্রব পাইয়া পুনঃ ভণে ॥

অহো কষ্ট কি করিল, কাম বৈরী উপজিল, সদাই স্মৃতিয়া-
আছে হিয়ে । সদা হিয়ে বিদ্ধে সেই, তিলেক না ছাড়ে যেই,
হইতে উপায় কি করিয়ে ॥

কিবা হিয়ে কৃষ্ণক্ষুরে, তাহাতে আশ্চর্য্য বোলে, বিষাদ-
করিয়া কহে বানী । যারে চাহি তেয়াগিতে, সেই শুতিয়াছে
চিত্তে, কোনরূপে না যায় ছাড়নি ॥

তবে তা আচ্ছাদিয়া, সহজ উৎসুক্য হিয়া, উদয় হইল
শীঘ্র আসি । বিষাদ করিয়া কহে, খেদ হৈল অতিয়শে, কৃষ্ণ

কৃপণকৃপণা কৃষে তৃষা চিরং বত লম্বতে ॥ ৪২ ॥

ইত্যাদিবং সবিষাদমাহ মধুরেতি । বত ইতি খেদে অস্ত তাবত্যাগঃ প্রত্যুত
কৃষে চিরং তৃষা লম্বতে প্রতিক্ষণং বর্দ্ধতে । কীদৃশী । কৃপণাদপি কৃপণা উৎ-
কর্ষ্যতিদীনেত্যর্থঃ । কীদৃশে । মধুরাদপি মধুরঃ স্মেরো মদনমদাদিতিকৃৎফুল্ল-
শাকার আকৃতির্যস্য তস্মিন্ । অতো মনোনয়নয়োরুৎসবোযস্মাত্তস্মিন্ ।
বাস্তদশায়ান্ত পূর্ববদর্থঃ । বাহার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪২ ॥

আনন্দপ্রদ শ্রীকৃষে আমার কৃপণা (দীনা) দৃষ্টি চিরদিনের
জন্য সতৃষা হইয়া আশ্রিত হউক ॥ ৪২ ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

আছে জানে মনে বসি ॥

ছাড়িবার মন হৈলে, অতিতৃষা হিয়া বলে, প্রতিক্ষণ বাঢ়ি
তৃষাগণ । দুঃখভোরা দুঃখী হেন, বাঢ়ে তৃষা অনুক্ষণ, বাঢ়ি-
বার আছয়ে কারণ ॥

মধুর হৈতে স্নমধুর, স্মের যাতে স্নখপূর, কামমদে প্রফুল্ল
আকারে । মন নয়নের সেই, উৎসব নিবন্ধ যেই, কেবা পারে
তারে ছাড়িবারে ॥

এই কালে ব্যাধিভাব, আসি হৈল আবির্ভাব, তাতে অতি-
কৃশ হৈল অঙ্গ । তাতে গ্লানি উপজিল, ধনী চেক্টা প্রকটিল,
তিন শ্লোক করিয়া প্রবন্ধ ॥

হেম অঙ্গ ভূমে পড়ে, বিষাদ স্তদৈন্য করে, ধনী নিজ
নয়ন মুদিয়া । আশ্বাসয়ে সখীগণ, ধৈর্য্য কর নিজ মন, কৃষ্ণ
এবে আলিঙ্গিবে সিয়া ॥

সেই সখীগণে রাই, কহে মনোদুঃখ পাই, আশা ত্যজি
প্রলাপবচন । সেই শ্লোক পঢ়ি এথা, লীলাশুক কহে কথা,
কহে তাহা এ যত্ননন্দন ॥ ৪২ ॥

আভ্যাং বিলোচনাভ্যামম্বুহবিলোচনং বালং * ।

অথ অত্যাধিতরোৎপন্নতানবাতিশয়াদ্মানিকৃৎপন্ন তচ্চেষ্টা ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ
তত্র প্রথমং ভূমৌ নিপত্য নেত্রে নিমীল্য তদর্শনোৎপন্নবিষাদদৈন্যাভ্যাং অধু-
নৈবাগতং তং পরিরম্ব্যাস্যে দৈর্ঘ্যং কুর্কিত্যাখ্যাসয়ন্তীং সখীং প্রতি নৈরাশ্যাং
প্রলপন্ত্যা বচোহলুবদম্ভাহ । আগতেহ্যপ্যগ্নিন্নশক্ত্যা ভূজাচালনাদ্যসামর্থ্যাত্তদা-
লিঙ্গনং দূরে তাবদাস্তাং বিলোচনাভ্যামপি তং বালং কিশোরশেখরং মম দৈব
সামগ্রীভাগারূপসাদনং দূরে সা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ । হস্ত বিষাদে । বিষাদে হেতুঃ ।

শ্রীরাধা অতিশয় মানসিক ব্যথা জন্য নূতন দশা প্রাপ্ত
হইয়া যে চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছিলেন, গ্রন্থকর্তা তাহাই তিন
শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন ॥

হে দেব ! আমার অন্যান্য সাংগী ত বহু দূরে, স্মরণঃ
সম্প্রতি এই বিস্ফারিত লোচনযুগলের সহিত আপনার অভি-

যছন্দনটাকুরের পদ্য ।

সখী কৃষ্ণের যদি এথা, আগমন হয় সর্বথা, আইলে না
বাবে মোর দুঃখ । বাহু নারি তুলিবারে, আলিঙ্গন রহু দূরে,
নয়নের নাহি হবে সুখ ॥

কিশোর শেখররাজ, অঁাধি আলিঙ্গন কাজ, ভাগ্যরূপ
দর্শন সাধন । সেহ মোর দূর হৈল, যাতে গ্লানি উপজিল,
মেলিবারে না পারি নয়ন ॥

বিষাদ হইল মনে, কহে শুন সখীগণে, বামনেত্র অস্তে
দর্শন । ভাবোদগারী বিলোকন, দূরে রহু সে দর্শন, প্রায় না
দেখিয়ে ইতর জন ॥

সখীগণ কহে কেনে, খেদ পাও নিজ মনে, এখনি দেখিবা

দ্বাভ্যামপি পরিরকুং দূরে মম হন্ত দৈবসানগ্রী ॥ ৪৩ ॥

* অশ্রান্তস্মিতমরুণারুণাধরৌষ্ঠং

অস্থিতি । তত্রাপি ভাবোদগারিবাগনেত্রপ্রাস্তেন দর্শনমাস্তাং দ্বাভ্যামপি তব জনবদর্শনভাগ্যং নাস্তীত্যাহ দ্বাভ্যামপি । নবধুনৈব দ্রক্ষ্যসি কিমিতি খিদ্যাসে ইত্যত্র নেত্রোন্মীলনে প্রযতন্তী তদশক্ত্যাহ আভ্যাং । স চেদাগচ্ছেদাগচ্ছতু নাম মম পুনরাভ্যাং তদর্শনং নাস্ত্যাবেতি ভাবঃ । স্বাস্তদর্শায়াং তয়া সহ বিলসন্তং তং । অন্যং সমং । বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৩ ॥

পুনঃ স্বপ্রেরকতচ্ছ্রীমুখক্ষুর্ভ্যা বিষাদোৎসুক্যাং জহামসুন্ ব্রতকুশা শত

পদ্মতুল্য লোচনদ্বয় আলিঙ্গিত হউক, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা ॥ ৪৩ ॥

পুনশ্চ নিজের প্রেরক শ্রীমুখ ক্ষুর্ভি হওয়ায় শ্রীরাধা যে বিলাপ করিয়াছিলেন, গ্রহকর্তা তাহাই বর্ণন করিতেছেন ॥

হে নাথ ! আপনার যে বদনকমল মধুর হাস্যযুক্ত

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শ্যামরায় । তাহা শুনি সুনয়নী, যতন করিয়া পুনি, নিজনেত্র মেলিবারে চায় ॥

মেলিতে না পারি অঁাখি, তাতে কহে হয়ে দুঃখী, যবে আইসে তবে আইস হরি । যে দেখিবে সে দেখউ, আমার কি করে জিউ, অঁাখি আমি মেলিবারে নারি ॥

মনে কৃষ্ণসুখক্ষুর্ভি, হৈতে বাঢ়ি গেল আর্তি, বিষাদ উৎসুক্য ভাবে দোলে, প্রলাপ করিয়া রাই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে তাই, এথা লীলাশুক শ্লোক বলে ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণচন্দ্র শুন, আমি কহি যে নিবন্ধ । তোমার মুখাজ-

হর্ষার্দ্ধিগুণমনোজ্ঞবেণুগীতং ।

বিভ্রাম্যদ্বিপুলবিলোচনার্কমুগ্ধং

জন্মভিঃ স্যাদিতিবাং, ধ্যানেন বাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে । ইতিবচ । তং
প্রতিপত্ত্যা বচোহুবদয়াহু হু ভো শ্রীকৃষ্ণ তব বদনাধুজমজ্র জন্মনি ন দৃষ্টমেব
কদাপি জন্মান্তরেহপি বীক্ষিষ্যে । কীদৃশং । অশ্রাহং সন্ততং স্নিতং বস্মিন্ ।
ঈদং স্নিতং বা অরুণাকর্ণো অত্মাকর্ণো অরুণাদপ্যাকর্ণো স্মানিতমোঘ্রাধরোষ্ঠৌ

অত্যন্ত অরুণবর্ণ অধরোষ্ঠ শোভিত এবং আনন্দভরে দ্বিগু-
ণিত মনোজ্ঞ বেণুগীত শোভিত, তথা যাহা বিভ্রমশালি লোচ-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শোভা, নোর নেত্রভৃঙ্গ লোভা, এ জন্মে দেখিতে ভেল
অন্ধ ॥ * ॥

জন্মান্তরে তপ করি, আপনার ইচ্ছা ভরি, মুখার্জ করিব
দরশন । সদা যাতে মন্দ হাসি, উগরে অমিয়ারাশি, সদা
ঝরে চন্দ্রজ্যোৎস্নাগণ ॥

অরুণ হইতে যাতে, ওষ্ঠাধর অরুণিতে, প্রানি অন্ধকারগণ
নাশে । এমন স্নন্দর মুখ, অঞ্চল-নয়ন সুখ, তবে আমি দেখিব
হরিষে ॥

আমার প্রেরণ হর্ষে, মুছ গান যেই বর্ষে, সেই ত মুরলী
তাহে শোহে । তাহাতে দ্বিগুণ শোভা, কামিনী-অন্তরলোভা,
যচন বর্ণন তাহে নহে ॥

পুনঃ পুনঃ প্রেরণার্থ, বিভ্রম লোচন আর্ত, অতি দীর্ঘ
অতিশোভাময় । তাহার অর্দ্ধেক ভঙ্গি, কামিনীমোহন রঙ্গি,
জন্মান্তরে দেখি ভাগ্য হয় ॥

শুন কহে সখীগণ, খেদ কর কি কারণ, কৃষ্ণ আসি

বীক্ষিষ্যে তব বদনাসুজং কদা নু ॥ ৪৪ ॥

লীলায়িতাভ্যাং রসশীতলাভ্যাং

যস্মিন্ যৎপ্রেরণা হর্ষেণাদ্রং অতো দ্বিগুণমনোজ্ঞং বেণুগীতং যস্মিন্ যৎপ্রের-
ণাধিঃ বিভ্রাম্যদ্বিপুলবিলোচনয়োৰ্ধ্বং অর্কঃ তেন মুদ্রঞ্চ যৎ । স্বাস্তদশায়াং পূৰ্ণ-
বৎ । বাহ্যে স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

অতঃ সীদন্ত্যা অয়ি সএবাগত্য স্বাং দ্রক্ষ্যতি তদা তবাপি শক্তির্ভবিষ্যতীতি
সখীবা ক্যাস্তঃসৌকৰ্ণং পৃচ্ছন্ত্যা বচোহনুবদনমাহ । স কিশোরঃ নয়নাসুজাভ্যাং

নার্কিহারা মুদ্রা সেই ভবদীয় বদনাসুজ কবে দর্শন করিব ? ॥ ৪৪ ॥

অতঃপর শ্রীরাধাকে অবসন্নপ্রায় দেখিয়া সখীগণ বলি-
লেন “তুমি অবসন্ন হইও না, যার জন্য দুঃখ, তিনি নিজেই
আসিয়া দর্শন দিবেন” এই কথা গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

করুণাশালী কিশোর শ্রীকৃষ্ণ, লীলায়িত রসশীতল নীল

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

দেখিবে তোমায় । তাতে তুয়া শক্তি হবে, তাহাকে দেখিতে
পাবে, সুখী হবে তুয়া নেত্র ভায় ॥

এইরূপ সখীবাণী, শুনিতেই স্থনয়নী, তারে পুছে উৎ-
কণ্ঠিত হৈয়া । লীলাশুক সেই ভাবে, কহিতে লাগিল। তবে,
এক শ্লোক অপূর্ব করিয়া ॥ ৪৪ ॥

সখি হে সেই নব কিশোর শেখর । নন্দনকমলবরে, কবে
নিম্নীকিবে মোরে, এই দশা দেখিবে সকল ॥ ৪৪ ॥

এখনি মরিয়া আমি, কিবা বল সখী তুমি, কবে বা আসিবে
মে দেখিতে । এরূপ নৈশা বাণী, কহি খেদ করে ধনী, যেবা
খেদ কে পারে শুনিতে ॥

নীলারুণাভ্যাং নয়নান্বজাভ্যাং ।

আলোকয়েদদ্রুতবিভ্রমাভ্যাং

কদা কালে আলোকয়েৎ মামিতি শেষঃ । ইচ্ছাপ্রকাশনে লিঙ । কিংবা ।
ইদানীং ত্রিয়ে কদা বা লোকয়েদিতি নৈরাশোক্তিঃ । কীদৃগ্ ভ্যাং । প্রেমরস-
শৃঙ্গারবনয়োঃ প্রবাহেন নীতলাভ্যাং । তথা তারয়োনী দিহ্ম প্রান্তরোরুণিহ্ম
চ যুক্তাভ্যাং । মদিরয়োরিবাভ্রুতো বিভ্রমো বয়োস্তাভ্যাং । অতো নীলা-
প্রাচুর্ধ্যাল্লীলং চরতঃ নীলারুণে যে তাভ্যাং । অপরাধিনী মাং পশ্যতি ।
চেত্তদা হিহা কথং গত ইতি বিমূশ্য সদৈন্যমাহ । কারুণিকঃ কৃপয়া সন্তবেদপি

ও অরুণবর্ণ প্রভৃতি আশ্চর্য্য শোভায়ুক্ত নয়নান্বজদ্বারা কবে

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শৃঙ্গার রসের যেই, প্রবাহ বহয়ে সেই, নীতল নয়নপদ্ম-
শোভা । তাহাতে নীলিমা যার, অন্তে অরুণিমা আর, পদ্মে
নট খঞ্জনের লোভা ॥

নীলাতে আয়ত আঁখি, তাহাতে চাপল্য সখি !, কবে
তাহে হেলিক আমারে । মুঞি অপরাধী জনে, দেখিতে
ধাকিত মনে, তবে ছাড়ি কেনে গেলা দূরে ॥

এত কহি বিমার্শিয়া, কহে যে আছয়ে হিয়া, দেখিতেহ
পারে আসি মোরে । সহজে করুণাময়, কৃপাতে বা দেখা
হয়, মোর ভাগ্যে না জানি কি করে ॥

কহিতেই মুচ্ছা হৈলা, সখীরা সস্ত্রম পাইলা, কহে সখী
দেখ আগে তারে । আইলা কিশোর রায়, গজগতি সুলীলায়,
আঁখি মেল কেনে আর ভোরে ॥

সখীর আশ্বাস শুনি, সস্ত্রমে পাইলা ধনী, যহ্নে নেত্র
মেলিয়া উঠিলা । সর্ব দিশা দেখি-পুনি, নাহি দেখে ব্রজ-

কালে কদা কারুণিকঃ কিশোরঃ ॥ ৪৫ ॥

বহলচিকুরভার-বন্ধপিঞ্জাবতংসং

চপলচপলনেত্রং চারুবিন্ধ্যধরোষ্ঠং ।

ইতি । স্বাস্থ্যদশায়ামেনাং কদা লোকয়েদिति । বাহ্যে কদা কৃপাবলোকনং করিষ্যতীতি ॥ ৪৫ ॥

অথ পুনর্মুচ্ছস্তাঃ সখি উত্তিষ্ঠ পশ্যায়ামাগতঃ কৃষ্ণ ইতি সখীনামাশ্বাসনৈঃ সসজ্জমং নেত্রে উন্নীল্যোথায় দিশোহবলোকয়ন্ত্যাস্তমপোতাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যাবচোহহুবদরাহ । হে সখাঃ মুরা কুংসা তদরেঃ পরমসুন্দরসোত্যর্থঃ । মুগ্ধং বেশং মে রমনং মুগ্ধগতি শীঘ্রং দর্শয়েতি ভাবঃ । কীদৃশং । বহলান্নিক্তনিবিড়-শিকুরভারো যস্মিন্ তত্রৈব বন্ধঃ পিঞ্জাবতংসো যস্য । চপলান্মীনাং দসি চপলে

আমাকে অবলোকন করবেন ? ॥ ৪৫ ॥

অতঃপর স্ত্রীরাধাকে মুচ্ছাপন্ন দেখিয়া সখী বলিলেন, “হে সখি শয্যা হইতে উঠ, এই দেখ ক্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন,” এই রূপ সখীদিগের স্ত্রীরাধার প্রতি আশ্বাসবাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

আমার নয়ন মুরারির মুগ্ধবেশে মুগ্ধ হইয়া কেবল তাহাই অব্বেষণ করিতেছে (বেশের কথা অধিক আর কি বলিব) যাহাতে কেশকলাপ সংযত ও তরুণারি ময়ূর

যদুনন্দনঠাকুরের গদ্য ।

মুগ্ধি, সখীগণে কহিতে লাগিলা ॥ ৪৫ ॥

সখি ! হে মুরারির মনোহর বেশ । দর্শন লাগিয়া মোর, অব্বেষয়ে দিঠি ঘোর, তৎকাল দেখাও নাগরেশ ॥ প্র ॥

ঘনান্নিক্তকেশ তার, পিঞ্জ অবতংস তার, নবাসুদে যেন ইন্দ্রধনু । চঞ্চলনয়ন ঘোর, অতিদীর্ঘ শ্রুতিকোর, সফরী মীনের গতি জলু ॥

মধুরমুহুরহাসং মন্দরোদাবলীলং

মুগয়তি নয়নং মে মুগ্ধবেশং মুরারেঃ ॥ ৪৬ ॥

নেত্রে যস্মিন্ । চপলঃ পারদে মীনে ইতি বিখ্যাতঃ । চাক্রবিধাধরোষ্ঠৌ যত্র মধুরো
মুহুরশ্চ হাসো যত্র । বেশস্য গান্ধীর্ঘ্যং ক্ষোভকতৃক্কাহ । মন্দরাদ্রে'রিবোদারে
মহতী লীলা বস্য তেন যথা তৃষ্ণাকিং সংক্ষোভা রত্নং দিকক আচ্ছতং তথা নৈবা-
স্মাকং পৈর্ঘ্যাদিকমতো মহাক্ষোভকমিতি ভাবঃ । স্বাস্তব'শায়াং তৎসঙ্গমমধুর-
বেশং । বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৬ ॥

পিচ্ছের কর্ণভূষণ আধক্ৰ, নেত্রদয় অত্যন্ত চপল, মনোজ্ঞ
বিস্ময়লভ্য অধরোষ্ঠ তথা হাস্য মধুর অথচ মুহুর এবং যাহা
মন্দরের ন্যায় নীলবর্ণ ॥ ৪৬ ॥

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তাতে ওষ্ঠ বিস্মাধর, মুহুরহাস্য মধু চোর, গান্ধীর্ঘ্যক্ষোভক
লীলাগণে । মন্দরপর্বত যেন, স্নিগ্ধসিন্ধু স্তম্ভন, করিয়া
হরিলে রত্নধনে ॥

হৃদয় গম্ভীর তেন, মথুয়ে আমারে যেন, কৃষ্ণ-লীলা বেশ
সুন্দর । পৈর্ঘ্যরত্ন হরি লয়ে, শুন শুন সখি ! অয়ে, দরশাও
দেখি সে সুন্দর ॥

সখী কহে আইলা হরি, তোহে পরিহাস করি, কোন
কুঞ্জে লুকাইয়া রহে । চল তাহে অবৈষিয়া, সেইখানে বিলো-
কিয়া, শুনি ধনী সখীসনে বায়ে ॥

তুলসী মালতী জাতি, মাধবী মল্লিকা যুথী, লতা তরু
পশু পক্ষী স্থানে । কৃষ্ণকথা প্রশ্ন করে, তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে,
প্রলাপিয়া করে নিকারনে ॥ ৪৬ ॥

বহলজলদচ্ছায়াচৌরং বিলাসভরালসং

নবাগতোহয়ং জ্ঞাঃ পরিহসন্ কাপি কুঞ্জে নিলীনস্তিষ্ঠতি তদা গচ্ছত ত
মন্ধিবা পশ্যাম ইতি সখীনাং গিরা ভাতিস্তমাবস্য ভ্রমন্ত্যাঃ কচ্ছিতুলসি অপোন-
পত্নীত্যাঃ দিবং স্থিরচরান্ প্রচ্ছন্ত্যাস্তেষাঃ প্রশমুটক্য তান্ প্রতি প্রত্যাভরয়ন্তাঃ
বহোহুহুবদমাহ । নহু, কিমর্থমুন্নতা ইব রাত্রৌ ভ্রমথ তত্রাবহিখামাহ । যস্য
নান্যপি চৌরবাদগ্রাহ্যং তং কমণি বয়ঃ মূষরামহে । স জ্ঞায়ত এব বো দৃষ্টশ্চেৎ
কথ্যতঃ । আঃ শঠোহয়ং কাপি করাপি গোপ্যা রমমাণস্তিষ্ঠতি তদবেষণং তু
লাবধায়ৈব ভগ্নিবর্জকঃ তত্র সগর্জ-সাবহেলমাহ কমলেনি । লক্ষ্ম্যাপাঙ্গসা ক
উঃ প্রসঙ্গেন জড়ং তদ্বসমিতি । কিমুতান্নকোপা রমমাণস্ততোহস্মন্নো-

অতঃপর মখীগণ বলিলেন "এই দেখ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া-
ছেন এবং তোমাকে উপহাস করত কুঞ্জমধ্যে কোথাও লুকা-
স্থিত রহিয়াছেন" ইত্যাদি মখীদিগের বাক্য শ্রবণ করণ
করিতেছেন ॥

আমি এমন কোন এক অনির্বচনীয় ব্যক্তিকে অব্বেষণ

যহনলনঠাকুরের পদ্য ।

তরুণতা কহে যেন, তোমার উন্মাদ হেন, রাত্রে কেন
ভ্রমিয়া বেড়াও । আকার গোপন করি, তারে কহে স্নানাগরী,
স্নান সবে এক মন হও ॥

নাম লৈতে নারি তার, নাম চৌরপ্রায় যার, তারে সবে
করি অব্বেষণ । তোমরাও জান তারে, দেখি থাক কহ আরে,
তাতে কিছু আছে প্রয়োজন ॥

তারা যেন কহে তারে, ভেঁহ মহা-শঠবরে, কোন্ কুঞ্জে
কোন গোপী লৈয়া । রমণ করয়ে স্নথে, অব্বেষ লাঘব তাকে,
থাক মনে নিবৃত্ত হইয়া ॥

মদশিখিশিখানীলোত্তংসং মনোজ্ঞমুখাস্মুজং ।

রত্নং হৃদা গতোহরঃ তদেব প্রার্থ্যং কিং নন্তেনেতি ভাবঃ । নহু, শীলে কথং
চৌর্যপবাদং দদথ । তত্র সহাসশিরোধুনানমাহ বহলেতি । বজ্রে স্তম্ভমুরাদি-
যুক্তানাং নিবিড়জলদানামপি ছায়া কান্তিস্তচৌরং কিমুতাবলানাং নো মনো-
রত্নমিতি ভাবঃ । তথা মধ্বিতি । মধুরিমাঃ পরিপাকো যেষু তে মধুরিমপরি-
পাকাঃ স্মরেন্দুপন্নহঃসমুগমীনপন্নবাদানন্তেষাঃ উদ্রেকঃ শঙ্করাস্ত্রাং জং তেষা-
মপি মাধুর্যাণাং চৌরিমিত্যর্থঃ । মধুরং সরবং স্বাহ প্রিয়েষু ইতি বিশ্বঃ ।
রেকো বিবেক শঙ্করাঃ রেকঃ স্যাদধমেহপি বেতি বিশ্বঃ । নহেবং চেন্দু-
স্বাসাতি কথং দ্রুতাত তত্রাহ মদেতি । পিঙ্গমুকুটাদুরতোহপি দৃশ্যো ভবেদिति

করিতোছ যে যাহার কান্তি নিখিল জলদকান্তিকে অপহরণ

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এত উট্টঙ্কিতে * মনে, কহে গর্বি ভাব সনে, লক্ষ্মীপাদ-
নামে তেঁহু জড় । সে লক্ষ্মীর সেব্য হয়ে, মোর গোপী সঙ্গে
কাহে, রমণ করিবে সে চপল ॥

তার সঙ্গে মো সবার, কিবা কাজ আছে আর, মনরত্ন যে
চুরি কারিলা । তাহা লব তাহা স্থানে, এ লাগিয়া অশ্রুধনে,
ফিরি সবে হৈয়া সখী মেলা ॥

তবে যদি বল হেন, স্বধর্ম্ম শীলেরে কেন, চৌর্য্য অপরাধি
দেও সবে । তার কথা শুন কহি, সত্য জানি বাস্তব এহি, মো
সবার চিত্ত অনুভাবে ॥

বজ্র ইন্দ্র ধনু আদি, যাতে আছে নিরবধি, হেন যে নিবিড়
জলধর । তার কান্তি চুরি কৈলা, তাহাতে অবলা মোরা,
মনোরত্ন হরিতে কি ডর ॥

কমপি কমলাপাঙ্গোদগ্রপ্রসঙ্গজড়ং জগ-

ভাবঃ । নহু, ততোহপি ধাবিধাপমরোতি তত্রাহ । বিলাসেতি তদতিশয়জালসেন
 শীঘ্রং গন্ধমপ্যাশক্তমিত্যর্থঃ । নহু, বনভ্রমসি কুঞ্জে নিলীয় স্থাস্যতি তত্রাহ
 মনোজ্ঞেতি । কোটিচন্দ্রবল্লনোজ্ঞং মুখাম্বুজং বন্য তৎকাস্তিপূরেণৈব দৃশ্যো
 ভবেদিত্যর্থঃ । বদ্রা, নহু প্রাতঃব্রজ এব তং লক্ষ্যধেব তদৈবাত্মানং গ্রাহং সব-
 লোহসৌ রাত্নৌ কদাচিদেহমপি বঃ চারয়ন্তঃ নিবর্ত্তধ্বং । তত্র আত্মানমহুত্বা
 ভ্রম্যাহ । কমলানাং বরদ্রীণাণাসামপাঙ্গস্যাদগ্রো যঃ প্রসঙ্গস্তন জড়ং কিমপি
 কর্ত্তুমশক্তমিত্যর্থঃ । কমলা স্রীবরহ্মিণ্যঃ রিতি বিশ্বঃ, স্বাস্থদ'শায়ঃ স্বদমানসখী:
 প্রত্যুক্তিঃ । হে সখাঃ আগচ্ছ বেনোন্মাদিতেষং তমেষ্বেষণামঃ । নহু, কথং রাত্নৌ

করিতেছে, যিনি বিলাসভরে অঙ্গস, মদমত্ত ময়ূরগণের পিচ্ছ-
 সহ যাঁহার কেশবদ্র, মুখাম্বুজ মনোজ্ঞ, কমলার নেত্রাস্তর

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

আর শুন মধুরিমা, পরিপাক মনোরতা, চন্দ্র পদ্ম হংসমুগ
 কাম । পল্লবাদ্য শঙ্কা করে, এ সব'র মধুরী হরে, তেঁই
 চোরচক্রবর্ত্তী'নাম ॥

বৃক্ষলতা কহে যেন, যদি তেঁহু চোর হেন, তবে তেঁহু
 আছে দূর স্থানে । লাগ পাবো কোথা তার, কিবা অনেষহ
 আর, ধৈর্য্য ধরি থাক নিজ মনে ॥

পুন কহে স্ননাগরী, তেঁহু শিখিপিচ্ছধারী, দূরে হৈতে
 দেখা পাব তার । লতাগণ কহে তবে, ধাত্রা পলাইব যবে,
 তবে কৈছে লাগ পাব তার ॥

রাই কহে অতিশয়, বিলাসে মঅল গায়, চলিতেই শক্তি
 নাহি ধরে । লতা কহে ঘনকুঞ্জে, রহিব তিমির পুঞ্জে, নিজতনু
 গোপন আকারে ॥

নামুন্নিমপরিপাকোদ্ভেকং বহুং ভুগয়ামহে ॥ ৪৮ ॥

লক্ষ্যামহে তত্রাহ পঞ্চভির্বিশেষধৈঃ । নহু, প্রাপ্তে কথমায়াতি তত্রাহ ।
কমলা ত্রীরাশা অম্যাপাঙ্গে তৎপ্রস্তাবেনাপি জড়ং তদ্বৎ সচিৎ নৈবেদ্যতী-
ত্যর্থঃ । বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৭ ॥

প্রসঙ্গে যিনি জড়বৎ, অপিচ যিনি অনিয়ত শোভাপরিপাকে
উদ্ভেকস্বরূপ ॥ ৪৭ ॥

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

রাই কহে মনোজ্ঞ অতি, কোটিচন্দ্র জিনি কান্তি, হেন
মুখপদ্ম শোভা বার । দেই কান্তিগণ তারে, দেখাইবে অন্ধ-
কারে, ইহাতে সন্দেহ নাহি আর ॥

কিন্মা যেন লতা বোলে, কালি প্রাতে ব্রজস্থলে, লাগ
পাবে লৈও নিজধন । রাত্রিকালে তেঁহু ফিরি, দেহ পাছে
করে চুরি, তেঁঞি কহি হও নিবর্তন ॥

রাই কহে বরনারী, অপাঙ্গে প্রসঙ্গ ডারি, জড়প্রায় তনু
মন হয় । তেঁঞি আমা সবাকারে, না করিতে পারে আরে,
নিজ রত্ন গইব হেলায় ॥

উন্মাদ দশায় ধনী, ভ্রমে কহে কত বাণী, এইকালে কুঞ্জের
সমীপে । স্ফূর্তে দেখে আইলা হরি, পুনঃ স্ফূর্ত্যে নাহি
হোর, তাতে ধনী বৈকল্যে বিলাপে ॥

সখীগণ কহে কেনে, খেদ পাও নিজ মনে, এখনি না
দেখিলা তাহারে । সখীর আশ্বাস শুনি, তা সবাকে কহে ধনী,
প্রলাপবচন সুকাতরে ॥ ৪৭ ॥

পরামুখ্যং দূরে পথি পথি মুনীনং ব্রজবধু-
দৃশা দৃশ্যং শশ্বত্রিভুবনমনোহারি বদনং ।

অথ কচিং কুজাভাণে ক্ষূর্তা তং দৃষ্ট্বা পুনঃ ক্ষূর্ত্য বিক্লবায়া দৃষ্টোহসৌ
কিমপি খিদাসে ইত্যাখ্যাসয়ন্তীঃ সখীঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোহলু বদন্তাহ । হে
সখাঃ তদেব ক্রীড়াপরং কৃষ্ণং তদা দরীদৃশ্যে ভৃশং বাজ্ঞাপূর্ত্যা পশ্যামি । তত্র
হেতুঃ দরদলিতেতি ত্রিভুবনেতি চ । অতো মুনিসমুদায়ানাং ব্যাসাদীনাম্
বাচাপানাম্শ্যামস্পৃশ্যমেতাদৃক্ সৌন্দর্যবিশিষ্টতয়া বক্তৃমুখ্যশকাংমিত্যর্থঃ । অনি-
শমুদয়ানামিতি পাঠে । অনিশমুদয়ানাং নিত্যোদয়ানাং বচাং শ্রুতীনামপানা-
মুখ্যং । কিংবা । নহু তবৈবাং কদাপি দ্রুফ্যতি । তত্র, অখিলদেহিনামন্তরাখ্য-
দৃগিতিবৎ তদৌলভ্যমাহ । মুনীনং বচোহপানাদৃশ্যং । নম্বেবং চেৎ স্বং কথং

অতঃপর কোন কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুর্তি হওয়ায়, পুনশ্চ
বিক্লবা শ্রীরাধা খেদ করিলে সখীগণ আশ্বাস বাক্য কহিতে-
ছেন, গ্রন্থকার তাহাই বর্ণন করত কহিলেন ॥

মুনিগণ ধ্যানপথেও যাঁহাকে বহুদূরে অবলোকন করেন
কি না, এবং যিনি ব্রজবধুগণের নেত্রকটাক্ষে নিরন্তর দৃশ্য,

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সখি হে, ক্রীড়াবান্ কিশোর শেখর । বাজ্ঞা ভরি নেহা-
রিমু, পুনঃ পুনঃ স্মৃথ পাইমু, মুখ ত্রিভুবন মনোহর ॥ প্র ॥

নীলোৎপল দলকান্তি, ঈষৎ বিকাস ভাঁত, তাহা নিজ
কান্তি মনোহর । ব্যাগ আদি মুনিগণ, বক্তক কবীন্দ্র হন,
বচনের দূর রূপধর ॥

সখীগণ কহে হরি, সদা বশ হয় তোঁরি, এখন দেখিবে
চিন্তা নাই । ছল্লভ গানিয়া রাই, কহে সখী বুঝ নাই, মুনি-
বাক্য-অগোচর সেই ॥

অনামৃশ্যং বাচা মুনিসমুদয়ানামপি কদা

দিদৃক্ষাসে তত্রাহ ব্রজেতি । ব্রজবধূনাং যুগ্মকং দৃশ্যং তত্রাপি শশ্বনিরন্তর-
মত ইয়ং লালসেত্যর্থঃ । কিম্বা । মনু কালে দ্রক্ষ্যসি ইদানীং ক লভ্যোহসাব্রজ-
তদুদ্দেশং কথয়ন্ত্যাহ মুনীতি । মুনয়ো বিহগা বনে অগ্নিন্ কুরিমুপাসত তে ধৃত-
মোনা ইত্যাদিদিগা মুনীনাং দর্শনেন জাতস্তম্ভমোহাদিতয়া ধৃতমোনানাং যুগ্মকং
তত্রাপি পক্ষিমৃগানাং পপি পথি পরামৃশ্য তত্রাপি দূরে দূরে দূরাদেবাত্রেবাস্ত
ইত্যুপায়ঃ । স্বাস্তদৃশ্যাঃ সমানসখীঃ প্রত্যাক্তিঃ । দেবগনয়া সহ তথা ক্রীড়-
য়ন্তঃ তং কদা দরীদৃশ্যে পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ পশ্যামি । অন্যং সমং । বাহে ভাব-
শাবল্যাদয়াদাহ । তং কদা দরীদৃশ্যে তত্র হেতুঃ দরেতি । পুনঃ সনৈরাশামাহ
অনেনেতি । মুনীনাং বাগগোচরমহং ব্রষ্টুমিচ্ছাম্যতো মূর্খোহস্মি । পুনঃ সোৎ-

যাঁহার বদন ত্রিভুবনের মনোহর, যাহা নিখিল মুনিগণেরও
বাক্যপথের অগোচর, স্ততরাং সেই নীলোৎপল কান্তি
প্রভুকে কি আমি কোন কালেও পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে

যত্নবানঠাকুরের পদ্য ।

তবে যদি বল ঐছে, তুমি তা দেখিবে কৈছে, দেখিতে
লালসা কেনে কর । তবে শুন ব্রজনারী, নেত্রদৃশ্য সদা করি,
তা লাগি দেখিতে আশা বড় ॥

তবে যদি বল থাকি, দেখিও তাহারে সখী, একে তার
দেখা পাবে কোথা । তবে শুন পক্ষিগণ, মৌন দেখ অনুক্ষণ,
দূরে পরামৃশি কহে যথা ॥

অনুমান করি এই, এথাই আছয়ে সেই, পথে পথে তারা
যুক্তি করে । তাহার দর্শন পাঞা, স্তম্ভ মোহ উপজিয়া,
তাতে তারা সবে মৌন ধরে ॥

কহিতেই পূর্বের যেন, অন্যে অন্যে দরশন, সে সময়ে

দরিদ্রশো দেবং দরদলিতনীলোৎপলরুচিং ॥ ৪৮ ॥

লীলাননাম্বুজমধীরমুদীক্ষমাণং

কণ্ঠমাহ ত্রিভুবনেতি । তথা মুনীনাং দূরেহনুমেঘং বাগগোচরঞ্চ ব্রজবধূদৃশা
দৃশ্যঃ নীলোৎপলতয়েত্যশ্চর্য্যং ॥ ৪৮ ॥

অথ পূর্বপ্রেরণকালোহন্যোন্যদর্শনস্মৃত্যোৎকণ্ঠং তাঃ স্পৃশন্ত্যা বচোহনু-
বদমাহ । হু ভোঃ সথাস্তং মমৈব দয়িতং দেবং ক্রীড়ন্তং কদা ব্যতিলোক-
য়িষ্যে । স মাং কুঞ্জে প্রেরণার্থং দ্রক্ষ্যত্যহমপি তং হৃদঙ্গীকারজ্ঞাপনার্থং

সমর্থ হইতে পারিব ॥ ৪৮ ॥

অতঃপর পূর্বকার প্রেরণকাণীয় পরস্পর সন্দর্শন স্মরণ
করত শ্রীরাধা উৎকণ্ঠিতা হইলে সখীগণ যে আশ্বাস করিয়া-
ছেন, গ্রন্থকার তাহাই বর্ণন করিতেছেন ॥

সাঁহার বদনকমল নীলবর্ণ ও চঞ্চলভাবে ইতস্ততঃ নিরী-

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

স্মৃতি হৈয়া গেল । তার দরশন লাগি, চিত্ত হৈল অনুরাগী,
উৎকণ্ঠাতে পুছিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥

সখি হে, আমার দয়িত শ্যামরায় । সেই ক্রীড়াযুক্ত কবে,
অন্যে অন্যে দেখা হবে, হেন দিন হবে কি আমার ॥ ধ্রু ॥

মোরে কুঞ্জে পাঠাবারে, কৃষ্ণ নিরক্ষিবে মোরে, আমি
তাহা অঙ্গীকার কাজ । জানাবার তরে তারে, হেরিব কি সখী
আরে, কবে রাসমণ্ডলীর মাঝ ॥

নানারস উদগারি, মুখপদ্ম মনোহারি, নিরঙ্কর সঙ্কেত-
ভঙ্গি যাতে । অধৈর্য্য লোচন তথা, উজ্জ্বলনে দে কথা,
কহয়ে সঙ্কেত কুঞ্জে যাইতে ॥

নৰ্ম্মাণি বেণুবিবরেষু নিবেশয়ন্তং ।

দোলায়মান নয়নং নয়নাভিরামং

দেবং কদা নু দয়িতং ব্যতিলোকয়িষ্যে ॥ ৪৯ ॥

কদা দ্রক্ষ্যামি । কীদৃশং । লীলা নানাভাবোল্লংঘ্যকৃতং নিরক্ষরসঙ্কেতকথন-
ভঙ্গী তদনুজ্ঞমাননাশ্রুজং বদ্য । অদীরং যথা তথোদীকমাণঃ উৰ্দ্ধনেত্রচালনয়া
মাং কুঞ্জে প্রেরয়ন্তং । অতোহনাজ্জ্ঞানভিরা দোলায়মানে নয়নে বদ্য তথা
নৰ্ম্মাণি মৎপ্রেরণশঙ্কেতরূপাণি বেণুবিবরেষু নিবেশয়ন্তং । অতো নয়নাভিরামং
স্বাস্তদর্শায়াং তাং কুঞ্জায় নেতুং মাং সংদ্রক্ষ্যত্বাহমপি তজ্জ্ঞাপনার্থং তং ।
অনাং সমং । বাহুে কৃপাবলোকনং তস্য মমাপি বিহঙ্গাবলোকনং ॥ ৪৯ ॥

ক্ষণশীল, যিনি বেণুবিবরে নিখিল নৰ্ম্ম (পরিহাস) কে বিনষ্ট
করিতেছেন, যাহার নয়নবুগল দোলায়মান এবং যিনি নয়নের
অভিরাম, সেই প্রিয়তম দেবকে আমি কবে সমধিক রূপে
দর্শন করিব ? ॥ ৪৯ ॥

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

অন্য গোপাঙ্গনা ভয়, বেন সে কোঁতুকময়, তাহাতে
দোলায়মান আঁখি । তথা নৰ্ম্ম বেণু বিক্ষে, সঙ্কেত রূপের
বক্ষে, সঙ্কেতে পাঠায় নৰ্ম্ম তাখি ॥

নয়নের অভিরাম, সেই মোর ধনপ্রাণ, সেই লীলা সর্ব
রসময় । কবে অন্যে অন্যে দেখা, হবে সেই প্রেমলেখা, কবে
হবে মঙ্গল সময় ॥

এতেক কহিতে রাই, মাধুর্য্যসমুদ্রে যাই। সৰ্ব্বেন্দ্রিয় মন
ডুবি রহে । পুনঃ মোহ উপজিলা, দেখি সব সখী মেলা, কহে
সখী পাসরহ তাহে ॥

ক্ষণেক দিস্বত হৈয়া, সুখী কর নিজ হিয়া, কেনে দুঃখ

লগ্নং যুহ্মর্নসি লম্পটসম্প্রদায়-

লেখাবলেহি নিরসঙ্গ-মনোজ্ঞবেশং ।

অথ তন্মাধুর্য্যার্ণবে সর্ক্রেজ্জিয়মনোনয়নেন পুনর্মোহং গচ্ছত্যা অগ্নি সখি
ক্ষণং বিশ্বতা স্মৃথিণী ভবেতি সখীনামাশ্বাসাভুচ্ছক্তিং কথয়ন্ত্যা বচোহুপদম্নাহ ।
মুখে কুন্দবদ্ধাসাং যস্য মুকুন্দস্য বাল্যং কৈশোরং চাপল্যং বা যম মনসি বস্ত্রে
মঞ্জিষ্ঠারাগ ইব লগ্নং কিং করোমীত্যর্থঃ । নহু, ততো নিবৃত্ত্যানাত্ত নিবেশয়ে-
ত্যত্র তদপি মন্বশেনেত্যাহ । কীর্ত্তশে । লম্পটসম্প্রদায়স্য লেখামবলেতুং শীলং

অঃপর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যার্ণবে শ্রীরাধার সমস্ত ইন্দ্রিয় যুগ্ম
হওয়ায় প্রলাপ করিতে থাকিলে সখীগণ যে আশ্বাস করিয়া-
ছেন, গ্রন্থকর্ত্তা তাহারই বর্ণন করত্ কাহলেন ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাব আমার মনোমধ্যে নিয়তই সংলগ্ন
রহিয়াছে, যে বাল্যভাব লম্পট বালকবৃন্দের সহিত কানন-

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পাও স্মৃতি করি । তাহা শুনি কহে রাই, পাসরিতে শক্তি
নাই, এত কহি কহে তা বিবরি ॥ ৪৯ ॥

সখি হে পাসরিতে নারি যে গোবিন্দ । মোর চিত্ত বস্ত্র
যেন, মঞ্জিষ্ঠারাগের হেন, লাগিয়াছে কি করি প্রবন্ধ ॥ ৫০ ॥

পুনিম চান্দে ও মুখ, সেদিতে নয়নসুখ, তাতে হাস্য
চন্দ্রের সমান । প্রফুল্ল অধর তাতে, রাগযুক্ত মনোনীতে, স্মিত
অংশ অরুণ বন্ধন ॥

কৈশোর বয়স তাতে, নানান চাপল্য যাতে, সখী তাহা
পাসরিতে নারি । তবে কহে সখীগণ, অন্য কাজে রাখ মন,
কোন স্থানে অবলম্ব করি ॥

রাই কহে কি করিব, মনে কত ক্ষমা দিব, সেহ মন মোর

রজন্যুতস্থিতমুদুল্লসিতাদরাং শু-

রাকেন্দু লালিত-মুকুন্দ-মুকুন্দ-বাণ্যং ॥ ৫০ ॥

যস্য মহালম্পট ইত্যর্থঃ । অথবাস্য বরাকস্য কো দোষঃ যত এতাদৃশং তদিত্যাহ । রমজ্ঞানাং মনোজ্ঞো বেষো যস্মিন্ । তথা রাগযুক্তশ্চ মুহুস্মিতেন মুদুল্লসিতশ্চ মোহপবত্তন্যশ্চুর্গস্মিন্ পৃথকঃ পদং বা । তথা রাকেন্দুভিলীলিতঃ সেবিতঃ মুখেন্দুশ্চ । স্বাস্তদর্শনায়াং সমানসখীঃ প্রভুক্তিঃ । বাণ্যং তয়া সহ

মধ্যে নিরসজ্ঞ (অন্যন্য-সাম্পারণ) মনোহর বেষো পরিশোভিত এবং স্তরঞ্জিত মুহুহাসাদ্বারা মুহুভাবে সমুন্নত অধরকান্তিরূপ রাকাপতি অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রদ্বারা বাণ্যভাবে যে মুখচন্দ্র লালিত তদৃশ মুকুন্দ অর্থাৎ ক্রীকৃষ্ণের বাণ্যভাবে আমার মনোমধ্যে লগ্ন রহিয়াছে ॥ ৫০ ॥

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বশ নয় । লম্পট সম্প্রদায়রাজ, তার বিপরীত কাজ, পরধন গ্রাসশীল হয় ॥

অথবা বরাক মন, ইহারি কি দোষ গুণ, কৃষ্ণরূপি মর্ক-আকর্ষয়ে । কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্যগণে, কেবা ক্ষমা দিবে মনে, এই লাগি পাসরিল নহে ॥

সেই যে মাধুর্য্য মন, ডুবি হৈল অচেতন, পুন মৃত্যু শঙ্কা তৈল মনে । সখা প্রতি কহে ধনী, বিষাদ প্রলাপ বাণী, এই দেখা তোমা-সবাসনে ॥

এত কহি মনে হৈল, কৃষ্ণ সঙ্গে বাহা কৈল, সখীগণ নিকট থাকিতে । স্তনাধর আদি যত, আকর্ষয়ে কৃষ্ণ কত, নগ্নভঙ্গি মনোহর রীতে ॥

তাতে রতি ফল হয়ে, মাধুর্য্য সমুদ্রাশয়ে, তাহা ক্ষুণ্ণি

* অহিমকর- করনিকর-মুচ্ছৃদিতলক্ষ্মী-

সরসতর-সরসিরুহ-সদৃশদৃশি দেবে ।

কুঞ্জে কৈশোরচাপলাং । বাহুে যান্ প্রতাপিঃ ॥ ৫০ ॥

অথ তস্য তন্মাধুর্যমন আদীনাং লয়েন' মুহুস্তাঃ পুনর্মৃতিমাশঙ্ক্য সখীঃ
প্রতি এতাবানেব ভবতীতিঃ সহ সঙ্গম ইতি প্রলপন্ত্যা বচোহলুবদমাহ ত্রিভিঃ
শ্লোকৈঃ । অথ প্রথমঃ কুটুমিতাদিভাববিনোদনামুনা স্বসখীভিঃ সহ তস্য কঙ্ক-
কাকর্ষণহঠালিঙ্গনাদিভঙ্গীর'তকলহমাধুর্যাদিস্কূর্ত্যা তত্র মন আদিলয়েন
প্রলপন্ত্যা বচোহলুবদমাহ । অহং দেবে মনোজ্ঞকীড়াবিজিগীষাপরে শ্রীকৃষ্ণ-
বিশেষণে তাৎপর্যাং তন্মাধুর্যার্থে ইত্যর্থঃ । লীয়ে লীনাভবামি কীদৃশে ।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে মন আদি ইন্দ্রিয়গণ মগ্ন হইলে
শ্রীরাধা মুগ্ধা হওত মরণাশঙ্কায় সখীর প্রতি প্রলাপ করিলে
তাহাদের আশ্বাসবাক্য গ্রহণকার বর্ণন করিতেছেন ॥

শ্রীকৃষ্ণের গোচন অহিমকিরণ অর্থাৎ দূর্য্যদেহের কিরণ-
দ্বারা ঘাহার শোভা মুদিত, তাদৃশ অসীব সরস পদ্মদলেব ন্যায়

যত্নমন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ঐহিয়া গেল মনে । তাতে মনেদ্রিয়গণ, ডুবিয়া রহিল যেন,
তিন শ্লোক কহে প্রকাশনে ॥ ৫০ ॥

সখি হে কৃষ্ণলীলা মাধুর্য্যসিদ্ধিতে । ডুবিয়া রহিব আমি,
নিশ্চয় জানিহ তুমি, এই দেখা গো সখা সহিতে ॥ ধ্রু ॥

স্বয়মুপভোগ মগ্নে, যে রতিকলহ রঙ্গে, তাহাতে বিজয়ী
শ্রীলীলা কাজে । তাতে যেই মদোন্মদ, সঙ্গে মুগ্ধশশি হয়, লীন
হব সে মাধুর্য্য মাঝে ॥

তথা সূর্য্যোদ্যোতি চয়ে. অল্প বিকসিত হয়ে, প্রভাতাজ

ব্রজ-যুব-তি-র-তিকলহ-বিজয়ি-নিজলীলা-

মদমুদিত-বদনশশি-মধুরিমণি লীয়ে ॥ ৫৯ ॥

ব্রজযুবতিভিঃ সহ যো রতিকলহস্তত্র বিজয়িনী বা নিজলীলা সনম্রকক্ষু কা কর্ষণ-
স্তনাধরাদিগ্রহণকলিস্তয়া যো মদো গর্ভস্তেন মুদিতো যো বদনশশী তস্য মধু-
রিসা যস্মিন্ । তথা সূর্য্যকরনিকরেণ প্রথমোদ্যাতেন মূহমুদিতমীষদ্বিকসিতক-
লক্ষ্মা শোভয়া শৈত্যাদিগুণসম্পত্ত্যা সরসতরুণ যৎ সরসীকুহং তৎসদৃশৌ দৃশৌ
বস্য । কুটুমিতলক্ষণঃ । স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভাৎ । বহিঃকোণো-
বাধিতবৎ প্রোক্তং কুটুমিতং বুধৈঃ । স্বাস্তদ'শায়াং তয়া সহ তাদৃশক্ৰীড়াপরে ।
বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৫৯ ॥

এবং যিনি আনন্দে বিস্ফারিতবদন, বিস্ফারিত নিখিল মাধুর্য্যের
নিবাসস্বরূপ, স্ততরাং এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজযুবতিগণের রতি-
কলহের বিজয়িনী নিজলীলা শোভা পাইতেছে ॥ ৫৯ ॥

অতঃপর, সম্মিত বংশীধ্বনিদ্বারা সম্পাদিত পূর্ব্বতন প্রেরণ
স্মরণ করত প্রেমস্ফূর্তিতে “শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে যেন আমি
মগ্ন! হইয়াছি” এইরূপ বোধে শ্রীরাধা প্রলাপ করিতে

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

যেই মনোহর । তার শোভা জিনি যেই, গোবিন্দের পদ ছুই
সে মাধুর্য্যে ডুবিব সত্তর ॥

কহিতেই পুনঃ কৃষ্ণ, হৈয়া অতি সতৃষ্ণ, স্মেরমুখে বংশী-
ধ্বনি করি । আপনার আকর্ষণ, স্ফূর্তি হৈল সেই ক্ষণ, যাতে
লয় প্রাণচিহ্ন হরি ॥

সেই কথা সখী প্রতি, কহে হৈয়া আর্ত অতি, তাহা শুনি
সেই সব কথা । সে ভাবে গমন হৈয়া, লীলাশুক বিবদ্রিয়া,
কহে এক শ্লোক মনোরতা ॥ ৫৯ ॥

করকমল-দল-কলিত-ললিততর-বংশী-

কলনিদ-গলদমুত-ঘনসরসি দেবে ।

সহজ-রসভর-ভরিত দরহসিত-বীথী

অথ সশ্রিতবংশীধ্বনিকৃতপূর্ব্বস্বপ্ৰেরণক্ষুভা। তন্মাধুর্য্যে প্রলীনমিবাঙ্গানং
মহা প্রলপন্ত্যা বচোহুভদমাহ । দেবে এতলীলাপরে শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্ববদহং লীয়ে
কীদৃশে । করকমলদলে কলিতা ললিততরা চ যা বংশী তস্যাঃ কলনিদ এব
গলদমুতানি তেবাঃ ঘনসরসি সান্দ্রসরোবরে । ঘনঃ সান্দ্রে দৃঢ়ে দাঢ্যে বিস্তারে
লৌহমুদগরে, ইতি বিখ্যঃ । তথা সহজরসভরৈর্ভরিতং পূর্ব্বং বদরহসিতং তস্যা ঘা
বীথী ধারা সরণির্কা তস্যাং তয়া বা সততং বহন প্রসরন অধরপদ্মরাগমণেমধু

থাকিলে, গ্রন্থকার তাহার বর্ণন করত কহিতেছেন ॥

করকমলে অবলম্বিত বংশীর কলনিদারূপ বিগলিত অমৃত
অর্থাৎ জলের বা স্রুধার যিনি নিবিড় সরোবর এবং যাহা হইতে
নৈসর্গিক রসপূরিত ঈষৎ হাস্যশ্রেণীদ্বারা অবচ্ছিন্নভাবে বহ-
মান তাদৃশ মুখরূপ মণির নিখিল মাধুর্য্যের যিনি নিলয় অর্থাৎ

ষট্চন্দনঠাকুরের পদ্য ।

লীলাপর গোবিন্দের মাধুর্য্যাসাগরে । পূর্ব্বপ্রায় লীন আমি
হব মনে ধরে ॥ হস্তপদ্ম তলে শোভে যে ললিত বাঁশী ।
তাহার মধুর নাদ গলে স্রুধাশি ॥ সেই সান্দ্র সরোবরে লীন
হব আমি । কহিল না পাসরিহ সব মণি তুমি ॥ সহজ রসের
ভাব ভাবিয়া যাহাতে । মুহুমন্দ হাসিধারা নদী-মাধুরীতে ॥
পদ্মরাগমণি-শোভা অরুণ-অধরে । তাহার কিরণ স্রুথ সদাই
উগরে ॥ কহিতে এ সন্তোগান্তকালীন যে লীলা । গোবিন্দ-
মাধুরী চিতে স্ফূর্তি হৈয়া গেলা ॥ তাতে লীনা প্রায় ধনী
আপনাকে মানে । প্রলাপ করিয়া সেই কহেন বচনে ॥ ৫২ ॥

সতত-বহুদধরমণি-মধুরিমণি লীয়ে ॥ ৫২ ॥

কুসুমশর-শর-সমর কুপিত-মদগোপী-

কুচকলস-যুগ্মগরস-লসছুরসি দেবে ।

যস্য । স্বাস্তদশায়্যং পূর্ববৎ । বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥

অথ সন্তোগান্তঃকালীনতন্মাধুর্যাকৃত্য । তত্র লীয়মানমিবাঙ্কানং মত্বা প্রল-
পন্ত্যা বচোহনুবদনমাহ । দেবে এতৎক্রীড়াপরে শ্রীকৃষ্ণে পূর্ববদং লীয়ে ।
কীদৃশে কুসুমশরস্য শরেণ তদাঘাতেন সমরে রতিযুদ্ধে কুপিতা অরমদেন মধু-
পানজমদেন বা যুক্তা বা গোপী তস্যাঃ স্বয়ংগ্রহাশ্লেষণে লম্বো যঃ কুচকলস-
যুগ্মগরসন্তেন লসৎ উরো যস্য । তত্রাস্থানে গোপীতি সামান্যোক্তিঃ । বৈদন্ত্যা

বাসস্থান স্বরূপ ॥ ৫২ ॥

অতঃপর, সন্তোগকালের ভাব স্মরণ করত “সেই ভাবে
যেন আমি মগ্ন হইয়াছি” এই বোধে বিলাপকারিণী শ্রীরাধার
বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

কুসুমশর কামদেবের শরসংগ্রামে কোপান্বিতা গোপা-
ঙ্গনাগণের কুচকুটুম্বর কুসুমরসে ঝাঁহার বক্ষঃস্থল উল্লসিত

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সখি হে, এই ক্রীড়াপর শ্যামরূপে । ডুবিয়া রহিব আমি
কহিল স্বরূপে ॥ মদনের শরাঘাত রতিযুদ্ধ মাঝে । তাহাতে
কোপিতা বত কামমদ সাজে ॥ তাতে মধুপানে সদা গোপাঙ্গ-
নাগণ । তার কুচকলসেতে কুসুমলেপন ॥ আপনে আগ্রহে
তারে আলিঙ্গন দিতে । লাগিলা কুসুম কুচকলস সহিতে ॥
তার রস বিলসয়ে বক্ষঃস্থল যার । আমি লীন হন সেই মাধুর্য্য

মদমুদিত-মুহূহসিত-মুষিত-শশি-শোভা

মুহুরধিক-মুখকমল-মধুরিমণি লীয়ে' ॥ ৫৩ ॥

তথা মদেন মুদিতঃ তদ্ব্যাপ্তদর্শনাৎ । যন্মুহূহসিতং তেন মুষিতঃ শশী যেন
তাদৃশশ্চ শোভয়া ক্ষণে ক্ষণে অধিকশ্চ মুখকমলস্য মধুরিমা বস্য । যদ্বা ।
তাদৃশহসিতেন মুষিতঃ শশী বয়া তয়া শোভয়া মুহুরধিকং তন্মুখকমলং তস্য
মধুরিমা বস্মিন্ । স্বাস্তদর্শায়াং পূর্ববৎ । বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ । ৫৩ ॥

এবং মদমুদিত (আনন্দবিস্ফারিত) মুহূহাস্যে যিনি শশধরের
শোভাকে অপহৃত করিতেছেন, আর যিনি পুনঃ পুনঃ সমধিক
ভাবে বর্দ্ধমান মুখকমলের মাধুর্যের নিলয়স্বরূপ ॥ ৫৩ ॥

অতঃপর মুচ্ছাপন্ন শ্রীরাধার প্রতি সখীগণ প্রবোধ দিলেও
ঔৎসুক্যাদি ভাবমগ্না ও প্রলাপকারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রহ-
কার বর্ণন করিতেছেন ॥

যখনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তাহার ॥ সামান্য গোপিকা নাম कहিলা যে রাই । বৈদম্বী
হইতে বস্তু আপনা জানাই ॥ তথা আর কামমদে উদয়
ধুক্ততা । সেই গোপাঙ্গনাগণের দেখিয়া সর্বধা । তাতে আর
মুহূ হাসি তার শোভা হৈতে । পূর্ণিমাশশির শোভা হেন
শোভা যাতে ॥ ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে মুখকমলমাধুরী । তাহাতে
ডুবিব আমি কি আর চাতুরী ॥ এতেক कहিতে রাই মুচ্ছিত
হইয়া । সখীগণ প্রতি কহে প্রলাপ করিয়া ॥ ৫৩ ॥

আনত্রাগসিতক্রবোরুপচিত্তামক্ষীণপক্ষ্মাক্কুরে-
 ষ্যালোণামনুরাগিণে নরনয়োরর্জাং যদৌ জল্পিতে ।
 আতাত্রামধরামৃতে মদকলামল্লানবংশীস্বনে-

অথ মূচ্ছন্ত্যাঃ সখীভিঃ প্রবেষিতায়া অতোঃস্বক্যাং তন্মাধুর্যক্ষুর্ভ্যা
 ভূমৌ নিপত্য নেত্রে নিমীটলাব তাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোহমুবদমাহ । অহো
 এতাদৃশদশায়ামপি মম লোচনং ব্রজশিশোঃ কিশোরস্য মূর্ত্তিং আশান্তে দ্রষ্টুং
 আকাজ্জতি । অথ বাস্য কো দোষঃ । যতো জগন্মোহিনীং । তত্র হেতুমাহ
 শ্যামক্রবোরানত্রাং কুটিগাং । অক্ষীণেষু পক্ষ্মাক্কুরেষু উপচিতাং সমৃদ্ধিমতীং
 প্রোদন্তটস্বনপক্ষ্মাক্কুরামিত্যর্থঃ । মদ্বিষরানুরাগযুক্তগো নরনয়োরালোলঃ প্রসা-

য়েই ব্রজশিশু শ্রীকৃষ্ণের জগন্মোহিনী মূর্ত্তিকে আমার
 লোচন নিয়তই আশা করিতেছে, যে মূর্ত্তি ঈষৎ নত্র, কৃষ্ণবর্ণ
 ক্রয়ুগলে উপচিত, সুলভম, পক্ষ্মাক্কুরে ঈষৎ চঞ্চল, অনুরাগ-
 শালিনী যুবকযুবতির মুহুমুহু পরিহাসবাক্যে অর্দ্রীভূত, যাহার

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সখি হে আশ্চর্য্য দেখিল সব আমি । এতাদৃশী দশা টেঁহ
 তাঁরে ভাবে প্রাণী ॥ ব্রজকিশোরের মূর্ত্তি দেখিবার তরে ।
 আমার লোচন দুই কাহা আশা করে ॥ অথবা লোচনদ্বয়ে
 দোষ নাহি দিয়ে । জগন্মোহিনী রূপ যাতে তার হয়ে ॥ শ্যাম-
 ভুর আনত্র কুটিল অতিশয় । স্বনপক্ষ্মাক্কুরপুঞ্জ অখিল যাহায় ॥
 তাহাতে চঞ্চল দুই নয়নসুন্দর । গো বিষয়ে অনুরাগ যুক্ত-
 ননোহর ॥ প্রসারিত পাখা দুই উড়িবার তরে । পঞ্জরস্থ
 খঞ্জরোট যেন সূচঞ্চলে ॥ অরুণ অধরামৃত নেত্র মনোহর । মুহু
 মুহু কথা তাতে অতি সুকোমল ॥ অল্লান মুরলীগান মধুর
 মধুর । কামমদ উদ্গারে এহিল প্রচুর ॥ কামমদ সদাই বাঢ়ায়

যাশাস্তে মম লোচনং ব্রজশিশোমূর্ত্তিং জগন্মোহিনীং ॥৫৪॥

তংকৈশোরং তচ্চ বক্তারবিন্দং

রিতপক্ষপক্ষাভ্যামুদ্ভিডযু বদ্ধধজনযুগপৎচকলাঃ । মূদো জ্বলিতে আর্দ্রাং অধরা
মূতে আতাত্রাগত্যকণাং অস্মানবংশীশ্বনেষু মদকলাং অরমদোদগারেণ গন্তীরা-
মিতার্থঃ । অরমদঃ বর্দ্ধয়তীতি বা । দশাভয়ে সুগমোহর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

অহিমকরাদিলোকত্রয়যুক্ততত্ত্বমাধুর্য্যক্ষুর্ভ্যা তদপ্রাপ্তিবৈকল্যাদিলপত্যা
বচোহমুবদমাহ । তং কৈশোরং তত্ত্বজ্ঞারবিন্দঞ্চ দৈবতেহপি স্বর্গাদিবকুষ্ঠ-
পর্য্যন্তস্থদেবসমূহেহপি ছলভমিতি সত্যং সত্যং । তথা তং কারুণ্যং তে

অধরযুগল ঈষৎ তাত্র (রক্ত) বর্ণ এবং সুদীর্ঘ বংশীধ্বনি
বিষয়ে জগদুগাদকারি কলধ্বনি বিশিষ্ট ॥ ৫৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যক্ষুর্ভিতে তাঁহার অপ্রাপ্তিবশতঃ প্রলাপ-
করিনী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত কৈশোর সেই মুখপদ্ম সেই কারুণ্য

যখনজনঠাকুরের পদ্য ।

তৈঁহ তাতে । ইহাতে সে লোচন চাহে কি দেখিতে ॥ কহিতে
কহিতে রাই চেষ্টা বাড়ি গেলা । তিন শ্লোকে পূর্বে যৈছে
মাধুর্য্য বর্ণিলা ॥ সে মাধুর্য্য না দেখিয়া বৈকল্য হইলা । তাতে
হৈতে বিলাপিয়া কহিতে লাগিলা ॥ ৫৪ ॥

কৈশোর শ্রীগোবিন্দের সে মুখকমল । বৈকুণ্ঠস্থ দেবগণে
ছলভ কেবল ॥ এই সত্য সত্য আমি কহিলাউ সব । সে
কারুণ্য সে লীলার কটাক্ষ ছলভ ॥ সে সৌন্দর্য্য সেই সান্দ্ৰ-
মিত শোভাগণ । বৈকুণ্ঠস্থ দেবগণে ছলভ দর্শন ॥ যথা সেই

তৎ কারুণ্যং তেচ লীলাকটাক্ষাঃ ।

তৎ সৌন্দর্য্যং সাচ মন্দস্মিতশ্রীঃ

লীলাদিকটাক্ষ-চ ছলভাঃ । তথা তৎ সৌন্দর্য্যং সা সালস্মিতশ্রী ।
যদা, মম পুনস্তদর্শনং তাদৃশরহোলীলাদিকক্ষ ছলভমেবেতি ভাবয়ন্ত্যাস্তং-
বামাক-নেত্র-কুচাদি-স্পন্দনমহুভূয় তদ্ভাগ্যমপ্যতিনৈরাশোনোপালভমানাম্ ।
বচোহুবদরাহ । হে দেব তদর্শনমূচকভাগ্যঃ তে তবাপি তৎ কৈশোরঃ তদ্ব-
ক্তারবিন্দক তদর্শনমিতার্থঃ । পুনর্ছলভমেব । নহু, ভাগ্যস্য ছলভমেব ন
বাচ্যং । তত্রাহ । সত্যং সত্যং ছলভমেবেত্যর্থঃ । তবাপি চেচ্ছলভং তদ্ব্য-
ক্তানাং বরাকাগং কিমূত ইত্যর্থঃ । তদর্শনমপি ছলভং । চেত্তদা সর্ব্বাংস্ত্যক্তা
যেন মঠৈব রেমে তৎকারুণ্যং যৈর্ম্মাং রহঃ প্রেরিতবান্ তে লীলাকটাক্ষা-
চ

(দয়া), সেই সমস্ত লীলাময় কটাক্ষ, সেই সেই সৌন্দর্য্য
এবং সেই সেই নিবিড়তর হাস্যশোভা, আমি পুনঃ পুনঃ সত্য

যজ্ঞনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৈশোরাদি কুঞ্জ আদিলীলা । পুনঃ মোরে সে দর্শন ছলভ
হইলা ॥ এই মতে বিলাপ রাই করিতে করিতে । বাম উরু
কুচ নেত্র স্পন্দে আচম্বিতে ॥ তাহা দেখি অতিশয় নৈরাশ
হইয়া । কহিতে লাগিলা দেবে উপালভ দিয়া ॥ অহো দেব
গোবিন্দের মাধুরী দর্শনে । মঙ্গলমূচক ভাগ্য দেখাহ সঘনে ॥
তোমারি ছলভ সেই কৈশোরাদি লীলা । আমারে বা দেখা-
ইতে কি শুভ সূচিলা ॥ কোন বা বরাক ভাগ্য সদা তুমি হীন ।
তুমি কি দেখাও মোরে শুভ দশা চিহ্ন ॥ গোবিন্দ দর্শন
তোরে সদাই ছলভ । আরে হত দেব তুমি কি দেখাও সব ॥
সর্ব্বত্যাগ মোর সঙ্গে যে রহিলা হরি । করুণা কটাক্ষ তোরে
স্বছলভ বলি ॥ তাহা হৈতে স্বছলভ স্বরতান্ত শোভা । তাহা

সত্যং মত্যং দুর্লভং দৈবতেহপি ॥ ৫৫ ॥

সুদুর্লভা এব। এবঞ্চেত্তহি সুরবান্ধবঃ তং সৌন্দর্যং কেলিবিশেষে সুবেশাং
মাং দৃষ্ট্বা যা সাঙ্গমিত্ত্রীঃ সাচাতিদুর্লভৈব। স্বাস্থদর্শনাং তয়া সহ বিলসত-
স্তস্য তং সৰ্বমিতি। বাহ্যে তদ্বৈক্লব্যাং বিষ্ঠলরঙ্গনাখাদিদর্শনোপদেশিনঃ
স্বান্ প্রত্যাভিঃ। দীবাভীতি দেবাঃ শ্রীনারায়ণাদয়ঃ। স্বার্থে তন্ দৈবতেতি
তং সমূহেহপি। নহু, তেহপি নিত্যাকিশোরা এব তথাহ তং সাক্ষাৎসম্মুখেন
বর্ণিতমিতি। অন্যং সমং ॥ ৫৫ ॥

করিয়া বলিতেছি যে, এ সমস্ত দেবগণেরও সুদুর্লভ ॥ ৫৫ ॥

বচননন্দাঃ কুরুর পদ্য।

হৈতে সুদুর্লভ সেই স্মিতলোভা ॥ কেলি বিশেষের লাগি
মোরে নিজবেশ। করণে দেখিতে তাহা দুর্লভ অশেষ ॥ তুমি
কিবা অশুভ সকল প্রকাশহ। দর্শনের যোগ্য তুমি কভু তার
নহ ॥ এতেক কহিতে হৈল স্ফুর্তির সাক্ষাৎ। ভ্রম হৈয়া গেলা
চিত্তে নাহিক সোয়াস্ব ॥ সেই স্থলে অতিশয় নৈরাশা হইয়া।
পড়িলা পৃথিবী তলে মহা-মুচ্ছা পাঞা ॥ তাহা দেখি সখীগণ
কহে ধৈর্য্য ধর। এখনি আসিবে কৃপাসিন্ধু তেঁহ বড় ॥ কতেক
বিপদে তেঁহ রক্ষা নাহি কৈলা। অকস্মাৎ কোন পথে দেখি
বা আইলা ॥ এই সখীবাক্য শুনি সেই গুণগণ। গান করি
পূর্ব্ব কথা কহেন তখন ॥ বিষজলে রক্ষা কৈলে বাতরুষ্টি
হৈতে। দাবানলে রক্ষা কৈলে আর নানা ভীতে ॥ ইহা কহি
সর্ব্বপথ করে নিরীক্ষণে। গোবিন্দের স্ফুর্তি কথা কহে সখী-
গণে ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বোপপ্লবশমনৈকবদ্ধদীক্ষং

বিশ্বাসস্তবকিত্তচেতসাং জনানাং ।

অথ স্ফূর্তিসাক্ষাৎকারয়োঃ পদ্ধতিঃ । তত্রাতিনৈরাশ্যেন পুনর্মুচ্ছস্তা
অসি সখি কারুণিকেন তেন কতি বিপদাগার রক্ষিতাঃ স্মঃ । তদধুনা প্যকস্মাৎ
কেনাপি পথাগত্য নঃ স্মৃতিষাং তীতি সখীবাক্যাদ্বিষজলাপ্যাং দিতিবৎ তদগান-
পূর্বকং সর্কৃতঃ পথোহবলোক্য তত্র তত্র তৎস্ফূর্ত্যা সখীঃ প্রতি কণমন্ত্যা
বচোহমুদদদাহ । হে সখাঃ পুরাণৈঃ পরমসুন্দরস্যা তস্য শৈশবঃ কৈশোরঃ
তদ্বয়ঃ সৌন্দর্যাং পথি পথি পশ্যামঃ কুস্তাঃ প্রবিশন্তীতি ন্যায়ান্ । কিশোরঃ
তমেবেত্যর্থঃ । কৈশবঃ । প্রাকর্ষণে শ্যামাঃ প্রতিনবাঃ ক্ষণে ক্ষণে নৃতনাশ্চ যে

চিরন্তন বিশ্বাসপথে স্তবকিত্ত অর্থাৎ প্রফুল্লচেতা ভক্তবৃন্দের
বিশ্বোপপ্লব অর্থাৎ সকল বিষয়ের উপশম (শান্তি) বিষয়ে

যছন্দনঠাকুরের গদ্য ।

সখি হে মুরারির কৈশোর-মাধুরী । পথে পথে নিরক্ষিব
সৌন্দর্যচাতুরী ॥ প্রাকর্ষে জলদ শ্যামরূপ মনোহর । ক্ষণে
ক্ষণে নব নব কান্তি মনোহর ॥ সে কান্তি কল্লোল যাতে
সমাই কমল । তাহা নিরক্ষিব আমি এ সাধ অন্তর ॥ তথা বিশ্ব
উপদ্রব শান্তি করিবারে । ব্রজবাসী প্রতি যেহ ব্রতদীক্ষা
ধরে ॥ সব ব্রজবাসি জনে নিশ্চিন্ত যে করে । বিশ্বাস স্তবক
যার আছয়ে অন্তরে ॥ সেইত করিবে রক্ষা এই ত নিশ্চয় ।
শুন শুন অহে সখি ! মিথ্যা কভু নয় ॥ তাহারে দেখিব আমি
এই কুঞ্জপথে । আমার নয়ন মন স্তম্ভল যাতে ॥ এই কালে
কুঞ্জপথে আইসে যেন হরি । স্ফূর্তি হৈল নব নব গোবিন্দ-
মাধুরী ॥ নিজনেত্র আগে হেন গোবিন্দ মানিয়া । পার্শ্বস্থ

প্রশ্যাম-প্রতিনব-কাস্তিকন্দলার্দ্ৰং

পশ্যামঃ পথি পথি শৈশবং মুরারেঃ ॥ ৫৬ ॥

মৌলিশচন্দ্রকভুষণো মরকতস্তম্ভাভিরামং বপু-

কাস্তিকন্দলাস্তৈরার্দ্রং তথা জ্ঞানানাং স্বীয়ানাং ব্রজবাসিনাং সর্কেষামেব কিমুত
অস্মাকমেবেত্যর্থঃ । বিশ্বে সর্কে যে উপপ্লবাস্তেষাং । স্বাস্তদর্শনাং । তস্যাঃ
সঙ্গে তথা ক্ষুভৈব । বাহে তু । মথুরানিকটমাগতস্য তস্য দর্শনং তৎক্ষুভ্য
তথোক্তিঃ । তত্র প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দেতাং বিখ্যাসহুতানাং জনানাং তক্তা-
নাং । তথা সকৃদেব প্রপন্নো যন্তবাস্মীতি চ বাচ্যে । অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদা-
ম্যেতদ্ব্যুতং মমেন্ত্যাং তদীক্ষা জ্ঞেয়া । অন্যং সমং ॥ ৫৬ ॥

অথ পুরঃ কুঞ্জবর্তনামাগচ্ছন্তমিব তং দৃষ্ট্বা প্রতিপদং নবনব-তন্মাধুর্য্য-

যে একমাত্র দীক্ষাগ্রাহী সেই শ্রীকৃষ্ণের অভিনব কাস্তিকন্দলি
কন্দলিত (অক্ষুরিত) এবং আদ্রীভূত শৈশবকে আমি কি
পথে পথে দেখিতে পাইব ? ॥ ৫৬ ॥

অতঃপর “শ্রীকৃষ্ণ যেন কুঞ্জপথে আগার অগ্রে আসিতে
ছেন” এই বোধে তদীয় নব নব মাধুর্য্য স্ফুর্তিতে আশ্চর্য্য

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সখীরে কহে দে সব দেখিয়া ॥ লীলাশুক সেই ভাবে কহে
সেই বাণী । বাহুদশাতেহো লীলাশুকের কাহিনী ॥ মথুরা
নিকটে যাইতে স্ফুর্তি সব ঠাঁই । সাঙ্গাং কৃষ্ণের যেন দরশন
পাই ॥ সঙ্গী বৈষ্ণবেরে পুছে ঐছে রীত করি । অস্তদর্শাতেহ
রহে সখীবেশ ধরি ॥ ৫৬ ॥

অহে সখি ! কিশোরশেখর দুই জন । দুই কুঞ্জপথে কেবা
একই বরণ ॥ মন্দ মন্দ চলি আইসে বিলাসগমন । যার শিরে

বক্ত্রং চিত্রবিমুক্তহাসমধুরং বালে বিলোলে দৃশৌ ।

বাচঃ শৈশবশীতলা মদগজপ্লাঘ্যা বিলাসস্থিতি-

ক্ষুৰ্ভ্যা অদৃষ্টপূৰ্ব্বমিব তং মৰা পার্শ্বহাঃ সখীঃ পৃচ্ছন্ত্যা বচোহমুদম্নাহ মোলি-
রিত্তি । অয়ে বালে মিথোরহসি এক এবৈতার্থঃ । ক এব মন্দং মন্দং বীথীং কুঞ্জ-
বীথীং গাহতে বিলাসগতাক্রমা গচ্ছতীত্যর্থঃ । বস্যা মোলিঃ শিরোমুকুটং বা
চন্দ্রকৈভূষণং বস্যা তথা বপুমরকতস্তম্ভাদপ্যভিরামঃ । বক্ত্রং চিত্রো বিমুক্ত-
যো হাসস্তেন মধুরং । দৃশৌ বিলোচনে বাচঃ শৈশবেন কৈশোরেন শীতলাঃ ।
তথা গতাবলাকনকরচালনাদিবিলাসস্থিতিমদগজৈরপি প্লাঘ্যা । পুনঃ কীদৃশী ।
মথুরা পশ্যাতাং । মনোগথাভীতি মথুরা । ঔগাদিক উরচ্ প্রত্যাগাং । তথা
সৰ্বপদানাং লিঙ্গব্যত্যয়েন বিশেষণমিদং । মোলিমধুরবক্ত্রং মধুরমিত্যাদি ।
স্বাস্তদশায়াং । তথা ক্ষুৰ্ভৌ পার্শ্বহসখীং প্রভুক্তিঃ । বাহেতু মথুরাং প্রবিষ্ট-
স্তথা ক্ষুৰ্ভুহ । অয়ে ইত্যাকাশে সম্বোধনং । ক এষ মথুরাবীথীং গাহতে ।

বোধ করত সখীগণকে শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই বাক্য
গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

আহা ! যাহার মস্তক ময়ূরপিচ্ছভূষিত, শরীর মরকত
(নীলকান্তমণি) স্তম্ভের ন্যায় অভিরাম (মনোজ্ঞ), মুখ সুন্দর
চিত্রিত এবং মনোহর হাস্যে মধুর, লোচনদ্বয় চঞ্চল, বাক্য
সকল কৈশোরহেতু স্নানীতল এবং যাহার বিলাসস্থিতি মদমত্ত
গজরাজের ন্যায়, সেই এই কোন পুরুষ মথুরার পথে মন্দ মন্দ

যজ্ঞনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

চন্দ্রক ভূষণ স্রমোহন ॥ অঙ্গ মরকতস্তম্ভ হৈতে অভিরাম ।
চিত্রমুখে মন্দ হাস্য মাধুরী স্ঠাম ॥ কৈশোর বয়স বাণী পরম
শীতল । মুহূহস্ত চালন গতি স্থিতি মনোহর ॥ মদগজ গতি
প্লাঘ্যা করয়ে সঘন । মল্লকে মথন করে এইত কারণ ॥ পুনঃ

মন্দং মন্দময়ে কএম মথুরাবীথীং মিথো গাহতে ॥
 পাদৌ বাদবিনির্জিতাম্বুজবনৌ পদ্মালয়ালম্বিতৌ
 পাণী বেণুবিনোদনপ্রণয়িনৌ পর্যাপ্তশিল্পশ্রিয়ৌ ।

যস্য দৃশৌ বালে অরমদালসে বিলোচনে চ । অনাং সমং ॥ ৫৭ ॥

পুনস্তদতিশয়স্বূর্ত্যা সংশয়ঃ প্রাপ্ত্য বচোহম্বুবদনগ্রাহ । পাদৌ বাদে-
 তাদি । অহো এতং পুরো দৃশ্যমানং মহঃ কান্তিপুঞ্জং কিং বালং কিশোরং
 তদাকারমিত্যর্থঃ । যতোহস্য পাদৌ বাদেন বিনির্জিতানি অম্বুজবনানি যাত্যাং
 তাদৃশৌ । অতঃ পদ্মালয়জাতানি ত্যক্ত্বা লম্বিতাবাপ্রিতৌ তথাস্য পাণী বেণু-
 বিনোদনে যঃ প্রণয়স্তদ্বুক্তৌ । তথা পর্যাপ্তা শিল্পশ্রীযত্র যাত্যাঃ বা তৌ ।
 তথাস্য বাহু চ মাধুর্যাদারাং কিরত ইতি তৎকিরৌ । অতো মৃগদৃশাং দোহদস্য

ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় মাধুর্য্য-স্বূর্তিতে প্রলাপকারিণী
 শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

অহো এই বালকরূপি তেজোরশির কি অনির্বচনীয়
 প্রভাব, দেখ পাদপদ্মদ্বয় বাদ (বিতণ্ডা) দ্বারা পদ্মবনকে
 জয় করিয়াছে, হস্তদ্বয় পদ্মালয়া লক্ষ্মীদেবীর আশ্রিত ও বেণু

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তাতে হৈতে হৈল অতিশয় স্বূর্তি । সংশয় প্রলাপ কহে মহা-
 বাণী আৰ্ত্তি ॥ ৫৭ ॥

মথি ! হে, আগে কি এ মে কিশোর শ্যাম । মহাকান্তি
 পুঞ্জবটা যার দৃশ্যমান ॥ চরণকমলদ্বয়ে শোভা মনোহর । বাদে
 নিজ পদ্মবন শোভা এ সকল ॥ লক্ষ্মী অলম্ব করে তাহা
 তেয়াগিয়া । বেণু অবলম্বন কৈল প্রণয় লাগিয়া ॥ পর্যাপ্তি
 শিল্প শোভা বেই ছুই করে । তাহাতে ধরিয়া আছে বেণু

বাহু দোহদভাজনং মুগদৃশাং মাধুর্যধারাকিরৌ

বক্ত্রং বাণ্ডবগাণ্ডিলজিতমহো বাণং কিমেতন্মহঃ ॥ ৫৮ ॥

এতন্মাম বিভূষণং বহুগবং বেশায় শৈবৈরলঃ

সৰ্বাভীষ্টস্য ভাজনং পাত্রং যৌ কথাস্য একত্রং বাণ্ডবগাণ্ডিলজিতমহো যত্নদনির্ব-
চনীয়মিত্যর্থঃ । বহুগবং নিবিশেষবস্তুধূৰ্য্যক্ষুৰ্ত্তাহ । এতন্মহঃ কিং কৌদৃশং মনো-
নেত্রহারকত্বাদাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ । কিঞ্চ । বিশেষক্ষুৰ্ত্তা কন্দৰ্পোদগাদাহ । অহো
বাণং কিশোরসেতং । সম্যগ্বশেষক্ষুৰ্ত্তা মাধুর্য্যোদগাদাহ । অস্ম্যপাদৌ তত্রাপি
বাদেতি পূৰ্ব্ববং । দশান্তরবয়ে মুগমঃ ॥ ৫৮ ॥

পুনরতিবিশেষেণ তন্মুখমাধুর্য্যক্ষুৰ্ত্তা প্রলপন্তা বচোহহুবদনমহ । এতদ্বক্ত্রং ।

বিনোদন অর্থাৎ বেণুবাদ্যবিষয়ে প্রণয়ী এবং নিখিল শিল্প
বিষয়ে প্রবীণ, বাহুদণ্ড দুইটী ব্রজাঙ্গগণের অভিলাষের
আবাসভূমি ও মাধুর্য্যধারা স্বরূপ, তথা বদন বাক্যপথের
অগোচর অর্থাৎ বর্ণনাভীত ॥

পুনশ্চ রতিবিশেষে শ্রীকৃষ্ণের মুখমাধুর্য্য ক্ষুৰ্ত্তি হওয়ায়
প্রলাপকারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রহণকার বর্ণন করিতেছেন ॥

কিশোরাকৃতি তেজঃপুঞ্জের যাহা এই বিভূষণ বর্ণিত

বহনন্দনষ্টাকুরের পদ্য ৮

মনোহরে ॥ তথা বাহুদ্বয় হয় শোভা মনোহর । ক্ষরয়ে মাধুর্য্য
ধারা যাতে নিরন্তর ॥ এইত কারণে বাহু মুগদৃশাগণে । সৰ্ব্বা-
ভীষ্ট পাত্র হয় অতি মনোরমে ॥ তথা মুখপদ্ম শোভা অতি-
বিলক্ষণ । বাক্যের গোচর নহে ঐছে মনোরম ॥ কহিতেই
পুনঃ তাহা অত্যন্ত বিশেষ । সে মুখ মাধুরী-ক্ষুৰ্ত্তি হইল
অশেষ ॥ তাহাতে প্রলাপ করি কহিতে লাগিলা । সেই বাক্য
লীলাশ্রুত তাহা প্রকাশিলা ॥ ৫৮ ॥

সখি হে ! এই লাগি গোবিন্দবদন । নানাবর্ণ-মণিগণে,

বহুং দ্বিত্তবিশেষকান্তিলহরীবিন্যাসধন্যাদধরং ।

শিল্পৈরল্লধিয়ামগম্যবিভবৈঃ শৃঙ্গারভঙ্গীময়ং

নাম প্রাকাশো । বেশায় মহমতং বিভূষণং । শৈব্যাণামনিম্নৈরলং পর্যাপ্তং ।
নহু, নানামণীনং বর্ণশাবল্যাং শোভাবিশেষঃ স্যাদ্ভ্রাতৃহ । হৌ বা ভ্রাতৃহো বা
বিশেষা যম্যাং তাদৃশী বা কান্তিলহরী তস্যা বিন্যাসেন ধন্যোদ্ধরো যস্মিন্ ।
স্মিতাধরগুণাদেঃ শৌক্যাকুণশ্যামতা ইতি বিশেষা জ্ঞেয়াঃ । পুনর্মধুর্গ্যাতি-
শয়ানুভবং জ্যোতিঃপুঞ্জেন স্ফূর্ত্যা সর্বস্বাবয়বমলুভয় তেষাঞ্চ ভূষণেনানু-
ভবং সান্ধর্ধ্যমাহ । ইদং মহঃক'স্তিপুরচিত্রং সাবয়বদ্বাং । পুনস্তংসৌষ্ঠবস্ফূর্ত্যা
অত্যাশ্চর্যমাহ । কস্যাচিদপূর্ববিধেঃ শিল্পৈরেব যাঃ শৃঙ্গারভঙ্গো ভূষণভঙ্গ্য-

হইল তাহাই যথেষ্ট, কারণ যে বেশের অনন্তদেবও অন্ত
করিতে অক্ষম, কেবল বদন দুই তিনটী বিশেষ কান্তিলহরী-
বিন্যাসে ধন্যতম অধর সুশোভিত, অল্লবুদ্ধি জনসকল বাহার

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বহুমত বিভূষণে, বেশ লাগে পর্যাপ্ত মোহন ॥ ক্র ॥

দুই তিন মণিকান্তি, লহরী বিশেষ ভাতি, ধন্যাদর শোভা
যাতে হয় । স্মিতাধর গুণদয়, শুক্লাকুণ শ্যামময়, এই মণি-
কান্তি যে নিন্দয় ॥

পুনঃ মাধুর্য়ানুভবে, কহিতে লাগিলা তবে, সর্ব-অঙ্গে
জ্যোতিঃপুঞ্জ স্ফূরে । কিবা কান্তিপুর এই, চিত্র অবয়বময়ী,
আশ্চর্য লাগয়ে মোর পুরে ॥

পুনঃ তার সৌষ্ঠব, দেখিয়ে কহয়ে সব, অত্যাশ্চর্য হইল
যে মনে । অপূর্ব বিধাতা শিল্প, শৃঙ্গার ভঙ্গীর কল্ল, ভূষণ
ভঙ্গীর চিত্র সনে ॥

তাতে হৈতে অতিশয়, স্ফূর্তি আবির্ভাব হয়, এই চিত্র

চিত্রং চিত্রমহো বিচিত্রমহহো চিত্রং বিচিত্রং মহঃ ॥ ৫৯ ॥

অগ্রে সমগ্রযাত্রি কামপি কেলিলক্ষ্মী-

স্তম্ভায়ীং । অহো বি চিত্রমিদং । ততোহপ্যতিশয়ক্ষুৰ্ত্ত্যাহ । অহো ইদং চিত্রং
বিচিত্রং যঃ । কৌদৃশৈস্তৈঃ । অল্পধিয়ামেতদ্বিখ্যাদীনামগম বিভবো যেষাং
তৈঃ সমকণ্ঠহাং অহো ইতি বক্তব্যে অহহো ইতুক্তিঃ । দশাবরে স্তম্ভায়ীং ॥ ৫৯ ॥

ততঃ সাক্ষাৎ তং মত্বা স্বভাগ্যাতিশয়মননাৎ কিমিদং সত্যমিতি সবিচারং
প্রলপন্ত্য বচোহনুবদরাহ । অগ্রে মম পুরঃ কামপি কেলিলক্ষ্মীঃ সমগ্রযাত্রি

বৈভব জানিতে সমর্থ হয় না, তা'দৃশ পিল্লসমূহদ্বারা সৃষ্টিরভঙ্গী
অর্থাৎ ভূষণ ভঙ্গিমা সূতরাং চিত্র চিত্র মহাচিত্র এবং বিচিত্র
ও মহাবিচিত্র ॥ ৫৯ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার বোধ করত আপনার
ভাগ্যাতিশয় মানিয়া “এ কি ?” এই বলিয়া সবিচার প্রলাপ-
কারিণী শ্রীরাধার বাক্য অনুবাদপূর্বক কহিলেন ॥

আমার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ কোন এক অনির্বচনীয় কেলি-

বহনন্দমঠাকুরের পদ্য ।

বিচিত্র মধুতী । অল্প-বুদ্ধি-বিধি-আদি, অগম্য বৈভব সাদি,
হেন মধুর্যের ধুরি ॥

এতেক কহিতে রাই, সাক্ষাৎ মানে তাই, সৌভাগ্যাতি
শয় মনে করি । কিবা এই সত্য হয়, সবিচারে প্রলপয় লীলা
শুক কহে শ্লোক পাড়ি ॥ ৫৯ ॥

মোর আগে কোন কোল শোভা বিলসয় । ইহা কহি
পার্শ্ব পৃষ্ঠে নিরখি কহয় ॥ অন্য দিগ্গণেহ দেখিয়ে সেই
শোভা । এক দিকে কেনে সর্বত্রই মনোলোভা ॥ এত কহি

মন্যাস্তু দিক্ষুপি বিলোচনমেব সাক্ষি ।

হা হস্ত হস্তপথদূরমহো কিমত-

সম্যক্ করোতি । অতঃ সত্যমেব পুনঃ পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চালোক্যাহ । অনাস্তু দিক্ষুপি তথা তদেকঃ কথং সৰ্ব্বত্র ভবন্তি সংশয়া সপ্রত্যয়মাহ । বিলোচন-
মেব সাক্ষি প্রত্যক্ষমেব দৃশ্যতে কথংন্যাথা যাতং ভবতু স্পৃষ্টা নির্ধারণামৌতি
বাহ প্রসার্যা তত্র তত্র গজা ততোহপি দূরে জমালোকা সবিবাদমাহ । হা হস্ত
হস্তপথদূরং হস্তপথাদূরে এতদ্বিত্তি সবিঃকমাহ । অহো কিমেতৎক্ষণং বিমৃশ্য
সনির্ণয়দৈন্যমাহ । অথ ইত্যাকাশে বিবাদসংহোদনং । আশা কিশোরময়ঃ

লক্ষ্মীকে সম্যক্ রূপে প্রকটিত করিহেছেন, তৎপরে দেখি-
লেন সতাই বটে, পুনর্ব্বার পার্শ্ব ও পশ্চাদ্দেশ দেখিয়া অন্যান্য
দিকেও যে, সেই শোভাই দেখিতে'ছ । যদি বল এক বস্তু
সর্ব্বত্র কিরূপে সম্ভবিত্বে পারে, এই বলিয়া মনোমধ্যে
সংশয় হওয়ায় প্রত্যয়ের সহিত কহিলেন, আমার লোচন এই

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সংশয় মনেতে উপজিল । সপ্রশ্নরূপে কিছু কহিতে লাগিল ॥
বিলোচন সাক্ষী মোর সর্ব্বত্র দেখিয়ে । এই সত্য হয় ইহা
অন্যথা না হয়ে ॥ হস্তে করে পরিশীয়া করিয়ে নির্দ্ধার । কহি
বাহ প্রসারিয়া যায় ধরিবার ॥ যত যায় তত তত দূরে দেখে
তারে । তা দেখি বিবাদ করি কহে বারে বারে ॥ হায় হস্ত-
পথ-দূরে হাতে নাহি পাই । নানে দেখিয়ে ঐছে কভু দেখি
নাই ॥ এতেক বিতর্ক করি কহে বিমর্ষিয়া । কি আশ্চর্য্য হয়
এই মন মোহনিয়া ॥ আকাশ চাহিয়া কহে পুনঃ ওই হয় ।
কিশোর হইল মোর ত্রিভুবনময় ॥ এইরূপে গোবিন্দের লাগ

কৃষ্ণকর্ণামৃতম্ ।

—৩—

পূজ্যপাদ-শ্রীল কবিবর-বিশ্বমঙ্গল-
বিরচিতং ।

—

শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজকৃত “রসিকরঙ্গদা”-
নামটীকয়া তথা শ্রীমদ্বৈকটকবিবরচিত-
বঙ্গীয়পদাবলী চ সহিতং ।

—

শ্রামনারায়ণবিদ্যারত্নেন
যশস্বিনীভাষানুদিতং ।

—

শ্রীব্রজনাথমিশ্রেনাশ্রিত—
তৃতীয়সংস্করণং
প্রকাশিতং ।

—

মুশিদিবান,—

নহরমপুর রাধারমণঘাটে

শ্রী উপেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল প্রিন্টার
দ্বারা মুদ্রিত

—

সন ১৩৩৫ সাল । শুভ বৈশাখ ।

দাশাকিশোরময়ময় জগত্ৰয়ং মে ॥ ৬০ ॥

চিকুরং বহুলাং বিরহং ভ্রমরং

মুহুরং বচনং বিপুলং নয়নং ।

জগত্ৰয়ং মে জাতং । দশাশ্রয়ময়ে স্রগমং ॥ ৬০ ॥

অপ্য তদদাশাশ্রয়মুরাদীপ্যায় পতিতঃ পুনঃস্রগম্যঃ ভ্রমো নিপতা মুচ্ছিত্যঃ ।

বিষয়ে সাক্ষী, ইহা কি প্রকারে অন্যথা হইবে । যাহা হউক
আমি স্পর্শ করিয়া নির্দ্বারক কনি, এই বলিয়া বাহু প্রসারণ-
পূর্বক তথায় গমন করিলেন সে স্থান হইতে আরও গমন
করিয়াছেন তখন সবিষাদে কহিলেন । হা কষ্ট ! হা কষ্ট !
ইনি যে হস্তপথের দূরবর্তী হইলেন, এই বলিয়া সবিতর্কে
কহিলেন “অহো একি ! এই বলিয়া ক্ষণকাল বিচারপূর্বক
দৈন্যগহ্বরে কহিলেন, “ওমা !” আমি যে সকলদিকেই
ত্রিঙ্গগৎকে কিশোরময় দেখিতেছি ॥ ৬০ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের অলাভহেতু মথুরার বীথিতে পতিত
হইয়া পুনর্ববার মথুরার ভূমিতে পতিত হওত মুচ্ছিত হইলে

বচনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

না পাইয়া । পড়িলা কামিনী তথা অচেতন হৈয়া ॥ সখী কহে
“এখনি দাধুর্গগণ তার । নয়নে দেখহ যাতে শোভা মনো-
হর” ॥ ইহা শুনি চেতন পাইয়া স্রধামুখী । কুঞ্জলীলা অন্ত না
পাইয়া হইল দুঃখী ॥ ভুই নেত্র মুদি কহে প্রলাপ বচন । মথু-
রার পথে পড়ি লীলাশুকের মন ॥ ৬০ ॥

সখি ! হে, কবে দুঃখহরণ প্রভুর । শিগ্ধঘনচূড়া হেন

অধরং মধুরং বদনং মধুরং

অধুনৈবাগতস্য তত্ত্বাধুৰ্গামধু বিতরিষ্যসীতি সখীতিঃ প্রবোধিতায়াঃ নেত্রো
 নিনীলৈব্য কুঞ্জে লীলাবসানসময়ে তস্য স্বেষ্টতত্ত্বসেবাদ্যপ্রাপ্তিস্ফূর্ত্যা তাঃ
 প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোহমুদয়াদি চিকুরমিত্যাदि । হু ভোঃ সখাঃ বিভোরেত-
 দদুঃখহরণসমর্থস্য চিকুরং কদা চূড়াভেন বধূমীতি শেষঃ । এবমগ্রেহপি, কীদৃ-
 শং । বহলং স্নিগ্ধনিবিড়ং । তথা ভ্রমরং ললাটালকং কদা উদবচ্ছামি । কীদৃশং
 বিরলং অলিপঙ্ক্তিবং পৃথক্ পৃথক্ স্থিতং । মুহূৰ্ত্তং বচনং কদা শ্রোষ্যামি

এখনি আগমন করিবেন, আপনি তাঁহার সেই মাধুর্য্য অনুভব
 করিবেন, নিজের সখীগণকর্তৃক এইরূপ প্রবোধিত হইয়া
 নেত্রের নিমীলন করত কুঞ্জে লীলাবসান সময়ে তাঁহার স্বীয়
 ইচ্ছা স্ফূর্ত্তিবারা সখীর প্রতি প্রলপকারিণীর বাক্য অনুবাদ-
 পূর্ব্বক কহিলেন ॥

হে সখীগণ ! তাঁহার কেশপাশ বিপুল ভ্রমরমালার তুল্য,
 বচন মুহূৰ্ত্ত, নয়ন বিপুল, অধর মধুর, বদন মধুর ও চরিত্র চঞ্চল,

যখনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বান্ধিব চিকুর ॥ অলকালি শোভা ভালি বিরল বিরল । কবে
 ভৃঙ্গপঙ্ক্তি বন্ধ করিব সোশর ॥ কবে সেই মুহূৰ্ত্ত বাণী
 মনোহর । শুনি শুনি জুড়াইব কর্ণের অন্তর ॥ বিপুল নয়ন
 কবে দেখিব নয়নে । কবে পাব অধর মধুরামৃত পানে ॥ কবে
 মে বদনচন্দ্র করিব চুম্বন । চপল চরিত্র কবে অনুভাবি মন ॥
 এইরূপে গাঢ় আৰ্ত্তে অতি লজ্জা চয়ে । বাক্যের সমাপ্তি নাহি
 এলা মিলা কহে ॥ ক্ষণে উঠে বৃন্দাবনে যাইবার কালে । মুচ্ছা
 পাঞা পড়ে ধনী পুনঃ সেই স্থলে ॥ তাহা দেখি সখীগণ অন্যে

চপলং চরিতঞ্চ কদা নু বিভোঃ ॥ ৬১ ॥

পরিপালয় নঃ কৃপালম্ এত্য়, সফুজ্জল্লিতমার্ভবাক্ষবঃ ।

বিপুলং নয়নং কদা দ্রক্ষ্যামি মধুরমধুরং কদা পশ্যামি মধুরং বদনং কদা চুষ্ণি-
য্যামি চপলং চরিতং কদা নু ভবিষ্যামি গাঢ়ার্ভ্যা লজ্জয়া চ রাগসমাপ্তিঃ । দশা-
বস্রে স্নগমং । ৬১ ॥

ততঃ ফণাহুথায় বৃন্দাবনং গচ্ছন্ । এতদ্বদন্ত্যাঃ তস্যাং মূচ্ছিত্তারাং তৎ-
সখীনাং অন্যান্য প্রলাপিতক্ষুৰ্ত্ত্যা তদনুবদনম্ হ বাভাং । নু ভোঃ সখাঃ হে
কৃপালো এত্য় নোহস্মান্ পরিপালয় ইত্যস্মাকং বহুজ্জল্লিতানাং মধ্যে সফুজ্জ-
ল্লিতমপি বিভুঃ সৰ্ব্বরক্ষাসমর্থঃ । শ্রীকৃষ্ণঃ মুরলীমৃদলস্বনসমাস্তরে মধ্যে কদা

সেই বিভু শ্রীকৃষ্ণের এই সমুদায় কবে দর্শন করিব ? ॥ ৬১ ॥

অনন্তর তৎক্ষণাৎ উথিত হইয়া বৃন্দাবনে গমন করিতে-
ছেন এমন সময়, সেই পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়া মূচ্ছিত হইলে
তাঁহার সখীগণ যেন প্রলাপ করিতেছেন, এই ক্ষুৰ্ত্তিতে দুই
শ্লোকে কহিলেন ॥

সখীগণ “হে কৃপালো ! তুমি আগমন করিয়া আমাদের
সকলকে রক্ষা কর । আমাদের এইরূপ বহু জল্লনার মধ্যে

বৃহনন্দনটাকুরের পদ্য ।

অন্যে কহে । এইত প্রলাপ ক্ষুৰ্ত্তি লীলাশুকে হয়ে ॥ ৬১ ॥

সখীগণ কৃপালয় কেবল মুরারি । আমা সবাকারে দেখা
দিবে কৃপা করি ॥ অনেক জল্লয়ে যেবা তাহারেই দিবে । তার
মধ্যে অল্প যে জল্লয়ে তারে দিবে ॥ মুরলী গানের মধ্যে যেই
সুখসিদ্ধি । কবে কৰ্ণ প্রবেশিবে তার একুবিন্দু ॥ কবে মূচ্ছা-

মুরলীমুছলম্বনান্তরে, বিভূরাকর্ণয়িতা কদা নু নঃ ॥ ৬২ ॥

কদা নু কস্যঃ নু বিপদশায়াঃ

কৈশোরগন্ধিঃ করুণানুধিনঃ ।

আকর্ণয়িতা শ্রোযতি । তত্র হেতুঃ । আর্ভেতি কৃপালস্নেহাসকৃদ্বিত্তি পাঠে ।

হে কৃপালয় ইতি সঙ্কজ্জলিতং । দশাস্তরদ্বয়ে সুগমং ॥ ৬২ ॥

নহু, স্বজনবিপত্তরমসহিষ্ণুঃ কৃপালুরয়ং শ্রীকৃষ্ণ এতা নঃ পালয়িত্বাভীতি
কস্যান্দিচ্ছাক্যং সন্নিদ্যং প্রসপদীনঃ বচোহুবদমাহ । স করুণানুধিঃ কদা
নু কশ্মিন্ ক্ষণে ইতোহপ্যধিকার্যং কস্যঃ নু বিপদশায়াঃ বিপুলান্ভাভাঃ

একটী জল্পনাও সর্বরক্ষা সমর্থ আর্তবন্দু শ্রীকৃষ্ণ মুরলীর
কোমল শব্দের মধ্যে কবে শ্রাব্য করিবেন ॥ ৬২ ॥

অহে ! স্বজনদিগের বিপৎসমূহ-অসহিষ্ণু কৃপালু এই
শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া আমাদিগকে পালন করিবেন, এই
বাক্যের অনুবাদ করত কহিলেন ॥

কোন সময়ে কোন বিপদশায় কৈশোরগন্ধি অর্থাৎ

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

গত সখী পাইবে চেতন । কৃপাসিঞ্চু তুমি কহি এই সে
কারণ ॥ স্বজন বিপত্তিভর অসহিষ্ণু হরি । এ লাগি কৃপালু
নাম আছে ক্ষিতি-ভরি ॥ নিজ কৃপালুতা নাম পালন করিতে ।
অবশ্য রাখিবে সখী এই বিপদেতে ॥ গ্রহে বাক্য কোন সখী
কহে প্রলাপিয়া । লীলাশুক সেই শ্লোক পড়ে আর্ত হৈয়া ॥ ৬২

সখি ! হে, কবে শ্যামসুন্দরশেখর । এই বিপত্যের
কালে হৈয়া কৃপাধর ॥ বিপুল আশ্রিত নেত্র গোচর বিষয়ী ।

ବିଲୋଚନାଭ୍ୟାଂ ବିପୁଳାୟତାଭ୍ୟା-

ମାଲୋକୟିଷ୍ୟନ୍ ବିଷୟୀକରୋତି ॥ ୬୩ ॥

ଅଧୁରମଧୁରବିଷ୍ଣେ ମଞ୍ଜୁଳଂ ମନ୍ଦହାମେ

ବିଲୋଚନାଭ୍ୟାମାଲୋକୟିଷ୍ୟନ୍ ବିଷୟୀକରୋତି ଅଗୋଚରୀକରିଷ୍ୟାତି । ଇତ୍ୟୋହିପି
ବିପଦଂ ସନ୍ତବେଶାମ । କୀଦୃକ୍ । କୈଶୋରଗନ୍ଧିଃ । ସ୍ବଚ୍ଛାର୍ଥେ ଇଚ୍ଛା ସମାସାନ୍ତଃ । ନବ-
କୈଶୋର ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ଦଶାଦ୍ବୟେ ଅଗମଂ ॥ ୬୩ ॥

ଅଥୋନ୍ମତ୍ତେଷୋଽଧ୍ୟାୟ ଉପବିଷ୍ୟ ନେତ୍ରେ ନିମିତ୍ତୋଽବ ସଖୀଃ ପ୍ରୀତି ସୋଽକର୍ଷଣଂ
ପୃଷ୍ଠେଷ୍ଠା ବଚୋହସ୍ତବଦନାହ । ହୁ ଶୋଃ ସନ୍ଧ୍ୟାନ୍ତଂ ଗରକତମଗିନିନୀଳଂ ବାଳଂ କିଶୋରଂ

ନବକୈଶୋର କରୁଣାୟୁଧି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିପୁଳ ଓ ଆୟତ ଲୋଚନଯୁଗଳ
ଦ୍ବାରା କୃପାକଟକ୍ଷେ ଅବଲୋକନ କରତ ନେତ୍ରପଥେର କି ପାଠିକ
କରିବେନ ? ॥ ୬୩ ॥

ଅନନ୍ତର ଉନ୍ମତ୍ତେର ନ୍ୟାୟ ଉଠିଯା ଉପବେଶନପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀରାଧା ନେତ୍ର-
ଦ୍ବୟ ଗୁଦ୍ରିତ କରିଯାହି ସଖୀଗଣେର ପ୍ରୀତି ଉଠକର୍ଷଣସହିତ ଜିଜ୍ଞାସା
କରିତେ ଥାକିଲେ ତାହାର ବାକ୍ୟେର ଅନୁବାଦ କରତ କହିଲେନ ॥

ହେ ସଖୀଗଣ ! ଯାହାର ଅଧରବିଷ୍ଣ ଅତି ମଧୁର ଓ ମନ୍ଦହାମେୟ
ଗନୋହର, ଯିନି ଗୁରୁମୁଖେ ଶୀତଳ ଅସ୍ମତତୁଲ୍ୟ ଶବ୍ଦ କରେନ, ଯାହାର

ସହନନ୍ଦନଠାକୁରେର ପଦ୍ୟ ।

କବେ ସେ କରିବେ ଅତି ଦୟା ଉପଜାରି ॥ କୈଶୋର ଅଗନ୍ଧ ସେହି
ସେହି ସର୍ବକ୍ଷଣ । କୃପାତେ କରିବେ କବେ ଇହା ଦରଶନ ॥ ତାହା
ଶୁନି ଉଠେ ରାଗ ନୟନ ଗୁଦିଯା । ସଖୀ ପ୍ରୀତି କହେ ରାହି ଉଠକର୍ଷିତା
ଦେୟା ॥ ୬୩ ॥

ସଖି ହେ ଗରକତମଗି ନୀଳକାଂତି । କୈଶୋର ଶେଖରବର, ଯୁଗ-
ଦୃଶା ତପହର, କବେ ନିରାଶିବ ସେ ଗୁରୁତି ॥ କ୍ର ॥

শিশিরমমৃতনাদে শীতলং দৃষ্টিপাতে ।

বিপুলমরুগনেত্রে বিশ্রুতং বেণুনাদে

অলোকয়ে কদা দ্রক্ষ্যামীত্যর্থঃ । কোদৃশং অধরবিষে মধুরং মন্দহাসে মঞ্জুগৎ
অমৃতনাদে শিশিরং । দৃষ্টিপাতে শীতলং অরুগনেত্রে বিপুলং বেণুনাদে বিশ্রুতং ।

দৃষ্টিপাতে ত্রিজগৎ শীতল হয়, যিনি বিপুল ও অরুগনেত্রশালী
তথা বেণুবাদ্যবিষয়ে বিখ্যাত এবং যিনি মরুত অর্থাৎ ইন্দ্র-
নীলমণির তুল্য শ্যামাঙ্গ সেই কিশোর ক্রীকৃষ্ণকে কবে দর্শন

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বান্ধুণী সুরঙ্গ জিনি, মধুর অধর বাণী, মুহূ নব পল্লব-
জিনিয়া । সদাই প্রফুল্ল অতি, বাহাতে মোহয়ে মতি, কবে
নেত্র জুড়াবে দেখিয়া ॥ তাতে মন্দ মন্দ হাসি, উগরে অমৃত
রাশি, তার মঞ্জু শোভা বিলক্ষণ । সদাই অধর তাতে, স্নান
করে অবিরতে, তা দেখি জুরাব কবে মন ॥

তাহাতে অমৃত বাণী, কর্ণ মন রসায়নী, অতিমিষ্ট স্মা-
ধুরীময় । তাতে পরিহাসভঙ্গী, তরুণীর প্রাণসঙ্গী, কবে তা
শুনিব কর্ণদ্বয় ॥

লোচন চাহনি তাতে, কত প্রেমময় যাতে, অতি স্থললিত
সদা যেই । বক্ষিগ চাহনি আর, অপাঙ্গ ইঙ্গিতে তার, কবে
অঁাখি দেখিব সদাই ॥

তাহাতে অরুণ অঁাখি, বিপুল আয়ত সাক্ষী, তাতে ঘন
পঙ্কের সুষমা । বাহা দেখি মাতে নারী, কে কহিবে সে মাধুরী
কবে সে দেখিব মনোরমা ॥

তাতে বেণু গান স্রধা, যে করে অমৃত মুখা, ব্রজনারী-

মরুতমণিনীলং বালমালোকয়ে নু ॥ ৬৪ ॥

মাধুর্য্যাদপি মধুরং, মমথতাতস্য কিমপি কৈশোরং ।

দশান্তরবয়ে স্নগমং ॥ ৬৪ ॥

অপোথায় ইতস্ততো দাবস্ত্যঃ সখীভিরঞ্চলে গৃহীত্বা সখি কিমিত্যুন্নতাসি-
ধৈর্য্যং কুর্কিতি প্রবোধিতায়াঃ সধৈর্য্যমিব বচোহল্লবদমাহ । মমথতাতস্য মনো-
মপ্লাতীতি মমথো দুঃখদঃ কাসস্তং জনয়তীতি মমথজনকস্তস্যেতি বক্তব্যে
ভাববৈভবশাং সমানপর্য্যায়ত্বাচ্চ ততাতসোত্যাক্তিঃ । তস্য কৃষ্ণস্য কিমপা-
নির্বচনীয়ং কৈশোরং চেতো হরতি হস্ত খেদে কিং কুর্শ্বঃ । তত্র হেতুমাহ ।

করিব ? ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর উৎখিত হইয়া শ্রীরাধা ইতস্ততঃ দাবমান হইতে-
ছিলেন সখীগণ তাঁহার অঞ্চলে ধারণ করিয়া কহিলেন, সখি !
তুমি কি উন্নতা হইয়াছ ? ধৈর্য্য ধারণ কর, সখীদিগের এই

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

চিত্ত যেই হরে । সে বেণু শুনিব কবে, হেন নাকি দিন হবে,
ডুবাইব শ্রবণ অন্তরে ॥

এতেক কহিতে রাই, অন্তরে স্নয়াস্থ নাই, উন্মাদ বাঢ়িল
অতিশয় । উঠিয়া ধাইয়া যায়, সদা কহে হায় হায়, সখীগণ
ধরিয়া রাগয় ॥

তারা কহে শুন সখী উন্মাদ বাঢ়াও নাকি, ধৈর্য্য অবলম্ব
কর তুমি । শুনি প্রিয়সখী বোল, ছাড়ি অতি উত্তরোল, ধৈর্য্য
প্রায় কহে কিছু বাণী ॥ ৬৪ ॥

সখি হে গোবিন্দের কৈশোর বরস । অনির্দীচ্য মমথন,
মমথ বিনক্ষণ, হরে চিত্ত কি করিষু শেষ ॥ ৬৪ ॥

চাপল্যাদিশ্চপলং, চেতো বত হরতি হস্ত কিং কুর্গং ॥ ৬৫

কীদৃশং মাধুর্য্যং তদ্রূপধর্মাদপি, মধুরঃ লক্ষণয়াতিমধুরমিত্যর্থঃ । নদ্বয়ি মুখে
কস্যাশ্চেতো ন হরতি কান্য। ত্রয়িবোদ্দাদতি । তত্রাহ কীদৃশং চেতঃ চাপ-
লাওরূপধর্মাদপি চপলং তসৈব দোষ ইত্যর্থঃ । ববা, তস্য কৃষ্ণস্য মন্থ-
কৈশোরং ব্যাপ্য মনো হরতীত্যর্থঃ । কালাধবনোরভাস্তসংযোগ ইতি দ্বিতীয়া ।
কিঞ্চ-কৈশোরং কীদৃশং মন্থত্বং তৎস্বরূপং । স্বাত্তদর্শনায়াং সমানসখীঃ
প্রত্যুজ্জিঃ । বাহ্যে সঙ্গিজান্ প্রতী ॥ ৬৫ ।

বাক্যে প্রবোধিতা স্ত্রীরাধার সর্ধৈর্য্যে ন্যায় বাক্যের অনুবাদ
করত কহিলেন ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য হইতেও মধুর কোন এক অনির্ব-
চনীয় মন্থত্ব এবং কৈশোর তথা চাপল্য অপেক্ষাও চপল,
এই সকল আমার চিত্তকে হরণ করিতেছে, হায় ! এখন
আমি কি করিব ? ॥ ৬৫ ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শুনহ কারণ তার, মাধুর্য্যে মাধুর্য্য সার, প্রতি অঙ্গে
অনঙ্গ তরঙ্গ । চঞ্চল হইতে অতি, চঞ্চল করায় মতি, তাতে
নারি ধৈর্য্য করিবার ॥

যদি বোল মুখা তুমি, শুন যে কহিয়ে আমি, কার চিত্ত
না হরয়ে সে । তুষা হেন উনমত্তা, না দোখ শূনিরে কোথা,
পরধনে লোভ কর বশে ॥

তবে তাহা শুন কহি, মোর কিছু দোষ নাহি, চিত্তের
নাহিক দোষ লেশ । চাপল্য কৈশোর ধর্ম, চাপল্য তাহার
কর্ম, চাপল্যতা করে চিত্তদেশ ॥

সখী কহে ভাল হৈল, ক্ষণেক ধৈর্য্যতা কর, এখনি দেখিহ

বক্ষঃস্থলে চ বিপুলং নয়নোৎপলে চ

মন্দগিণ্ডে চ মৃদুঃ মদজল্পিতে চ ।

নমস্তুনৈব তং দ্রক্ষ্যসি ক্ষণং দৈর্ঘ্যং কুরিতি পুনস্তাভিঃ প্রবোধিতায়াঃ

অহে ! তুমি এখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, ক্ষণকাল
ধীর হও এই বলিয়া পুনর্ববার সখীদিগের কর্তৃক প্রবোধিত
শ্রীর'ধার সলালস বাক্য অল্পবাদপূর্বক कहিলেন—

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তারে তুমি । সখীর প্রণোদ পাঞা, লালসা বাড়িল হিয়া,
তাতে কহে অতিমম্ব বাণী ॥ ৬৫ ॥

সখি ! হে কৃষ্ণ নবকিশোরশেখর । সুবিলাস মহানিধি,
রসে নিঃশিখ বিপি, কবে দেখি জুড়াব অন্তর ॥ ৬৬ ॥

বক্ষঃস্থল পরিদর্শন, দর্পণ সুছটাধর, তরুণীর হিয়া লোভে
যাতে । সুশীতল হৃদোন্মল, অনঙ্গের তাপ হর, কবে আমি
আলিঙ্গিব তাতে ।

তৈছে নীলোৎপলবয়, পরম বিদীর্ণনয়, অতিদীর্ঘ অতি-
সুচাপল । কমল উপরে যেন, নাচে খঞ্জরীট হেন, কবে
শোভা দেখিব তরল ॥

তৈছে মৃদুহৃদ হাস, পুষ্পগুচ্ছ পরকাশ, সদাই প্রসন্ন
মুখচন্দ্র । কবে নিরখিয়া অ'মি, জুড়াইব ছনয়ানি, কবে
আঁখি ভাপিবেক অন্ধ ॥

বচনে মৃদুতা হেন, অমৃত উগরে যেন, অর্ধ বাণী শ্রবণে
পশিলে । কুল ছাড়ে কুলবাত, সদা হয় উনমতি, কবে তা
শুনিব শ্রুতিমূলে ॥

বিন্বাধরে চ মধুরং মুরলীরবে চ

বালং বিলাসনিধিমা কলয়ে কদা নু ॥ ৬৬ ॥

আদ্রাবলোকিতধূরা পরিনক্সনেত্র-

সলালসং বচোহল্লুবদনমাহ ॥ হু ভোঃ সখাস্তং বিলাসনিধিং তৎসমুদ্রং বাসং নব-
কিশোরং কদা আলোকরে দ্রক্ষ্যামীত্যর্থঃ । কৌদৃশং । বক্ষঃস্থলে চ নয়নোৎ-
পলে চ বিপুলং বিস্তীর্ণং ॥ মন্দম্মিতে চ মদজল্লিতে চ মৃদুলং । বিম্বাধরে চ
মুরলীরবে চ মধুরং । দশান্তরহরে স্তম্ভনং ॥ ৬৬ ॥

অথাতিদৈন্যোদয়াং সনৈদ্যাং তদর্শনকারিণোহভিনন্দিত্যা বচোহল্লুবদনমাহ ।

অহে সখীগণ ! ষাঁহার বক্ষঃস্থল ও নয়নোৎপল বিপুল,
মন্দহাস্যও মদজল্লিত মৃদুল, এবং ষাঁহার বিন্বাধর মধুর ও
মুরলীরব মধুর, সেই বিলাসনিধি বাল অর্থাৎ কিশোরকে
আমি কবে নিরীক্ষণ করিব ? ॥ ৬৬ ॥

অতিশয় দৈন্যের উদয় হেতু সনৈদ্যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বিন্বাধর স্মমধুর, উদগারে রসের পূর, অরুণ বরণে সূধা
মাখা । কবে নিরখিব আমি, কহ দেখি সখী তুমি, এই ওষ্ঠা-
ধরে হবে দেখা ॥

মুরলীর রহে তেন, মাধুরী বিষয়ে যেন, অমৃত বারয়ে দশ
দিশা । শ্রবণে শুনিব কবে, হেন কি স্মদিন হবে, পূর্ণ হবে
এই মোর আশা ॥

কহিতে কহিতে অতি, দৈন্য বাঢ়ি গেল মতি, সেই কৃষ্ণ
দেখে যেই জন । তার ভাগ যে বাখানে, তারে কহি ধন্য
জনে, লীলাশুক করয়ে বর্ণন ॥ ৬৬ ॥

সখি হে পুরুষের শ্রেষ্ঠ সে গোবিন্দ । কৃতী যেই কৃত-
পুণ্য, পুঞ্জগণ মহাধন্য, সেই দেখে তার মুখচন্দ্র ॥ ধ্রু ॥

মাধিকৃত্যিতস্বধামধুরাধরৌষ্ঠং ।

আদ্যং পুমাংসমবতংসিতবহিবহ-

আর্জুনলোকিতেত্যাदि । তমাदां পুমাংসং পুরুষশ্রেষ্ঠং যে কৃতিনঃ কৃতাপুণ্য-
পুঞ্জাঃ তএবালোকয়ন্তি । আकर्णयन्तीति পাঠে तादृशं ये श्रद्धंति त एव धन्याः ।
किमुत ये पश्यन्तीत्यर्थः । आदयं प्रेमवज्জনैराश्वादां इति वा । कौदृशं ।
प्रणयकरुणरसैराद्रैरा अवलोकितधुरा तदतिशयेन परिनन्दे युक्ते नेत्रे यस्य
आविष्कृतं यं स्मितं तदेव स्वा तयातिमधुरावधरौष्ठौ यस्य तथावतंसितानि

কারিণী স্ত্রীরাদার বাক্য অভিনন্দনপূর্বক কহিলেন ॥

যাঁহার নেত্র আদ্র দৃষ্টিভাবে আলিঙ্গিত ও প্রকাশিত
মধুর হাস্যরূপ স্বধাদ্বারা অধরৌষ্ঠ মধুর, সেই ময়ূরপিচ্ছধারী

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সদাই নয়নে যার, করুণা রস অবতার, আদ্র অবলোকে
অতি ধুরা । তাহাতে প্রণয়যুক্ত, বাক্যে তাহা নহে উক্ত,
তাহা দেখে ভাগ্যবান্ যারা ॥

অধরৌষ্ঠ স্বমধুর, যাতে স্মিত স্বধাপূর, সদাই বিলাসে
তাহা সনে । তাহা যে বা নিরীখয়, ভাগ্যবান্ সেই হয়, ধন্য
রহ তার ছনয়নে ॥

চুড়াতে ময়ূরপুচ্ছ, তাতে বেড়া পুষ্পগুচ্ছ, তার সেই
শোভা পরিপাটী । যেই কৃত পুণ্যগণ, নিরীখয়ে অনুক্ষণ, ধন্য
বহু তার আঁখী দুটী ॥

আমার ছুর্ভাগ্যগণ, কোথা পাবে দরশন, তৈছে ভাগ্য
কভু করে নাই । কহি সখীগণ সঙ্গে, কান্দে বহু পরবন্ধে
অতিমুক্তকণ্ঠধ্বনি রাই ॥

মালোকয়ন্তি কৃতিনঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জঃ ॥ ৬৭ ॥

মারঃ স্বয়ং নু মধুরছাতিমণ্ডলং নু

বহির্গাং বহির্গাং যেন তং । দশান্তরদ্বয়ে স্রগমং । ৬৭ ॥

অথ শ্রীবৃন্দাবনং প্রবিষ্টে তস্মিন্ লীলাশুকে শ্রীকৃষ্ণস্তাসামাবিরভূদিতিবং
তাসাং মধ্যে আবিরভূতন্তুলীলাবিশিষ্ট এব তস্যাগ্রেহপ্যাবিবভূং । সচ তং

পুরুষকে যাহারা পূজ পূজ পুণ্য করিয়াছে তাহারাই দর্শন
করিয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর লীলাশুক বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলে “শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীরাধাপ্রভৃতি গোপীগণের মধ্যে আবিরভূত হইলেন” এই
লীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ লীলাশুকের অগ্রেও যেন আবিরভূত হই-
লেন, যিনি তাঁহাকে অবলোকন করিয়া শ্রীরাধার ভ্রম স্বয়ং
উপস্থিত হওয়ায়, আমাদের শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ভাণ্ডা নাই, সখী-
দিগের সহিত এই কথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণকে
দূরে অবলোকন করিয়া প্রলাপকারিণী শ্রীরাধার বাক্যের
অনুবাদ পূর্বক কহিতেছেন ॥

প্রথমদর্শন মাত্রেই বিরহবিরূপা শ্রীরাধা কন্দর্পভ্রমে
সভয়ে কহিতেছেন । হে সখীগণ ! যিনি অদৃশ্য হইয়া

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

অকস্মাৎ এই কালে, কিছু দূর পথে হেরে, কৃষ্ণ দেখি
অতিভ্রম হৈল । তাহাতে প্রলাপ করি, বোলে যাহা স্ননা-
গরী, লীলাশুক দেখা যেন পাইল ॥ ৬৭ ॥

সখি হে, কে দেখি যে সম্মুখে আমার । কিবা কাম মূর্তি-
মান, দেখ এই বিদ্যমান, দেখি শঙ্কা না হয় কাহার ॥ ৬৭ ॥

মাধুর্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু ।

বিলোকা স্বয়ং জাততত্ত্বমোহপি তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ অম্বাকং তদর্শনভাগ্যং
নাশ্ত্যেবেতি । সখীভিঃ সহ রুদন্ত্যাঃ অকস্মাতঃ কিঞ্চিদূরে বিলোক্য ভ্রমবাহ-
ল্যেন প্রলপন্ত্যা বচোহনুবদন্তাহ । প্রথমং দর্শনাদেব বিরহবিক্রবা কন্দর্পভ্রান্ত্যা
সভয়মাহ । যস্তাবদদৃশা এব জগন্মারয়তি স মারঃ স্বয়ংগতঃ কিং নু বিতর্কে
পুনর্মাধুর্যমমৃতং সার্চয়ামাহ । স তাবদীদৃশ্যধুরো ন ভবতি । তদ্বদং মধুর-
ছাত্তীনাং মণ্ডলং নু কিং পুনরত্যাশ্চর্যমাহ । ন তদেতৎ কিন্তু মাধুর্যমেব
তদ্বদ্য এব পরিণতঃ সন্নাগতঃ কিং । পুনঃ মনোনয়নয়োরতিতৃপ্ত্যাসসন্তোষমাহ ।

জগৎকে মারিয়া থাকেন, সেই মার অর্থাৎ কন্দর্প কি স্বয়ং
আগমন করিলেন ? পুনর্বার মাধুর্য অনুভব করিয়া আশ্চ-
র্যের সহিত কহিলেন, কন্দর্প ঈদৃশ মধুর হইতে পারে না,
তবে একি মধুরছাতিসকলের মণ্ডল, পুনর্বার অত্যন্ত আশ্চর্য্য

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ক্ষণেক রহিয়া কহে, সখি এই কাম নহে, দৃশ্য নহে সেই
কামরাজ । জগৎ মারয়ে মেহ, তারে না দেখয়ে কেহ, এতা-
দৃশ তার নহে সাজ ॥

মাধুর্য্যমণ্ডলছাতি, কিবা হৈল মূর্ত্তিমতী, সেহ নহে গতি
হীন তার । কিবা স্নামাধুরী দেখি, যাতে সেই ধর্ম্ম সাক্ষী,
তাহার না হয় যে আকার ॥

মন মন লোচন, স্থখী করে অনুক্ষণ, মন নেত্রাশ্রিত এই
কিবা । অবয়ব দেখি পুনঃ, সজ্জম হইল ছন, তবে আর দেখি
এই কিবা ॥

যোর বেণীপুঞ্জ যেই, সম্মুখে বা দেখি সেই, কিবা কাস্ত
আইলা প্রোষ্য হৈতে । এতেক কহিতে-রাই, সম্যক্ নিরিখে

বেণীমুজো নু মম জীবিতবল্লভো নু

মনোনয়নরোরমৃতং তজ্জগমিদং হু কিং । পুনরবয়বমভূতায় সমভ্রমমাহ । বেণী-
মুজো নু বেণীং মাষ্টি উন্মোচয়তীতি বেণীমুজঃ পৌর্য্যগতঃ কান্তঃ স এবায়ং
কিং । পুনঃ সম্যগবলোক্য সানন্দমাহ । হু ভোঃ সখ্যঃ মম জীবিতবল্লভোহয়ং
বালঃ নবকিশোরঃ মমলোচনায়া তদা নন্দয়িতুমভূদয়তে যুয়ং গণতেতি শেষঃ ।
স্বাস্তদশায়াস্ত তদভুগৈত্বেব ব্যাখ্যেয়ং । বাহেহপি স এবার্থঃ । নিশ্চয়াস্তসন্দেহ-

বোধ করিয়া কহিলেন ইহা তাহা নয়, কিন্তু মাধুর্য্যই তদ্ধৰ্ম্ম-
রূপে পরিণত হইয়া আগমন করিলেন কি ! পুনর্বার মন ও
নয়নের অতিশয় তৃপ্তির সহিত কহিলেন, ইহা কি মন ও নয়-
নের তৃপ্তিকারী ? পুনর্বার অবয়ব অনুভব করিয়া সমভ্রমে
কহিলেন, বেণী উন্মোচনকারী বিদেশাগত কান্ত ইনি কি
সেই ? পুনর্বার সম্যকরূপে অবলোকন করিয়া আনন্দের
সহিত কহিলেন, অহে সখীগণ ! ইনি আমার জীবিতবল্লভ
বাল অর্থাৎ নবকিশোর আমার লোচনকে আনন্দ দিবার

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তাই, দেখ সখি এই না সাক্ষাতে ॥

আমার জীবন পতি, নবীন কিশোরাকৃতি, আগে আসি
উদয় হইলা । তাপিত আমার আঁখি, জুড়াবার তরে দেখি,
কৃপা করি মোরে দেখা দিলা ॥

এইরূপে রাধিকার, যত সখীগণ তার, কৃষ্ণসঙ্গে মিলন
হইলা । তাহা দেখি লীলাশুক অন্তরে পাইলা স্থখ, বাহু-
ক্ষুর্তি তব হি ভৈগেলা ॥

তাহার মাধুরী হৈতে, আকর্ষে ইন্দ্রিয় চিত্তে, মন্থররূপ

বালোহয়মভ্যুদয়তে মম লোচনার ॥ ৬৮ ॥

বালোহয়মালোল-বিলোচনেন

বক্ত্রেণ বিক্রীয়িতদিজুখেন ।

নাগায়গলকারঃ ॥ ৬৮ ॥

অথ তরা তাত্চিহ্ন সহ মিগিতং সাক্ষাদৃষ্ট্বা জাতবাহুক্ষুর্ভিস্তমাধুর্গাকৃষ্ট-
সর্বেন্দ্রিয়ঃ সাক্ষান্মগ্নমগ্নথরূপস্য তস্য সর্বেন্দ্রিয়ানন্দনত্বং সপ্তভিঃ শ্লোকৈর্বর্ণ-
য়ন্ প্রথমং নয়নানন্দত্বগাহ দ্বাভ্যাং । অয়ং বাণঃ কিশোরঃ বক্ত্রেণ বেশেন চ
নোহস্মাকং নয়নয়োরুৎসবং তুঙ্গ পপবয়সি । বক্ত্রেণ কৌদৃশা । স্বাপরাধভয়েন

নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন তোমরা অবলোকন কর ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর ক্রীরাধা সখীগণের সহিত আগত শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ
দর্শন করিয়া বাহুক্ষুর্ভি হেতু তদীয় মাধুর্য্যদ্বারা সর্বেন্দ্রিয়
আকৃষ্ট হওয়ায়, সাক্ষাৎ মগ্নথের মগ্নথরূপি শ্রীকৃষ্ণের সর্বে-
ন্দ্রিয়ার আনন্দ সাত শ্লোকে বর্ণন করিতে প্রথমতঃ নয়নানন্দ
ছই শ্লোকে কহিতেছেন ॥

হে সখীগণ ! বাহাতে নিজের অপরাধ ভয় ও এককালীন
সকলের দর্শনহেতু লোচন অতিচঞ্চল এবং ঈষৎ হাস্যান্বিত

যজনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

রূপ রাশি । সর্বেন্দ্রিয়ানন্দন, সপ্ত শ্লোক বর্ণন, করে হর্ষামৃত
রসে ভাসি ॥ ৬৮ ॥

দেখ শ্যাম কিশোর মাধুরী । বদন নয়ন আর, কেশ
অতি মনোহর নেত্রোৎসব পুরে মো সবারি ॥ ৬৮ ॥

নিজ অপরাধ ভয়ে, রাধা আদি সখীচয়ে, এককালে দর্শন
লাগিয়া । সম্যক্ চঞ্চল আঁখি, সেই ভাবে সেই সাক্ষী, সব
স্বখী করে নিরখিয়া ॥

বেশেন ঘোষোচিতভূষণেন

মুঞ্চে ন মুঞ্চে নয়নোৎসবং নঃ ॥ ৬৯ ॥

আন্দোলিতপ্রভুজ্ঞানকুললোচনেত্র-

যুগপৎ সঙ্গসাং দর্শনেন চ আ সম্যক্ লোলে বিলোচনে যত্র । তথা স্মিতা-
ধরাদিকান্তিধারান্তিচিত্রাঙ্গির ক্রঃ দিশাং মুখং যেন । বেশেন কৌদৃশা । ঘোষো
ব্রজসুদোষাগ্যানি বহুগুণাদানি ভূষণানি যত্র অতো মুঞ্চে ॥ ৬৯ ॥

কীচিং করাসুগং শৌর্যেরিগ্যানিবং তাভিমিলিমা । নৃত্যস্তমিবাগচ্ছন্তং
অধরাদির কান্তিসমূহদ্বারা দিক্‌সকলের মুখকে যে চিত্রীয়িত
অর্থাৎ চিত্রের ন্যায় করিয়াছে এতাদৃশ বদনদ্বারা তথা
ঘোষোচিত অর্থাৎ ব্রজযোগ্য বহু ও গুণপ্রভূত ভূষণবিশিষ্ট
মনোহর দেশদ্বারা এই নাল অর্থাৎ কিশোর আমাদের নয়-
নোৎসবকে পূর্ণ করিতেছেন ॥ ৬৯ ॥

অপর হে সখীগণ ! গোপীদম্পতীর অঙ্গস্পর্শ নিমিত্ত কম্প
এবং সন্তোষ গতিদ্বারা যাঁহার ভুজের অগ্রভাগ আন্দোলিত
এবং করুণাবশতঃ যাঁহার গোচন চঞ্চল । তথা আদ্রীভূত

বহুদলনটকুরের পদ্য ।

বদনমাধুরী অতি, স্মিতকান্তি ধারা ততি, তাহাতে অধর
কান্তি ধারা । চিত্র কৈলা দিশাঙ্গুণ, অখিল-নয়ন-সুখ, মুখ
কোটীচন্দ্রমুখহরা ॥

ব্রজযোগ্য বেশ জতি, বহুগুণা অলঙ্কৃতি, তাতে আর
মনি ভূষণগণ । অতি মনোহর শোভা, দরশে নয়নশোভা, কাহ
করে শ্লোক উচ্চারণ ॥ ৬৯ ॥

দেখ সখি ! আঁখি রমায়ন । হাসিতে হাসিতে আগে,
আইসে এই অনুরাগে, বাতে স্নিগ্ধ করে ছনয়ন ॥ ৭০ ॥

মার্জ্জশ্রিতাদ্রবদনামুজচন্দ্রবিশ্বং ।

শিঞ্জানভূষণচিতং শিখিপিজ্জমৌলি

তং বিলোকা নেত্রাতিতৃপ্তা। সর্ষমাহ। ইদং শীতং বিলোচনয়োরসায়নং অভ্য-
পৈতি পুরতঃ সারাতি। কাদৃশং। তাসাং স্পর্শোখকম্পাং মন্যগত্যা চান্দো-
লিতৌ অগ্রভূজৌ বস।। করুণয়া আকুলে পূর্ববল্লোলে চ নেত্রে বস।। আদ্র-
মিতেনাদ্রং বদনামুজচন্দ্রবিশ্বং বস।। তত্র তাসাং দর্শনানন্দোৎফুল্লত্বাৎ সুরভি-
স্বাক্ষামুজং শৈত্যামধুর্য্যকান্ত্যাদিভিনেত্রপ্রীগনস্বাক্ষরং। শিঞ্জানানি যানি

ঈষৎ হাসাদ্বারা যাঁহার বদন পদ্ম ও চন্দ্রবিশ্বের ন্যায় অর্থাৎ
গোপীদিগের দর্শনানন্দ জনিত প্রফুল্ল ও সৌগন্ধি হেতু পদ্ম
এবং শৈত্য, মধুর্য্য ও কান্ত্যাদি দ্বারা নেত্রতৃপ্ত কারিত্বপ্রযুক্ত
চন্দ্রহুল্য হইয়াছে এবং যিনি করুণভূষণপ্রভৃতির শব্দসমূহে
পরিব্যাপ্ত, তথা যিনি শিখিপিজ্জমৌলা সেই শীতল লোচন-

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য।

পরশে অঙ্গুল্যা পাণি, কম্প হৈল অনুমানি, তাতে নৃত্য গতি
মনোরম। ভূজাগ্র দোলায়মান, নবকিশলয়তান, তাতে নখ-
চন্দ্র ঝলকন। করুণা-আকুল আঁখি, অতিলোল তাতে সাক্ষী
পূর্বপ্রায় সখি দেখ আরে। মুগাজ্জ চান্দ্রের কঁাতি, যুছুহাস্য
স্মৃতিভাঁতি, দর্শনে প্রফুল্ল মধু আরে॥

করুণ নুপুর আর, কিস্কিন্যাদি মনোহর, মাণভূষা শব্দ
মনোহর। শ্রবণে আনন্দ দেই, কর্ণরসাধন যেই, শিখিপিজ্জ
চুড়ার উপর॥

এতেক কহিতে পুনঃ, দেখে সখীগণ যেন, বসিলেন
গোবিন্দ বেড়িয়া। অঙ্গাগাসন দিয়া, মনে কোপ উপজিয়া,
কহে কথা সবাই হাসিয়া॥

শীতং বিলোচনরসায়নমভূতৈপতি ॥ ৭০ ॥

পশুপাল-বাল-পরিষদ্বিভূষণঃ

কঙ্কণনূপুরাদিভূষণান তৈশ্চিতং । অনেন শ্রোত্রানন্দনত্বং চোক্তং । শিখিপট্টৈ-
মৌলির্ঘণ্টা ॥ ৭০ ॥

অথ পরিতস্তা দৃষ্ট্বা, চকাস গোপীপরিষদগতো বিভূরিতাাদিলীলাবিশিষ্টং
তং বিলোক্য সহস্রমাহ । এষ শিশুঃ কিশোরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্বাসামপি বিশেষতো

দ্বয়ের রসায়নস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আগার সম্মুখ আগমন করিতে-
ছেন ॥ ৭০ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে সখীগণ এবং লীলাবিশিষ্ট
শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া শ্রীরাধার বাক্যলীলাশুক করি-
তেছেন ॥

হে সখীগণ ! যিনি পশুপাল বালা অর্থাৎ গোপকিশোরী-
দিগের সভার বিভূষণস্বরূপ এবং যাঁহার লোচন অতিশয়

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তাহার উত্তর দিতে, কৃষ্ণ হৈলা হরষিতে, তাতে রূপ
শোভার মাধুরী । লীলাশুক কহে তাহা, শুনিয়া আনন্দ যাহা,
গধুময় শ্লোকৈক উচ্চারি ॥ ৭০ ॥

সখি ! হে, এই যে কিশোর কৃষ্ণ অঁখি । মুখচন্দ্র মন্দ-
হাসি, রাধা আদি গোপীরশি, মোর হৃদি ব্যাপ্তো করে
সুখী ॥ ধ্রু ॥

সখী প্রশ্ন কোপ শুনি, তাতে মুহুস্মিত খানি, তাতে
আদ্র যেই মুখচন্দ্র । তাতে যেই প্রেম উক্তি, তার জ্যোৎস্না
পুঞ্জযুক্তি, সেই ব্যাপ্ত হয় হৃদি কঙ্ক ॥

শিশুরেষ শীতলবিলোললোচনঃ ।

মুহুর্যস্তাদ্রবদনেন্দুসম্পদা-

মদীয়ানাং স্বসম্মুখস্থশ্রীরাধাললিতাদীনাং হৃদয়ং । এতন্নোজ্জ্বলিত্যাদিনাশাস্ত্র-
কোপঃ স্বপ্রসঙ্গগাং যন্মুহুর্যস্তিতং তেনাদ্রে' যো বদনেন্দুস্তস্য মাস্থ্যিতং মাহ-
পেত্যাদি ন পারয়েহমিত্যাदि প্রেমোক্তিঃ কৌমুদীরূপয়া সম্পত্তয়া মদয়ন্নানন্দ-
মন্ বিপাহতে ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ । তদৃষ্ট্বা মম হৃদয়ঞ্চ । কীদৃক্ । পশুপালবালা-
নাং গোপকিশোরীণাং পরিষদং বিভূষণতীতি । তথা তৎসম্ভব বিভূষণং যস্যোক্তি
বা তয়া বেষ্টিতো বভাবিত্যর্থঃ । অগ্রে রাধাপরোধরেত্যাদৌ ধেমুপালদয়িতা-
ন্তেন স্থলীত্যাদৌ তথা বর্ণিতত্বাং, প্রেমসম্ভবশোন বালাপরিষদিত্তি বক্তব্যে
বালপরিষদিত্যুক্তিঃ । যদ্বা । পশুপালনাং বালাং বস্যাং সা পশুপালবালা সা
চাসৌ পরিষজেতি কৰ্ম্মদ্বারয়ে পুংস্তাবঃ । কিম্বা । তদ্বালগোষ্ঠীনাং বিভূষণ-

শীতল, সেই এই কিশোর শ্রীকৃষ্ণ সকলের এবং বিশেষতঃ
আমাদিগের অর্থৎ স্বসম্মুখস্থ শ্রীরাধা ললিতাপ্রভৃতির হৃদয়ে
“অহে! আমাদিগকে ঠাই বল” ইত্যাদি বাক্যে শ্রবণাদি
নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণ আদ্রবদন হইয়া “তোমাৱা অনুয়া করিও

ষহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পশুপাল নারীগণ, ভূষণ যে মনোরম, হেন মানে নীল-
মণি যেন । নায়ক সোমর শোভা, যাতে হয় চিত্তলোভা,
মোর হিয়া ব্যাপ্তে রস তেন ॥

শীতল লোচন তাকে, সদাই করুণা যাতে, সেই নেত্র
ব্যাপ্ত হৈল হিয়া । তিন শ্লোক মান্য কহি, কৃষ্ণবর্ণে সুখ
পাই, মোর প্রাণ এ সব কহিয়া ॥

কৃষ্ণ কহে ধনুী আমি, এই আদি সুধাবানী, তাতে গোপী
ঈর্ষা পঙ্ক ফালে । বিলাস লালনা পুনঃ, নদী উচ্ছলিতে ছন,
লোভ বাড়ে কৃষ্ণের অন্তরে ॥

মদয়ন্মদীয়হৃদয়ং বিগাহতে ॥ ৭১ ॥

কিমিদমধরবীথীকুপ্তবংশীনিদাঃ

বহিভূষণং যস্য সঃ । তদ্বক্তং । বেশেন ঘোষোচিতভূষনেনেতি । সামান্যবয়স্য
বর্ণবৃত্ত ইত্যর্থস্ত্ব প্রক্রমমব্যাপ্তং । তথা নীতলে বিলোলে চ লোচনেন যস্য ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্লোকত্রয়া সামান্যত্বেন তং নির্কণ্য তন্মম জীবিতমৈবতদ্বিত্তি
বর্ণয়ন্ প্রথমং ভাসাং ন পারয়েহহমিতাদি । স্ববাগমৃতকালিভেদ্যানবপ্যক্ষে

না” ইত্যাদি বহুবিধ বাক্যরূপ কোমুদামমূহে আনন্দবিধান
করত প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৭১ ॥

এই প্রকার তিন শ্লোকে সামান্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন
করিয়া, তিনি আমার নিশ্চয়ই জীবন এই বর্ণন করত প্রথ-
মতঃ সেই সকল গোপীর (ন পারয়েহহং নিরবদ্যনংযুজাং)
ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের বাক্যামৃতদ্বারা ঈর্ষারূপ নবপঙ্কজকালিত
অন্তঃকরণ বধ্যে পুনর্বার নিলাম লালসারূপ তরঙ্গিণী অর্থাৎ
নদীকে উচ্ছলিত করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণমেঘ বংশীনাদামৃত বর্ণন
করিতে থাকিতে তাহাতে লীলাশুক প্রেমানন্দে বিহ্বল হওত
“এ কি বস্তু” এই বলিয়া সংশয় করত পুনর্বার নিশ্চয় করত
কহিচ্ছেন ॥

হে সখি ! এ কি বস্তু, যিনি আমাদের নয়নদ্বয়ে কোন

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

বংশীগানামৃতবর্ষে, কৃষ্ণমেঘ অতিবর্ষে, অতি প্রেমানন্দ
হৈল তায় ! একি একি ঘন বলি, লীলাশুক কুতূহলী, পুন
এক শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৭১ ॥

সখি হে কিবা বস্তু আগে যে দেখিয়ে । যাতে হৈতে

কিরতি নয়নয়োর্নঃ কামপি প্রেমধারাং ।

তদিদমমরবীথীবল্লভং তুল্লভং ন-

স্বাস্ত্বে পুনর্বিলাসলালনাতরঙ্গিমুচ্ছলয়িতুং বংশীনাদামৃতং বর্ষতি কৃষ্ণেনে
যত্র জাতপ্রেমানন্দোদ্রেকঃ । কিমিদং বস্ত্রিত্তি সংশয়া পুনর্নিশ্চিনোতি কিমিদং
বস্ত্রং যমোৎস্নাকং নরনয়োঃ কামপি প্রেমধারাং 'কর্ত্ত' । কং বিমূষা আং
বিদিতং তদেবাৎস্নাকং দৈবভূমিনং । সশঙ্কং কিমুত দৈবতং বদ্রভক । পুনঃ
সপ্রণয়ঃ কিমুত বদ্রভং জীবিতক কথং জ্ঞাতং । তজ্জাহ । অধরবীথ্যাং কুণ্ঠ-

এক প্রেমধারা নিক্ষেপ করিতেছেন, অনন্তর ক্ষণকাল বিচার
করিয়া কহিলেন, আ ! জানিতে পারিলাম, ইনি আমাদের
দেবতা । পুনর্ব্বার সশঙ্কে কহিলেন, ইনি কেবল দেবতা
নহেন, আমাদের বল্লভ বটেন তাহা নয়, ইনি আমাদের জীব-
নও হয়েন, যদি বল কিরূপে জানিতে পারিলা, এই অভি-
প্রায়ে কহিতেন ॥

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

মো সবার, আঁখি বহে প্রেমধার, কোন প্রেম উপজায়
যায়ে ॥ ৩৩ ॥

এত কহি ক্ষণ এক, বিমর্বিধা পর্তেক, কহে হয় জানিল
জানিল । মো সবার দৈব সেহে, দেহ আগে আইলা তেঁহ,
এই আমি নির্ণয় কহিল ॥

পুনঃ সশঙ্কিতে কহে, কেবল দেবতা নহে, দেখ আইলা
বল্লভ আমার । পুনঃ সপ্রণয়ে কহে, কেবল বল্লভ নহে, প্রাণ
আইলা আগা সবার ॥

যদি বল কি লক্ষণে, জান তার আগমনে, শুন তার কহি

দ্বিভুবনকমনীয়ং দৈবতং জীবিতঞ্চ ॥ ৭২ ॥

তদিদমুপনতং তমালনীলং

চিত্রবদর্পিতা বা বংশী তস্যা নিমাদো যত । অতঃপরবীণাং দেবশ্রেণাং
তস্যা অপি বা তুল্যভং । অতঃপ্রভুবনকমনীয়ং তদিদং মনেত্রগোচরমিত্যহো
ভাগ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৭২ ॥

রাসোৎসবঃ সংবৃত্তঃ । ইত্যাদিবং পুনস্তদ্বিলাসারম্ভিণঃ তং নিশ্চিত্যচ
তদিদং মম জীবিতং উপনতং সমীপমাগতং কৌদৃশং । বিলাসি রাসবিলাসা-

ইহাঁর অপরশ্রেণীতে আশ্চর্য্যরূপে অর্পিত বংশীর নিমদ
উদগত হইতেছে । অতএব দেবশ্রেণীতে এই বংশীর অতি-
তুল্যভ, স্ততরাং ইনি দ্বিভুবন সুন্দর । অহো ভাগ্য ! আমার
নেত্রগোচর হইলেন ॥ ৭২ ॥

পুনর্বার ঐকৃষ্ণ রাসলীলা আরম্ভ করিয়াছেন নিশ্চয়
করিয়া লীলাশুক কহিতে লাগিলেন ॥

হে মথি ! সমুদায় গোপীমণ্ডলের বনন দর্শন নির্মিত

বহনননট কুরের পদ্য ।

বিবরণ । অধরে বিচিত্র বংশী, তরুণী পরাণদংশী, তার নান
যাতে স্তম্বাকর ॥

দেবতাসংগের যে, তুল্যভ আইলা সে, দ্বিভুবন কমনীয়-
রূপা । তেঁহ মোর নেত্র আগে, দেখিয়া আশ্চর্য্য লাগে, তেঁই
মোর ভাগ্য মহামুদা ॥

এত কহি দেখি পুনঃ, কৃষ্ণসুখো হৈয়া হন, রাসলীলা
আরম্ভ করিলা । তাহা দেখি লীলাশুক অন্তরে পাইয়া সুখ
শ্লোক পড়ি কহিতে লাগিল ॥ ৭২ ॥

মথি ! হে, আমার জীবন কৃষ্ণচন্দ্র । নিকটে আইলা এই,
দেখ বিদ্যমান সেই, রাসলীলা করিয়া আরম্ভ ॥

তরলবিলোচনতারকাভিরামঃ ।

মুদিতমুদিতবস্ত্রচন্দ্রবিশ্বঃ

মুগরিবেণুখিলাসি জীবতং মে ॥ ৭৩ ॥

চাপলাসীম চপলানুভবৈকীম

রসি । মুখরিতো বেণুর্গন শক্তিবেশাবিলাসযুক্তং বা । তমালনীলং কনক-
বল্লবীনাং তাসাং মধ্যে তমালবং ভ্রাজমানং । সর্বগোপীমণ্ডলবস্ত্রদর্শনায় তর-
লাভ্যাং বিলোচনরোস্তারকাভাঃ অভিরামঃ । মুদিতমুদিতং অতিমুদিতং বস্ত্র-
চন্দ্রবিশ্বং যস্য মুদিতমানসিত উদিতমণ্ডলচন্দ্রবদ্য মতি বা হৃদঃ ॥ ৭৩ ॥

রাসে তস্য তত্চাপলাদিকমুভয় সাংগ্যনাহ । প্রথমঃ নৃত্যগতিলাঘব

ঘরের চঞ্চলতারকাযুগলে যিনি অভিরাম । যাঁহার বদন উদিত
চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় প্রফুল্ল । এবং যিনি শব্দিতবেণুর বিলাস-
যুক্ত, অমার জীবনস্বরূপ সেই এই তমালনীল শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া
উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৩ ॥

রাসমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিগুণতর চাপল্য অবলোকন করিয়া

যহনন্দনটাকুরের পদা ।

শব্দযুক্ত বেণু যাতে, অখণ্ড তরুণী মাতে, অমৃত মাধুরী
সদা গলে । হেমলতা গোপীগণ, মাঝে অতি মনোরম, দাপ্তি-
মান্ তমাণ স্ননীলে ॥

সর্বগোপীযুথবর, মুগচন্দ্র মনোহর, সর্বমুখ দর্শন কারণ ।
তরল লোচনবর, তারকাভিরাম হয়, তাতে অতি ফুল্ল মনো-
রম ॥

তাহাতে প্রফুল্লমুখ, চন্দ্র বিশ্বোদয় সুখ, আনন্দ আনন্দ-
ময় যাতে । এতেক কাহতে পুনঃ, চাপল্যতা দেখে ছন, রস-
মাঝে সুখসিঞ্চুণীতে ॥ ৭৩ ॥

সখি হে মোর প্রাণ কিশোর শেখর । রাসমাঝে নৃত্য-

চাতুর্যসীম চতুরাননশিল্পসীম ।

সৌরভাসীম সকলানুতকেনিসীম

দৃষ্ট্বাহ । তদিতং মম জীবিতং চাপলাসীম তেষাং সীমা যত্র তদবধিত্ত্বমিত্যর্থঃ ।
তাদৃশগোপৌতিশ্চুৰিতালিকিতং বিলোক্যাহ । সহ নৃত্যচুস্বনাদ্যর্থঃ চপলানা-
মাসাং যন্তঃস্পর্শাদিস্থখানুভবস্তৈস্যকপ্রধানং সীম । তাদৃশীভিস্তাভিরেব
অনু-বিহুঃ শকামিত্যর্থঃ । তচ্ছাহুর্বাঃ দৃষ্ট্বাহ চাতুর্যোতি । সৌন্দর্যং দৃষ্ট্বাহ ।

লীলাশুক আশ্চর্য্যান্বিত হওত প্রথম নৃত্যগতির লাঘব
(শীঘ্রতা) দর্শনে কহিতে লাগিলেন ॥

হে মখি ! কি আশ্চর্য্য ! ইনি চাপলের একমাত্র সীমা,
এই সকল চপলা গোপোদিগের যে স্তনস্পর্শাদি স্থখানুভব
তাহার একমাত্র সীমা, চাতুর্য্যের সীমা, চতুরানন বিধাতার
শিল্পের একমাত্র সীমা, সৌভাগ্যের সীমা, সকল আশ্চর্য্য

যত্নানন্দনটাকুরের পদ্য ।

গতি, দেখ মহাশীঘ্র অতি, সাগা যাতে পদম চাপল ॥

গোপাঙ্গনাগণ মুগ, চুস্বনাদি মহাস্থখ, স্পর্শ আদি স্থখ
অনুভবে । নৃত্যগতি সঙ্গে এই, চাপল্যাতা সীমা নাই, তাহার
না জানে অনুভবে ॥

সেই সেই চাতুরী করি, আলিঙ্গয়ে ব্রজনারী, তা দেখি
কহয়ে পুনর্ব্বার । চাতুর্য্যের সীমা হরি, একা এত ব্রজনারী,
সদা আকর্ষয়ে বার বার ॥

গোবিন্দ সৌন্দর্য্য দেখি, পুনঃ কহে হৈয়া সুখী, দেখ মখি
কিরূপ বন্ধান । বিধাতার শিল্প সীমা, দেখ এই মনোরমা,
তুল্য দিতে নাহি যার স্থান ॥

দূর হৈতে গন্ধ পাঞা, কহে আনন্দিত হৈয়া, সৌরভের

সৌভাগ্যসীমা তদিদং ব্রজভাগ্যসীমা ॥ ৭৪ ॥

মাধুর্যেণ বিনুগদিশিরঃ বক্তৃচন্দ্রং বহন্তী

বংশীবীথীবিগলদমৃতশ্রোতীসা সেচয়ন্তী ।

চতুরাননস্য বিধেঃ শিল্পস্য সীমা যত্র । দূরাং সৌরভাং লব্ধ্বাহ সৌরভোতি ।
তৎকেলিপরিপাটীং দৃষ্ট্বাহ সকলেন্তি । ব্রজদেবীনাং তৎপ্রেমাবেশং সৌন্দর্য্যা-
দিকঞ্চ দৃষ্ট্বাহ সৌভাগোতি । ক্ষণং বিমুশ্য ন কেবলমাসাং ব্রজস্যাপি ভাগ্য-
সীমা যত্র ॥ ৭৪ ॥

তাদৃশস্তস্য সাক্ষাৎদর্শনানন্দেন স্বসৌভাগ্যতিশয়ং মহা আশ্চর্য্যমাহ । অহো
আশ্চর্য্যং মৎপুণ্যানাং পরিগতিঃ পরিপাকোহরং মনোহরোঃ সন্নিধিতে সাক্ষাদ্ভূত

কেলির সীমা, সৌভাগ্যের সীমা, অধিক আর কি বলিব
বৃন্দাবনের ভাগ্যের একমাত্র সীমাস্বরূপ ॥ ৭৪ ॥

মেই লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারজনিত মহানন্দে
আপনার অতিশয় সৌভাগ্য মানিয়া আশ্চর্য্যসহকারে কহি-
তেছেন ॥

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সীমা কৃষ্ণ-অঙ্গ । কেলি পরিপাটী দেখি, কহে স্নিগ্ধ হৈরা
আঁখি, অদভূত কেলি সীমারঙ্গ ॥

যত ব্রজদেবীগণ, প্রেমরস অনুক্ষণ, সৌন্দর্য্যাদি দেখি
পুণঃ কহে । ব্রজস্রী সৌভাগ্য যাতে, প্রেম পরবীণ তাতে,
হিলেক বিচ্ছেদ যাতে নহে ॥

ক্ষণেক বিমর্শি কহে, গোপীভাগ্য কেবল নহে, ব্রজবাসী
ভাগ্য সীমাময় । আপন সৌভাগ্য কহি, দর্শন-আনন্দ-ময়ী,
পুনঃ এক শ্লোক উচ্চারয় । ৭৪ ॥

মথি ! হে, আশ্চর্য্য মোর পুণ্য পরিপাক । গোবিন্দের

মদ্বাগীনাং বিহরণপদং মত্তমৌভাগ্যভাজাং

অহো মম ভাগ্যমিতি ভাবঃ । কীদৃশী । বজ্রচন্দ্রং বহন্তী । কীদৃশং । তং
স্বভাবশীতলমপি মাধুর্যেণ দ্বিগুণশিশিরং । তথা বংশীবীথীভিত্তিমার্গৈর্বিশেষেণ
গলন্তি ঘান্যমুত্তশোভাসি তৎপ্রবাহান্তৈব্রজদেবীমীং জগচ্চ সেচয়ন্তী । তথা
মদ্বাগীনাং বিহরণপদং বিহারস্থানং । কীদৃশং । মত্তাঃ প্রেমোন্মত্তাশ্চ তৎ-

শ্রীকৃষ্ণের যে মূর্তি, নৈসর্গিক শীতল হইলেও মাধুর্য্যবশত
দ্বিগুণতর শীতল মুখচন্দ্রকে ধারণ করিতেছে এবং বংশীর
ছিদ্রপথ হইতে বিগলিত স্নমধুর নিনাদরূপ অমৃত প্রবাহদ্বারা
ব্রজদেবীদিগকে, জগৎকে এবং প্রেমোন্মত্ততাবর্ষিতঃ মৌভাগ্য
শালী মদীয় বাক্যপথকে (বর্ণনাকে) সেচন করিতেছে, অহো!

ষট্শ্লোকান্ঠাকুরের পদ্য ।

মুখচন্দ্র, সকল আনন্দ কন্দ, যাতে হৈতে নেত্রের সাক্ষাৎ ॥

স্বভাব শীতল মুখ, তরুণী নয়নসুখ, তাতে তার মাধুর্য্য
হইতে । দ্বিগুণ শীতল শোভা, গোর লাগে নেত্রে লোভা-
অদর্শনতাপ নাশে যাতে ॥

তাতে বংশীরক্কু দিয়া, ঘন পড়ে বিগলিয়া, অমৃত প্রবাহ
কত কত । ব্রজদেবীগণ আর, আমার অন্তরে আর, জগতে
সেচয়ে অনিরত ॥

এছে মোর বাণীগণ, লীলাস্থানে মনোরম, কৈছে তাহা
শুন মন দিয়া । তাকে বর্ণিবারে মত্তা, তাতে প্রেম উনমত্তা,
আছয়ে মৌভাগ্য ভাজিয়া ॥

অথ রাসে নৃত্য গতি, দেখিলেন শীঘ্র অতি, এক অঙ্গ
বহু গোপীগণ । হিম্মার মাঝার হৈতে, আদ তিল অনির্গতে
কান্ত্যাচিন্ত্যপ্রবাহোচ্ছলন ॥

এমতে গোবিন্দ দেখি, বর্ণিতে লাগিলা লেখি, আশ্চর্য্যে

মৎপুণ্যং পরিণতিরহো নেত্রয়োঃ সম্বিধন্তে ॥ ৭৫ ॥

তেজসেহস্ত নমো ধেনুপালিনে লোকপালিনে ।

সৌন্দর্যাদি বহুর্ণনাং সৌভাগ্যভাজশ্চ যা তাসাং তদ্বক্ষ্যতে চ সমুজ্জ্বলা গুণা
ইত্যাদৌ ॥ ৭৫ ॥

অথ নৃত্যগতিলাঘবেনৈকেন বপুর্ধৈবাবেশগোপীনাং হৃদয়াং ক্ষণমপ্যনপ-
গতং । অবিভাবকান্তিপ্রবাহোচ্ছলিতং তং বিলোকা নিবর্ত্তু মসমর্থঃ ।
গাশ্চ র্যাং কেবলং নমস্করোতি দ্বাভ্যাং । অস্মৈ কস্মৈচিৎ তেজসে তৎপুঞ্জরূপায়

আমার নেত্রদ্বয়ের পরিণতি (শেষাবস্থা) কি আশ্চর্য্যবতী
হইয়া সন্নিহিত হইতেছে ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর “রাসে নৃত্যগতি লাঘববরা এক শরীরে গোপী-
দিগের হৃদয় হইতে ক্ষণকালও অপগত হযেন না” । ইহা
অনুভব করিয়া কান্তিপ্রবাহে উচ্ছলিত শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন
করত বর্ণন করিতে অসমর্থ হইয়া আশ্চর্য্যের সহিত কেবল
নমস্কার পূর্ব্বক লীলাশুক দুই শ্লোকে কহিতেছেন ॥

যিনি শ্রীরাধার স্তনযুগলের উৎসঙ্গ (ক্রোড়) শায়ী, যিনি

বহনন্দনটাকুরের পদ্য ।

কহয়ে দুই শ্লোক । কেবল প্রণাম করি, জ্যোতিঃপুঞ্জমাত্র
বলি, লীলাশুক হইয়া অশোক ॥ ৭৫ ॥

সখি ! হে, এইমত কৈলা তেজোবরে নমস্কার রহু সদা
কহিল তোমাতে ॥ রাধিকার পয়োধর উৎসঙ্গে শয়ন । করি-
বার শীল যার নিরন্তরোত্তম ॥ তার কালে ক্ষণে পাছে ত্যাগ
ইচ্ছা হয় । ঐছে চিন্তা যার নিত্য তারে রহু জয় ॥ কহি
আর পুনর্ব্বার দেখে চতুর্দ্দিশা । কহে অহে আশ্চর্য্য হে সেহ
নহে শেখা ॥ বহুনারী কুচোপরি নিকটেত রহে । তারে বহু

রাধাপয়োপরোৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে ॥ ৭৬ ॥

নমোহস্ত । কীদৃশে । রাধাপয়োপরোৎসঙ্গে শয়িতুং নিরন্তরং তদ্বিকটে স্থাতুং
শীলং যস্য তস্মৈ । তস্মাৎ কণমপ্যনপগ ভায়েভ্যর্থঃ । পুনঃ পরিতো বীক্ষ্য সাশ্চ-
র্যমাহ । তাদৃশায়াপাশেষেষু সমস্তগোপীস্তনোৎসঙ্গেষু শায়িনে তদ্বিকটস্থিতায় ।
নমস্ক্য কথমেতৎ সম্ভবেদিত্তি বিম্বশনু ব্রজমোহনলীলাক্ষুর্ভ্যাস্য নৈতদাশ্চ-
র্যমিত্যাহ । একং সপালিকরতলমিত্যাदि दिशा धेखूपालिने एकेन स्वरूपे-
णैवानुसंगोपालरूपाय अपि लोकपालिने लोकाः अनुसुब्रह्माणानि तत्तद्-
पास्यतत्तत्तत्तुर्भुजरूपेण तत्तत्पालिने । किंवा । अकारो विष्णुः अग्रा विष्णो-
र्लौका वैकुण्ठलोकान्तपालिने ॥ ७७ ॥

শেষ নাগের উপর শয়ন করিয়া থাকেন, যিনি ধেনু ও সমস্ত
জগতের পালনকর্তা, সেই কোন এক অনির্বচনীয় তেজকে
নমস্কার করি ॥ ৭৬ ॥

বহুদাননঠাকুরের পদ্য ।

বহু নতি করির কি আছে ॥ যদি कह এক মত বহু গোপ-
নারী । সবা-সনে কেমনে বা রহয়ে বিহারি ॥ শুন कहি ব্রহ্ম-
মোহি যার হেন লীলা । এক দেহে গোপচয় বৎসচয় হৈলা ॥
আর শুন कहি পুনঃ লোকপাল নাম । যে অনন্ত ব্রহ্ম অণু-
পালে তার ধাম ॥ বৈকুণ্ঠে ত বিষ্ণু মত সে বৈকুণ্ঠলোক । সদা
পালে সর্বকালে হেন যে সশ্লোক ॥ তার বহু গোপবধুসঙ্গে
বহু দেহে । সুবিলাস পরিহাস কি কাজ সন্দেহে ॥ कहিতেই
দেখে সেই গোবিন্দের অঙ্গ । গোপীকুচকুক্ষুমেতে চর্চিত-
সুরঙ্গ ॥ বেণু বায় অঙ্গ ছায় নাচে মনোহর । সবিস্ময়ে দেখি

ধেনুপালদয়িতান্তনস্থলী ধনাকুঙ্কুমসনাথকান্তয়ে ।

অথ তৎকুঙ্কুম-মনোজ্ঞকান্তিঃ অপূর্ববেণুং বাদয়ন্তঃ তং বিলোক্য সবিস্ময়-
মাহ । অশ্রু নমো নমঃ । আদরেণ বীজা । কীদৃশে তাংস্তনসম্বন্ধিহাদনাং
যং কুচকুঙ্কুমং তেন সনাথা সরলা অভ্যাংফুল্লা কান্তির্ঘম্য । সহজকুঙ্কুমগন্ধ-
বর্ণানাং তাং কুচস্থদাং মৌরভাকান্তাতিশয়প্রাপ্তা তস্য ধন্যহং । বিরহে
ম্লানাসাঃ কাশ্বেশ্চ তদালিঙ্গনাদিপ্রাপ্তানন্দোংফুল্লাহাং সনাথহং । তথা বিধাতৃ-
সৃষ্টাতিরিক্তানাং বেণুগীতগতীনাং মূলবেধসে প্রথমস্রষ্ট্রে । তদুক্তং । সর্বনশ-
ইত্যাদৌ কক্ষলং যযুরিতি । কথমস্যা তৎসৃষ্ট্বমিতি বিম্বশন- পূর্ববত্তলীলা-

অনন্তর শ্রীরাধার কুচকুঙ্কুমের মনোজ্ঞ কান্তি ও অপূর্ব
বেণুবাদনে তৎপর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বিস্ময়ের সহিত
লীলাশুক কহিতেছেন ॥

যাঁহার কান্তি ধেনুপালদয়িতা অর্থাৎ শ্রীরাধার স্তনস্থলীয়
ধন্যতম কুঙ্কুমদ্বারা একীকৃত এবং যিনি বেণুগীতের বিধাতা-

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সখি হে এই কৃষ্ণে নমস্কার গোরে । গোপীবৃন্দ কুচকুস্ত
কুঙ্কুমাঙ্গ ভোরে ॥ তার স্তনে রহি ক্ষণে ধন্য বে কুঙ্কুম । তার
নাথ তার গাত তারে লভি ছন ॥ সহজেত গোপী যত কুঙ্কু-
মাঙ্গ কঁাতি । অঙ্গগন্ধ তারি বন্ধ কুচসঙ্গে স্থিতি ॥ তাতে
হৈতে কুঙ্কুম সে ধনী যধে আইলা । বিরহান্তে পাইয়া কাশ্বে
প্রফুল্লহ হৈলা ॥ বেণুগান অনুপাম বিধি সৃষ্টিরে । গান গতি
দোহে মতি প্রথম সৃষ্টিরে ॥ কহিতেই বিমর্শই কৈছে হেন
হয়ে । পুনঃ কহে আন নহে এই সত্যমরে ॥ ব্রহ্মরাশি হৈলা
হাদি ব্রহ্মা মোহিবারে । চতুর্ভুজে ব্রহ্মপুঞ্জে যাতে স্তব

বেণুগীতগতিমূলবেধসে, ব্রহ্মরাশিমহসে নমো নমঃ । ৭৭ ।

মুহুর্তকণমু পুরমন্তরেণ

অরণ্যৈস্তাচ্চিহ্নমিত্যাহ । ব্রহ্মরাশীনাং তত্ততুতুভূজস্তাবকবিধিসমূহানাং মহঃ-
প্রকাশো যস্মাৎ তস্য বিধাতৃবিধাতুঃ কিয়দ্বিধমিতি ভাবঃ । যস্য প্রভেতা-
তদ্বুদ্ধ্যন্ত্যনন্তব্রহ্মসংহিতোক্তানুসারেণ পরাৎ পরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয় ইতি
শ্রীরামানুজীয়সিদ্ধান্তানুসারেণ নিগুণব্রহ্মপুঞ্জঃ মহঃ কান্তিপূরো যস্যেতি
কেচিং ব্যাখ্যাস্তি । তত্রৈব শ্রীগীতাসু চ । ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি । প্রতিষ্ঠা
আশ্রয় ইতি ॥ ৭৭ ॥

অথ দূরাত্তৎকেলিং দর্শয়িত্বা বেণুনাদপূর্বকং স্বসমীপমাগচ্ছন্তং তমালোকা
সমাধিবিশ্রাম্যেত্যাদি । বিজয়তাং মম ব'সবজীবিতমিত্যাদিসাফল্যাং সহর্ষং

স্বরূপ সেই ব্রহ্মরাশি তুল্য মহঃ অর্থাৎ তেজকে পুনঃ পুনঃ
নমস্কার করি ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর রাসকেলি অবলোকন করাইয়া বেণুবাদ্য করিতে

যহনন্দনঠাকুরের পদা ।

করে ॥ বিধাতার বিধিসার কি আশ্চর্য্য হয়ে । তেঁই ওতি মোর
নতি গোবিন্দের পায়ে ॥ অতঃপর হর্ষভর পুনঃ ভরে মনে ।
রাসকেলি ঘটামেলি আইসে নিজস্থানে । বেণুগান সহ তান
দেখিবার তরে । পূর্বের যাহা বাঞ্ছে তাহা কাছে আসি পুরে ॥
দেখে শ্যাম সুখধাম আইসে এই রীতে । লীলাশুক পাইয়া
সুখ লাগিলা কহিতে ॥ ৭৭ ॥

সখি হে ! আমার জীবন কৃষ্ণচন্দ্র । রাসকেলি প্রকটিয়া,
মর্ক্স গোপাঙ্গনা লৈয়া, আইসে এই পরম আনন্দ ॥ ধ্রু ॥

মঞ্জু বেণুগীতে গান, স্মৃতি করি পুনঃ পুনঃ, সৃষ্টি করি

ব'লেন পাদাম্বুজপল্লবেন ।

অনুস্মরনমঞ্জুলবেণুগীত-

মায়াতি মে জীবিতমাত্তকেলি ॥ ৭৮ ॥

ভদাগমনং বর্ণয়তি চতুর্ভিঃ । ইদং মে জীবিতং আত্মকেলি যথা স্যাত্তথা
আয়াতি । কৌদৃশং । মঞ্জুলবেণুগীতমনুস্মরং নবনববেণুগীতং স্মারং স্মারং সৃজ-
দিতার্থঃ । পাদকোমলাং সন্নেহসংখ্যেদমাং । অহো বত পাদাম্বুজপল্লবেনায়াতি ।
কৌদৃশা । বালেন কোমলেন । তথা মৃদুকণম্পুরং তচ্চ গীতস্মরণমগ্নচিত্তত্বাৎ
মহুরঞ্চ যন্তেন ॥ ৭৮ ॥

করিতে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমন করিতেছেন দেখিয়া লীলা-
শুক ক'হিতেছেন ।

যিনি মৃদু মৃদু ভাবে শব্দায়মান নূপুরদ্বারা মহুর এবং
যাঁহার পাদপদ্মের পল্লবগুলি অভিনব তাদৃশ আমার জীবনই
যেন মনোহর বেণুনাদকে অনুস্মরণ করত ক্রীড়া করিতে
করিতে আগমন করিতেছেন ॥ ৭৮ ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

করয়ে গায়ন । নব নব ক্ষণে, ক্ষণে, যাতে সৃষ্টি বিরহণে, কি
অপূর্ব দেখি মনোরম ॥

মৃদু পাদাম্বুজ-তল, পল্লব চৈতন্য স্নেহকোমল, হায় তাতে
কৈছে চালি আইসে । যোর নেত্র পদ্মোপরি, ওই পাদাম্বুজ
ধরি, আশু জানি কোথা লাগে পাশে ॥

তাহাতে নূপুরবর, মৃদু শব্দ মনোহর, মহুর গমন অনু-
মানি । গানাদি স্মরণ হৈতে, চিত্তমগ্ন হৈল তাতে, এই লাগি
মহুর গতি জানি ॥

অতঃপর পূর্ব যত, প্রার্থনা করিল কত, কবে কৃষ্ণ
দেখিব নয়ন । উৎকণ্ঠা সফল হৈলা, কৃষ্ণদরশন পাইলা, হর্ষে
পুনঃ কহে মনোরম ॥ ৭৮ ॥

সোহয়ং বিলাসমুরলীনিনদামৃতেন

সিঞ্চন্মুদঞ্চিত্তমিদং মম কৰ্ণযুগ্মং ।

আয়াতি মে নয়নবন্ধুরনন্যবন্ধো-

রানন্দ-কন্দলিত কেলিকটাক্ষলক্ষ্মীঃ ॥

আভ্যাং বিলোচনাভ্যামিতাদিপূৰ্ণকৃতদৰ্শনোৎকৰ্ঠাসাফল্যাং পুনঃ সহৰ্ষ-
মাহ । সোহয়ং মে নয়নবন্ধুরায়াতি কীদৃশো মে অন্যান্যবন্ধোনাশ্চ্যন্যো বন্ধু-
ৰ্যস্য । কীদৃগয়ং । আনন্দেন কন্দলিতঃ প্রফুল্লিতো যঃ কেলিকটাক্ষস্তস্য লক্ষ্মীঃ
শোভা যস্মিন্ । তথা মম কৰ্ণযুগ্মং বিলাসমুরলীনিনদামৃতেন সিঞ্চন্ । কীদৃশং
তৎ উদঞ্চিতং তচ্ছ্রুতমুখং ॥ ৭৯ ॥

“তুই নেত্রদ্বারা কবে দর্শন করিব” এইরূপ যে পূর্বের
আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, সেই দর্শনোৎকৰ্ঠার সাফল্য হওয়ায়
লীলাশুক পুনর্ব্বার সহর্ষে কহিতেছেন ॥

যাঁহার কটাক্ষলক্ষ্মী আনন্দবর্ণিতঃ কন্দলিত, সেই নয়ন-
বন্ধু স্ত্রীকৃষ্ণাদৃশ বন্ধুত্বজননের উন্নত কৰ্ণযুগলকে বিলাস-
সম্বলিত মুরলীর নাদামৃতে অভিষিক্ত করিয়াই যেন আগমন
করিতেছেন ॥ ৭৯ ॥

বহনন্মনঠাকুরের পদ্য ।

সখি হে সেই কৃষ্ণ আইসে বিদ্যমান । আমার নয়নবন্ধু,
যা বিনু না অন্য বন্ধু, তেঁহ আইল স্নমোহন ঠাম ॥ ৫৩ ॥

আনন্দে প্রফুল্ল অতি, স্নকেলি কটাক্ষ ততি, তার শোভা
যার বিলক্ষণ । ওই শোভা দেখিবারে, মোরে দিঠি আশা
ধরে, যে লাগি তাপিত অনুরাগ ॥

তৈছে বংশী গানামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত, সিকে
মোর এই কৰ্ণদ্বয়ে । যে ধ্বনি শ্রবণ লাগি, সদা কৰ্ণ অনুরাগী,

দূরাধিলোকগতি বারণকেনিগামী

ধারা কটাক্ষভরিতেন বিলোকিতেন ।

অগ, আলোকদেহে বিভ্রমভানিতাদি স্বোৎকর্ষসাক্ষ্যে নানন্দমাহ ।
সোহমং দেবঃ দূরাদেব বিলোকিতেন বিলোকয়তি । মামিতি শেষঃ । রাধা-
বা । কীদৃশী । ধারা প্রবাহরূপা যে কটাক্ষভরিত রতেন পূর্ণেন । স কীদৃক্ ।
বারণবৎ কেনিগামী । তথা আরাং নিকটে উপৈতি । কীদৃক্ । হৃদয়স্থমা
যে বেণোদিত্তেবাং বা বেণী পরস্পরঃ সন্মুখং তেন উপলক্ষিতঃ ।

অনন্তর আমি অদ্ভুত বিভ্রমশালি লোচনদ্বয়দ্বারা কবে
শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিব, এইরূপ পূর্বকার নিজ উৎকর্ষার
সাক্ষ্যহেতু লীলাশুক আনন্দের স্ফুটিত কহিতেছেন ॥

হস্তির ন্যায় সবিলাস গমনশালী শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষধারাপূর্ণ
দৃষ্টিদ্বারা আমাকে অবলোকন করিতে করিতে বেণুনাদ ও

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

দেখ তার লালসা পুরখে ॥

এক কহি পুনঃ-দেহে, পুরব উৎকর্ষা বাহে, দরশন বিভ্রম
লাগে আঁখি । তাহাও সাক্ষ্য হৈল, মনে এই অনুমিল,
তাতে শ্লোক পড়ে হর্ষ মাখি ॥ ৭৯ ॥

সুখি । হে, লীলাপর মোই কৃষ্ণচন্দ্র । দূরে হৈতে নিজ-
দিষ্টি, দেখে রাধা অতিমিষ্টি, দেখ সুখি ! নয়ন-আনন্দমা ॥ ৮০ ॥

কটাক্ষ প্রবাহরূপা, ধারাপূর্ণ সুধা কৃপা, রাধা প্রতি ক্ষেপ
অনুক্ষণ । যাহা দেখবার তরে, উৎকর্ষাতে আঁখি মরে,
তাহা দিয়া রাখিল জীবন ॥

মদমত্ত গজজিতি, মন্মুর মন্মুর গতি, নিকটে আসিয়া উপ-
স্থিত । অমৃতপ্রবাহ হেন, বেণুনাদ মনোরম, মেহ হেন ত্রিবে-

ଆରାହ୍ମପୈତି ହୃଦୟମ୍ବେଶୁନାଦ-

ବେଶୀମୁଖେନ ଦର୍ଶନାଂଶୁଭରେଣ ଦେବଃ ॥ ୮୦ ॥

ତ୍ରିଭୁବନ-ସରସାଭ୍ୟାଂ ଦିବ୍ୟଲୀଳାକୁଳାଭ୍ୟାଂ

କୀଦୃଶା । ସହଜସ୍ମିତେନ ପ୍ରାନ୍ତମରା ଯେ ଦର୍ଶନାଂଶୁଭରେଣାଂ ଭରୋ ବସ୍ମିନ୍ ଶେନ । ସହା, ଦର୍ଶନାଂଶୁଭରେଣୋପଲକ୍ଷିତଃ । କୀଦୃଶା । ତାଦୃଶବେଶୁନାଦକଲ୍ଲୋଳଯୁକ୍ତବେଶୀକୃତଂ ତନ୍ମୁଖଂ ସେନ । ତତ୍ର ଦଢ଼କଟାକ୍ଷାଧର-କାନ୍ତିଧାରା ଗଙ୍ଗାସମୁଦ୍ରାମରସ୍ବତ୍ୟୋଽଞ୍ଜେୟାଃ ॥ ୮୦ ॥

କିମପି ବହତ୍ ଚେତଃ କୃଷ୍ଣପାନାସୁଜ୍ଞାତାମିତାହାଂକଷ୍ଟାମାଫଲ୍ୟାଂ ମୋକ୍ଷାମ-

ଦନ୍ତାଂଶୁପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶୀ ଅର୍ଥାଂ ଗଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ରା ଓ ମରସ୍ବତୀ ଏହି ତ୍ରିବେଶୀ-
ଯୁକ୍ତ ବଦନ ଧାରଣ କରତ ଆମାର ହୃଦୟମଧ୍ୟେଇ ସେନ ପ୍ରବେଶ କରି-
ତେଛେନ ॥ ୮୦ ॥

ଅନନ୍ତର ଉଠକଟାର ମାଫଲ୍ୟାହେତୁ ଉଲ୍ଲାସେନ ସହିତ ଲୀଳା-
ଶୁକ କହିତେଛେନ ॥

ସହନନ୍ଦନଟାକୁରେର ପଦ୍ୟ ।

ଶୌର ରୀତି ॥

ବେଶୁନାଦ ନିଜହିସେ, ଲହଜିଇ ମନ୍ଦସ୍ମିତେ, ଦର୍ଶନ କିରଣଯୁକ୍ତ
କିବା ବେଶୁଧ୍ବନି ଶୁକଲ୍ଲୋଳେ, ଯୁକ୍ତ ହେୟା ଧାରବଳେ, ତ୍ରିବେଶୀର
ମୁଖେ ଧରେ କିବା ॥

ଦନ୍ତକାନ୍ତି ମନ୍ଦାକିନୀ, କଟାକ୍ଷ ସମୁଦ୍ରା ମାନି, ବିନ୍ଦ୍ବାଧର କାନ୍ତି
ମରସ୍ବତୀ । ଏହି ତ୍ରିବେଶୀର ଧାରା, ମୁଖେ ବହେ ଶ୍ରୋତପାରା, ମିଶ୍ର
କୈଳ ସୋର ନେତ୍ର ଅତି ॥

କହିତେଇ କୃଷ୍ଣପଦେ, ନେତ୍ରପଡ଼େ ଅତିମାଦେ, ପୂର୍ବେର ପ୍ରାର୍ଥନା
ଗଣ ସତ । ମାଫଲ୍ୟ ହହଲ ଜାନି, ନିଜତାଗ୍ୟେ ଶ୍ଳାଘ୍ୟ ମାନି, କହେ
କ୍ଳୋକ ମହାୟତ ମତ ॥ ୮୦ ॥

ଏହି ନା ଆଇମେ ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ । ଅଦ୍ଭୁତ ଚରଣଦ୍ବୟ, ତ୍ରିଭୁବନା-

দিশি দিশি তরলাভ্যাং দীপ্তভূষাদরাভ্যাং ।

অশরণ-শরণাভ্যামন্তুতাভ্যাং পদাভ্যা-

নাহ । অয়ময়ং দেবঃ পদাভ্যামায়াতি । কীদৃগ্ভ্যাং অঙ্কুতাভ্যাং । তদেব
বানক্তি । ত্রিভুবনং সরসমানন্দিতং শৃঙ্গাররসসংকুলং বা বাভ্যাং তাভ্যাং দিবা
বা লীলা মতেভগতিনিদ্রিবিলাসান্তরাকুলাভ্যাং তংপ্রচুরাভ্যাং তথা নৃত্যগত্যা
দিশি দিশি তরলাভ্যাং দৃশি দৃশি সরসাভ্যাগিতি পাঠে দর্শনে দর্শনে নৃত-
নাভ্যাং । দীপ্তা প্রজ্জলিতা বা নুপুরাদিভূষাস্তাভিরাদরো বা যয়োঃ । অশর-
ণানাং ত্যক্তগৃহাণামাসাং গোপীনাং শরণাভ্যামাশ্রয়াভ্যাং অয়ং কীদৃক্ ।

যাহা ত্রিভুবনের আনন্দস্বরূপ অথবা শৃঙ্গাররস সঙ্কুল,
যাহা দিব্য লীলায় সমাকুল, যাহা ইতস্ততঃ প্রত্যেক দিকে
চঞ্চল, যাহা নুপুরাদি অলঙ্কারে সমাদৃত এবং যাহা অশরণ

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

নন্দয়, তাতে চলি আইসে মন্দ মন্দ ॥ ধ্রু ॥

কিস্বা যাতে মশৃঙ্গার, রসসংক্ষালিত সার, সে দুই চরণ
আইসে চলি । দিব্য যেই লীলা অতি, মতেভ-নিন্দিত গতি,
তাতে পূর্ণ যে পদ সুবলি ॥

দেখ নৃত্যগতি যাতে, দিক্ দিক্ চাপল্য তাতে, কিস্বা
দৃশে দৃশে নব নব । উজ্জ্বল চরণদ্বয়, ভূষণ নুপুরাদয়, সে ভূষায়
আদরানুভব ॥

ত্যক্তগৃহা গোপীগণ, তাহার আশ্রয়স্থান, সেই পদ চলি
আইসে পথে । এই হেন পদদ্বন্দে, কৈছে চলে এই স্কন্ধে,
হিয়াপদ্ম দেই ওতলাতে ॥

নুপুরের ধ্বনি আর, নৃত্যগতি পদ তার, অনুসারে বেণু-
গান যার । কিস্বা নিরন্তর গান, বেণু অতি অনুপাম, তেঁহো

ময়ময়মুকুজদেগুণায়তি দেবঃ ॥ ৮১ ॥

সোহয়ং মুনীন্দ্রজন-মানস-তাপহারী ।

সোহয়ং মদব্রজধুবদনাপহারী ।

অমুকুজদেগুণবধনিঃ পাদতালধাতু তদঙ্গসারেণ কুজন্বেগুণস্য । অমুনিস্তুরং বা ॥ ৮১ ॥

সাক্ষাতদর্শনপ্রাপ্ত্য পরমানন্দমগ্নঃ সাক্ষর্যমাহ । মুনীন্দ্রাশ্চ তে জনা ভক্তাশ্চ তেষাং নারদাদীনামপি মানসতাপমেব সদা ধ্যানেন ক্ষুণ্ণতা হন্ত্যে শীলং মদা সোহয়ং । তাদৃশোহপি মদযুক্তো ভবতি ভবংসমাদেশ্য যত্র ব্রজবধূতাসাং বদনাপহারী যঃ সোহয়ং । তথা তৃতীয়ভুবনেশ্বরস্য গিরিশূন্য স্বর্গেশস্য দর্পহারী যঃ

গোপীজনসমূহের শরণ অর্থাৎ আশ্রয়, সেই চরণযুগলদ্বারা এই দেবশ্রীকৃষ্ণ আগমন করিতেছে ॥ ৮১ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদর্শন প্রাপ্ত হইয়া লীলাশুক প্রিয়ানন্দে নিমগ্ন হওত আশ্চর্যের সহিত কহিতেছেন ॥

মনি ! সেই এই মুনীন্দ্রগণের মানসিক তাপহারী, সেই

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

আইসে অগি ত আগার ॥

তবে ত সাক্ষাৎ তার, দর্শন-আনন্দ-সার, সে আনন্দে মগ্ন মন হই । কহে লীলাশুক বাণী, কৃষ্ণকর্ণ রসায়নী, শুন তবে চিত্ত মন দেই ॥ ৮১ ॥

মনি ! হে, সেই কৃষ্ণ দেখি বিদ্যমান । মুনীন্দ্র আর ভক্ত-জন, নারদাদোর যেই মন, তাপ হরে করিলে ধিয়ান ॥ ক্র ॥

মদযুক্তা গোপনারী, মারে ভবংসে গর্ষ করি, তা সবার বাস যেই করে । সেই কৃষ্ণ আইলা এই, যাতে চিত্তস্থ দেই, বিদ্যমানে দেখহ তাহারে ॥

স্বর্গেশ্বর ইন্দ্রগর্ভ, গিরিশরি শৈলাধর, সেই এই আইলা সাক্ষাৎ । গোপী ভদ্-পদাহারী, আমার চিত্তাসুজহারী, সেই এই আশ্চর্য্য এ বাত ॥

সোহয়ং তৃতীয়ভুবনেশ্বরদর্পহারী

সোহয়ং মদীয়হৃদয়ানুরূপহারী ॥ ৮২ ॥

সর্বজ্ঞত্বে চ মোক্ষে চ সার্বভৌমমিদং মহঃ ।

সোহয়ং । তাদৃশোহপি মদীয়ানামাসাং মমৈব বা হৃদয়ানুরূপহারী যঃ
সোহয়মিত্যাশ্চর্য্যং ॥ ৮২ ॥

পূর্বং যথা যথা স্বপ্রার্থিতং তথা বিধত্তে নাবির্ভাবাৎ রাসে তান্যং হৃদয়েচ্ছা
পূরকত্বাচ্চ সর্বজ্ঞত্বায়াঃ লীলাবিশিষ্টত্বেন সহজপরমৈশ্বর্য্যাদেরননুসন্ধানাৎ মুক্ত-
তায়ান্চাত্মভবানন্দবিস্ময়োংফুল্লঃ সন্নাহ । পূর্ববদিদং মহঃ নয়নং নির্বিণং ।

এই ব্রজবধুদিগের বসনাপহারী, সেই এই ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্রের
দর্পহারী এবং সেই এই আমার হৃদয়পদ্মের অপহরণ কারী
শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৮২ ॥

অনন্তর পূর্বের যেমন যেমন আপনার প্রার্থিত ছিল তদ্রূপে
আবির্ভাব, তথা রাসে গোপীদিগের হৃদয়েচ্ছা পূরক এবং
সর্বজ্ঞতার লীলায় আবিষ্কৃত, স্বাভাবিক পারমৈশ্বর্য্যাদির

যজ্ঞনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

অথ পূর্বের যাহা, নিজ প্রার্থ্য তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র কৈল সে
বিধান । আর দেখি রাস মাঝে, ব্রজাঙ্গনা-চিত্তমাঝে, যাহা
বাঞ্ছে তাহা কৈল দান ॥

সর্বজ্ঞতা লীলাবেশ, সহজ যে পরমেশ, অনন্য সন্ধানে
হৈতে যত । মুক্ততা দর্শন হৈতে, আনন্দ বিস্ময় চিত্তে, প্রফুল্ল
প্রকাশ কহে বাত ॥ ৮২ ॥

সখি হে ! কৃষ্ণ অঙ্গকান্তি । মোর আঁখি মাঝে দেখি
প্রবেশয়ে অতি ॥ আঁখি পথে য'ত্রা চিত্ত পরম আনন্দ ।
ব্যাপ্ত হয়ে সবিস্ময়ে শুরু করে অঙ্গ ॥ আশ্চর্য্য না সর্বজনা

নির্নিশান্নয়নং হস্ত নির্বাণপদমশ্নুতে ॥ ৮৩ ॥

পুষ্পানম্বেতং পুনরুক্তশোভা-

মুষ্ণেতরাংশোরুদয়ান্মুখেন্দোঃ ।

তদ্বারা প্রবিণ্য নির্বাণং পরমানন্দস্তংপদং হৃদয়মশ্নুতে ব্যাপ্নোতি । বিস্ময়েন
স্তব্ধং करोति । হস্ত ইত্যাম্বচ্যে । কীদৃশং । সর্বজ্ঞত্বমৌক্ষে চ সার্বভৌম-
মতিশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

পুনস্তং ত্রীমুখশোভায়াঃ স্বতৃষ্ণায়াং ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিস্থিতমহুভুয় সবিস্ময়-
মাহ । এতং কিঞ্চনানির্দেচনীয়ং কৃষ্ণাহ্বরং মম জীবিতং মুখেন্দোরুদয়াং মে
তৃষ্ণাধুরাশিং বিত্তীকরোতি । কীদৃশং । উষ্ণেতরাংশোহিমাংশোস্তৃষ্ণদয়াদেব

অননুসন্ধান এবং মুক্ততার অনুভব হেতু আনন্দ বিস্ময়ে প্রফুল্ল
হইয়া লীলাশুক কহিতেছেন ॥

আহা ! বাহা সর্বজ্ঞত্ব ও মুক্তত্ব অর্থাৎ সৌন্দর্য্য বিষয়ে
বাহা সার্বভৌম অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ সেই এই মহঃ (তেজঃ)
আমার নয়নমধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্বাণপদবো লাভ করি-
তেছে ॥ ৮৩ ॥

পুনর্ব্বার ত্রীকৃষ্ণের মুখশোভা এবং নিজতৃষ্ণার ক্ষণে
ক্ষণে বর্দ্ধিস্থিত অনুভব করিয়া বিস্ময়ের সহিত কহিলেন,

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শ্রেষ্ঠ মহাশয় । রূপ পূজ মনোরঞ্জ তৈছে শ্রেষ্ঠ হয় ॥ কহি
পুনঃ দেখে ছুন কৃষ্ণমুখ শোভা । নিজ তৃষ্ণা বাড়ে সদা হয়
মনোলোভা ॥ তাতে অতি বিস্ময়তি মন হৈল তার । শ্লোক
পড়ি হর্ষভরি কহে পুনর্ব্বার ॥ ৮৩ ॥

এই অনির্ব্বাচ্য কৃষ্ণনাম । মোর প্রাণ রূপধাম দেখি
বিদ্যমান ॥ মুখচন্দ্র চন্দ্রছান্দ উভয় হইতে । মোর তৃষ্ণা সিন্ধু-

তৃষ্ণানুরাশিং বিগুণীকরোতি

কৃষ্ণাস্রয়ং কিঞ্চন জীৱিতং মে ॥ ৮৪ ॥

তদেতদাতাত্রবিলোচনশ্রীঃ

পুনরুক্ত্য বার্থীকৃত্য বা শোভা তাং পুষ্পানং । স্বশ্রীমুখকাস্তা ইন্দোঃ শোভাং
বার্থীকৃত্য পুনস্তয়ৈবোচ্ছলিতাং কুর্স্যাগমিতার্থঃ । কিম্বা । শ্রীব্রজদেবীনাং
তদদর্শনোচ্ছলিতাং শোভাং দৃষ্ট্বাহ এতাসাং তদদর্শনাং পুনরুক্ত্যাং বার্থীকৃত্যং
জ্ঞানাং শোভাং পুষ্পানং স্থগীকুর্সৎ । মুখেন্দোঃ কীদৃশঃ । উক্ষেতরাংশোরতি-
শীতস্য ॥ ৮৪ ॥

স্বস্য ভাববিশেষাশ্রয়ত্বাং পুনস্তত্র জাততৃষ্ণাঃ সলালসমাহ । তদ্বীক্ষিষ্যে

শ্রীকৃষ্ণনামক আমার কোন এক জীবন অর্থাৎ আমার এক-
মাত্র জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ মদীয় পুনরুক্ত শোভাকে এবং
আমার মুখেন্দুর উদয়সমূহকে পোষণ করিতেছেন, তথা
আমার তৃষ্ণারূপ অনুরাশিকে (সমুদ্রকে) বিগুণ করিতে-
ছেন ॥ ৮৪ ॥

আপনার ভাববিশেষের আশ্রয়হেতু পুনর্ব্বার তাহাতে
জাততৃষ্ণা হইয়া লালসার সহিত কহিতেছেন ॥

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

দৃশ্য কৈল বিগুণীতে ॥ চন্দ্রে'দয় শোভাচয় ব্যর্থ কৈল যাতে ।
পুনর্ব্বার শোভা তার উছলয়ে তাতে ॥ কিম্বা ব্রজনারী তার
অদর্শনে জ্ঞানী । কৃপা করি শোভা ভরি পূর্ণ কৈলা পুনি ॥
অতিশীত মুখরীত তাপ করে নাশ । গোর হিয়া মুখদিয়া
কৈলা পরকাশ ॥ পুনঃ নিজভাব ব্রজ বিশেষ আশ্রয় ! হৈতে
হৈল তৃষ্ণাকুল লাগসাতে কয় ॥ ৮৪ ॥

সখি ! হে, মুরারির মুখাজ্ঞ সুন্দর । গোর মন পুনঃ পুনঃ

সম্ভাবিতাশেষবিনম্রগৰ্ব্বং ।

মুহুমুরারেমধুরাধরৌষ্ঠং

মুখাম্বুজং চুস্বতি মানসং মে ॥ ৮৫ ॥

যত বদনাক্ষুজমিত্যাদৌ পূৰ্ব্বপ্রার্থিতমেতদুরারেমধুধাম্বুজং মে মানসং মুহুম্বুজতি
নেত্রভৃঙ্গদ্বারা নিপীয় আশ্বাদয়তি নিজতাবাহুসারেণ বিশেষয়তি । কীদৃশং ।
অধুরৌ অধরৌষ্ঠৌ যত্র তথা আশ্বাদয়োরীষদকণয়োর্বিলোচনদ্বয়োৰ্যা ত্রীঃ
শোভা কৃপাকটাকাদিসম্পৎ তয়া সম্ভাবিতৌ বন্ধিতঃ অশেষবিনম্রাণং ভক্তা-
নামমুকুলানামাসাঞ্চ সৌভাগ্যগৰ্ব্বৌ যেন ॥ ৮৫ ॥

আহা ! যাহাতে মধুরতর অধরৌষ্ঠ বিদ্যমান, তথা অরুণ
বর্ণ লোচনদ্বয়ের যে শোভা অর্থাৎ কৃপা কটাকাদি সম্পত্তি
তদ্বারা অশেষ বিনম্র অর্থাৎ ভক্তগণ এবং আমাদের সৌভাগ্য
গৰ্ব্ববন্ধিত হইতেছে, মুরারির সেই মুখাম্বুজ আমার মানস
চুস্বন অর্থাৎ নেত্রভৃঙ্গদ্বারা পান করিয়া আশ্বাদন করিতে-
ছেন ॥ ৮৫ ॥

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

চুস্ব নিরন্তর ॥ নেত্র পথদিয়া চিত্ত করে আশ্বাদন । নিজ নিজ
ভাব জীববিশেষ লক্ষণ ॥ অমধুর ওষ্ঠাধর যাতে বিরাজয় । আ
অরুণ দ্বিলোচন তাতে শোভাময় ॥ কটাকাদি কৃপানিধি
সম্পদ যাহাতে । নেত্রদ্বয় স্থগময় প্রকাশয়ে তাতে । যত ভক্ত
অনুরক্ত আর ব্রজনারী । অসৌভাগ্য গৰ্ব্বযোগ বাড়ায় যা
হেরি ॥ সেই সেই অন্ত নাই মাধুর্য্যাক্ষিপণ । তাতে যুদ্ধ
চিত্তে লুপ্ত নাহিক চেতন ॥ প্রেমানন্দে অনুবন্ধে সকল
পাসরি । কৃষ্ণদর্শে রাধা পার্শ্বে নিজ স্ফুর্তি সারি ॥ রাধাপ্রতি
কহে অতি আনন্দ আচরি । কৃষ্ণ অঙ্গ পুণ্য গন্ধ উপমা না
হেরি ॥ ৮৬ ॥

করৌ শরদিজাম্বুজক্রমবিলাসশিক্ষাগুরু
পদৌ বিবুদপাদপপ্রথমপল্লবোল্লঙ্ঘিনৌ ।

তত্তদনন্তমাধুর্য্যাক্ষিগগ্নঃ প্রেমানন্দবৈষ্ণবাং সর্বং বিস্মৃত্য পূর্ব্বকৃতমসং-
প্রাপ্ততদর্শনায়াঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ পার্শ্বস্থাত্মকূর্তা তাং প্রতি । বাহ্যঃ সঙ্গ-
দ্বিনং কক্ষিং স্বমিত্রাং প্রতি । লীলাধরঃ বররসং লভতে জয়শ্রী'রতিবৎ স্বাধো-
দগতং তদঙ্গানামুপমানজেতৃবমাহ । অহো আশ্চর্য্যে । ইদং পুরো দৃশ্যমানং
মহাঃ পূর্ব্ববৎ কান্তিপুঞ্জঃ বিলোকয় । কীদৃশং বিলোচনয়োরমৃতং । তদন্তঃসিন্ধু-
পীকং । ক্ষণং নিবর্ণা সবিস্ময়মাহ । ইদং শৈশবং কৈশোরমিত্যর্থঃ । সার্থেহণ্ ।
যতোহস্য করৌ কীদৃশৌ । তৌ শরদিজাম্বুজানাং ক্রমেণ পরিপাট্যা যৌ বিলাস-
স্তেবাং শিক্ষাগুরু । তথ সা পদৌ কীদৃশৌ । বিবুদপাদপানাং কল্পবৃক্ষাণাং
প্রথমপল্লবান্ তত্তদগুণৈরুল্লঙ্ঘয়িতুং শীলং যয়োস্তাদৃশৌ । তথাস্য দৃশৌ

অনন্তরং সেই সেই আনন্দ মাধুর্য্যাদিতে নিমগ্ন তথা প্রেমা-
নন্দে বিহ্বল হওয়ায় বিস্মৃত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে অব্বেষণ
করিয়া তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইলে শ্রীরাধা পার্শ্বস্থ আত্মক্ষু-
দ্ধারা তাঁহার প্রতি বাহ্যে স্বীয় সঙ্গিকে কথঞ্চিং আপনার
মিত্রের প্রতি কহিতে লাগিলেন ॥

যছনন্দনঠাকুরের পদা ।

দেখ সখি ! আশ্চর্য্য গোবিন্দ । কান্তিপুঞ্জ মনোরঞ্-
নেত্রায়ত বন্ধ ॥ কিশোরঙ্গ নৃত্যরঙ্গ মনোহর ভাঁতি । নীল-
মণি কান্তি জিনি অঙ্গশোভা অতি ॥ শরতের পদ্মবন ক্রম
স্ববিলাস । শিক্ষাগুরু হস্তধর সর্ব্বমনোল্লাস ॥ কল্পশাখা মন
মাখি প্রথম পল্লব । পদবয়ে তা লঙ্ঘয়ে কিবা অনুভব । তত-
বনে উপমানে শোভয়ে দুর্ম্মদ । দিনয়নে তাঁরে জিনে ইমুখ
সম্পদ ॥ পুনর্ব্বার বাহ্য আর অন্তর্দশা নাশি । কান লো-

দৃশৌ দলিতহুর্মদত্রিভুবনোপমানাশ্রয়ো
 বিলোকয় বিলোচনামৃতমহো মহঃ শৈশবং ॥ ৮৬ ॥
 আচিন্তানমহন্যহন্যহনি সাকারান্ বিহারক্রমা-
 নারুন্ধানংরুন্ধতীহ্নদয়মপ্যাদ্রিস্তিতাদ্রিশ্রিয়া ।

কীদৃশৌ । দলিতানি হুর্মদানি ত্রিভুবনে যানি পদ্মাদীনি উপমানানি যেবাং
 তেষাং শ্রীর্গাভ্যাং তাদৃশৌ ॥ ৮৬ ॥

পুনর্দশাবয়বসম্বলিতঃ স্তরলালসোৎপাদকতন্মাধুর্য্যদর্শনানন্দময়স্তদেবানন্দঃ

আহা ! যাঁহার হস্তদ্বয় শরৎকালজাত পদ্মের যথাক্রমে
 বিলাসবিষয়ের শিক্ষাগুরু, চরণদ্বয় বিবুধপাদপ অর্থাৎ কল্প-
 বৃক্ষসকলের নবপল্লবের রক্তিমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, এবং
 যাহার নেত্রযুগল ত্রিভুবনের যাঁতীয় পদ্মাদি উপমান আছে,
 তৎসমুদায়ের দুষ্টি অহঙ্কারকে বিদলিত করিয়া স্বীয় শোভা
 বিস্তার করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এইদৃশ্যমান মহঃ অর্থাৎ
 কান্তিপুঞ্জ যাহা লোচনদ্বয়ের অমৃততুলা তৃপ্তিজনক সেই শৈশ-
 বকে অবলোকন কর ॥ ৮৬ ॥

পুনর্দশাবয়বসম্বলিতঃ ও অন্তর্দশাবয়বসম্বলিতঃ ও কন্দর্পলালসার
 উৎপাদক শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য দর্শনজনিত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া
 শ্রীকৃষ্ণকে কন্দর্পজ্ঞানে কহিতেছেন ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

উপাদক কৃষ্ণ শোভারামি ॥ দরশন মুখঘন মগন মানসে । সে
 আনন্দে কহে ছন্দে আনন্দ প্রকাশে ॥ ৮৬ ॥

সখি হে সম্যক প্রকারে কৃষ্ণচন্দ্র । ক্ষণে ক্ষণে নবীনতা,
 প্রায় যেই মোহনতা, প্রকাশয়ে পরম আনন্দ ॥ ৪ ॥

যত ব্রজ নারীগণ, স্তনতটী মনোরম, তাহার স্তখদ স্থান

আত্মানমন্যজন্মনয়নশ্লাঘ্যামনঘ্যাং দশা-

মহাহ আচিবানমিতি । তদেতমাহ আনন্দং আ সগ্যক্ আনন্দো যস্মাৎ তদা-
নন্দং তদ্রূপং সৎ উজ্জ্বলভে । ক্ষণে ক্ষণে নবনবভেন প্রকাশতে । পরিভঃ
পশান্ । রাধাপয়োধরোঃসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে । ইতি বৎ তং তুষ্টিহ । ব্রজ-
সুন্দরীগাং স্তনতট্য এব সাম্রাজ্যং সুখদহানং যস্য তাঙ্গাং । বহা । তাসু
সাম্রাজ্যং যস্যোতি বা । তত্বেব তাদৃশভেন সুলভমিত্যর্থঃ । অতঃ কামপাজুগমাং
দশাং কোটিগনগমোহিনীং আত্মানং প্রকটয়ন্তং । মাধুর্য্যস্যানন্ত্যাম্নেত্রাত্যা-
মল্লভবিতুমসমর্থঃ । কোটিনয়নং প্রার্থয়ন্ স্বপুংস্তাং । তত্রাপ্যযোগাতামননাং
সামান্যদ্বীং প্রার্থয়ন্ তত্রাপ্যযোগাতা বিচার্য্য সৈদন্যমাহ । কৌদুশীং । তাং

ব্রজসুন্দরীগণের স্তনতটের সাম্রাজ্য অর্থাৎ সর্বাধিষ্ঠাত্রী-
রূপা লক্ষ্মী প্রতিদিন স্বীয় বিহারক্রম বিস্তারপূর্বক অরুন্ধ-
তীয় হৃদয়কে আর্দ্রীভূত মধুর হাস্যের আর্দ্রশোভাদ্বারা অব-

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

যে । কিন্না কুচতটগগ, কৃষ্ণের সুখদ স্থান, তাহাতে সুলভ
হয় সে ॥

এইত কারণে কহি, কোন অনুপদশা নহি, কোটি কাম
মোহয়ে তাহাতে । প্রকট করয়ে যাহা, দেখ সখি তাহা তাহা
কিবা সুখ না বাড়য়ে চিতে ॥

অনন্ত মাধুর্য্য দেখি, সবে মোর ছুটি আঁখি, তাতে কিবা
দেখিব গোবিন্দ । কোটিনেত্র হয় যবে, কৃষ্ণ অঙ্গ দেখি তবে,
ছুই নেত্র দিল বিধি মন্দ ॥

বাহুদশা বাসি মনে, আপনে পুরুষ মানে, তাহাতে কহয়ে
আর বার । পুরুষের দৃশ্য নহে, অনন্ত মাধুর্য্যচয়ে, সামান্য
স্ত্রী বাঞ্ছা হয় তার ॥

মানন্দং ব্রজসুন্দরীসুতনতটীমাত্রাজ্যমুজ্জ্বলন্তে ॥ ৮৭ ॥

অন্যজন্মানি ব্রজসুন্দরীবাতিরিক্তানি যানি জন্মানি তেষু যানি নয়নানি তৈঃ
শ্লাঘিতুমপ্যশক্যাং কিমুতানুভবিতুং । আশ্চিত্তভেদেবীতিরেবানুভাব্যামিতার্থঃ ।
বিলাসসৌষ্ঠবং দৃষ্ট্বাহ অহন্যহন্যহনি প্রতিদিনং প্রতিক্রমং প্রতিনিমেষং সাক্ষা-
রান্ মূর্ত্তিমতঃ বিহারক্রমান্ তৎপরিপাটীরাচিঘানং সৃজন্তঃ । এবং চেতহি
তদন্যোজনস্তদাশাং তাক্তা সুখং তিষ্ঠতু অত্র সোপালম্ভমাহ আকুঞ্চেতি । সহ-
জাদ্রস্য স্মিতসা বা আর্দ্রা শ্রীঃ শোভা তস্মৈবারুদ্রতা অপি হৃদয়মাকুদ্ধানাং
আত্মনারুধ্য স্থাপয়েৎ । সুন্দরং পুরুষং দৃষ্ট্বা পুরুষা অপি তং শ্লাঘন্তে তস্যাস্তৎ-
শ্লাঘাপি নাস্তি অস্যা অপীতি কথমন্যো জনঃ সুখং তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

রোধ করত এবং যাহা কোন জনেও সুলভ নহে তাদৃশী
অমূল্য দশা ও আনন্দকে বর্জন করত নিয়তই বৃদ্ধিলাভ করি-
তেছে ॥ ৮৭ ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সামান্য নারীও হৈলে, ও মাধুর্য্য নাহি মিলে, এরূপ পিচার
করি মনে । কহয়ে মদৈন্য করি, বিনা যত ব্রজনারী, না
দেখয়ে যে অন্য নয়নে ॥

ব্রজনারী আঁখিগণ, শ্লাঘা পাঞা অনুক্ষণ, দর্শন করয়ে
যে মাধুরী । কহিতেই পুনঃ সেই, বিলাস সৌষ্ঠব যেই,
দেখিয়া কহয়ে বলিহারি ॥

প্রতিদিনে প্রতিক্রমে, প্রত্যেক নিমিষগণে, মূর্ত্তিমন্ত বিহা-
রের ক্রম । পরিপাটী মনোহর, জগতের তাপহর, নিরন্তর
করয়ে সৃজন ॥

তবে যদি বোল হেন, তবে কেন অন্য জন, লোভ করে

তদুচ্ছ্বসিতযৌবনং তরলশিশুবালকৃতং

মদচ্ছুরিতলোচনং মদনমুগ্ধহাসামৃতং ।

পুনর্লালসয়া সহর্ষমাহ তদিদং মামকং জীবিতং জয়তি সর্কোংকর্ষণে
বর্ততে । সর্কোংকর্ষণতামেবাহ বিশেষণেঃ । ন কেবলমরুন্ধত্যা অপিতু জগজ্জয়ে
মনোহরং । উচ্ছ্বসিতং যৌবনং তৎপূর্বা বহা যস্মিন্ । তথা তরলং গত্বরং
কিঞ্চিদবশিষ্টং শৈশবং যং তেনালঙ্কৃতং । বিশেষণাভ্যাং কিশোরমিত্যর্থঃ ।

পুনর্বার অগুল্লালসায় সহর্ষে কহিতেছেন । ষাঁহার
যৌবন উচ্ছলিত, যাহা তরল (চঞ্চল) শৈশবে অলঙ্কৃত
অর্থাৎ যিনি কিশোর, ষাঁহার কন্দর্পমদে লোচন উচ্ছলিত,

যদ্বন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তাহা দেখিবারে । সে তৃষ্ণা ছাড়িয়া রহ, মাধুর্য্য মাহাত্ম্য বহু,
তবে শুন কহি যে তোমারে ॥

উপালম্ব মতে কহে, ঐছে তার স্নিত নহে, পরম কৌমল
শোভাময় । অরুন্ধতী আদি সতী, হৃদয়ে অবাস্ত অতি, তবু-
রাখে আপনা আলয় ॥

কহিতেই নিজান্তরে, লালসা আসিয়া ধরে, অতিশয় হর্ষ-
মানি মনে । কহে মহাভাগবত, লীলাশুক অভিমত, সাক্ষাৎ
গোবিন্দদরশনে ॥ ৮৭ ॥

এই মোর জীবন কৃষ্ণচন্দ্র । জয়যুক্তবস্ত্র সদা, সর্কোং-
কর্ষণ-প্রেমপ্রদা, রাসমাঝে কিশোর নটেন্দ্র ॥ ৬৮ ॥

ন কেবল অরুন্ধতী, সতী-মন হরে নিতি, জগজ্জয় মনো-
হারিবেশ । প্রথম যৌবনারম্ভ, কৈশোর সংপূর্ণ দম্ব তাহাতে
মোহিলা গর্ভবেশ ॥

কৈশোর বয়স মার প্রতি অঙ্গ অলঙ্কার, এক অঙ্গ শোভা

প্রতিকর্ণবিলোভনং প্রণয়পাতবংশীমুখং

জগজ্জন্মনোহরং জয়তি মামকং জীবিতং ॥ ৮৮ ॥

চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং

অতঃ স্মরমদৈশ্চুরিতে ব্যাপ্তে লোচনে ঘমা । মদনো মুগ্ধো ঘমাং তাদৃশো হাস
এবামৃতং তদ্যস্মিন্ । অতঃ প্রতিকর্ণবিলোভনং । কর্তরি লুট্ । প্রণয়েন
পীতঃ চুষ্টিতং বংশীঃ মুখং যেন ॥ ৮৮ ॥

পুনস্তং প্রত্যঙ্গমাধুর্যানস্বাকুর্ভ্যা সাশর্চগামাচ্চ তৎকৃষ্ণদাম্বুজাভ্যামিত্যাদিনা

যাঁহার হাস্যামৃতে মদনও নিমোহিত হয়েন এবং যাঁহার সপ্র-
ণয়ে পীতবংশীমুখ ক্ষণে ক্ষণে লোভ জন্মাইতেছে সেই ত্রিজ-
গন্মনোহর মদীয় জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥ ৮৮ ॥

পুনর্বার তাঁহার প্রত্যঙ্গের অনন্তমাধুর্য্য স্ফূর্তি হেতু

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পুঞ্জ হেরি । জগত্তের নারী যত, কে রাখিবা ধৈর্য্য কত, শ্রুত
মাত্র হইল বাউলী ॥

তাতে কাম মদগণ, ব্যাপ্তে আছে দিনয়ন, তাহাতে চঞ্চল
তার গতি । কোটি কাম মোহ করে, হেন হাস্য যেহ ধরে,
সেহ হরে অমৃতের রতি ॥

প্রতিকর্ণে মতি লোভা, হেন সে মাধুর্য্যশোভা, যার
প্রতি তনুতে বিরাজ । শুক না বংশীর মুখ, চুষ্টি যেহ পায়
স্বপ্ন, প্রণয়ে পিবে এই কাজ ॥

কহিতে কহিতে তার, প্রত্যঙ্গ মাধুরী মার, স্ফূর্তি হৈলা
আগি নিজমনে ॥ আচার্য্য কহয়ে বাণী, কৃষ্ণকর্ণ রসায়নী,
লীলাশুক শ্লোক উচ্চারণে ॥ ৮৮ ॥

সখি হে, এই কৃষ্ণ চরণারবিন্দ । পূর্ব্বৈ যা প্রার্থনা কৈনু,

চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দং ।

চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দং

প্রার্থিতমেতদস্য চরণারবিন্দং চিত্রমতুতং । তথা মূর্ত্তিং জগন্মোহিনীমিত্যাদৌ
প্রার্থিতং তদেতদস্য বপুশ্চিত্রমতুতং । মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজৃম্বতামি-
ত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতচ্চরণারবিন্দং চিত্রমতুততরং । তথা প্রক্ষুরলোচনাঃ
ভাগিত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতন্নয়নারবিন্দং চিত্রমতুততমং তদেতং সর্পঃ মম
প্রত্যক্ষং জাতমিতি চিত্রং অতিতমাতুততমং । বপুৰষ ইতি পাঠে । অষ ইতা-

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন ॥

যাঁহার চরণারবিন্দ অদ্ভুত, যাঁহার বদনারবিন্দ অদ্ভুত, এবং
যাঁহার নয়নারবিন্দ অদ্ভুত, অধিক কি বলিব যাঁহার সমস্ত

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এই যে সাক্ষাৎ পাইনু, কি অদ্ভুত পরম আনন্দ ॥

এই কৃষ্ণ মুখপদ্ম, সকল আনন্দপদ্ম, বড়ই অদ্ভুত হয়
আর । পূর্ণবাঞ্জা যত মোর, পূর্ণ কৈল ভাগ্য ভর, দেখিলাউ
মুখপদ্ম সার ॥

তাহা হইতে এই আর, অদ্ভুততর তার, আশি পদ্ম মনো-
হর শোভা । পুরুষে প্রার্থিল আগি, হেন বুঝি মন জানি,
দরশন দিল চিত্তলোভা ॥

তাহা হৈতে অতিশয়, অদ্ভুত তমময়, এই না গোবিন্দ
অঙ্গ আগে । যেই কান্তিসুমাধুরী, বেশবৈদম্বী ভরি, প্রার্থনা
করিল অনুরাগে ॥

পুনঃ দেখে কত দূরে, রাই কৃষ্ণ কেলি করে, গোপবধু
চুম্বে আলিঙ্গনে । ক্ষণেক বিষয় পাঞা, কহে মনে বিচারিয়া,

চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রং ॥ ৮৯ ॥

অখিলভুবনৈকভূষণমণি-

ভূষিতজলধিহিতুকুচকুন্তং ।

শর্চাদোতকাকাশ সম্বোধনং ॥ ৮৯ ॥

পুনঃ কিয়দূরে স্থিহা তাভিঃ সহ চুষনালিঙ্গনাদিভির্বিলাসন্তং তমালোক্য
বিস্মিতঃ কণাং বিচার্য্য অস্যা নৈতদাশ্চর্য্যমিত্যাহ । তাদৃশমমুং বন্দে । ন কেবলং
ব্রজবনস্যৈব কিন্তু অখিলানাং ভুবনানাং এবং শ্রেষ্ঠং নীলমণিরূপং ভূষণং
ভদ্রং স্থিতং । তদ্বক্তং শ্রীজয়দেবঃ । ত্রৈলোক্যমৌলিস্থলী নেপথ্যাচিত-

শরীঃ ই আশ্চর্য্য, ॥ ৮৯ ॥

পুনর্বার কিয়দূরে থাকিয়া ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত
চুষন ও আলিঙ্গনদ্বারা বিলাসশীল শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকনপূর্ব্বক
বিস্মিত হইয়া কণাকাল বিচার করত ইহা আশ্চর্য্য নহে এই
অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ॥

যিনি অখিল ভুবনের ভূষণসমূহেরও একমাত্র ভূষণ, যিনি

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এ অতি আশ্চর্য্য নহে মনে ॥ ৮৯ ॥

দেখ দেখে বিচারে নাহিক প্রয়োজন । এই কৃষ্ণরূপ রাশি,
যাতে নিন্দে কোটিশশী, বন্দি মাত্র না যায় বর্ণন ॥ ধ্রু ॥

সর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা হার—, লতা মাঝে মনোহর, মরকত মণি
সুনায়েক । কেবল ইহাও নহে, আর দেখ দেখ ওহে, সাক্ষাৎ
আছিয়ে পরতেক ॥

চৌদ্দ ভুবনের শ্রেষ্ঠ, সকলের মহা ইষ্ট, নীলমণি ভূষণ
আমার । যত ব্রজনারীগণ, নিরুপম গুণগণ, বক্ষঃস্থলে বসাত
যাহার ॥

ব্রজযুবতীহারলী

নীলরত্নমিতি । তথা অদিভূষিতা বিষ্ণুদিস্বরূপেণ পাদসম্বাহনপদং
 স্বপাদস্পর্শেন কুচকুম্ভা যেন । আসাং সৰ্বাসাস্ত্র নায়কমণিবৎ
 শচ্যং । যত্র, নবীশস্য প্রকাশভেদেন নৈতচ্চিত্রং যতোহখিলানাং প্রবর্ত্ত
 নাশেকং ভূষণং স্বয়মেব তত্তদ্রূপেণ তেষু স্থিতং । তথা অদিভূষিতা, কুচকুম্ভা
 লক্ষ্মীনাং লক্ষ্মীগাং কুচকুম্ভা যেন । ক্ষণং বিমৃশ্য নৈতৎপ্রকাশভেদে হতাহ
 আসাং একেন বপুষেব নায়কমণিং তচ্চিত্রমেবৈতৎবন্দনগেব কাৰ্য্যং নতু
 বিচার্য্যমিত্যর্থঃ । অথ, যদ্বাঙ্কুরা ত্রীললনাচরতপঃ, নায়ং শ্রিয়োহঙ্গৈতাদিদিশা
 ক্রম্যদুগ্ধেণ তাম্রকৃচ্চ অদিভূষি উষিতে বিরহকলিকায় তাপিতে তস্যঃ

জলধিস্থতা লক্ষ্মীদেবীর কুচকুম্ভের ভূষণ এবং যিনি ব্রজযুবতী-
 দিগের স্তনমণ্ডলের হারলতাস্বরূপ, সেই মরকত নায়কমণি-

যছন্দনঠাকুরের পদ্য ।

জলধিহিতা যত, লক্ষ্মীগণ আছে কত, বিষ্ণুরূপে পাদ-
 সম্বাহয়ে । নিজপাদস্পর্শে তার, কুচকুম্ভ মনোহর, সেই তার
 সদাই কহয়ে ॥

অখিল বৈকুণ্ঠগণ, প্রকাশাদি মনোরম, বিষ্ণুরূপে সে
 করে বসতি । তাহার প্রেয়সী যত, লক্ষ্মীগণ অবিরত, তার
 কণ্ঠে গণিরূপে স্থিতি ॥

কিন্মা লক্ষ্মীগণ যত, যে আকর্ষে অবিরত, বেণুগান করি
 মনোরম । তার কুচকুম্ভে সদা, তাপ দেন অগিরতা, তারে
 মুই করউ বন্দন ॥

অতঃপর রাধাসনে, আর গোপাঙ্গনাসনে, কৃষ্ণকর্ণামৃত
 সবিম্বয় । সে শোভা দেখিয়া লীলা, শুক আত-স্থখ নাই

মরকতনায়কমহাগণিং বন্দে ॥ ৯০ ॥

কান্তাকুচগ্রহণবিগ্রহলকলক্ষ্মী-

খণ্ডাস্তরাগনবরঞ্জিতমঞ্জুলশ্রীঃ ।

কুচকুন্তো যেন । উষ দাহে ॥ ৯০ ॥

অথ শ্রীরাধয়া সর্বাভির্বা কৃতলীলাবিশেষস্য তস্য শোভাবিশেষং বিলোক্য
সহর্ষমাহ । কৃষ্ণদেবঃ ক্রীড়ন্ কৃষ্ণঃ কিমপি শুশ্রুতি মাধুরী স্মমনো মালাং
গ্রথ্যাতি । কীদৃশঃ । কান্তারাস্তাসাং বা আলিঙ্গনচুষনাধরণানার্হং যৎ কুচগ্রহণং
তত্র কুটুমিত্যাখ্যাতাবেন হস্তাদিক্লেপেণ নিবারয়ন্ত্যা তয়া তাভির্বা সহ যো

স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি ॥ ৯০ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা তথা সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণের সহিত কৃত-
লীলাবিশেষ শ্রীকৃষ্ণের শোভাবিশেষ সন্দর্শন করিয়া লীলা-
শুক সহর্ষে কহিতেছেন ॥

যিনি কান্তা এবং ব্রজসুন্দরীগণের কুচগ্রহণরূপ বিগ্রহে
অর্থাৎ যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী লাভ করিয়াছেন, স্ততরাং যাঁহার নৃতন

[যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

হর্ষভরে শ্লোক উচ্চারণ ॥ ৯০ ॥

ক্রীড়ারত এই কৃষ্ণচন্দ্র । কোন স্মাধুণী ফুলে, মালাগাঁথি
মনোহরে, দরশনে কে নহে আনন্দ ॥ গ্রং ॥

চুষনালিঙ্গনাধর, পান লাগি স্বেচ্ছল, কান্তাকুচ করিতে
গ্রহণ । করে কর বারে রাই, কুটুমিত * ভাব পাই, তাতে
যুদ্ধ হুঁহে স্মগোহন ॥

কিস্বা রাই জিনিবারে, বাক্য কহে মনোহরে, বাক্যমালা
গাঁথে মনোহর । কহিতে দেখায় আর, অঙ্গরাগ লাগে তার
অঙ্গনিজ অঙ্গনিজ ভর ॥

* ভাববশতঃ হস্তপদাদিচালনকে কুটুমিতঃ কহে ॥

গণ্ডস্থলীমুকুয়মণ্ডলখেলমান-

ঘর্ণাক্কুরঃ কিমপি গুণ্ফতি কৃষ্ণদেবঃ ॥ ৯১ ॥

বিগ্রহস্তেন লক্কাঃ শ্রীমদঙ্গে লগ্না যে তেচ লক্ষ্মীঃ শোভা তদ্যুক্তাশ্চ । মধ্যপদ-
লোপী সমাসঃ । খণ্ডাঃ খণ্ডখণ্ডাশ্চ তস্যান্তাসাধা সিদ্ধূরকুঙ্কুমচন্দনাঞ্জনাদ্যঙ্-
রাগাণাং যে নবাত্মৈ রঞ্জিতা অতোহতিমঞ্জুলা শ্রীর্ঘসা তেন বিগ্রহেণ লক্কা বা
লক্ষ্মীস্তয়াচ তদঙ্গসঙ্গেন খণ্ডাঃ কচিং খণ্ডিতা যে কুঙ্কুমাदिनिजाঙ্গরাগান্তেষাং
নবৈশ্চ রঞ্জিতা স্বভাবমঞ্জুলা শ্রীর্গসোতি বা । তথা গণ্ডস্থল্যাবেব মুকুরমণ্ডলে
তয়োঃ খেলমানা ঘর্ণাক্কুরাঃ শ্রমোৎপ্রবেদকন্যাঃ বস্যা । যব', তস্য। নর্ম্মভি-
জিতস্তাং জেতুং নর্ম্মপ্রহেলিকাদিরূপং কিমপি গুণ্ফতি ॥ ৯১ ॥

অঙ্গরাগ খণ্ডিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে এবং
যাঁহার গণ্ড ও উদরে ঘর্ণাবিন্দু চঞ্চলভাবে অবস্থিতি করায়
বোধ হইতেছে । যেন কোন এক অনির্কচনীর মুক্তামালাই
গ্রন্থন করিতেছেন ॥ ৯১ ॥

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এরূপ কলহ কেলি, করে হস্ত ঠেলাঠেলি, তাতে কান্তা
উরোজ কুঙ্কুম । সিদ্ধূর চন্দন যত, খণ্ড খণ্ড নবমত, কৃষ্ণ-
অঙ্গে লাগে মনোরম ॥

গোবিন্দের অঙ্গরাগ, কুঙ্কুম চন্দন দাগ, লাগে যত অঙ্গে
রাধিকার । রাই অঙ্গে অঙ্গরাগ, দুঁহ ছিন্ন ছিন্ন ভাগ, এ
শোভার না পাইয়ে পার ॥

রতিযুদ্ধ শ্রমজল, ভরে দুই কলেবর, ঘর্ণাক্কুর গণ্ডে খেলে
সমে । গণ্ডস্থলী স্তদর্পণ, তাতে ঘর্ণাবিন্দুগণ, মাধুরাগ্রহণ মনো-

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-

মধুরং মধুরং বদনং মধুরং ।

মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো

তাদৃশাঃ পতন্তমাধুর্য্যাবিশেষমমুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ । অন্য বিভোবপুমধুরং মধুরং
অতিমধুরমিত্যর্থঃ । পুনঃ শ্রীমুখমালোক্য শিরশ্চালনমাহ । বদনস্তমধুরং
মধুরং মধুরং অতিতরাং মধুরমিত্যর্থঃ । তত্র স্মিতমমুভূয় সশীৎকারং তন্নির্দেশ-
কতর্জনীচালনপূর্ব্বকলাহ । এতন্মৃদুস্মিতং মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং অতিমাং

তদীয়া তাদৃশ অনন্ত মাধুর্য্যাবিশেষ অনুভব করিয়া আশ্চ-
র্যের সহিত কহিতেছেন ॥

এই বিভু শ্রীকৃষ্ণের বপুঃ মধুর মধুর অর্থাৎ অতি স্নগধুর,
পুনঃ পুনঃ শ্রীমুখ অবলোকন করিয়া মস্তক কম্পনের সহিত
কহিলেন শ্রীকৃষ্ণের বদন মধুর মধুর মধুর অর্থাৎ অতিশয়
স্নগধুর । অনন্তর সেই বদনে ঈষৎ হাস্য অনুভব করিয়া শীৎ

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

এইরূপ অন্ত নহে, বিশেষ মাধুর্য্য তাহে, দেখিয়া আশ্চর্য্য
কার কহে । কর্ণামৃত কথা এই, অমৃত হৈতে স্নগধা যেই, শুনি
কৃষ্ণকর্ণ স্নগধী বাহে ॥ ৯১ ॥

কৃষ্ণ অঙ্গ অতি মনোহর । মধুর হৈতে স্নগধুর, বহে চন্দ্র
জ্যোত্সাপুর, ত্রিভুবন যাহাতে উজোর ॥

কহিতেই মুখচন্দ্র, দেখি পুনঃ হাসে মন্দ, শির ঢুলাইয়া
কহে বাণী । মুখ অতি মনোহর, তাহা হৈতে স্নগধুর, তাহা
হৈতে স্নগধুর মানি ॥

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥ ৯২ ॥

শৃঙ্গার-রসমর্কস্বঃ শিখিশিঞ্জিবিভূষণং ।

স্বমধুরমিত্যর্থঃ । কীদৃশঃ । মধুরগন্ধি মধুসৌরভযুক্তঃ মুখাজ্জঃ বস্যা । মধুরন্দ-
রূপহাং মর্কমাদকমিত্যর্থঃ । সুরতে কৃতমধুপানত্বাং তদীয়দগন্ধি বা ৯২ ॥

তস্য তদ্রসাবেশং বিলোকাহ ইদং শৃঙ্গার-চাসৌ রসরাজহাং সোনাং মর্ক-
স্বক যত্নদাশ্রয়ে । নহু স তাবদমূর্ত্ততত্ত্বাহ । ভুবনং তৎস্থজীবন্ত আশ্রয়ো বস্যা
তাদৃগোহপ্যঙ্গীকৃতো নরাকারো যেন । নবকার ইতি পাঠে । স্বীকৃতো নূতনা-
কারের সহিত তন্নির্দেশক তর্জ্জনী চালনাপূর্ব্বিক কহিলেন,
শ্রীকৃষ্ণের এই মৃদুহাস্যও মধুর, মধুর, মধুর, মধুর অর্থাৎ
অত্যন্ত স্বমধুর ॥ ৯২ ॥

তৎপরে তাঁহার তদ্রসাবেশ অবলোকন করিয়া কহিলেন,

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কহিতেই দেখে স্মিত, অলৌকিক তার রীত, স্মিত কথা-
কহন না যায় । মুখাজ্জে বহয়ে গন্ধ, যাতে গোপনারী অন্ধ,
কৃষ্ণমুখ স্বমাধুর্য্যময় ॥

কহিতেই কৃষ্ণবেশ, দেখয়ে মোহনদেশ, তাহা দেখি কহে
পুনর্বার । কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, শুন ছাড় অন্য বার্তা, যাতে
মর্কমাধুর্য্যের সার ॥ ৯২ ॥

এই যে শৃঙ্গার রসরাজ । যত আছে রসগণ, তাহার মর্ক-
স্বধন, আশ্রয় লইলু এই কাজ ॥ ৬৫ ॥

কেবল যে মেহ নহে, আর কহি শুন ওহে, অখিল ভুবনে
জীব যত । তাহার আশ্রয় যেই, এতাদৃশ হৈয়া সেই, নরাকার
হৈল অঙ্গীকৃত ॥

অঙ্গীকৃতনবাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ং ॥ ৯৩ ॥

নাদ্যাপি পশ্যতি কদাপি নিদর্শনায়

কারো যেন তত্র স এবায়াঃ মূর্ত্তিমান্ভ্যর্থঃ । বহুতঃ । শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানি-
তাত্ৰ । কীদৃশং শিথিপিঞ্জ্ৰবিভূষণঃ । যদা । শিথিপিঞ্জ্ৰবিভূষণমমুমাশ্রয়ে । কীদৃশং
স্বস্বরূপেণাঙ্গীকৃতঃ সদা গৃহীতো নরাকারো যেন । তত্র হেতুঃ । ব্রহ্মমোহনে
তৎস্বরূপেণৈব ভূবনানাং তত্ৰৈকুণ্ঠানাং তত্ৰব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চাশ্রয়ং তন্নিম্নোবাং
পন্নপ্রলীনভ্যন্তেবাং । তাদৃশমপি শৃঙ্গাররস এব সৰ্ব্বস্বং যস্য তাদৃশঞ্চ তস্য
সৰ্ব্বস্বং বা ॥ ৯৩ ॥

অথ স্বসমীপমাগতস্য তাদৃশস্তস্য সাক্ষাদ্দর্শনপ্রাপ্ত্যানন্দোন্মত্তঃ সাক্ষ্যং

যিনি শৃঙ্গাররসের সৰ্ব্বস্ব, শিথিপিঞ্জ্ৰ ই যাঁহার বিভূষণ এবং
যিনি নরবপুকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই ভুবনাশ্রয় শ্রীকৃ-
ষ্ণকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৯৩ ॥

অনন্তর নিজসমীপাগত তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন

মহানন্দনটাকুরের পদ্য ।

নবাকার শব্দে কহে, নূতন আকার ময়ে, সৰ্ব্বক্ষেপে
স্বীকার যাহার । কেবল নবীন রূপ, সদা নব নব ভূপ, মূর্ত্তি-
মান্ তুল্য নহে আর ॥

শিথিপিঞ্জ্ৰ বিভূষণ গোপবেশ স্রমোহন, ব্রহ্মার মোহন
কৈলা যে । অনন্ত বৈকুণ্ঠনাথ, ব্রহ্মরুদ্ৰগণ নাথ, ইন্দ্রাদির
একাশ্রয় সে ॥

এতেক বৈভব যার, নিকটাগমন তার, দেখি লীলাশুকের
আনন্দ । উন্মত্ত হইয়া বোলে, আনন্দমাগরে ভোলে, অত্যা-
শ্চর্য্য করিয়া নির্বিক ॥ ৯৩ ॥

এছে এই করুণা তোমার । ব্রজবধূ নেত্রোৎপলে, দৃশ্য

চিন্তে তথোপনিষদাং সূদৃশাং সহস্রং ।

স স্বং চিরাময়নযোরনয়োঃ পদব্যাং

তমেব পৃচ্ছতি । হে স্বামিন্ ব্রহ্মবধূদৃশা দৃশ্যমি শ্রাদ্যহুসারেণ আসামেব দৃশ্য-
জ্বমীদৃশঃ কদাহু কৃপয়া মম নমনয়োঃ পদব্যাং সন্নিধৎসে । হু আশঙ্কামাং ।
নহু পূৰ্ণবৎ স্ফূৰ্ত্তিরেবেয়ং তবেতাত্ত্র সাবমৰ্ষমাহ । চিরাহুকালং ব্যাপ্য তৎ
স্ফূৰ্ত্তিনেৰ্মমিতার্থঃ । নহু স্যামীদৃশোহমন্যগোচরঃ । কিন্তু তব তাদৃশতাবা-
দৃষ্টোহস্মি । কিমত্র চিত্তমিতাহ । অনয়োঃ প্রাকৃতপুরুষদেহাদ্ভবিশেষমোরিত্তি
দুৰ্ঘটমেতদিত্যর্থঃ । নহু ভবতু তে প্রাকৃতপংস্বঃ । তেন কিং এতন্তাবেনৈব বসত্য

প্রাপ্তিহেতু আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আশ্চর্য্যের সহিত তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিতেছেন যথা ॥

হে স্বামিন্ ! সহস্র সহস্র স্রলোচনাগণও অদ্যাবধি
যাঁহাকে কোন তাদৃশ দর্শনেও দর্শন করিতে সক্ষম হইলেন

যহনন্দনঠাকুরের পদ ।

তুমি নিরন্তরে, মোর নেত্র আগে দেখা তার ॥ ৫৫ ॥

এত কহি চিন্তে মনে, পূৰ্বে যৈছে বিস্মরণে, তৈছে
স্ফূৰ্ত্তি দেখি কিনা আমি । পুনঃ কহে সেহ নহে, বহুকাল
ব্যাপি যাহে তেঁই বুঝি কৃষ্ণ আইলা জানি ॥

মনে ইহা * উট্টঙ্কিয়া, কহে অতি হর্ষ পাঞা, অরে কৃষ্ণ
যদি বল হেন । অন্য নেত্র দৃশ্য নহি, তুমি গোপীভাবময়ী,
তেঁই তোরে দেখা দিল যেন ॥

তবে শুন তার কথা, প্রাকৃত পুরুষ এথা মোর দেহ এই
বিদ্যমান । পুরুষের দুৰ্ঘটন, এইরূপ দরশন, এই লাগি হয়
স্ফূৰ্ত্তি ভান ॥

* উট্টঙ্কিয়া-উৎপ্রেক্ষা বা বিচার করিয়া ॥

স্বামিন্ কদা নু কৃপয়া মম সন্নিধংসে ॥ ৯৪ ॥

কস্যাপ্যহং দৃশঃ সাঃ তত্র শিরচাগনঃ কৈমুতান্যায়েনাহ । সূদৃশাং বেণুনাং
মত্তত্রিঙ্গবর্জিতসুন্দরীণাং তথোপনিষদামপি সহস্রং যস্য তব তদজানাং সাক্ষা-
দ্বর্শনং তাবদূরেহস্ব তদ্বিদর্শনায় সাদৃশ্যদর্শনামপি কিমপি কদাপি চিত্তেহপি
অদ্যাপি ন পশতি । যদ্বা, উপনিষদাঃ সহস্রং তথা তাদৃশেন ভাবেনাপি ন
পশ্যতি নহু তাঃ অমূর্ত্তাঃ কথং পশ্যন্ত তত্রাহ সূদৃশামিতি । তথা তেন প্রকা-
রেণ তৎ প্রাপ্ত্যর্থং সূদৃশঃ । সদ্যস্তৎপশ্যন্তীনাংমণীতার্থঃ । তদাভির্গোপসুন্দরী-
ভিরেব দৃশ্যত্বং যত্র কৃপয়া মম সাক্ষাভূতাসি কা সেতি কথ্যতামিতি
ভাবঃ ॥ ৯৪ ॥

না, সেই আপনি আমার এই নয়নপদবীতে কোন্ কৃপাশুণে
সমিহিত হইলেন ? ॥ ৯৪ ॥

যহনন্দ ঠাকুরের পদ্য ।

তবে যদি বল হেন, পুরুষদেহ নও কেন, তাহাতেই ক্ষোভ
হৈল কিয়ে । গোপীভাবে সেই ভুজে, তারি দৃশ্য আমি ব্রজে,
তবে শুন শুভ্রতর দিয়ে ॥

বক্র করি শির চালি, কহে ন্যূনাধিক বলি, শুন শুন ওহে
ব্রজধন । বেণুনাগমন্তা যক, ত্রিঙ্গগংনারী কত, তথা কত মুনি-
কন্যাগণ ॥

সহস্রে সহস্রে কত, ধায় যেন উনমক, তোমা দেখিবার
আশা করি । সাক্ষাৎ তোমার দেখা, থাকু তাহা পাবে
কোথা, চিত্তে না পায় দেখা শারি ॥

যদ্বা উপনিষদাদি, সহস্র সে ভাব মাধি, অদ্যাপি না দেখে
এই রূপ । তবে যদি বল সেই অক্ষুর্তি সকল যেই, কেমনে
দেখিবে সেইরূপ ॥

কেয়ং কান্তিঃ কেশব ত্বমুখেন্দোঃ

পুনস্তাদৃশশ্রীমুখকান্তিঃ বেশমৌষ্ঠ্যঞ্চ দৃষ্ট্বা তদ্বর্ণয়িতুমদ্যতন্তদশক্ত্যা স চমৎকার-
সংশয়ং তং পৃচ্ছতি । হে কেশব স্নিগ্ধকৃষ্ণকেশবচিৎচূড় ইয়ং ত্বমুখেন্দোঃ
কান্তিঃ কা, অয়ং বেশম্চ কঃ । নহু, পূৰ্ণং ত্বয়ৈব বর্ণিতাবিমৌ তত্রাহ ইয়ময়ঞ্চ

পুনর্বার শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ শ্রীমুখকান্তি ও কেশমৌষ্ঠ্য
দর্শন করিয়া তাহা বর্ণন করিতে উদ্যত হইয়া তদ্বিষয়ে আসক্তি
হেতু চমৎকার ও সংশয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন ॥

হে কেশব ! “তোমার কি অনির্বচনীয় মুখকান্তি এবং

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কহি শুন তে কারণে, যত গোপাঙ্গনাগণে, নয়নের দৃশ্য
তুমি সদা । তবে যে সাক্ষাৎ হৈলা, কিবা কৃপা প্রকাশিলা
কহ মোরে সে নিয়ম কথা ॥

এইমতে পুনর্বার, দেখে শোভা মনোহর, গোবিন্দের
শ্রীমুখকিরণ । মৌষ্ঠ্য বর্ণিত চাহে, বর্ণনা সে নাহি হরে,
সংশয়ে পুছয়ে সেই ক্ষণ ॥ ৯৪ ॥

কেশব তব স্নিগ্ধ কেশচূড় । এ তব মুখেন্দুকান্তি, কি এই
মোহন ভাঁতি, কিবা এই বেশ স্নমধুর ॥ যদি বল পূর্বে তুমি,
বর্ণনা করিলা জানি, সেই মুখচন্দ্র সেই বেশ । তবে শুন তাহা
কহি, এই কান্তি বেশ মেই, অনির্বচ্য বাণীবর্ণা লেশ ॥

যদি কহ বর্ণিতে নার, মনো নেত্রাস্বাদন কর, তাতে শক্তি
নাহি তাহা শুন । মোরে নেত্রাস্বাদ নহে, গোপী সদা আশ্বা-

কোহয়ং বেশঃ কাপি বাচামভূমিঃ ।

সেয়ং সোহয়ং স্বাদতামঞ্জলিস্তে

কাপানির্ঝীচ্যা বাচামভূমিঃ নেমৌ তদগোচরাবিত্যর্থঃ । যরা, ইয়ং কাপানি-
র্ঝীচ্যা অয়ঞ্চ বাচামভূমিঃ । নহু, বর্ণনে শক্তিন্চেত্বহি চক্ষুর্ননোভ্যাবাস্বাদয়েতি
তথা চিকীর্ষুস্তদশক্ত্যা সনিশ্চয়মাহ । পেতি সা নাদ্যাপীত্যা দিরীত্যান্মাদৃশৈ-
দ্ভ্রষ্টুমশক্যা গোপীভিরেবাস্বাদ্যা ইয়ং অয়ঞ্চ স তাদৃশঃ স্বয়মেবাস্বাদতামেব
নৈতদ্বর্ণনাস্বাদনাশয়া প্রয়োজনমতস্তে তুভ্যমঞ্জলিরস্ত ভূয়ো ভূয়ো ভূয়শ্চাং

কি অনিচ্ছনীয় বেশ” এইরূপে “সেই এই, সেই এই” ইত্যা-
কারে আপনার রূপাঞ্জলি আমার রুচিকর হউক এবং আমিও

ষট্চন্দনঠাকুরের পদ্য ।

দয়ে, মুখকান্তি বেশস্তখে ছন ॥

আপনি আশ্বাদ কর, মোর বুকি হৈল জড়, বর্ণনা আশ্বাদে
যেই আশা । তাহাতে নাহিক কায, তোমাকে তাহার কায,
রহু পুনঃ পুনঃ নতি ভাষা ॥

কিন্মা তোহে নমস্করি, মোরে বহু কৃপাকরি, যদি আসি,
দিলে দরশন । তবে মোর নেত্র মনে, আশ্বাদ করাও ক্ষণে,
পুনঃ পুনঃ করি নতিগণ ॥

অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র, নিজকান্তামৃত বন্ধ, লীলাশুক করেন
বর্ণন । অদর্শনে ছুঃখ দৈন্য, দর্শনে আনন্দ জন্য, উনমাদ
প্রলাপ বচন ॥

তাহা পুন শুনিবারে, কৃষ্ণচন্দ্র সাধ করে, অতিশয় আন-
ন্দিত হৈয়া । লীলাশুক বর্ণিতে নারে, নমস্করি মৌন ধরে, কৃষ্ণ
কহে সে রীতি দেখিয়া ॥

শুনিবারে সে বর্ণন, সমুদাদি বিলক্ষণ, তার লাগি তার

ভূয়ো ভূয়ো ভূয়শ্ছ্রীং নমামি ॥ ৯৫ ॥

বদনেন্দু'বনির্জিতঃ শশী

নমামি । কিম্বা তল্লুকঃ সকা'র্য্যমাহ । তুভ্যমঞ্জলীরন্ত মুহন্তাং নমামি ইমৌ
স্বাদতাং মহমিতি শেষঃ । অন্তর্গিজথো জেয়ঃ । যথেমৌ ময়াপাদৌ ভবতন্তথা
কুর্কিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

অথ তস্য স্বকর্ণামৃতরূপস্বাদর্শনদ্বঃখজস্বদর্শনানন্দজোন্মাদপ্রলাপশ্রবণা-

আপনাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৯৫ ॥

অতঃপর, নিজ কর্ণের অমৃতস্বরূপ কৃষ্ণকর্ণা তদীয় রূপ-

বহনন্দনষ্ঠাকুরের পদ্য

সনে শ্যাম । ঈশ্বরান্তর ভজন, মন্দ সব প্রার্থন, ভাব নিষ্ঠা
করে উদঘাটন ॥

এইরূপ বিবাদ করি, স্থাপি নিজ বাক্যাবলি, কৃষ্ণসনে,
সেই লীলাশুক । কহয়ে বিবাদ যেই, কৃষ্ণকর্ণামৃত সেই, শুন
সবে পাবে প্রেমসুখ ॥

সে সব শ্লোকের কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা, শুন সবে
এক মন করি । একান্ত লক্ষণ যাতে, নিষ্ঠা হয় শুদ্ধমতে, হেন
বাণী অতি স্মাধুরী ॥

প্রথমে কহয়ে হরি, শুন লীলাশুক বলি, চন্দ্র পদ্ম আদি
করি যত । মোর মুখ বপু যত, বর্ণিলা উপমা কত, একে
কেনে না বর্ণ সে মত ॥

ইহা শুনি লীলাশুক, অন্তরে পাইলা সুখ, কৃষ্ণপদ নখ
নিরীক্ষয় । সে শোভাতে মগ্ন মন, গ্রহ্মারন্ত্রে যে বর্ণন, সেই
রূপ শ্লোক পঢ়য় ॥ ৯৫ ॥

হে দেব ! এই তোমার মুখচন্দ্র কায়ে । অথগু নির্মলো-

দশখা দেব পদং প্রপদ্যতে ।

নন্দিনা তদ্বর্ণনাশক্ত্যা নমস্কৃত্য মৌনমাস্থিতং তং দৃষ্ট্বা পুনস্তত্ত্বস্তিত্ত্বশ্রুণা স্ব
মুখাদিবর্ণনা ঈশ্বরগুরভজনবরপ্রার্থনাদা জ্ঞেয়া তত্ত্বং স্থাপনায়চ । প্রেম-
নিষ্ঠাদিকমুদ্যাটয়িত্বং বিবদমানেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ বিবদমানঃ সপ্তদশলোকীমাহ ।
তত্র প্রথমং অগ্নি লীলাশুক, চন্দ্রপদ্মাহ্বাপমেয়তয়া কিমিতি সমুখাদ্যঙ্গং ন বর্ণয়-
দর্শন, তজ্জন্য আনন্দ, ইত্যাদি ভাবোৎখিত উন্মাদে শ্রীকৃষ্ণের
বর্ণনে অগম্যর্থ হইয়া আত্মা প্রার্থনার জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণের
সহিত বিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়া “কেন তুমি চন্দ্রাদির
সহিত আমার মুখাদির উপমা দাও” এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের উত্ত-
রই যেন প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রাদি উপমানবস্তুকে ধিকার দিয়া
গ্রন্থকার কহিতেছেন ॥

হে দেব ! চন্দ্র বদনচন্দ্রকর্তৃক নির্নির্জিত হইয়া তুই চর-

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

জ্জগ, উদয়ে চন্দ্র সবিকল, তব মুখে জয় দেখি লাজে ॥ ৫৫ ॥

দশখান করি অঙ্গ, সেবে নখপদচন্দ্র, প্রসন্ন হইয়া দশ-
রূপে । অদ্যাপিহ তব পদে, সেবা করে অবিরতে, দেখ এই
করুণার ভূপে ॥

কৃষ্ণ কহে ভাল এবে, শশিতুল্য করি তবে, পদনখ কর
হে বর্ণন । তাতে কহে নহি নহি, শুন আমি যেই কহি, নখ-
তুল্য নহে চন্দ্রগণ ॥

তোমার করুণা হৈতে, বহু শোভা পাইল যাতে, সে
শোভাতে এ চন্দ্রের শোভা । নখেন্দু নির্দোষময়, এই চন্দ্রে
দোষোদয়, তেঁই তার সম নহে শোভা ॥

অধিকাং শ্রিয়মশ্নুতেতরাং

সীতি তদ্বাক্যং ক্ষণং বিমৃশ্য, লীলাস্বয়ংরসং লভতে জরশ্রীরিতিবত্তান্
অযোগ্যান্ মত্বা শ্রীচরণারবিন্দে দৃষ্টিং ক্ষিপন্ কৈমুত্থেন ভঙ্গীপূর্বকমাহ বদ-
নেন্দুরিতি । হে দেব অসং শশী অখণ্ডনির্মলো জ্ঞানহরদনেন্দোরুদয়েনৈব
স্বপরাঙ্গয়ং মত্বা শ্রীনখস্বরূপণ দশমাদ্বানং কৃহ্য তে পদং প্রপদ্যতে অদ্যাপি
সেবতে দেবস্য তব পাদং বা । নম্র, ভদ্রং নখং নৈব তথা বর্ণয়েত্যত্র নহি নহি
নহীত্যাহ অধীতি । তত্র স্বংকারগোনাধিকাং শ্রিয়ং তত্তদঙ্গুণসম্পত্তিমশ্নুতে-
তরাং মুখঃ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । নথেন্দুচ্ছ্রয়োনির্দোষসদোষিত্বেন মহদৈবম্যাং ।
নম্বেতং প্রাপ্তিরেব মে করুণেতি সশঙ্কমাহ । ইদং তব কারুণ্যসিদ্ধূনাং বিজু-

ণের দশটি নখরূপে দশভাগে বিভক্ত হইয়া অদ্যাপি আপনার
চরণকে নখরূপে সেবা করিতেছে এবং সে কহিল, আপনার

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তবে যদি বল হেন, আমার করুণা যেন, অতিশয় সমুদ্র
আকার । তার কিয়ে এই ফল, তবে শুন কহি বোল, এই
করুণা অতি অল্পতর ॥

এ লাগি গগণ শশী, সাম্যেত অযোগ্য বাসি, এই আমি
কহিল নিয়ম । এইরূপে কৃষ্ণসনে, করি বাদ বাণীগণে, হৈয়া
অতি হরষিত মন ॥

কৃষ্ণ কহে শুন ওহে, তুমিত অবিজ্ঞ বাহে, দর্প করি কর
এই বাণী । বহুগণ যাতে হয়, এক দোষে দোষী নয়, যুগাক্ষে
কি চন্দ্র দোষ গণি ॥

চন্দ্র বা পদ্মের সম, মুখ না বর্ণহ কেন, তাহাতে বা কিবা
দোষ হয় । এত শুনি কৃষ্ণসনে, বিবাদ করিয়া ভণে, ভঙ্গি

তব কারুণ্যবিজৃম্বিতং কিয়ং ॥ ৯৬ ॥

তত্ত্বমুখং কথমিবাম্মুজতুল্যকক্ষং

স্ত্রিতং কিয়দ্বল্লং তৎকণিতৈকোত্তম্যং । অতো যোহিহং থহঃ শশী স তে নথ-
সামোপ্যাহযোগ্য ইতি ভাবঃ ॥ ৯৬ ॥

নব্বয়ে ত্বং বালোহসি । একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে, নিমজ্জতীন্দোঃ
কিরণেধিবাক্ষ ইতি । তৎসামোন পদ্মসামোন বা মম্মুখং কি ন বর্ণয়সীতি তেন

বর্জিত তারুণ্যশোভা যে কেমন তাহা বলিতে পারি না ॥ ৯৬ ॥

অতঃপর “তুমি অজ্ঞ, দেখ, চন্দ্রের এক কলঙ্ক বহুগুণে
নিমগ্ন, যেমন একটী দোষ বহুগুণে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে,
ইহাতে চন্দ্রের দোষ একটী থাকিলেও তাহা অগ্রাহ্য, সুতরাং
তাহার সহিত মদীয় মুখবর্ণনে দোষ কি ?” এইরূপ কথা যেন
শ্রীকৃষ্ণই বলিলেন, এই ভঙ্গীতে বিবাদ করত গ্রন্থকার “মুখ
নিরূপম, চন্দ্র নিকৃষ্ট” ইহাই সম্পাদন করিতেছেন ॥

যহনন্দনষ্টাকুরের পদ্য ।

করি মনোমুখে কয় ॥ ৯৬ ॥

ওহে কৃষ্ণ তব মুখচন্দ্র । উপমা দিবার নাই, পদ্ম তুল্য
কিবা তাই, ইন্দু তুল্য কহি অতি মন্দ ॥ ৯৬ ॥

প্রতি অমাবস্যা পাইলে, চন্দ্রে যেবা দশা ফলে, সে কথা
কহিতে নাই চাই । সর্বক্ষণ হয় সেই, কান্তি লেশ তাতে
নাই, এই লাগি তুল্যে নাই গাই ॥

চন্দ্রের চরণাঘাতে, পর য'র অপঃপাতে, সে পদ্ম কেমন
মুখতুল্য । এই লাগি জানি আমি, কহিল সকল বাণী, তব
মুখ উপমা অতুল্য ॥

বাচামবাচি ননু পর্দগি পর্দগীন্দোঃ ।

সহ বিবদমানো ভজ্যাহ । তন্নিকৃপমং তত্ত্বমুখং অমুখং তুল্যকক্ষায়াং যস্য তাদৃশং
কথং ভবেৎ । ননু, কিমত্র দূষণমিত্যত্র চক্ষে দোষান্তরং বদন্ পদ্মমপাতিরাং
দূষয়তি । পর্দগি পর্দগি দর্শে দর্শে ইন্দোর্যদ্ববতি তদ্বাচামবাচি অধঃ সংক্ষয়সা-
মঞ্জগ্যাধ্বাধ্বিষয়েহপি কর্ত্তুং ন যোগ্যমিত্যর্থঃ । যদৌন্দোর্যোব্যং তদা তৎপাদ-
ঘাটন্তিত্তিরস্তু তস্যা পদাসা কথং মনুদস্যামমিতি ভাবঃ । ননু, ন ভবতু তৎসাম্যং
বর্ণ্যং চেৎ তর্হি কেনাপ্যপরেণ মুখেন্দুনা সমতর্য্যো বর্ণয়েতি । ক্ষণং বিমুশ্যা আং
অপরং তথৈব ব্রজবিলাসিস্বরূপাদপরস্বরূপাণাং মুখং কিয়দেব নোচাতে । ননু
ভোগে গোস্বামিন্ ইদং তদাননয়নেন সম্যং দম্যম্যং তৎ কিং কবে কথমেতৎ কথ-
য়ামি তত্ত্বময়া বক্তুং ন শকাতে ইত্যর্থঃ । ননু, কিং বিক্ষিপ্তোহসি তদেতমুখ-
মেকমেব কস্তাদসামো হেতুর্ভবতি বহুন্ হেতুন্ ভূদি বিভাব্য একমেব স কর-
মার্জনং নীচৈরাহ । ইদং তদাননং ভূবনৈককাকাত্তো বেণুর্গত্র তাদৃশং, এতদহ-

আপনার মুখচন্দ্র নিরুপম, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের সহিতও

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃষ্ণ কহে তুল্য নহে, না হউক শুন ওহে, বর্ণিতে বাসনা
যদি হয় । তবে অন্যোপমা দিয়া, বর্ণ মুখ মনদিয়া, শুনি ক্ষণে
বিমর্ষিয়া কয় ॥

তবে ব্রজবিলাস যে, স্বরূপ অদ্ভুত সে, হয় হয় জানিল
জানিল । অপর স্বরূপগণ, কত আছে স্তবদন, তার তুল্য
বলহ বুঝিল ॥

শুনহ গোস্বামি কহি, তব মুখ তুল্য নহি, বৈকুণ্ঠ নাথ
গুণালয় । আমি তুল্য দিতে নারি, দেখ তুমি স্তবিচারি, তব
মুখতুল্য কে আছয় ॥

তৎ কিং ক্রবে কিমপরং ভুবনৈককান্ত-

বেণুহৃদা নমমেনে সমং নু যং স্যাৎ ॥ ৯৭ ॥

পূর্ণামৃতং তেষু নাস্তি ময়া কর্ত্তবাণিতার্থঃ । যদা, তত্তস্মাদনেনাজেন্দুনা স্বমুখং
সমং যং স্যাৎ । তৎ কিং ক্রবে কথং ব্রবামি । কিমপরং ত্রীমুখাদিব্রয়োচ্যতে
অনেনাপি সমং যং স্যাৎ তদহং কথং ক্রবে যত ইদং ভুবনৈককান্তবেণু অপর-
শঙ্গমান্যং যংকিঞ্চিদর্থে কৃত্যোভুবনোতি বিশেষণস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ । দর্শে দর্শে
জয়ী চন্দ্রস্তংপদাদিতমম্বুজং । নিবেগন্যাপরাস্যানি কেন তুল্যং হৃদাননং ॥ ৯৭

তাহার গণনা হয় না, অর্থাৎ বাক্যপথের অগোচর, স্মৃতির
ভুবনের এক ভূষণ ও বেণুগদন শীলমুখের শোভা আর আমি
কি বর্ণন করিব ? ॥ ৯৭ ॥

বহননন্যাকুরের পদা ।

কৃষ্ণ কহে ওহে তুমি, ক্ষিপ্ত হেন দেখি আমি, সে মুখ
এমুখ এক তুল । তবে কেনে তুল্য করি, না বল বিচার করি,
কি হেতু তাহাতে কর তুল ।

শুনি কহে হেতু শুন, যে হেন না হয় উন, করিয়া হৃদয়
বিভাবয় । স্বকর মার্জ্জনা সহে, ধীর ধীর করি কহে, তব মুখ
তুল্য কেহ নয় ॥

এ তোমার মুখ অতি, মনোহর স্মৃতি, ভুবনের কম-
নীয় ঠাম । তাতে বেণু বিলাসয়ে, সদা সূধা বরিষয়ে, এই
লাগি তুল্য নহে আন ॥

কৃষ্ণ কহে যদি হেন, তবে কবিগণ কেন, চন্দ্রপদ্ম তুল্য
বলে মুখ । তুমি কেন নাহি বল, বিবাদেই সদা গেল, শুনি
হাসি কহে দুই শ্লোক ॥ ৯৭ ॥

শুশ্রূষসে শৃণু যদি প্রাবিধানপূর্ব্বঃ
পূর্ব্বৈরপূর্ব্ব-নবিভিন্ কটাক্ষিতং যৎ ।

নহ, বদোবা তর্হি কবয়ঃ কথং মনুখস্মিতাদিকং তত্তৎসামোন বর্ণয়ন্তি ।
জয়া বা কথং ন বর্ণয়ন্ত্যত্র সগর্গপরিহাসমাহ'রাভ্যাঃ । ভো বিদম্ভশেখর যদি
শুশ্রূষসে তদা পূর্ব্বঃ প্রাচীনৈরপূর্ব্ব-কবিভির্ঘৎপ্রাবিধানপূর্ব্বমপি ন কটাক্ষিতং

অহে ! যদি চন্দ্র দি ঘুনাহ'ই হইল, তবে কবিগণ কি
একারে আমার মুখের হাস্যাদিকে সেই সেই চন্দ্রপদ্মাদির
সাম্যে বর্ণন করেন এবং তুমিই বা কিরূপে বর্ণন করিতেছ ?
এস্থলে লীলাশুক দুই স্নেহকে গর্গ ও পরিহাসের সহিত কহি-
তেছেন ॥

হে বিদম্ভশেখর ! আপনি যদি শুনিতে চাহেন তবে পূর্ব্ব

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শুন ওহে বিদম্ভশেখর । শুনিতে যদি ইচ্ছা রহে, সাব-
ধানে শুন ওহে, পূর্ব্বের যত বর্ণে কবির ॥ ধ্রু ॥

কটাক্ষ না করি তারে, কেবা তাতে চিত্ত ধরে, চন্দ্র পদ্ম
তুল তব মুখ । সে সব বর্ণিয়া আছে, সেই কথা কেবা বাছে,
শুন কহি কারণ অনেক ॥

এই যত চন্দ্রগণ, তুয়া মুখনির্ম্মল, করি দূরদেশে ফেলা-
ইতে । প্রদীপের তুল্য বলি, যে মোর বচনাবলি, দীপতুল্য
কহি এইমতে ॥

এ তোমার মন্দস্মিতে, সন্দীপনাবলি জিতে, জয়যুক্ত
সদাই বিরাজে । অথগু নির্দীনরস, প্রবাহ আনন্দ যশঃ, দেখ
দেখ এইরূপ সাজে ॥

নীরাজনক্রমধুরাং ভবদাননেন্দো-

নির্ব্যাজমহতি চিরায় শশিপ্রদীপঃ ॥ ৯৮ ॥

তৎ শৃণু। যদা, প্রণিধানপূর্ব্বং স্থিতি পরিহাসঃ সাবধানঃ সন্নিত্যর্থঃ। কিং
তৎ। অয়ং শশী প্রদীপঃ ভবদাননেন্দোনিরাজনক্রমধুরাং নিমগ্ননপরিপাটী-
ভাবং চিরায় নির্ব্যাজং যথা স্যাত্তথা। অহতি। বদাননং নিমগ্ন্য দূরে
অঙ্কেপ্তুং যোগ্যোহয়মিত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

অর্থাৎ প্রাচীন এবং ইদানীন্তন কবিগণকর্তৃক প্রণিধানপূর্ব্বক ও
যাহা কটাক্ষিত হয় নাই তাহা, অথবা আপনি প্রণিধানপূর্ব্বক
শ্রবণ করুন। চন্দ্ররূপ প্রদীপ আপনার আননচন্দ্রের নীরাজন
ক্রমধুরা অর্থাৎ নিমগ্নন পরিপাটী ভাব চিরকালের জন্য
নির্ব্যাজরূপে যোগ্য হইতেছেন অর্থাৎ আপনার বদন নিমগ্নন
করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবার যোগ্য হইয়াছেন ॥ ৯৮ ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বহুরস অন্তরাগি, ন্যাকার করিতে ধনী, যে স্মিত বিখণ্ড
করি বলি। এইত স্বভাব যার, হেন স্মিত কাতে আর, উপমা
দিবারে শক্তি ধরি ॥

জ্বাধাসিকু রসে যেই, হেন স্মিত যাতে জয়ি, সত্য মাধুর্য্য
রসানন্দ। তাহার পরম কার্ণা, সর্ব্বমনো নেত্র ইফা, সম কেহ
না হয় নিবন্ধ ॥

কৃষ্ণ কহে কত কত, রসিক মধুর যত, লোকমাঝে সদা-
নিবসয়। কেনে তাহা সব ছাড়ি, মোসহে বিবাদ করি,
মোরে স্তব কর অতিশয় ॥

ইহা শুনি সেই গণে, অবজ্ঞা করিয়া ভণে, কৃষ্ণপ্রতি

অথ গুনির্কারণরসপ্রবাহৈব বিখণ্ডিতাশেষরসান্তরাগি ।

অবদ্বিতোদ্বান্তসুধার্ণবানি জয়ন্তি শীতানি তব স্মিতানি ॥৯৯

অথগোতি । তব স্মিতানি জয়ন্তি সর্বোপমানানি বিজিত্য সর্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তে । কীদৃশানি অথ গুনির্কারণরসপ্রবাহৈঃ সর্বতঃ প্রসরন্তিঃ পূর্ণানন্দরস-পরৈব বিখণ্ডিতানি আপ্লাব্য ন্যাক্তান্যশেষানি রসান্তরাগি বৈঃ । তথা অবদ্বি-
তেনাধ্বনেন স্বভাবেনৈত্যাঃ । উদ্বাস্তাঃ সুধার্ণবা বৈঃ । তথা শীতানাতি
শীতানি শৈত্যমাধুর্যানন্দরসপরা কাষ্ঠারূপাণীত্যর্থঃ ॥ ৯৯ ॥

যাহা অথগু নির্কারণ রসহারা অন্যান্য রসকে বিখণ্ডিত
করিয়াছে এবং সুধাসিন্ধুর প্রতিও নির্কালে ধুংকার প্রদান
করে, আপনার সেই মৃদুমন্দ হাস্যামৃত জয়যুক্ত হউক ॥ ৯৯ ॥

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সবিনয় বাণী । কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা, শুন
সবে সর্ব রসখনি ॥ ৯৮ ॥

হে দেব, শুন আমি কহি সত্য বাণী । তব সঙ্গে সত্য
আমি, বিবাদ নাহিক জানি, স্তুতি করি না কহিয়ে আমি ॥

রসিকশেখরগণ, লোকে কেবা হেন জন, সহস্র সহস্র
ঈশগণ । তার মধ্যে তুমি অতি, মাধুর্য্য স্বারাজ্য সতি, অন্য
নহে কেহ তব সম ॥

সত্যবলি শুন হরি, রমণীয় সুমাধুরী, তুমি সেই সকলের
পার । সর্বাশ্রয় তুমি মেনে, সর্বাধি রসগণে, সহজেই বিবাদ
কি আর ॥

কামং সন্তু মহশ্রুণঃ কতিপয়ে সারস্য ধৌণেরকাঃ

কামং বা কমনীয়তাপরিমলস্বারাজ্যবদ্ধব্রতা ।

নহু, কতি কতি সরসমধুরশেখরা লোকে সান্ত । কিমতি তান্ হিমা ময়া
বিবদমানঃ । ষোক্তিমেষ স্থাপরন্ মানেনাত্তাজ্ঞা তৌষিতি তান্ প্রতি সাব-
হেলং তং প্রতি সবিনয়মাহ । হে দেব সারসাধৌরেয়কা সবসতাত্তারবাহিনঃ
মহশ্রুণঃ কামং সন্তু । তেষাং মধ্যে কমনীয়তাপরিমলস্বারাজ্যবদ্ধব্রতাঃ সৰ্ব্বাতি-
কমনীয়া বা কতিপয়ে কামং সন্তু । তে তেন সন্তীত্যেব অয়া সহ ন বিবদা-

অহে ! লোকমধ্যে কত কত মধুরশেখর থাকিতে কেন
তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমার সহিত বিবাদ করত নিজের
বাক্যকে স্থাপনপূর্বক অহ্যাক্তিতে আমাকে স্তব করিতেছ,
শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে তাহাদিগের প্রতি অবহেলা করিয়া
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সবিনয়ে কহিলেন ॥

হে দেব ! রসবিষয়ে ধুরন্ধর (অগ্রগণ্য) ব্যক্তি, মহশ্রু
মহশ্রু থাকুন, এবং রমনীয়তা অর্থাৎ সৌন্দর্য্যরূপ পরিমলের

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পূর্বের আমি কত কত, বর্ণিয়াছি যত যত, ইদানী সফল
হৈল তা । আমার কবিতাগণ, সাক্ষ্য হইল জন্ম, এত কহি
শ্লোকে কহে কথা ॥ ৯৯ ॥

শুন নাথ এই সত্যবাণী । তুমি যদি শুন তাহা, তবে
মানি ভাগ্য ইহা, বিশেষ উত্তম তারে মানি ॥ ১০০ ॥

যোর এই বানীগণ, যাতে মধুরবিষণ, সুন্দর গাঁধনি মনো-
রমে । তব স্থানে যায় যবে, জন্ম ধন্য হয় তবে, ভাল দেব
তোহে পর্যাণ্ড কাম্যে ॥

নৈবৈবং বিবদামহে নচ বয়ং দেব প্রিয়ং ক্রমহে

মহে । নচ তব প্রিয়ং ক্রমহে । অসদ্‌গুণারোপেণ হ্যং ন ত্তৌমি, কিন্তু সত্যমেব ক্রমহে । যং যতো বা রমণীয়তাপরিণতিঃ সা স্বযোব পারং গতা

স্বীয়রাজ্যে বদ্ধব্রতও সহস্র ২ থাকুন, কিন্তু আমরা নির্বৈর ভাবে বলিব যে, সত্য সত্যই “হে কৃষ্ণ ! আপনাতেই রম-

যছন্দবঠাকুরের পদ্য ।

আমার কবিত্বগণ, অসদগুণ অধ্যায়ন, পূর্বে অতি সঙ্কোচিত ছিল । ইদানী তোমার স্থানে, গেল তৈল ফুল্লমনে, অসহজ অনন্ত বর্ণিল ॥

জনমে চাপল্য জানি, মানি ছিল মোর বাণী, এবে অতি প্রফুল্ল হইলা । এতেক কহিতে কাছে, দেখে গোপনারী আছে, তাহাতেই কহিতে লাগিলা ॥

কেবল বরাক বাণী, জন্ম ধন্য হৈল জানি, ইহা নহে শুন কহি আর । কিন্তু গুণরূপ রাগ, অতিশয় পূর্ণভাগ, গোপী জন্ম ধন্য ধন্য সার ॥

কৃষ্ণ কহে গোপীগণ, নিজ নিজ পতিমন, তাতে জন্ম সফল তাহার । তেঁহ কহে তাহা কহি, পূর্বে তুয়া নাহি পাই, পতি কোণে দেহ ত্যাগ যার ॥

তোমার বিষয়ে প্রেম, যৈছে দশবাণ হেম, তাতে তার নম্র অনুগণ । তে কারণে সূচকলা, ত্যক্ত লজ্জা সুবিস্রলা, তেঁই জন্ম ধন্য গোপীগণ ॥

এই কালে বংশ দেখি, মল্লীংকারে বারে আঁখি, কহে এই কৈশোর বয়স । ইহার সফল জন্ম, তব স্থানে স্থিতি মর্শ্ব, কামসদে স্ফীত অহর্নিশ ॥

যৎ সত্যং রমণীয়তাপরিণতিস্বপ্যেব পারং গতা ॥ ১০০

গলদ্বীড়ালোলামদনবিনতা গোপবিনতা-

অবধিং প্রাপ্তা । অতঃ স্বভাবোক্ত্যা নারং বিবাদস্ততিবেতি ভাবঃ ॥ ১০০ ॥

কিঞ্চ, পূৰ্ব্বং তে তে ময়া কতি ন বর্ণিতাঃ সন্তি কিম্বিদানীমেব মৎকবি-
ত্বাদিকঞ্চ সফলং বাতমিতি সহর্ষমাহ । মাদৃশাং গিরাং গুপ্তা গ্রথনানি ত্বয়ি
স্থানে আশ্রয়ে যাতে প্রাপ্তে বর্গীয়জকারপাঠঃ । কচিত্তদজ্ঞাতে ভূতে স্যতি
জন্ম সফলং দধতি । উত্তমপদার্থনাং ত্বংপ্রাপ্তাবেব কৃতার্থত্বমিতি ভাবঃ । তদু-
ত্তমত্বমাহ । কীদৃশাং গিরাং । মধুরিমকিরাং মাধুর্যাদিকবিত্বগুণযুক্তামিতার্থঃ ।
কীদৃশ্যন্তাঃ সম্যগ্জ্জ্ঞা যত্র । পূৰ্ব্বমসদগুণাধ্যাসেন বর্ণনাং সঙ্কুচিতাঃ ।

ণীয় ভাবের পরাকার্ঠ্য বিদ্যমান রহিয়াছে” ॥ ১০০ ॥

অপিচ পূর্বের আমি সেই সেই কতই না বর্ণনা করিয়াছি,
কিন্তু এক্ষণে সেই কবিত্বাদি সফল হইল, এই বলিয়া সহর্ষে
কহিলেন ॥

গোপবিনতাগণ মদনে বিনত ও চঞ্চল হইয়া লজ্জাশূন্য

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃষ্ণ কহে অন্য গণে, দেবতানুয্য জনে, কৈশোর কি
সাফল্য না হয় । শুনি কহে তাহা শুন, অস্থির তাহাতে পুনঃ
রাসকুঞ্জলীলা নাহি তায় ॥ ১০০ ॥

এতেক কহিতে তাতে, নৃত্যাদি চাঞ্চল্য রীতে, তাতে
দেখে চাপল্যের ধূরা । চপলা মানস আর, প্রেমাди মাধুর্য
মার, তাতে দেখি কহে অতি ত্বর ॥

একান্ত অশেষ নারী, পার্শ্ব-স্থিতি মনোহারী, - গোবিন্দের

মদক্ষীতং কিমপি মধুরা চাপলধুরা

সমুজ্জ্বলন্তামধুরিমকিরাত্ মাদৃশগিরাত্

ইদানীং তে সহজানন্ত গুণবর্ণনাচ্ছফুলাঃ। কীদৃশং জন্ম চপলং গহ্বরং পূৰ্ণং
তাদৃশত্বেন ব্যর্থমপি তদৈব তৎসমীপে গোপীবীজ্য। এতাঃ পরং তমুভূত
ইত্যাদিবৎ সঙ্গাযমাহ। ন কেবলং বরাক্যো মহাগ্ 'গুহ্য' এব কিম্ব গুণরাগা-
দিপূৰ্ণাঃ। শ্রীগোপবনিতা অপি তথা জন্ম সফলং দধতি নবায়াঃ স্বস্বপতিমতী-
নাং জন্ম সফলমেবেতি নেতাহ। পূৰ্ণং তদপ্রাপ্ত্যা দেহত্যাগসা নিশ্চিতত্বাচ্চ-
পলমপি রাসারন্তে কাশাক্ষিং তথা দর্শনাত্তপুণানাহ। মদনেন তদ্বিষয়কপ্রেম-
বিশেষণে বিনতা নত্ৰাত্তং প্রচুরা ইত্যর্থঃ। তথাহি প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম
ইত্যগমং প্রথামিতি তস্ত্রে। অতো লোলহং প্রাপ্তয়ে চক্ষুনাঃ মতৃকা বা। ততো
গলব্রীড়াস্তাক্তলোকলজ্জাত্তদৈব কিশোরমাধুর্যং বীজ্য সশীংকারমিদং বয়ঃ
ইতি বিবৃক্তমাধুর্যাস্তত্ত্বিতঃ সগদাদমাহ। ইদং কিমপি বয় ইত্যর্থঃ। তথা
জন্ম সফলং দধতি তদৈব ব্যঞ্জয়তি। বীতং বালা শেন বিগতপ্রায়ং নব-
তাকণ্যাংশেন কন্দর্পমদেন ক্ষীতং বিশেষণাভ্যাং কৈশোরমিত্যর্থঃ। নহু, তদ-
নাত্ৰ দিবাদিব্যাকিশোরেষু সফলমেবেতাত্ নেতাহ। পূৰ্ণমনাত্ৰ এতাদৃশরাস-
কুঞ্জলীলাদ্যপ্রাপ্ত্যা চ। স্থিরতয়া চ বার্থমপি। তথাহি বিকুপরাণে। সোহপি
কৈশোরকবয়ো মানয়মধুসূদন। রেমে স্ত্রীরকুটুহ ইত্যাদি। তথা রসামৃত-

হইয়াছেন, কোন এক ভাবে গমন ও মদমত্ত, নির্মল ভাব ও
মধুর মাদৃশজনের মাধুর্য্যবর্ষিণী বাক্যশ্রেণীর গুহ্যন প্রণালী

যছন্দনঠাকুরের পদ।

নৃত্যগতি রঙ্গ। পরম মনোজ্ঞ ঠাম, চাপল্য মাফল্য নাম, যাতে
করে হেন পরবন্দ ॥

অতএব ন কেবল, মোরবাণী গাঁথা ফল, কিন্তু গোপী
কৈশোর চাপল। সবারি সফল জন্ম, জানিল কহিল মর্ম,

হুয়ি স্থানে যাতে দনন্তি চপলং জন্ম সফলং ॥ ১০১ ॥

সিকৌ । বাচা সূচি তশরীররিকনা প্রাগলভ্যায় রাধিকাং, ব্রীড়াকুক্ষিত-
লোচনাং বিরচয়মগ্রে সধাপনমৈ । তদ্বৎসাহচিত্রকলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং
গতঃ, কৈশোরঃ সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জ বিহারং হরিরিতি । তস্য নৃত্যা-
দিচাপলাং দৃষ্ট্বাহ । চাপলধুরা চঞ্চলাতিশয়শ্চ । তথা । নহু, সংপাবনঃ পবনাদৌ
লাপি পূর্ণা নেত্যাহ । মধুরা একেন বপুবা অসংখ্যাজনাপার্শ্ব স্থিত্যাদিনা মধুরা
অতিমনোজ্ঞা । তথাহি রসায়নতঃসিকৌ । অঘর কুণ্ড যুগ্মীভূম নৃত্যং মমৈব,
অমিতি নিখিলগোপীপ্রার্থনাপুত্রিকামঃ । ব্যতনুত গতিলীলাবদেবদ্বিঃ তথ্যনৌ
দদৃশুরদিকমেতাতং যথা স্বপ্নপার্শ্বে ইতি । পূর্বেং তাদৃশভাবাবাচপলমপি । হুয়ি
রনাম্পদে প্রাপ্তে মদগ্ গুফা ন কেবলং সফলা কিন্তু কৈশোরলৌল্য গোপা-
জনা অপি ॥ ১০১ ॥

বর্জিত এবং আপনার গমন কালে আমাদের চপল জন্মও
সফল্য ধারণ করিতেছে ॥ ১০১ ॥

যতনমনস্তাহুরের পরা ।

উত্তমের তব প্রাপ্তিফল ॥

অতঃপর ভাবোদ্ভাব, প্রোঢ় হর্ষাহর্ষ লাভ, আর্ন্তিগণ
নিশালে বচন । পুনঃ কৃষ্ণ শুনিবারে, কোতুক অন্তরে বাড়ে,
তাহা লাগি কহে হর্ব মন ॥

শুন ওহে লীলাশুক, কি কহিয়া পাও স্থখ, সর্বভূতে যে
ঈশ্বর আছে । তাহার ভজন ছাড়ি, সদা স্তব কর মোরি,
গীতাশাস্ত্রে গুণ গাইতেছে ॥

গোয়ালের পুত্র আমি, সর্বোত্তম করি তুনি, সদা কেনে
করহ বর্ণন । শুনি হর্ব হর্ষাগমে, নিজহস্ত মচালনে, কহে বাণী
অতি মনোরম ॥ ১০১ ॥

ভুবনং ভবনং বিলাসিনী জী-

স্তনয়স্তাগরসাসনং স্মরশ্চ ।

ভাবোদ্ভাবিতহর্ষেৰ্ঘ্য। প্রোঢ়িদ্দৈন্যার্তিমিশ্রিতং। পুনঃ স তদ্বচ শ্রোতুং কোতুকী
তমবাদয়ং। নদীশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদেৰ্শ ইত্যাদৌ। তমেব প্রতিপদ্যন্তেত্যাদি
গীতাदिशास्त्रोक्तভজনীয়মীশ্বরং। হিহ। কিমিতি গোপকুমারঃ। মামেব সৰ্বোত্তম-
আরোপেণ স্তবগাশ্রয়সীতি। তদ্ব্যববিশেষবিবশঃ। সহস্রচালনমাহ ভুবনং ভবন-
মিত্যাদি। হে বিভো সৰ্বসাবতারিন্ যস্মিন্ ত্বচ্চরিতে ভুবনং ভবনং সৰ্বাশ্রয়া-
মিত্যাদাশ্রয়স্তত্ততোহপ্যনুমেয়ৈশ্বৰ্য্যময়চরিত্রাদভূতাদৃশ্যমানস্য। তদেবং নেত্র-
রসায়নং চরিতং বিচিত্রমুত্তমং। যদ্বা, তদপি ত্বচ্চরিতং তাদৃশং ন ভবতীতি
কো নাম বিবদতে। তদসীতি ইদম্। বিচিত্রমদ্ব্যভূতমেবতার্থঃ। এবমগ্রেহপি
জ্ঞেয়ং। নবেবং চেতহি দৃশ্যৈশ্বৰ্য্য। বিষ্ণুগমনাজিতদয়ঃ সন্তি। তানেব ভজেতি
সম্মিতমাহ। যগ সুরেন্দ্র। ইন্দ্রাদয়ঃ পরিত্যজ্য পরম্পরা অমৃগা ইত্যর্থঃ। ততো-

অহে! সকল ভূতের অন্তরে ঈশ্বর বিরাজমান আছেন,
তাহারই শরণাগত হও, ইত্যাদি গীতাশাস্ত্রোক্ত ভজনীয়
ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া কি জন্য গোপকুমার আমাকে সৰ্ব-
শ্বর মানিয়া আরোপদ্বারা স্তব করত আশ্রয় করিতেছ, লীলা-

যত্নমন্দনঠাকুরের পদ্য।

শুন প্রভু সৰ্প অবতরি। সৰ্প অন্তর্যামী যেই, ভুবনভবন
সেই, তাহার আশ্রয় তুমি হরি ॥ ধ্রু ॥

তাহাতে চাইয়া তব, অনন্ত ঐশ্বৰ্য্য সব, দৃশ্যমানে অদ্ভুত-
সকল। নেত্র রসায়ন যত, উত্তম চরিত্র কত, বিচিত্র প্রকার
মনোরম ॥

কৃষ্ণ কহে যদি হেন, দৃশ্যমাতৈশ্বৰ্য্যগণ, বিষ্ণুগমনাজি-
তাদিগণে। কত কত মহাদ্রুত, চরিত্র প্রকার পুত, তারে
ভজ হৈয়া এক মনে ॥

শুনি মন্দহাসি কহে ইন্দ্রাদি দেবতাচয়ে, তারা পরি-

পরিচারণপৰম্পরাঃ সুরেন্দ্রা-

হপি যুদ্ধাদিময়পালনকেলিরূপাদভ্যুত্চরিতাদিদং স্বচ্ছরিতং মধুরৈশ্বর্যময়ং
বিচিত্রমত্যন্তমং । নহু, যুদ্ধাদিবিমুখো গর্ভোদকশায়ী পুরুষোহস্তীতাদোনেত্র-
চালনমাহ । যত্র তামরসাগনো ব্রহ্মা তনয়ন্ততোহপি সৃষ্টাদিকেলিরূপাদতি-
সর্বাভ্যুত্চরিতাদিদং মধুররসময়ং স্বচ্ছরিতমতিসর্কোত্তমং । :নহু, স্বং মধুররস-
রসিকভক্তোহসি তৎপরমব্যোমেশং লক্ষ্মীশং ভজ্যেতি সৌক্যক্রচালনমাহ । যত্র
ত্রিরেকা বিলাসিনী ততোহপি মধুররসময়াদতিসর্বাভ্যুত্চরিতাদিদং নায়ং

শুক এইরূপ তত্ত্বভাবে বিবশ হইয়া হস্তচালনার সহিত কহি-
লেন ॥

হে বিভো ! ভুবনই আপনার ভবন । বিলাসিনী লক্ষ্মী,

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

চর্যায় নিপুণ । যুদ্ধ আদি ভয় যত, পালনাদি কার্য্য কত,
তাহা হৈতে তব বহুগুণ ॥

মধুর ঐশ্বর্য্যময়, উত্তম চরিত্রময়, সাক্ষাতে আছেয়ে দৃশ্য-
মান । শুনিয়া গোবিন্দ কহে, যুদ্ধাদি বিমুখ নহে, গর্ভোদক-
শায়ী পুরুষ নাগ ॥

ভজন করহ তারে, সর্বদেব ভজে যারে, এত শুনি লীলা-
শুক কয় । অধোনেত্র চালনায়, কহে করি হয় হয়, তার পুত্র
চতুর্ন্যুথ হয় ॥

তাতে হৈতে সৃষ্টি আদি, কেলিরূপ ভূমে সাধি, সর্বা-
ভুত চরিত্র তোমার । মধুর রসময় যত, লীলাসৃষ্টি অবিরত,
দেখ যার নাহি হয় পার ॥

শুনি কৃষ্ণচন্দ্র কহে, ভাল জানিলাম ওহে, আদিরস
রসিকে ভজ তুমি । তবে পরব্যোমেশ্বর, ভজ লক্ষ্মীনাথ বর,

স্তদপি ত্বচ্চরিতং বিভো বিচিত্রং ॥ ১০২ ॥

শ্রীমোহন্যেত্যাদি সংস্কৃতবিলাসিনীকোটবিলাসবলিতং ত্বচ্চরিতমতিসর্বোত্তম-
তরং নম্বেবং চেতুর্হি তাদৃশং রুক্মিণ্যাদি রমণ্যং মামেব ভজেতি । শশিরশ্চালন-
মাহ । যত্র স্মরশ্চ তনয়ঃ । চকারাং সাধাদয়স্ততোহপি স্বীয়ভাভির্দশদশপুত্রব-
ভীভিঃ সজ্জাতীতাভিস্তাভিঃ সহ কেলিরূপাদতিসর্বাদ্ভুততমচ্চরিতাদিদং
পরকীয়াসজ্জা নৃত্যং-কিশোরীকুলৈঃ সহ রাসাদিকে লিময়ত্বচ্চরিতং বিচিত্র-
মতিসর্বোত্তমমেব ময়া সেবামিতি ভাবঃ । বহুনি ত্বচ্চরিতানি চিত্রাণ্যেব তথা-
পাদঃ মৎসেবাং মধুরৈশ্বর্যরূপকেলিভিরুক্তমং ॥ ১০২ ॥

পদ্মাসন ত্রুক্ষা ও কন্দর্পপুত্র এবং শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দেবগণ আপ-
নার পরিচারণক, তথাপি আপনার চরিত্র বিচিত্র ॥ ১০২ ॥

বহুমনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

নিশ্চয় কহিল তোহে আমি ॥

শুনি উর্দ্ধভুরু চালি, কহে তার পদ্যাবলি, তথা এক লক্ষ্মী
বিলাসিনী । তা হৈতে মধুররস, ময় তব স্খবিলাস, কোটি
বিলাসিসঙ্গিনী ॥

কৃষ্ণ কহে হেন যবে, আমার ভজন তবে, রুক্মিণ্যাদি রমণী
যে হয় । শুনি শির চালি কহে, স্বীয়ভাব যাতে হয়ে, কাম
আদি দশ দশ তুলয় ॥

প্রতি মহিষীতে হয়, দশতুল আদি ময়, মহিষীসনে কেলি
আদি হৈতে । অদ্ভুত তোমার রীত, পরকীয়া ভাবনৌত,
নৃত্যকী কিশোরীকুল সাথে ॥

রাস আদি লীলাগণ, চিত্র সর্বোত্তমোত্তম, যাহা নাহি
অন্য রূপগণে । অনন্ত বিচিত্র কত, চরিত্র মহদদ্ভুত, মধুর
ঐশ্বর্য ভজি গনে ॥

দেবস্ত্রিলোকীমৌভাগ্যকন্তুরীমকরাঙ্কুরঃ ।

নহু, জাতং ব্রজলীলৈব তেহভীষ্টা ভজয়পি বালাপৌগগুলীলৈঃস্ত ইত্যাক্ষৌক্ষে
সংগ্রহং তর্জন্যা নিদর্শিন্ ভঙ্গাহ । অয়ং দেবঃ রাসক্ৰীড়াপরঃ কিশোর-
শেখরঃ জীয়াং সর্কোপরি বিরাজতাং মমান্যৈরিত্যর্থঃ । আং কিশোরলীলৈব
তেহভীষ্টা ভজং তত্রাপি গোচারগাদিগীলাস্তীতি সজ্জভঙ্গমাহ । ব্রজাঙ্গনানাং
অনঙ্গকলিভির্লাশিতঃ সংবর্ধ্য মধুরীকৃতো বিভ্রমো বিলাসো ধন্য তাদৃশ-

অহে ! জানিতে পারিলাম ব্রজলীলাই তোমার অভীষ্ট,
ভাল, আমারও বাল্য পৌগগুলীলা আছে, এই অর্ধ উক্তি
লীলাশুক সংগ্রহের সহিত তর্জনীদ্বারা নির্দেশ করত ভঙ্গী-
সহকারে কহিলেন ॥

ত্রিলোকীর মৌভাগ্যরূপ কন্তুরীর মকরাঙ্কুর বিশিষ্ট ও

বহনন্দনঠাকুরের পদা ।

কৃষ্ণ কহে হয় হয়, ব্রজলীলাভীষ্ট তোয়, ভাল ভাল ভজ
ব্রজলীলা । এথা বাল্য পৌগগুলী আছে, সে ভাবেতে ভক্ত
নাচে, লীলাশুক তা শুনি কহিলা ॥

সংগ্রহে তর্জনীতে, নিদর্শন ভঙ্গিরীতে, কহে শুন শুন
মহাশয় । কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অমৃত হৈতে পরামৃত, ভাগ্য-
বান্ সদা আশ্বাদয় ॥ ১০২ ॥

এই দেব রাসক্ৰীড়াপর । জয়যুক্ত হও সদা, সর্কোপরি-
বিরাজিতা, কিশোর যে কেবা অন্যে আর ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ কহে হয় হয়, মোর কৈশোর লীলাময়, তোমার
অভীষ্ট সেই হয় । ভাল তবে গোচারগ, লীলা আছে মনো-
ব্রম, তাহা তুমি করহ আশ্রয় ॥

এত শুনি ভক্তভঙ্গে, কহে যেন গোপীদম্পে, অনঙ্গ

জীয়াব্রজাঙ্গনানঙ্গকেনিলালিতবিভ্রমঃ ॥ ১০৩ ॥

প্রেমদঞ্চ মে কামদঞ্চ মে

স্বমেবেত্যর্থঃ । নঘেতাদৃশোহহং ছল্লভঃ নাদ্যপি ইত্যাদৌ স্বয়মপি তথৈবোক্ত ইত্যাহ । সত্যং কিন্তু তাদৃশোহপি ভবান্ ন কেবলং মমৈব ত্রিলোক্যপি সৌভাগ্যব্যঞ্জককন্তুরীমকরাঙ্করন্তস্যাস্বমেব তৎকলিত্তরূপ ইত্যর্থঃ । তৎকরুণৈব স্বাং সুলভং করোতীতি ভাবঃ ॥ ১০৩ ॥

পুনঃ সন্নিতং কিমপি বিবক্ষুঃ তং বীক্ষ্যাসহিষ্ণুঃ সসংভ্রমং সদৈন্যমাহ ।

ব্রজাঙ্গনাদিগের কন্দর্পকেলি লালিত বিভ্রমশালী দেব জয়-
যুক্ত হউন ॥ ১০৩ ॥

পুনর্ব্বার ঈষৎ হাস্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে কিছু বলিতে

যখনন্দনঠাকুরের পদা ।

কেলিতে সুললিতে । তাহাতে মাধুর্য্যপুর, বিলাস মোহন
ভোর, আমি তাতে হৈনু আকাজ্জিতে ॥

কৃষ্ণ কহে ঐছে আমি, প্রথমে কহিলা তুমি, এইরূপ
ছল্লভ তোমার । শুনি কহে তাহা শুন, মত্য সেই হৈল পুনঃ,
কেবল তুমি না হও আমার ॥

ত্রিলোক সৌভাগ্যপুর, কন্তুরী মকরাঙ্কুর, হেন তোমার
রূপ মনোহর । তোমার করুণা হৈতে, তোমাকে সুলভরীতে,
মিলায় কহিল শুনিচল ॥

পুনঃ কৃষ্ণ গন্দ হাসি, কহে অন্যমতে ভাষি, অসহিষ্ণু হৈল
লীলাশুক । অতিশয় সসংভ্রমে, সদৈন্য বচন ক্রমে, কহিতে
লাগিলা পাঞা সুখ ॥ ১০৩ ॥

রাসলীলা পর যেই দেব । সেই আশ্রণীয় মোর, কেবল
কৃপা তোর, তব কৈশোর বিনে নাহি সেব ॥ প্র ॥

বেদনঞ্চ মে বৈভবঞ্চ মে ॥

হে দেব রাসলীলাপরঃ মমঃ দৈবতমাশ্রয়ণীয়ং স্বংকিশোরশেখরাদপরং ন । চ
এবার্থে নৈবেত্যর্থঃ । নহু, কোহত্র হেতুরিতি তং সূচয়মাং । প্রেমদঞ্চ মেহপরং
ন এবমগ্রেহপি যোজ্যং যতন্তংপ্রাপ্তিহেতোঃ প্রেমত্বমেব দাত্তেত্যর্থঃ । নহু,
কৌমারপোগুণীলাপরোহমপি প্রেমদন্তুলভ্যং তত্রাহ । কামদঞ্চ মে তজ্জা-
তীয়প্রেমদঞ্চ ত্বমেব । অত এতদ্ব্যবৈকবিষয়াং কিশোরশেখরাং ত্বদপরং

ইচ্ছুক দেখিয়া অসহিষ্ণু হওত সংভ্রম ও দৈন্যের সহিত কহি-
লেন ॥

হে দেব ! তুমি আমার প্রেমদ, কামদ, বেদন (জ্ঞাতা)

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃষ্ণ কহে হেতু কিবা, তাহা শুনি সেই কিবা, এত শুনি
কহে শুন নাথ । তুমি মোর প্রেমদাতা, তুয়া বিনে নাহি ধাতা,
এই লাগি চাই তোমার সাথ ॥

কৃষ্ণ কহে ভাল তবে, আমি কহি শুন এবে, কৌমার
পোগুণ লীলা মোর । তার প্রেমদাতা আমি, মাগ বর তবে
তুমি, শুনি কহে সে বাসনা দূর ॥

যেই বাঞ্ছা রাখি আমি, সেই কামদাতা তুমি, সে জাতীয়
প্রেম তুমি দিলা । যে ভাব বিষয় হৈতে, আনন্দ উপজে চিত্তে,
অন্যাশ্রয় নাহি হই মোরা ॥

কেবল এমন নও, বেদন আমার হও, পরিপাটী শিক্ষা-
গুরু তুমি । কিম্বা জ্ঞান ভজিবার, বল যদি তবে আর, সে
জ্ঞান বেদন মোর তুমি ॥

কৃষ্ণ বলে জ্ঞানে যদি, অনাদর কৈলে মতি, বৈকুণ্ঠসম্পদ
তবে চাও । শুনি কহে শুন তাহা, কি কহিব যাহা যাহা

জীবনঞ্চ মে জীবিতঞ্চ মে

দৈবতঞ্চ মে দেব নাপরং ॥ ১০৪ ॥

ময়া নাশ্রয়ণীয়ং নৈতন্মাত্রং বেদনঞ্চ । তথা বেদয়তীতি কঠরি লুট্ তৎপরিপাটা
শিক্ষকঞ্চ স্বমেবেত্যর্থঃ । তত্ক্ষণং শিক্ষাশুরুশ্চেতি । কিম্বা, অয়ে মূঢ় ভক্ত্যায়-
জ্ঞানং যতো মোক্ষস্তদ্বপেক্ষামিত্যাহ । বেদনং তজ্জ্ঞানঞ্চ মে স্বমেবেত্যর্থঃ ।
নমু, ভবতু শুদ্ধভক্তয়াং তজ্জ্ঞানাদরঃ বৈকুণ্ঠসম্পত্তিঃ প্রার্থ্যাবেত্যাহ । বৈভ-
বঞ্চ তথা স্বমেব সর্বশম্পদিত্যর্থঃ । কিমুচ্যতে বৈভবং তদপ্রাপ্তাবপি জনা-
জীবন্তি তবিনা স্বহং ত্রিয়ে ইত্যাহ । জীবনঞ্চ তথা জীবয়তীতি জীবনং তদ্বৈত-
রিত্যর্থঃ । কিমুচ্যতে তদ্বৈতস্তদপি স্বমিত্যাহ । জীবিতঞ্চ । স্বদপরং ন তৎ
কিমিতি অন্যোপদেশৈর্মামুপেক্ষস ইতি ভাবঃ ॥ ১০৫ ॥

বৈভব, জীবন, জীবিত এবং দৈবত, অপর কেহ নহে ॥ ১০৪ ॥

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

সে বৈভব তুমি আমার হও ॥

যে বল বৈভব কথা, তাহা না পাইলে তথা, জীয়ে সবে
প্রাণ নাহি যায় । তুয়া না পাইলে আমি, না জীব দেখহ তুমি,
অতএব জীবন তোমায় ॥

তুমি সে জীয়াও মোরে, তেঁই তুমি জীবন বরে, যে জীয়ায়
সেই সে জীবন । তুয়া বিনা অন্য নাহি, তোমারে মরম কহি,
কেন মোরে কর উপেক্ষণ ॥

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, দৃঢ়তা পাইলে স্বথ, সাধু সাধু
তোমার আশয় ; আমার দর্শন সে যে, বিফলতা নহে কাজে,
বর মাগ দিব সর্বথায় ॥

এইরূপে কৃপারীতে, কৃষ্ণ কহে গন্দম্বিতে, তাহা শুনি
তেঁহ বর চাহে । কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, শুন মবে মনোরতা, শুনি
লেই প্রেম লাভ হয়ে ॥ ১০৪ ॥

মাধুর্য্যেণ বিবর্দ্ধিতাং বাচো নস্তব বৈভে

চাপল্যেন বিবর্দ্ধিতাং চিন্তা নস্তব শৈশবে ॥ ১০৫ ॥

ততঃ সাধুলীলাশুক সাধুবদ্বৃতায়া প্রীতোহস্মি তন্মদর্শনং বিফলং ন স্যাৎ ।
প্রার্থয় বাঞ্ছিতমিতি ভঙ্গ্যা তেনাম্রেড়িতঃ শ্বেলিতং ভঙ্গ্যা 'প্রার্থয়ন্নাহ । তব
বৈভবে বাঞ্ছিব্যাতীতে সৌন্দর্য্যবিলাসৈশ্বর্য্যাদৌ নোহস্মাকং বাচো মাধুর্য্যেণ
বিবর্দ্ধিতাং তত্তন্মাধুরীবর্ণনসমর্থ্য ভবন্তি ভাবঃ । তথা তব শৈশবে কৈশোর-
হযোগাদেহাদীনামপি নশ্চিত্তা প্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠা তচ্ছিন্তনানি চাপল্যেন বিবর্দ্ধিতাং
অয়মেব মে বর ইত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, লীলাশুক ! সাধু সাধু তোমার
দৃঢ়তায় আমি প্রীত হইলাম অতএব আমার দর্শন বিফল হয়
না, তোমার বাঞ্ছিত প্রার্থনা কর, ভঙ্গীসহকারে শ্রীকৃষ্ণ বার-
ম্বার এইরূপ বলিতে থাকিলে লীলাশুকও স্বীয় ভঙ্গীসহকারে
প্রার্থনা করত কহিলেন ॥

হে কৃষ্ণ ! আমার বাক্যসমূহ আপনার বৈভবে মাধুর্য্যের
সহিত বর্দ্ধিত হউক এবং আপনার শৈশববিষয়ে হৃদীয় চাপ-
ল্যের সহিত আমার চিন্তাও বর্দ্ধিত হউক ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

শুন কৃষ্ণ বর দিবা যবে । সৌন্দর্য্য বিলাসৈশ্বর্য্যে, বাণী
আগে স্নামাধুর্য্য, বর্ণিতে সামর্থ্য হউ তবে । তথা তব কৈশোর
রঙ্গ, প্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠা পরবন্ধ, মনে মোর সদা যেন রহে ।
তাহারি স্প্রাপ্তি লাগি, মন হউ চিন্তারাগী, চাপল্যে বাচুক
বর মোহে ॥

কৃষ্ণ কহে যেই তোর, হয় বুদ্ধি স্নগোচর, বরমাংগ দিব
আমি তোরে । এত শুনি কহে সেই, তবে দেহ বর এই,
কহি এক শ্লোক পাঠ করে ॥ ১০৫ ॥

যানি তচ্চরিতামৃতানি রসনালেহ্যানি ধন্যাভ্যনাং
যে বা শৈশবচাপল্যব্যতিকরা রাধাবরোরোধোন্মুখাঃ ।

নখিদং তে সহজমেব তদ্বিশেষঃ প্রার্থ্যামিত্যাজাহ যানি তচ্চরিতামৃতানি ।
শ্রীরাধয়া সহ নিকুঞ্জরাসলীলাদীনি তানোব নহন্যানীত্যর্থঃ । মে হৃদয়ে ধারা-
বাহিকয়া প্রবাহরূপেণ বহন্তু । কীবৃণানি । ধন্যাভ্যনাং রসনালেহ্যানি শ্রীশুকা-
দিভিরাপাদনীয় নি । তথা যে বা । চার্থে বাশব্দঃ । যে শৈশবচাপল্যব্যতিকরাঃ
কৈশোরচাকল্যবিত্তারান্তে তে এব তথা বহন্তু । কীবৃশঃ । দানপুষ্পাহরণবজ্র-

অহে ! এত তোমার সহজ, বিশেষ প্রার্থনা কর, এই
শুনিয়া লীলাশুক কহিলেন ॥

হে কৃষ্ণ ! তোমার মে চরিতসমূহরূপ অমৃতধারা পুণ্যা-
জ্ঞাদিগের রসনার আশ্রয়্য শ্রীরাধার অবরোধোন্মুখ যে সমস্ত

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃষ্ণচন্দ্র এই বর দেহ তুমি মোরে । যে তুষা চরিতামৃত,
রাধা সহ অবিরত, রাসকুঞ্জলীলা মনোহরে ॥ ধ্রু ॥

মেই মেই লীলাগণ, মোর হিয়ে অজুগুণ, রহুক প্রবাহ-
রূপ হৈয়া । শুকদেব আদি বহু, রসনায়ে লেহ কত, আশ্বা-
দয়ে বহা স্থখ পাঞা ॥

কৈশোর চাপল্য বত, রাধাকে-রোধন মত, দানঘাটি পুষ্প
তোলাকালে । তাঁহা সদা রুদ্ধ কাজে, থাকয়ে উৎকণ্ঠা মাজে,
তার ধারা বহউ অন্তরে ॥

মুখাজ তোমার তথা, কাম মদোদগারিস্মিতা, তার ভক্তি-
বিশেষ যে আর । তথা বেণুগীত গতি, নব নব জন্মায় রতি,
বিভাবিত মাধুর্য্য মিশাল ॥

যা বা ভাবিতবেণুগীতগতয়ো লীলা মুখান্তোকহে

ধারাবাহিকয়া বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে ॥ ১০৬ ॥

ভক্তিস্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-

নাদৌ রাধায়া যো হবরোধস্তজ্রোশ্মুখাঃ সদা তদ্বৎকণ্ঠাবস্ত ইত্যর্থঃ । তথা যা
বা যাচ মুখান্তোকহে লীলাঃ কামমদোদগারিস্মিতাদিভঙ্গীবিশেষান্তান্তাচ তথা
বহন্তু । কীদৃশঃ ভাবিতাঃ স্বমাধুর্গামিশ্রীকৃতঃ উৎপাদিতা বা বেণুগীতস্য নূতন-
গতয়ো যাভিস্তাঃ ॥ ১০৬ ॥

নহু পুরুষার্থচতুষ্টয়ঃ পঞ্চমপুরুষার্থময়ঃ প্রেমফলঃ নাঞ্চ সাক্ষাৎ প্রাপ্তঃ

শৈশব চাপল্য তথা যে সমস্ত লীলাময় মূখপদ্যে উচ্চারিত
বেণুর নাদগতি সেই সমুদায় প্রাণালী ধারায় আমার হৃদয়ে
নিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকুক ॥ ১০৬ ॥

অহে ! পুরুষার্থ চতুষ্টয়, প্রেমফল এবং আমি সাক্ষাৎ

যদনন্দমঠাকুরের পদ্য ।

এই এই লীলা যত, হিয়ে বহু অদ্বিত, অতিশয় ধারারূপ
ধরি । কৃষ্ণকর্ণামৃত এই, সদা পান করে যেই, তার প্রেম
হয় হিয়া ভরি ॥

কৃষ্ণ কহে ধর্ম অর্থ, কাম মোক্ষ পুরুষার্থ, জিনিয়া আমি
সে প্রেমফল । সে মোরে সাক্ষাতে পাইলা, মোরে ছাড়ি
মোর লীলা, স্ফূর্তি লাগি কেনে মাগ বর ॥

ইহা শুনি লীলাশুক, কহে মনে পাঞা সুখ, ভক্তিসিদ্ধান্ত
উটঙ্কিয়া । সচাতুরী ভঙ্গি কথা, কৃষ্ণকর্ণামৃত মতা, শুন সব
এক মন হৈয়া ॥ ১০৬ ॥

শুন অহে ভগবন্ মর্কট কৃষ্ণচন্দ্র । যে প্রেম লক্ষণ

দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ ।

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাজলি সেবতেহস্মান্-

হিস্য মল্লীলাক্ষুর্ভিঃ কিমিতি প্রার্থয়সে ইত্যত্র ভক্তিসিদ্ধান্তোউৎকলপূর্বকং স্বচা-
তুরীং ভঙ্গ্যা কথয়মাহ ভক্তিস্বরূপীতি । হে ভগবন্ সর্বজ্ঞ যয়া লীলাক্ষুর্ভিঃরূপয়া
প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা স্বঃ সাক্ষাৎ প্রাপ্তোহসি সা স্বয়ি ভক্তিঃ স্থিরতয়া যদি
স্যাভদ্রা দৈবেন স্বত্বেব দিব্যকিশোরমূর্তিরীদৃক্ ভবান্ ফলতি প্রাপ্তো ভবতি ।
মুক্তিস্ত মুকুলিতাজলি যথা স্যাভদ্রা মাং গৃহাণ গৃহাণেতি বদন্ত্যস্মান্ সেবতে

প্রাপ্ত এই সকল ত্যাগ করিয়া আমার লীলাক্ষুর্ভিঃ কি নিমিত্ত
প্রার্থনা করিতেছ ? শ্রীকৃষ্ণের এই জিজ্ঞাসায় ভক্তিসিদ্ধান্ত
উৎকলপূর্বক স্বীয় চাতুরীভঙ্গীসহকারে কহিতেছেন ॥

হে ভগবন্ ! আপনাতে যদি ভক্তি স্থিরতরা হয় এবং
দৈববশে যদি কিশোরমূর্তি ফলবতী হয়, তাহা হইলে ধর্ম,

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

হেতে, লীলাক্ষুর্ভিঃ হয় চিত্তে, তুমি সাক্ষাৎ হও যে প্রবন্ধ ॥ ধ্রু
মেই প্রেমভক্তি যবে, মোতে স্থির রহে তবে, তুমি যে
কিশোর মূর্তিমানো । এইরূপে পাব আমি, ইথে অন্য নাহি
জানি, নহে তুমি ছল্লভান্য স্থানে ॥

তবে যদি মূর্তিগণ, করে অঞ্জলি বন্ধন, মোরে লও মোরে
লও কহে । ধর্ম অর্থ কাম আদি, ইহার পশ্চাতে মাধি, কহে
কভু ফিরিয়া না চাইয়ে ॥

অতএব কিবা কাজে, বর দিবা করি ব্যাজে, ছদ্মকথা
করহ প্রকাশ । ছাড় সব কুটিনাটি, বন্ধনার পরিপাটি, নানা-
মত অন্য পরিহাস ॥

ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥ ১০৭ ॥

জয় জয় জয় দেব দেব দেব

ধর্ম্মার্থকামগতয়স্ত পশ্চাংস্থিতা কদাচিদঙ্গানীকতে বেতি সময়প্রতীক্ষাস্তংপ্রতী-
ক্ষকা ভবন্তি । তং কিমিত্যাশ্রয়ানঃ দৃষ্ট্বা বরেন মাং ছন্দয়সীতি ভাবঃ ॥ ১০৭ ॥

ততঃ অগ্নি লীলাশুক মৎকর্ণামৃতরূপাণি বৃন্দাবনযাত্রামঙ্গলাচরণমারভ্য কেয়ং
কান্তিরিত্যন্তানি স্বংভাষিতানি শ্রুত্বা পুনস্তংশ্রোতুকামেন যয়া ত্রুমুচ্চালিতো-

অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় সময় প্রতীক্ষা করত
কৃতাজ্জলি পুটে আমাদিগকে সেবা করিবে ॥ ১০৭ ॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অহে লীলাশুক ! বৃন্দাবন-
যাত্রা মঙ্গলাচরণকে আরম্ভ করিয়া “কেয়ং কান্তিঃ” এই
পর্য্যন্ত আমার কর্ণামৃতরূপ যাহা বর্ণন করিলে তাহা শ্রবণ
করিয়া পুনর্ব্বার শুনিবার নিমিত্ত তুমি উচ্চালিত হইয়াছ,
সেই এই তোমার বাক্যবিজুস্তিত রচনা আমার কর্ণামৃতনামক

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, আগি বহু পাইল সুখ, আদ্যোপান্তে
যতেক বর্ণিলা । তাহা শুনিবার কাজে, এই কথা কহি
ব্যাজে, তব বাণী কর্ণামৃত হৈলা ।

এমতে সন্মুহ বাণী, গোবিন্দের মুখে শুনি, লীলাশুক
পাইয়া হরিষে । কহিতে লাগিলা পুন, অতি মনোহর শুন
সবে কৃষ্ণকর্ণামৃতানিশো ॥ ১০৭ ॥

হে দেব জয় হে দেব জয় হে দেব জয় । পরম আনন্দ-
বাণী পুনঃ পুনঃ কয় ॥ ত্রিভুবনমঙ্গল দিব্য কিশোরমুরতি ।
মনোহর নাগ অশ্বি তমোহন কান্তি ॥ কিসা দেবদেব তুমি

ত্রিভুবনমঙ্গল দিব্যানামধেয় ।

জয় জয় জয় দেব কৃষ্ণদেব

শ্রবণমনোনয়নামৃতাবতার ॥ ১০৮ ॥

হসি তদিদং স্বহৃচো বিজৃম্বিতং মংকর্ণামৃতনামাস্ত্ব তমেব মে মাধুর্যাদিবর্ণনং
জানাসীতি সস্নেহং তন্মধুরবাক্যং শৃংগীবানন্দোচ্ছলিতঃ সন্মাহ জয় জয়েতি । হে
দেব জয় হে দেব জয় হে দেব জয় । অত্যাদরানন্দাভ্যাং বীপা । ত্রিভুবনমঙ্গল
মঙ্গলং দিব্যং মনোহরঞ্চ নামধেয়ং বস্য হে তাদৃশ । কিম্বা । হে দেব দেব দেবা
মতীপূজাস্তদেবাস্তংপূজাস্তংপার্শ্বদ্যঃ হে তদেব তদীশ্বর জয় । যথোক্তং
তৃতীয়স্কন্ধে । হরেরত্ত্বতা বহু সুরাসুরাচি'তা ইতি । হে ত্রিভুবনমঙ্গল দিব্য-
মানন্দময়ং স্বরূপং নামধেয়ং বস্য হে তাদৃশ জয় । হে দেব জয় হে কৃষ্ণদেব
জয় শ্রবণমনোনয়নামৃতাবতারঃ প্রাকট্যং বস্য হে তাদৃশ জয় । ১০৮ ॥

হউক, তুমিই আমার মাধুর্য্য বর্ণন করিতে জান, শ্রীকৃষ্ণের
এই সস্নেহ মধুর বাক্য শ্রবণ করত আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া
কহিতেছেন ॥

হে দেব ! হে দেব ! হে দেব ! আপনার জয় হউক, জয়
হউক, জয় হউক, আপনার নাম ত্রিভুবনের উৎকৃষ্ট মঙ্গল-
স্বরূপ । হে দেব ! জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত
হউন, হে কৃষ্ণদেব ! আপনার অবতার শ্রবণ, মন, ও নয়নের
অবতার অর্থাৎ প্রাকট্যস্বরূপ ॥ ১০৮ ॥

যহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তার দেব দেব । তাহাতে মঙ্গলবিদ রূপ সর্গসেব ॥

হে কৃষ্ণদেব জয় মানসলোচন । অমৃতাবতার জয় প্রকট
শোহন ॥ পুনঃ কৃষ্ণ স্মমাধুর্য্য অতিশয় হেরি । আনন্দে উন্নত

তুভ্যং নির্ভর হর্ষবর্ষবিবশাবেশক্ষুটাবির্ভা-

দ্রুয়শচাপলভূষিতেষু স্নকৃতাং ভাবেষু নির্ভামিণে ।

পুনস্তন্মাধুর্য্যাতিশয়া অনুভবাদানন্দোন্মত্ততয়া তদ্বর্ণয়িতুকামেন তদশক্ত্যা নমস্কারেণৈব স্ববা স্তাচংস্বরূপমুপসংহরতাঅনা কোতুকেন বিবদমানেন তেন সহ বিবদমান আহ । কস্মৈচিদিনীকীচায়াটম মহসে মাধুর্য্যপুঞ্জরূপায় তুভ্যং নমঃ । নমু, তন্মাধুর্য্যমেব বর্ণয় শ্রোতুকামোহস্মি তত্রাহ । কীদৃশে । বাচাং দূরএব স্কুরন্তি যানি মাধুর্য্যাণি তেযাং প্রধানার্ণবায় । নদেবং চেগ্নানসা বিভাবয় তত্রাহ । মনসাঞ্চ ভাদৃশায়াবিভাব্যয়েত্যর্থঃ । নমু, বাসুনদয়োরগ্রাহহাং

পুনর্বার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাতিশয় অনুভবহেতু আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বর্ণন করিতে ইচ্ছা করত শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি ও নমস্কার দ্বারাই উপসংহার করতঃ আত্মকৌতুকে বিবাদকারি শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাদ করত কহিলেন ॥

প্রগাঢ় আনন্দবর্ষণে বিবশ আবেশবশতঃ প্রবাক্ত ভাবে

বহনন্দনঠাকুরের পদ ।

হৈল বর্ণে বাজা ভরি ॥ বর্ণিতে না পারে পুনঃ করেন প্রণাম ।
কৃষ্ণসনে কহে কথা বাদসংহরণ ॥ ১০৮ ॥

অনির্বাচ্য মাধুর্য্যপুঞ্জ শুন অহে হরি । বর্ণিতে না পারি
অহে রূপ জগন্মনো মোহে, অতএব নমস্কার করি ॥ ১০৯ ॥

কৃষ্ণচন্দ্র কহে অহে, মাধুর্য্য যে মোর হয়ে, বর্ণ শুনি ইচ্ছা
বড় হয় । শুনি কহে বর্ণন নহে, বাক্যের গে দূর হয়ে, সে
মাধুর্য্যসিক্ত রসময় ॥

কৃষ্ণ বহে বাক্যে নহে, মনে মনে বর্ণ হয়ে, তবু মোর
স্থথ লাগে মন । শুনি কহে সেহ নহে, মানসের দূর হয়ে,
ভাবনা বিসম স্নগহ্ন ॥

শ্রীমদগোকুলমণ্ডনায় মনসাং বাচাঞ্চ দূরে স্মর-
মাধুর্যৈকমহার্ণবায় মহসে কষ্টৈচ্ছাচিদৈস্মৈ নমঃ ॥ ১০৯ ॥

কস্যাপি গোচর এব নাস্মি তত্রাহ । অকৃত্যং তৎপ্রেমবিশেষভাজ্যং ভাবেষু
ভাবাক্রান্তিতেষু ত্রিভাষিণে প্রকাশশীলায় । কীদৃশেষু নির্ভরহর্ষণাং যদ্বর্ষং
তেন দিবশা যেচ তে চাবেশেন তৎপ্রাপ্ত্যংকঠাকৃতয়া তৎস্মৃর্ত্যা স্মৃটমাবি-
ভবন্তি বানি ভূষণাগল্যনি তৈত্ভূষিতাশ্চ যে তেষু । নহু এতেন কিং নিরাকার
ব্রহ্মহেন মাং নিরূপয়সীত্যত্র নেত্যাহ গোকুলস্য মণ্ডনায় মধুরোজ্জলনীলমণি-
বভূষণায় অতঃ কেবলং তুভ্যং নমোহস্থিতার্থঃ ॥ ১০৯ ॥

আবিভূত যে চাপল্য তদ্বারা বিভাবিত (অনুমিত) পূণ্য-
ত্বাদিগের ভাবে যিনি প্রকাশমান, যিনি গোকুলের একমাত্র
ভূষণ, বাঁহার মাধুর্যমাগর বাক্য ও মনের বহুদূরে অবস্থিত,
সেই ভগদৃশ কোন এই মহঃ অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জকে পুনঃ পুনঃ
নমস্কার করি ॥ ১০৯ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কৃষ্ণ কহে বাণী মন, আগোঁচর যদি হেন, তবে বোল
কাহার গোচর । শুনি কহে যে যে জন, প্রেমে ভজে তনুমন,
তাহার গোচর তুমি ধর ॥

কৃষ্ণ কহে সেই কেবা, বিবরি কহ সে যেবা, তাহা শুনি
কহে লীলাশুক । নির্ভর হরিষ বর্ষে, দিবশ যে অহনির্শে,
তাহাতে চাপল্যস্মৃতি অথ ॥

কৃষ্ণ কহে তবে কিযে, নিরাকার ব্রহ্মময়ে, নিরূপম করহ
আমারে । তেঁহ কহে নহি নহি, গোকুলমণ্ডনায়, নীলমণি
স্মৃতিমান্ বরে ॥

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, ঘোর বর্ণ ছতরপ, যত সব বর্ণ

ঈশানদেবচরণাভরণেন নীবী-

দামোদরস্থিরযশস্তবকোদ্ভবেন ।

ততঃ অয়ে লীলাশুক সংকর্ণামৃতরূপত্বদ্বাষিভেনাপ্যায়িতোহস্মি তং প্রার্থয়
পুনঃ কিমপ্যভীষ্টমিত্যত্র দেব তদেতং সাক্ষাদর্শনেন পূর্ণোহস্মি । কিং ময়া
প্রার্থ্যং তথাপীদমপি দেহীত্যাহ ঈশানেতি । হে কৃষ্ণদেব লীলাশুকেন ময়া
স্মৃতিতঃ তব কর্ণামৃতমিদং কল্পশতাত্তরেহপি ত্বত্ত্তিরসিকজনচিত্তগাপ্য
বহতু । কীদৃশা ময়া ঈশানঃ সর্কেষ্বরশ্চাসৌ দেবঃ ক্রীড়ারতশ্চ তস্য ঈশা রাধা
শাচ অননং আনঃ প্রাণঃ তস্যা মগ বা প্রাণশ্চায়ং দেবশ্চ সচ তয়োর্কী চরণাঃ

অনন্তর অয়ে ! লীলাশুক ! আমার কর্ণামৃতরূপ তোমার
বাক্যদ্বারা আপ্যায়িত হইয়াছি, পুনর্ব্বার তোমার কি অভীষ্ট
তাহা প্রার্থনা কর, শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে লীলাশুক, হে
দেব ! আপনার সাক্ষাৎ দর্শনে আমি পূর্ণ হইয়াছি, আর কি
প্রার্থনা করিব তথাপি ইহাই আমাকে অর্পণ করুন, এই
অভিপ্রায়ে কহিলেন ॥

যিনি ঈশানদেবের চরণের আভরণস্বরূপ এবং নীবীদামো-

বহনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

তোমার । তাতে আপ্যায়িত আমি, বর কিছু মাগ তুমি,
অভীষ্ট যে থাকে মনে আর ॥

লীলাশুক কহে তবে, কি বর চাহিব এবে, সাক্ষাৎ
তোমার দরশন । সর্ব্বপূর্ণ হৈল মোর মোর, বাতে অতিকৃপা
তোর, তথাপিহ এক বর মন ॥ ১০৯ ॥

হে কৃষ্ণ দেব ক্রীড়ারত । এই আমি লীলাশুক, অন্তরে
পাইয়া স্তম্ভ, বর্ণিলাম তব কর্ণামৃত ॥ ১১০ ॥

কল্পশত অন্তরেহ, তব তত্ত্তিরসিক যেহ, তার চিত্তে বহুক

লীলাশুকেন রচিতং তব কৃষ্ণদেব

কর্ণামৃতং বহুতু কল্পশতান্তরেহপি ॥ ১১০ ॥

ধন্যানিঃ সরসানুলাপসরণীমৌরভ্যগভ্যস্যতাং

শিরোহৃদয়াভরণানি যস্য তেন অত্র পক্ষে ছন্দেহিহুরোধাৎ প্রশংস্যাঃপ্রয়োগঃ ।
তথা নীলদামোদরস্য নীলী দাম উদরে যস্য কাটিক্যাং খণ্ডিতয়া শ্রীরাধয়া
কাঞ্চা বকোদরস্য । তথাহি । ভবিষ্যত্তরোক্তনীলার্থবন্ধশ্লোকঃ । সঙ্কেতাব-
সরে চূতে প্রণয়তঃ সংরজয়া রাধয়া প্রারভ্য ভ্রুকুটিং হিরণ্যরসনাদান্নানিবকো-
দরং । কাটিক্যাং জননীকৃতোৎসববরে প্রস্তাবনাপূৰ্ণকং চাটুনি প্রথমস্তমাত্ত-
পুলকং ধ্যায়েম দামোদরমিতি । যদা, যম নীলামূলধনরূপশ্চ দামোদরশ্চ তস্য
তদ বঃ হিরণ্যশঃ স্তবকোহরানবশঃ কুন্তমগুহ্যঃ স এব উদ্ভবো বিভবঃ স্বপ্নদস্য
তেন দীপ্যনদেবন্য । শিরসেতি নীলদামোদরয়োর্মীতাপিত্রোরিতি চ কেচি-
দাহঃ ॥ ১১০ ॥

ততঃ অগ্রে যম চাসাঞ্চ মংগেয়সীনাঞ্চ সরসবিদগ্ধমদ্রুজানাঞ্চ স্বগুণত

দরের সুস্থির যশোরূপি স্তবকোদ্ভুত, হে কৃষ্ণদেব ! মেই
লীলাশুক (বিশ্বমঙ্গল) কর্তৃক নিরচিত এই কৃষ্ণকর্ণামৃত
শত শত কল্পে বিদ্যমান থাকুক ॥ ১১০ ॥

তদনন্তর অয়ে ! আমার, ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমসীগণের

যতনশ্রমতাকুরের পরা ।

প্ল বিয়া । তোমার-যে প্রাণ রাই, আমার সে প্রাণময়ী, তার
চিত্তে বহুক দারা হৈয়া ॥

তথা দামোদর চিত্তে, সদা বহুক ধারালীতে, রাইনীলী
দামে যার ওর ; বন্ধ হৈলা মানকাজে, তাতে খ্যাত ক্ষিতি
মাবো, নাম যার রাধাদামোদর ॥ ১১০ ॥

সঙ্কেত করিয়া হরি, সে স্থানে আসিতে নারি অধরুদ্ধ
হৈলা রাই স্থানে । প্রণয় সংরক্ষে রাই, ভ্রুকুটি করিয়া তাই.

কর্ণানাং বিবরেষু কামপি স্মারুষ্টিং দুহানং মুহুঃ ।

এব তত্বেতৎকর্ণয়োর্মৃতমেব তথাপি মদ্বিরাণীদমস্থিতি স্ববচসাং তত্ত্বংসুখ-
দম্বং বিচিন্ত্য সবিষ্ময়ানন্দমাহ । ইদং নোহস্মাকং বচসাং বিজৃম্বিতং দেবস্যা
তব কর্ণামৃতমিত্যাহো মস্তাগ্যামিতি ভাবঃ । তত্রাপি কৃষ্ণসা সকলকেলিকলা-

সরস বিদম্ভ আমার ভক্তগণের স্বীয়গুণ হেতুই তুমি এই কর্ণ-
দ্বয়ের অমৃতদ্বারা তথাপি আমার বাক্যদ্বারা ইহা হউক এই
নিজ বাক্যের তত্ত্বংসুখপ্রদত্ত চিন্তা করিয়া বিস্ময় ও আনন্দ-
সহকারে লীলাশুক কহিলেন ॥

যাহা অন্যতমদিগের কর্ণবিবরে শত শত কল্পকাল ব্যাপিয়া।

যজ্ঞন্দনঠাকুরের গদ্য ।

হিরণ্যরসন দামসে ॥ ধ্রু ॥

উদর বাঙ্কিলা যবে, তারে কৃষ্ণচন্দ্র তবে, কহয়ে কার্তিক
পুণ্য-মাসে জননী উৎসব কৈলা, বর প্রার্থা প্রকাশিলা, সে
লাগি সঙ্কেতচ্যুত বেশে ॥

এই স্থির যশ তোমার, অম্লান পুষ্পগুচ্ছ সার, তেঁই
তোমার নাম দামোদর । অতএব তব কর্ণে, রহু এই গ্রন্থবর্ণে,
কল্পশত হইয়া বিমল ॥

এতেক কহিতে মনে, বাঢ়িল আনন্দগণে, বিস্ময় হইল
এই ঠাঁই । গোবিন্দ শ্রবণে আর, সর্ব অজগোপিকার, জানি
এই হয় সুখদায়ী ॥

পুন মানে নিজ মনে, আমার কবিত্বগণে, মোর মনে
প্রকাশে আনন্দ । এত জানি লীলাশুক, অন্তরে পাইয়া সুখ,
পড়ে এক শ্লোক পরবন্ধ ॥

আমার বচন এই, বেদ কর্ণামৃত মেই, কি ভাগ্য আমার
অতিশয় । কেলিকথা স্বেচ্ছুর, রসিকশেখর ভোর, হেন

রম্যাণাং স্তদৃশাং মনোনয়নযোগমগ্নস্য দেবস্য নঃ

চতুররসিকশিরোমণেঃ । নষেতাৎশবিরহসংযোগপ্রলাপসংলাপমরহাঠৈরতচ্চিত্র-
মিতি চেত্তত্রাহ । স্তদৃশাং বিরহে মনসি সংযোগে নয়নযোগমগ্নস্য তত্তৎপ্রলাপ-
সংলাপাভ্যাং হৃতেজ্জিয়সোত্যর্থঃ । তত্রাপি রম্যাণাং লক্ষ্মীপ্রার্থাবৈদম্ভ্যানাং
বৃন্দাবনসম্বন্ধিনীনাং কিঞ্চন পরং ভক্তোক্তিপ্রিয়ত্বাত্তবৈব কিস্বাসামপি কর্ণানাং

কোন এক অনির্বচনীয় সরস আলাপের তরঙ্গরূপ সৌভাগ্য-
ময়ী স্তদ্ব্যবৃষ্টি বর্ষণ করে এবং শ্রীকৃষ্ণেরও মন ও নয়নকে

বহনন্দনষ্টাকুরের পদ্য ।

কৃষ্ণকর্ণামৃতময় ॥ প্র ॥

তবে যদি বল হেন, কর্ণামৃত সবে কেন, এতাদৃশ যাহার
বর্ণন, বিরহ সংযোগ জানি, প্রলাপ সংলাপবাণী, সে কি
নহে কর্ণামৃত সম ॥

তবে তাহা শুন এবে, সমস্ত সদৃশ সবে, সংযোগ বিরহে
যেই হরি । মানসে নয়ন লাগে, সংলাপ প্রলাপ ভাবে, সর্ব-
জিয় হরিতে সে বলি ॥

তার কোন স্তদাময়, মোর এই বাণী হয়, কি আশ্চর্য্য
এই লাগি কহি । আর চিত্র লাগে মোরে তোমার যে ভক্ত-
বরে, তার কর্ণে হয় স্তদাময়ী ॥

বৃন্দাবনসম্বন্ধিনী, যত গোপহরস্বিনী, যার বৈদম্ভী কমলা
প্রার্থয়ে । তার কর্ণে মোর বাণী, অমৃতময়ী তেই মানি, অতি
চিত্র মোর ভাগ্য চয়ে ॥

যদি বল গোপনারী, অন্তরে সে স্তম্ভ ভারি, শুন কহি
তাহার কারণ । অশ্রুত সরস বাণী, শ্রবণের রসায়নী, তেঁই
যুক্তি কর্ণামৃত সম ॥

তাহার বিশেষ এহি, মধুররস ভক্তিময়ী, পুনঃ পুনঃ সেই

কর্ণাণাং বচসাং বিজৃম্বিতমহো কৃষ্ণস্য কর্ণামৃতং ॥ ১১১ ॥

বিবরেষু স্রাব্যুষ্টিং হ্রহানং প্রপূরয়দিত্যর্থো চিত্রং । স্বদশাদয়প্রলপিতসামা-
দাসামেব ন কেবলং, কিন্তু ভুক্তানামগীতাহ । দন্যানাং তদ্বক্তিবিশেষবতামপি
কর্ণাণাং বিবরেষু তথা কুর্কৃত ইতি চিত্রমিতি ভাবঃ । নহু, তেষামশ্রুতচরসরস-
বাণীশ্রবণাত্মকমেতদ্বিতি চেত্তত্রাহ । কৌতুশাং ভবনম্বরভক্তিরসসহিতো যোহনু-
লাপো মুহূর্ত্তাষণং তস্যা বা লহরীস্তাসাং মৌরভামভাস্যাতামিতি । পূর্কঃ তৈয়ন
তথোক্তাদ্বিতি ভাবঃ ॥ ১১১ ॥

সুন্দর আনন্দসমূহের বন্যাতে মগ্ন করিতে সক্ষম, তথা সেই
শ্রীকৃষ্ণের কর্ণের ও বাক্যের নিকট বর্দ্ধিত অমৃতবৎ কৃষ্ণ-
কর্ণামৃতের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধিত হউক ॥ ১১১ ॥

যত্ননন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ভাষাগণ । তাহার লহরী গন্ধ, গোপী বাক্য পরবন্ধ, তাহার
অল্প সে বাণীগণ ॥

এত শুনি কৃষ্ণ কহে, শুন লীলাশুক ওহে, সত্য এই
তোমার বচন । বিমুক্ত প্রগাঢ় প্রেম, যেন দশবাণ হেম,
তাহার বিলাস সপ্রবীণ ॥

এইরূপ অনুরাগে, যাহার হৃদয়ে জাগে, তার মূল্য আমি
মাত্র দেখি । গোরে বল করিবারে, এই রাগ বলে ধরে, আমি
তাহে তেজিতে নাশ কি ॥

কিন্তু তুমি এই ক্ষণে, আইলা এই বৃন্দাবনে, কত দিন
এইরূপ দেহে । বৃন্দাবন রসকেলি, সুখ অনুভব মেলি, কত
দিন চিন্তে ধরি মোহে ॥

পাছে অবিশেষে অতি, এই রাস লীলায় মতি, প্রবেশ
করিয়া নিরীক্ষিবে । এইরূপে আশ্বাস করি, নগকিশোর

অনুগ্রহ-দ্বগুণ-বিশাল-লোচনে-

তত্ অস্মি লীলাশুক সত্যং তদ্বিশুদ্ধপ্রগাঢ়প্রেমবিলসিতমেবৈতত্ত্বে বচঃ ।
ঈদৃগ্নুরাগসাহসেব মূলানিতি স্বয়াহং বশীকৃত এব । কিন্তু তমধুনৈবাত্রাগচ্চা-
হমি । তদেতদ্দেহাস্বাদাশ্রীকৃন্দাবনরাসাবলোকসুখানি কতিচিদিনানি অনুভব-

তদনন্তর অহে লীলাশুক ! বিশুদ্ধ প্রগাঢ়প্রেম বিলসিত
এই তোমার বাক্য সত্য কিন্তু এই প্রকার অনুরাগের আমিই
মূল্য, অতএব আমি তোমার বশীভূত হইয়াছি, কিন্তু তুমি
এখনই এখানে আসিয়াছ, সুতরাং এই দেহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রী-
কৃন্দাবনবাস ও অবলোকন সুখ সকল কতিপয় দিন অনুভব-
কর, পশ্চাৎ শীঘ্র এই লীলাতে প্রবেশ করত নিজের অন্ত-
র্দান বিধিৎসু স্নেহপূর্বক শ্রীরাধার সহিত কৃপাবলোকনকারি
শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তদদর্শনবিয়োগে অতি ব্যাকুল হইয়া

যত্নবন্দনঠাকুরের পদ্য ।

কিশোরী, ইচ্ছা হৈল অদর্শন হবে ॥

রাধাকৃষ্ণস্নেহ আঁখি, কৃপামৃতে তাহা সাক্ষী, দেখি লীলা-
শুকের বদন । তাহা দেখি লীলাশুক, বিচ্ছেদ কাতর মুখ,
সদৈন্যে ভরল তনু মন ॥

অদর্শনে দিনগণ, গোড়াইব কেন মন, তাহার উপায়
পুছে তারে । প্রার্থনা করিয়া কহে, বাণী অতি সুধাময়ে, এক
শ্লোক সেই ক্ষণে পড়ে ॥ ১১১ ॥

রাধে কৃষ্ণ নিবেদন করোঁ। তুয়া পায় । দৌহার দর্শন
শোভা, এই ধন মোরে দিবা, তিলেক বিচ্ছেদ যেন নয় ॥ ধ্রু ॥

যেখানে যেখানে মোর, পড়য়ে লোচন জোর, সেখানে
সেখানে যেন সদা । কৃপাতে বিশাল আঁখি, মূঢ় বংশীধ্বনি
সাক্ষী, মগ্নে দেখা দিবে যে মর্কটদা ॥

রনুস্মরণ্য দুহুরলীরবাস্ তৈঃ ।

পশ্চাদতিরাদেব নদেতল্লীলাং প্রবেক্ষ্যসীতাখাস্যাস্তদ্দিধিংসুঃ সন্নেহপূৰ্ণকং
শ্রীরাধয়া সহ কৃপয়াবলোকয়ন্তঃ তং বীক্ষ্য তদর্শনবিরোগাতিবিকলং সৈদনাং
তদ্দিনাতিবাহনোপায়ং প্রার্থয়ন্তাহ । হে দেব যতো যতঃ যত্র যত্র মে বিলোচনং

তৎসমুদায় দিন যাপনের উপায় প্রার্থনাপূর্বক কহিলেন ॥

হে দেব ! অত্যন্ত আগ্রহসহকারে দ্বিগুণিত ও বিশাল-

বহ্নন্দনঠাকুরের পদা ।

দৌহার মৌন্দর্য্য আর, বিলাসবৈদগ্ধ সার, ইহার বৈভব
যত যত । আমার অন্তর সনে, এই দুই দিলোচনে, স্ফূর্তি
রূপ হউ অবিরত ॥

এই বর দেও মোরে, সদা যেন দেখু তোরে, আর কোন
নাহিক বাসনা । সেই সুখ ধন দিবা, আপন নিকটে নিবা,
তোমা মিলায় তোমার করুণা ॥

এবমস্ত বলি কৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈলা । লীলাশুক কত দিন
তথাই রহিলা ॥ তারপর কৃষ্ণ তারে নিকটে আনিলা । ভাব
রূপ দেহ পাঞা সেবাতে রহিলা ॥

প্রার্থনা ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু, তুয়া না ভজিনু কভু, মুই অতি অধ-
মের অধম । তুমি কৃপাকর মোরে, নিজগুণে নীতিভরে,
কৃপানিধি তুমি দীনধন ॥

শ্রীশ্রীসনাতন রূপ, অখিল ভকত ভূপ, নিজগুণে দয়া কর
মোরে । শ্রীভট্ট গোপাল প'ছ অন্তরে করুণা রহু মোরে রাখ
বন্ধি কৃপাডোরে ॥

ঠাকুর আচার্য্য প্রভু, আমার প্রভুর প্রভু, এই মোর

যতো যতঃ প্রণরতি মে বিলোচনং

প্রসরতি । কীদৃশং তদনুস্মরং ততস্ততস্তত্র তত্র সহজবিশালান্যপি নদ্বিষয়াসু-
গ্রাহণ দ্বিগুণং বিশালানি যানি যুবয়োর্লোচনানি তৈস্তথা মুহমুরগীরবামৃদৈশ্চ
মহানয়া সহিতস্য ততৈব বৈভবঃ সৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যাবিলাসাদিগমঃ স্কুরহু অহু

লোচনসমূহে তোমাকে দর্শন করিয়া এবং নিয়তকাল তোমার
মুরলীনাদরূপ অমৃতধারার অনুস্মরণ করিয়া যে দিকে আমি
নেত্রপাত করি, হে প্রভো ! সেই দিকেই যেন তোমার

যছনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

ভরসা অন্তরে । সাধন ভজন নাই, সংসার যাতনা পাই, গুণ
শুনি মন প্রাণ ঝুরে ॥

করুণা করিয়া মোরে, রাখ নিজ পদতলে, মো সম পতিত
কেহ নাই । মো অতি তাপিত জন, কর কৃপানিরীক্ষণ, তবে
আমি এতাপ এড়াই ॥

ঠাকুর বৈষ্ণব মোরে, কর কৃপা অনুগ্রহে, সদা দোষ নাহি
যার মনে । সহজ আপন গুণে, দয়া কর দীনজনে, তুয়া পদে
লইলু শরণে ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত, লীলাশুকবাণী
মনোরম । তার ভাবে মগ্ন হই, কৃষ্ণদাস কবি যেই, টীকা
কৈলা অতি বিলক্ষণ ॥

তঁাহার করুণা হৈতে, সেইত টীকার মতে, প্রাকৃত
লিখিয়া বুঝু মুই । টীকার আভাস গণ, লিখিলু করিয়া শ্রম,
তঁার কৃপায় মনে হৈল যেই ॥

তুমি মোরে কৃপা কর, মো অতি অধমবর, দীন প্রতি যে
দয়া তোমার । ব্রহ্মা শিব অগোচর, ব্রজলীলা সর্ব্বোপর,
তাহা প্রকাশিলা অকাতর ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃত

ততস্ততঃ ক্ষুরহু তবৈব বৈভবং ॥ ১১২

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিষ্ণুসঙ্গলকৃতং শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতং সমাপ্তং ॥ * ॥

নিরন্তরঃ ক্ষুরব্রিতি বা । অক্ষোরগ্রে সদা তিষ্ঠ, নয় বা মাং পদান্তিকং । ইতি
দীনঃ কথং ক্রমাং নেত্রাগ্রে ক্ষুরতাং সদা ॥ ১১২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত টীকা সমাপ্তা ॥ * ॥

ক্ষুর্তিপায় অর্থাৎ সর্বত্রই যেন তোমাকে দেখিতে পাই ॥ ১১২

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিষ্ণুসঙ্গলবিরচিত শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-
রত্নকর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুদিত কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ ॥ * ॥

যজ্ঞনন্দনটাকুরের পদ্য ।

বৈভব টীকা আর । তিন অমৃতে ত্রিভুবনে, ভাগাইলা সর্বজন,
আঁখি পাইল জন্ম অন্ধ যার ॥

তুমি বড় দয়াবান্, মোরে কর পরিত্রাণ, নিজগুণে এই
লীন জনে । তোমার করুণা হৈলে, মোর সব বাঞ্ছা পুরে,
মোর দোষ না লইবা মনে ॥

শ্রীচৈতন্য রিত্যানন্দ, অদ্বৈত আর ভক্তবৃন্দ, পদগে
নিজশিরে ধরি । গাইল গোবিন্দলীলা, মনে যাহা উপজিলা,
আর শুন যার কৃপা বলি ॥

শ্রীল শ্রীগুরুপদ, দ্বন্দ্বামৃত আনন্দিত, তার নখাঞ্চলে মোর
আশ । সেই পদ পরসাদে, গাইল কৃষ্ণকর্ণামৃতে, এ যজ্ঞনন্দন-
দাস দাস ॥ ১১২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতগ্রন্থস্য সারস্বরসদা নাম-
টীকায় ভাষানুরূপকৃতং সমাপ্তং ॥ * ॥

জয়তাং সুরতো পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী । সংসর্গে পদান্তোজৌ রাধাগদন-
মোহনৌ ॥ জয়তি মধুররাধাকৃষ্ণলীলারসোদ্যরটনবিধিসুধাভিঃ সাধসংজ্ঞাম-
কার্যিঃ । বিষয়বিষবিসংজ্ঞান যৌ রসজ্ঞাং নটীং মে সরসভজনলাস্যে স্ত্রধার-
স্বরূপঃ ॥ দুর্গমে পথি মেহংকস্য স্নলংপাদগতেষু হুঃ । স্বরূপাযষ্টিদানেন সহ-
সম্ভবলখনং ॥ শ্রীকৃপচরণাজালি-কৃষ্ণদাসেন বর্ণিতা । কৃষ্ণকর্ণামৃতমৈষা টীকা
সারস্বরসদা ॥